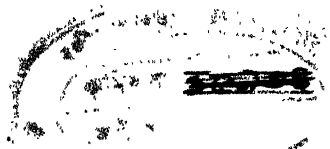


হিতোপদেশঃ

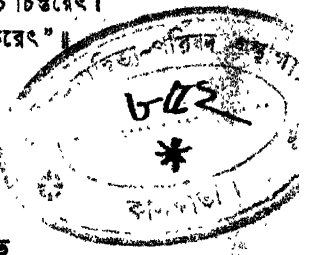
শ্রীবিষ্ণুশর্মা-প্রণীতঃ ।

শ্রী তারাকুমার কবিরত্নে ন

সংস্কৃতঃ ।



অজ্ঞানস্বরূপং প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ ।
সুহৃদ ইব কেশে সুভূতানা ধর্মমাচরেৎ ॥



হিতোপদেশ ।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন

কর্তৃক

পরিশোধিত মূল, এবং তৎকৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট প্রভৃতির

সহিত ।

Digitized by: Hari Parshad Das (HPD)
on 01 June 2013.

অজ্ঞান অসম জ্ঞান করি আপনানে,
প্রাজ্ঞ জন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে ;
সুভূ যেন কেশে আসি করেছে ধারণ,
ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম আচরণ" ।

কলিকাতা ।

১১৯ নং ওল্ড বৈটকথানা বাজার রোড, বানার্জি যন্ত্রে মুদ্রিত, এবং
কে, এন্, বানার্জি এন্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত ।

সংখ্য ১২৪৫ ।

“মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা ”

উৎসর্গ।

আমি শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া বাঁহার মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির সুলালিত কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রা বাইতাম, এবং বাঁহার বদন-বিনির্গত,—“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং স্বমগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ”, “সা তে ভবতু স্প্রীতা দেবী শিখরবাসিনী”, “রুঞ্চঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী”, “বিদ্বন্ধং চ নৃপতং চ নৈব তুলাং কদাচন”, “অজরা-মরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিস্তয়েৎ”, “কোহর্থঃ পুত্রেন জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধাম্মিকঃ”,—ইত্যাদি মধুময়ী বাণী শিক্ষা করিয়া আধ আধ কথায় উচ্চারণ করিতাম। বাঁহার পৌষ্বনিস্যন্দিনী ভুবনমোহিনী পৌরাণিকী ধর্মকথার অসীম জনতা দ্রবীভূত হইয়া একটি পবিত্র প্রবাহে পরিণত হইত। বাঁহার আনন্দময় ভাবে তন্ময় হইয়া, জননী পুত্রশোক, শিশু মাতৃস্তম্ভ, মুমূর্ষু মৃত্যুভয় ভুলিয়া বাইত। বাঁহার আবির্ভাবে যুগপৎ সর্বস্বার্থের আবির্ভাব হইত, সকল দেবতার অধিষ্ঠান হইত, শত শত বোগী, ঋষি, সিদ্ধ ও মহাপুরুষের সমাগম হইত, স্বর্গীয় আনন্দের শত শত নিকর প্রবাহিত হইত, সত্যযুগের দিব্য পরিমল সঞ্চারিত হইত, শোক হর্ষে এবং নৈরাশ্য উৎসাহে পরিণত হইত। বাঁহার দর্শনমাত্রে অক্রবাণ শিশুও মাতৃবক্ষ ছাড়িয়া বাঁহারি বক্ষ আলিঙ্গনের জন্য লালারিত হইত। বাঁহার আলাপনে ইঞ্জিয়মদোন্মত্ত উদাম যুবাও যৌবনোন্মাদ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইত, জরা-জীর্ণ অবসন্ন আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধও পুলকে প্রফুল্ল হইয়া মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোথান করিত। বাঁহার সমাগমে সকল স্থানই সদা উৎসবময়, জ্যোৎস্নাময় ও মধুময় বলিয়া জ্ঞান হইত। বাঁহার অভয় সদানন্দমূর্তি সকলের সকল শোক ও সকল সস্তাপ নির্করণ করিত। যিনি বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা পরমানন্দে বিহ্বল হইত। যিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে, বাঁহার বিরহে এক স্থান ঋশান ও বাঁহার পদার্পণে অন্য স্থান আনন্দ-কানন হইত। বাঁহার নিকটে ক্ষণকাল উপবেশন করিলে, হিংস্র, শঠ, নিষ্ঠুর ও পাষাণেরাও আত্মপ্রকৃতি বিস্মৃত হইত। যিনি স্বয়ং সদানন্দ, সদাশিব, আত্মারাম ও অজাতশত্রু ছিলেন। যিনি, সম, দম, অহিংসা,

অনহুয়া, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার ছিলেন। যিনি পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির আদর্শ, দাম্পত্যাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, সৌভ্রাতৃত্বের চরম সীমা, অপত্যস্নেহের উৎস, পরোপকারের দৃষ্টান্ত, সরলতা ও নির্বিকারতার অবতার এবং বিশ্বপ্রেমের মুক্তি ছিলেন। যিনি,—“মাতৃবৎ পরদারেষু”, “কো ধর্মো ভূতদয়া”, “অহিংসা পরমো ধর্মঃ”, “কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্”, “নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ”, “বসুধৈব কুটুম্বকম্”,—ইত্যাদি মহাবাক্য জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মধুময় হৃদয়ে বিশ্ব মধুময় দেখিতেন, এজন্য এ সংসারে অবিখাস, অসন্তোষ, অসত্য, কপটতা, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রভৃতির অস্তিত্বই জানিতেন না। যিনি আত্মানন্দে সদাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, কি গলিতদন্ত বৃদ্ধ, কি অজাতদন্ত বালক, উভয়ের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইতেন। যাহার বিকারশূন্য হৃদয়ে কি আত্ম-শিশু, কি মলমূত্রলিপ্ত চণ্ডাল-শিশু, উভয়েই সমান স্থান অধিকার করিত। যিনি অকৃত্রিম ভক্তিবোধে অমৃতায়মান বাক্যে কি উচ্চ কি নীচ স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃসম্বোধন এবং পুরুষমাত্রকেই পিতৃ-সম্বোধন করিতেন। যিনি পিতার গৌরবেই আপনাকে গৌরবান্বিত এবং মাতার আশীর্ব্বাদেই আপনাকে সিদ্ধকাম জ্ঞান করিতেন। পরি-চিত ব্যক্তিমাत्रেই আপনাকে যাহার পুত্রাধিক প্রেমাম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ লোকান্তরগত যে পুণ্যাত্মার নাম করিলে অদ্যাপি লোকের হৃদয় স্কীত, গাত্র কণ্টকিত ও নেত্র গলদশ হয়। পুণ্যশ্লোক নল যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় যে মহাপুরুষের নাম করিলেও সমস্ত অমঙ্গল দূরে যায়। আমি, সেই “স্বর্গাহুচ্চতরঃ”, ঈশ্বরকল্প, অভীষ্টদেব, পরম গুরু, স্বর্গীয়, পিতৃদেব,—

৮ কৃষ্ণমোহন শিরোমণির

প্রাতঃস্মরণীয় নামে

তদীয় অক্ষয়-প্রীতি-কামনায়

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

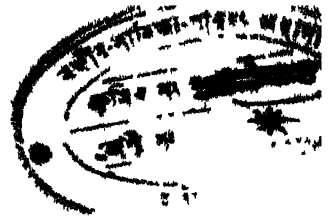
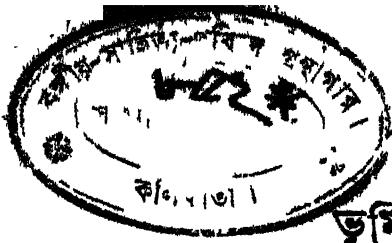
“পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপনে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ” ॥

পরমারাধ্যত্রীপিতৃদেবপাদাহুধ্যা ত

দাসাহুদাস

শ্রীতারাকুমার



ভূমিকা ।

“আহারনিদ্রাতয়মৈধুনং চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্ ।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥”

“এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈধুন,
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ ;
ধর্মেই বহুদূর হয় পশু হ’তে ভিন্ন,
ধর্ম না থাকিলে নর পশুসদ্যে গণ্য” ।

ভূমিকা

সেই ধর্মজ্ঞানের অভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা যখন ঘোর পশুভাবে মগ্ন ছিল ; যখন তাহারা ‘আহার’ ‘নিদ্রা’ ‘ভয়’ ও ‘মৈধুন’ প্রভৃতি পশুবৃত্তিরই অধীন ছিল ; যে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে মানুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে ভিন্ন হয়, যখন তাহারা মানুষ্যজাতির সেই পরম পুরুষাৰ্ধে বঞ্চিত ছিল ; যখন তাহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের রসান্বাদে বঞ্চিত থাকিয়া কেবল পশুভাব চরিতার্থ করত ভল্লুকাদির ন্যায় বনে জঙ্গলে বিচরণ করিত ; তখন এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে দিব্য-স্বভাব ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী আচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহারা যে কতকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে ? (১) । তাঁহাদের অনন্ত জ্ঞানকাণ্ডের মহিমা

(১) “The world does not now contain annals of more indisputable antiquity than those delivered down by the ancient Brahmans.”

Mr. Halhed.

“So far as the etymological investigations of the Sanskrit have hitherto afforded satisfactory results, it may certainly be considered as the parent stock of all the known languages.”

Mr. Hammer.

চিন্তা করিলে জ্ঞান হয় যেন তাঁহারা অনাদি অনন্তকাল এই জগতে বর্তমান আছেন। তাঁহারা অপ্রতিহত যোগবলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ক যে সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর জগতে কত রাজা ও রাজবংশের উত্থান ও পতন হইল, পৃথিবীর কত বিপ্লব ও বিপর্যয় ঘটিল, সমাজের কত প্রকার পরিবর্তন ঘটিল, কিন্তু তাঁহাদের যোগলব্ধ সেই সকল তত্ত্ব অদ্যাপি ধ্রুবতারার ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের যে সকল জ্ঞান-রত্নের গৌরবে এই ভারতভূমি অদ্যাপি জগতে রত্নভাণ্ডার বলিয়া কীর্তিত, 'হিতোপদেশ' সেই সকল অমূল্য রত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন। মহাপণ্ডিত হিতোপদেশপ্রণেতা বিষ্ণুশর্মা অতি প্রাচীনকালের লোক। তিনি অতি প্রাচীনকালের লোক হইলেও, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, বাল্মীকি, পরাশর, ব্যাস ও চাণক্য প্রভৃতির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুমক্ষিকা যেমন নানা পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া অপূর্ব মধুচক্র রচনা করে, বিষ্ণুশর্মাও তেমনি তৎপূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন। ইহার উপদেশ, সকল অবস্থায় মনুষ্যমাজেরই উপজীব্য। কি যোগী, কি ভোগী, সকলেরই ইহা সমান উপকারক। ইহা যোগীর যোগসিদ্ধি, ভোগীর পবিত্র ভোগশক্তি, রোগীর রোগশাস্তি ও শোকার্তের শোকশাস্তি প্রদান করে। রাজা, প্রজা, গৃহী, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, মুর্থ, ধনী, নিধন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও আতুর, সকলেরি পক্ষে ইহা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়—“মঙ্গল্যা চ মনোইরা চ জগতো মাতেব গঙ্গৈব চ”—(ভবভূতি)।

কালক্রমে এই হিতোপদেশের গুণের সৌরভ যখন দেশ-বিদেশে বিকীর্ণ হইল, তখন নানা দেশের গুণগ্রাহিগণ এদেশের আসিয়া এই অপূর্ব মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে

হিতোপদেশ পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রচলিত হইল (২)। ইহার নীতিগর্ভ গল্পগুলি নিতান্ত অনভ্য-
জাতির মধ্যেও নানাপ্রকার নামে প্রচারিত হইল।

আসিয়া, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মা-
বলম্বী লোকেই ঈশ্বরবাক্যের ন্যায় এই হিতোপদেশের উপদেশে
শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হিতোপদেশকর্তা কোন্ সময় কোন্ স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া-
ছিলেন, 'বিষ্ণুশর্মা' তাঁহার প্রকৃত নাম কি না, এ সকল
ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সঠিকরূপে জ্ঞাত হইবার কোনও উপায় নাই।
ভারতবর্ষের প্রাচীন আচার্য্যেরা কেহই নিজ নিজ গ্রন্থে আপনা-
দের লৌকিক পরিচয় দিয়া যান নাই। তাঁহারা কোন্ সময়
কোন্ দেশে কোন্ কূলে কি অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,
তাঁহাদের নাম কি, আকৃতি কিরূপ, ইত্যাদি আধুনিক ঐতিহাসিক
পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা আত্মপরিচয়
দিবেন কি, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিশ্মৃত হইয়া তন্ময়ভাবে জ্ঞান-
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং সেই মহাযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেই
আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ধাম
প্রভৃতি পরিচয় দিতে হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহাদের উদ্বোধই
ছিল না। এজন্য রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে, সেই সেই
অদ্বিতীয় জ্ঞান-কাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার কোনও বিবরণ নাই (৩)।

(২) হিব্রু, লাতিন, গ্রীক, সাইরিক, ইটালিক, আর্মশিক, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস,
আরবিক, পারসীক, তুরস্ক, চীন, পলাবি, হিন্দি, উর্দু, ইংরাজি, বঙ্গালা প্রভৃতি
পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক ধাবতীয় ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপ-
দেশ ও পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে। ভূমিকার শেষে কোলকাতার লিখিত ইংরাজি
বিবরণ দেখ।

(৩) এমন কি, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে আপনাদের নাম পর্য্যন্তও দেন নাই।
'স্বামীকি', 'বেদব্যাস' প্রভৃতি তাঁহাদের প্রকৃত নাম নহে। রামায়ণকবি বখন

তঁাহাদের প্রণীত জ্ঞানকাণ্ডের আত্মস্বভাবব্যাপিনী বিশালতা দেখিয়া তঁাহাদের এক এক জনের আকৃতি ধ্যান করিলে, সম্মুখে এক একটি বিরাটমূর্তি আবির্ভূত হয়। তঁাহারা আপনাদের লৌকিক পরিচয় প্রদান না করিলেও, যাহা মনুষ্যের প্রকৃত পরিচয়, তঁাহারা সেই অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তঁাহারা জীবলোকের কল্যাণকামনায় যে অমূল্য জ্ঞানধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা, 'যাবৎ চন্দ্রদিবাকরৌ' তঁাহাদের আত্মপরিচয় প্রদান করিবে। মহাবীর কর্ণ কহিয়াছিলেন,—

“হতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্” ॥

“আমি সূতই হই বা সূতপুত্রই হই, যে কেহ হই না কেন, আমার জাতি কুলের পরিচয়ে কি হইবে? মনুষ্যত্বই আমার প্রকৃত পরিচয়”। অতএব হিতোপদেশকর্তার নাম ধাম ও বংশ প্রভৃতির পরিচয় না পাইলেও মনুষ্যসমাজের কোনও ক্ষতি নাই, তঁাহার এই হিতোপদেশই অনন্তকাল জীবলোকের মহোপকার সাধন করিয়া তঁাহার মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিবে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, এই দুইখানি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্মার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চতন্ত্র তঁাহার প্রথম গ্রন্থ, এবং উহা হইতে তিনি সার সঙ্কলনপূর্বক পশ্চাৎ হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থের একই প্রতিপাদ্য। পঞ্চতন্ত্রে যাহা বিস্তারে আছে; হিতোপদেশে প্রায় তাহাই সংক্ষেপে আছে। অতএব পঞ্চতন্ত্রই

মহাযোগে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তঁাহার দেহ ক্রমে বশীকরাশিকে সমাকীর্ণ হওয়ার তিনি 'বাসীক' নামে খ্যাত ও বেদ বিভাগ করিয়া মহাত্মারতর্কর্তা 'ব্যাস' বা 'বেদব্যাস' নামে খ্যাত।

হিতোপদেশের মূলস্বরূপ (৪)। এই দুই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই;—

১ম পঞ্চতন্ত্র ।—দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মিহিলারোপ্য (৫) নামে

(৪) পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র অর্থাৎ পরিচ্ছেদ, যথা,—(১) মিত্রভেদ, (২) মিত্র-প্রাপ্তি, (৩) কাকোলুকীর, (৪) লঙ্কাপ্রণাশ, (৫) অপস্রীকিতকারক। হিতোপদেশের চারিটি পরিচ্ছেদ, যথা,—(১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃৎভেদ, (৩) বিগ্রহ, (৪) সন্ধি। পঞ্চ-তন্ত্রের ‘মিত্রভেদ’ হইতে হিতোপদেশের ‘সুহৃৎভেদ’ সঙ্কলিত। পঞ্চতন্ত্রের ‘মিত্র-প্রাপ্তি’ হইতে হিতোপদেশের মিত্রলাভ সঙ্কলিত। হিতোপদেশের ‘বিগ্রহ’ ও ‘সন্ধি’, এবং আত্মবৃত্তিক অন্যান্য গল্প, পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হইতেই আবশ্যিকমত সঙ্কলিত হইয়াছে। এস্থলে উভয় গ্রন্থের ন্যূনাবিক্যের তালিকা প্রদত্ত হইল;—

পঞ্চতন্ত্রের পরিচ্ছেদ	৫
„ মূলের আত্মবৃত্তিক গল্প ৬৩	
„ শ্লোকসংখ্যা ..	১০২৪
„ পৃষ্ঠা	৩১৫

ইহার মধ্যে প্রস্তাবনার শ্লোক ৬টি। ১ম তন্ত্রে শ্লোক ৪২৫ এবং গল্প ২২। ২য় তন্ত্রে শ্লোক ১৮৫ এবং গল্প ৬। ৩য় তন্ত্রে শ্লোক ১৮৪ এবং গল্প ৪। ৪র্থ তন্ত্রে শ্লোক ১১৮ এবং গল্প ১৬। ৫ম তন্ত্রে শ্লোক ১০৬ এবং গল্প ১৫।

হিতোপদেশের পরিচ্ছেদ	৪৪
„ মূলের আত্মবৃত্তিক গল্প ৩৮	
„ শ্লোকসংখ্যা ..	৭২৪
„ পৃষ্ঠা	১৩৫

ইহার মধ্যে প্রস্তাবনার শ্লোক ৪৭টি। মিত্রলাভে শ্লোক ২১২ এবং গল্প ৮। সুহৃৎভেদে শ্লোক ১৮৪ এবং গল্প ৯। বিগ্রহে শ্লোক ১৪৯ এবং গল্প ৯। সন্ধিতে শ্লোক ১৩২ এবং গল্প ১২। বোধে মুক্তির নারায়ণ বালকক ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গের প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ উভয়ই রয়াল ১২ পোন্ড আকারে মুদ্রিত। এইজন্য উহা হইতে এই তালিকা প্রদত্ত হইল। অন্যান্য সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা বরং অধিক দেখা যায়, জনসনের বিল্যভি সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। এই সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা অভিন্ন—সমস্ত ৭৫৩। ইত্যাদি।

(৫) কোনও কোনও পুস্তকে, ‘মিহিলারোপ্য’ এইরূপ নাম আছে। ঐ নামের ঐতিহাসিক বিবরণ এক্ষণে পাওয়া যায় না।

এক নগর আছে। তথায় অর্ধিগণের কর্তব্যরূপ অমরশক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। বহুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনন্তশক্তি (৬) নামে তাঁহার তিন পুত্র নিতান্ত দুর্বল হইয়া উঠিল। রাজা তাহাদিগকে সতত কুপথগামী দেখিয়া একদা মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—“আপনারা জানেন ত আমার এই পুত্রেরা কিরূপ দুঃশীল হইয়াছে। আমি ইহাদের জন্য দুঃশিস্তায় এ দুর্লভ রাজসম্পদেও অণুমাত্র সুখী নহি। আমার বৃত্তিভোগী পাঁচ শত পণ্ডিত আছেন। অতএব যাহাতে আমার পুত্রেরা সুশিক্ষিত হয়, তাহা করুন”। তন্মধ্যে একজন মন্ত্রী কহিলেন,—মহারাজ! শব্দশাস্ত্র শিথিতে বহুকাল বিলম্ব হইবে। অতএব, ইহাদের শিক্ষার নিমিত্ত কোনও সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র স্থির করা উচিত। এখানে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ এবং ছাত্রগণমধ্যে লক্ষপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করুন। রাজা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুশর্মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই দুর্বল সন্তানগণকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করুন। বিষ্ণুশর্মা কহিলেন,—“রাজন্! আমি শত শত ঐশ্বর্য্য পাইলেও বিদ্যা বিক্রয় করি না। আমি বিনামূল্যে কুমারগণকে বিদ্যাদান করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, ছয় মাসের মধ্যে যদি কুমারগণকে সুশিক্ষিত করিতে না পারি, তবে আমি আমার এ নামই ত্যাগ করিব। আমি স্বার্থলোভে এ কথা বলিতেছি না। আমার অশীতি বৎসর বয়স, আমি বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি নিষ্কাম হইয়া আপনার প্রার্থনা পূরণ করিব”। রাজা ব্রাহ্মণের ঐ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং তাঁহার

(৬) কোনও কোনও পুস্তকে ‘বহুশক্তি’ স্থানে ‘বহুশক্তি’, এবং ‘অনন্তশক্তি’ স্থানে ‘অনেকশক্তি’ এইরূপ নাম আছে।

হস্তে পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন। বিষ্ণুশর্মাও, মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকৌলুকীয়, লব্ধপ্রণাশ, অপরীক্ষিতকারক, এই পাঁচটি লক্ষ্য রচনা করিয়া কুমারগণকে পড়াইলেন। সেই রাজপুত্রেরাও তৎপাঠে ছয় মাসেই সুশিক্ষিত হইলেন। তদবধি 'পঞ্চতন্ত্র' নামক নীতিশাস্ত্র বালকগণের নীতিশিক্ষার্থে ভূতলে প্রচারিত হইল।

২য় হিতোপদেশ।—ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র (৭) নামে এক নগর আছে। তথায় সমস্ত রাজগুণালঙ্কৃত স্তদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা মূর্থ ও কুপথগামী হইয়াছিল। তিনি একদা সমস্ত পণ্ডিতগণকে আহ্বানপূর্বক একটি সভা করিলেন, এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে আর্ষ্যগণ! আপনাদের মধ্যে কি এমন কেহ পণ্ডিত আছেন, যিনি আমার এই মূর্থ ও ছুর্বৃত্ত পুত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিয়া তাহাদের পুনর্জন্ম সম্পাদন করিতে পারেন? তন্মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ বিষ্ণুশর্মা নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত রাজাকে কহিলেন,—রাজন্! এই রাজপুত্রেরা মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহাদিগকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিব। রাজাও পরম প্রীত হইয়া, বিষ্ণুশর্মার বথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহার হস্তে পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন। বিষ্ণুশর্মাও হিতোপদেশ রচনা করিয়া তাহাদিগকে পড়াইলেন। তৎপাঠে তাহারা অচিরেই সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইল।

পঞ্চতন্ত্রের মঙ্গলাচরণে আছে,—

“নমো মনু-বৃহস্পতি-ব্যাস-বাল্মীকিপ্রভৃতিভ্যঃ”।

মনু, বৃহস্পতি, ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতির চরণে নমস্কার। অনন্তর শ্লোক দ্বারা তিনি,—মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, পরাশর,

ধ্যান ও চাণক্যপণ্ডিত এই কয় নীতিশাস্ত্রপ্রণেতাকে বন্দনা করিয়াছেন, যথা,—

“মনবে বাচস্পত্যে শুক্রায় পরাশরায় সন্ততায় ।

চাণক্যায় চ বিছুষে নমোহস্ত নরশাস্ত্রকর্তৃভ্যঃ” ॥

ইহার পর এই শ্লোক আছে, যথা,—

“সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্ ।

তদ্বৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার স্তমনোহরং শাস্ত্রম্” ॥

বিষ্ণুশর্মা জগতে সমস্ত অর্থশাস্ত্রের সার সমালোচনপূর্বক পাঁচটি তন্ত্রে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন ।

হিতোপদেশের মুখবন্ধে যে কয়টি শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি শ্লোকে আছে, যে,—পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সার সংকলন পূর্বক এই হিতোপদেশ রচিত হইল,—

“মিত্রলাভঃ স্তুহুস্তেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ ।

পঞ্চতন্ত্রান্তধান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকুস্য লিখ্যতে” ॥

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়, যে তিনি একই উদ্দেশ্যে উভয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । প্রথমে পঞ্চতন্ত্র, এবং পশ্চাৎ তাহাই সংক্ষিপ্ত, স্তমাজ্জিত ও পরিবর্তিত করিয়া হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং তৎপূর্ববর্তী মনু, পরাশর, ব্যাস, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য ও চাণক্যপ্রভৃতি নীতিশাস্ত্রকারের গ্রন্থ হইতে আবশ্যিকমত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন (৮) । তদ্বিগ্ন গ্রন্থে তাঁহার বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না ।

(৮) চাণক্য, শুক্রী নীতিশাস্ত্রের অধিকাংশ শ্লোক মনু, বৃহস্পতি ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া যান । শুক্রের, বিষ্ণুশর্মা, চাণক্য-সংগৃহীত নীতিশাস্ত্র, এবং মনু, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছেন । এজন্য বিষ্ণুশর্মার গ্রন্থে চাণক্যের অধিকাংশ শ্লোক বেদিক্রমে পাঠ করা যায় । মনু ও মহাভারত প্রভৃতি করেকথানি মূল গ্রন্থই যে জগৎপ্রদর্শনী সমস্ত নীতিশাস্ত্রকারের

বিষ্ণুশাস্ত্র, অধিকাংশ রত্ন, জগতের প্রাচীনতম রত্ন-ভাণ্ডার মানব, বাহুস্পত্য, মহাভারত প্রভৃতি মূলগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি, ঐ সকল রত্ন, অপূর্ব-গল্পসূত্রে-এরূপে গ্রথিত করিয়াছেন যে, তাঁহার অসাধারণ বহুদর্শিতা, অদ্বুত সার-গ্রাহিতা ও বিচিত্র রচনাকৌশলের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার বিরচিত গদ্য যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ, তেমন বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই। তাঁহার চমৎকারিণী গদ্যরচনা, সংস্কৃত গদ্যরচনার আদর্শস্বরূপ, ইহা বলিলে বোধ অত্যাক্তি হয় না। ফলতঃ তিনি পুরাতন উপদান লইয়া প্রতিভাবে এক নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন।

গণের উপজীব্য, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। মহাভারতের রাজধর্মের ১৯ অধ্যায়ে নীতিশাস্ত্রকারগণের বিষয়ে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

পূর্বকালে ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনায় লোকরক্ষার জন্য এক লক্ষ অধ্যায়ে প্রথম নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। শিব, ব্রহ্মার নিকট সেই নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা সংক্ষেপপূর্বক দশসহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। শিবের অন্যতম নাম 'বিশালাক্ষ' ; এইজন্য শিবপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'বৈশালাক্ষ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইন্দ্র, শিবসকাশে সেই নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সংক্ষেপপূর্বক পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। 'বাহুদত্তী' ইন্ড্রের অন্ততম নাম ; এইজন্য ইন্দ্র প্রণীত নীতিশাস্ত্র 'বাহুদত্তিক' নামে প্রসিদ্ধ হইল। বৃহস্পতি, ইন্দ্র প্রণীত নীতিশাস্ত্র সংক্ষেপ করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। বৃহস্পতিপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'বাহুস্পত্য' নামে প্রসিদ্ধ হইল। শুক্রাচার্য্য, পুনরায় তাহা সংক্ষেপ করিয়া এক সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। 'ঔশনা' শুক্রাচার্য্যের অন্যতম নাম ; এজন্য তৎপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'ঔশনস' নামে প্রসিদ্ধ হইল। পুনশ্চ ;—

গরুড়পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, চাণক্য, বৃহস্পতিপ্রণীত 'নীতিসার' নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ঐ 'নীতিসার' গ্রন্থের শ্লোক ও চাণক্য প্রণীত শ্লোক প্রায়ই একরূপ। দণ্ডিপ্রণীত দশকুমার চরিতের বিশ্রুত-কুরিতে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুগুপ্ত অর্থাৎ চাণক্য, মৌর্যবংশীয় মহারাাজ চন্দ্র-গুপ্তের জন্য পূর্বপ্রচলিত নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ছয় সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিতোপদেশের গল্পগুলির মূল তত্ত্ব নিরূপণ করা অতি দুষ্কর। মানবসমাজের শৈশবাবস্থায় লিপিপ্রণালীর অভাববশতঃ, পুরুষ-পরম্পরাগত প্রবাদবাক্য ও গল্পের সূত্রেই লোকের নীতিশিক্ষা নির্বাহ হইয়া থাকে। অনন্তর, লিপিপ্রণালীর আবির্ভাবে ঐ সকল নীতিগর্ভ প্রবাদ ও গল্প ক্রমে দেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, এবং সমাজের আদিম অবস্থার পরিচায়ক একটি জাতীয় স্থায়ী সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। ক্রমে ঐ সকল লিপিবদ্ধ প্রবাদ ও গল্প নিজগুণে যতই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, স্থানভেদে লোক-প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ, ততই ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্তিত হয়। এ মীমাংসা সত্য হইলে, হিতোপদেশের গল্পগুলি যে আমাদের দেশের নীতিশিক্ষার প্রথম সোপান, আমাদের সমাজের শৈশবাবস্থার সরল মধুর ও স্নকোমল মুর্ত্তি এবং জগতের আদিম সভ্য ভারতের অতি পুরাতন ও শ্লাঘনীয় সম্পত্তি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মহাভারত, ভারতের অতি পুরাতন সম্পত্তি। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে (৯)। সমাজের অতি পুরাতন চিত্র বলিয়াই মহাভারতের নীতিসকল ভূরি ভূরি প্রবাদ ও গল্পের সূত্রে উদাহৃত হইয়াছে। হিতোপদেশের অনেক গল্প মহাভারতেও দেখিতে পাইবে (১০)। অতএব, হিতোপদেশের কোনও কোনও গল্প, মহাভারতের পূর্বেও বর্তমান ছিল। বিষ্ণুশাস্ত্রা,

(৯) সন্দর্ভকার ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গণনা মিলাইয়া দেখিলে জানা যায় যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর অন্যান ৩৮ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। অতএব মহাভারত যে প্রায় চারি সহস্র বৎসরের গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় নাই। (মৎস্ক-শিখিত লঘুচারণ্য-বৃহৎ সংস্করণ-ভূমিকা-৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।)

(১০) হিতোপদেশের যে যে গল্প মহাভারতে আছে, তাহার কতকগুলি ইহারু পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। (পরিশিষ্ট, ৫ পৃষ্ঠা, ১০ম পঙ্ক্তি ; ২১ পৃষ্ঠা, ২৬শ পঙ্ক্তি ; ২২ পৃষ্ঠা, ৫ম পঙ্ক্তি ; ২২ পৃষ্ঠা, ১৯শ পঙ্ক্তি, দেখ।)

কতকগুলি গল্প, ঐ সকল প্রাচীনতর প্রবন্ধ হইতে, এবং কতকগুলি গল্প, পুরুষপরম্পরাগত প্রাচীনতম কিম্বদন্তী হইতে সঙ্কলন করিয়া, মনোরম লিপিসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি ঐ সকল গল্প যথারীতি লিপিবদ্ধ করিলে পর, ক্রমে তদীয় লিপিবদ্ধ মনোহর গল্পাবলী ইউরোপে ‘পিল্পের গল্পাবলী’ (Pilpay’s Fables) নামে প্রচলিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য দেশেও অন্যান্য নামে প্রচলিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল গল্পের মূল নীতি অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, জীবনপ্রণালী, রীতি, নীতি ও রুচি প্রভৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মার কোন্ গল্পটি কোন্ দেশে কিরূপ আকারে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকায় যথাসাধ্য বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল (১১)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামতি কোলক্রক সাহেব এই হিতোপদেশের বিষয়ে গভীর গবেষণা দ্বারা বাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অবিকল এই ভূমিকার শেষেই উদ্ধৃত হইল।

যে প্রণালীতে হিতোপদেশের এই সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

১। মূল সংস্কৃত।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপে প্রচলিত বিবিধ পুস্তকের সহিত মিলাইয়া সম্পূর্ণ পরি-
ষ্কৃত পাঠ মূলে প্রদান করিয়াছি। শ্লোকগুলির মধ্যে যে সকল অশুদ্ধ পাঠ
আবর্তমান কাল চলিয়া আসিতেছিল, সে সকলের যথোচিত মূলানুসন্ধান পুস্তক
যথাসাধ্য সংশোধন করিয়াছি।

২। বাঙ্গালা অনুবাদ।

প্রতি পৃষ্ঠায় মূলের নিম্নে গদ্যের অনুবাদ গদ্যে এবং পদ্যের অনুবাদ পদ্যে

(১১) যে প্রণালীতে হিতোপদেশ প্রকাশিত করিলাম, সেই প্রণালীতে বিষ্ণু-
শর্ম্মার ১ম গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রও অচিরে প্রকাশ করিব, এবং তাহার ভূমিকায় সমস্ত
গদ্যের সুবিস্তৃত মূলানুসন্ধান থাকিবে।

প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদ সরল অবিকল ও মূলের সম্পূর্ণ ভাববাহক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

৩। বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রভৃতি।

সর্বসাধারণের সম্পূর্ণরূপে সুগম করিবার জন্য, অনুবাদের নিম্নে প্রয়োজনমত অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রমাণ প্রয়োগ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ভূমিকা।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তা বিষ্ণুশর্মা বিষয়ে যাহা কিছু জাতবা, তাহা ভূমিকায় সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলকক সাহেব এই হিতোপদেশবিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধানপূর্বক ইংরাজিতে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই ভূমিকার শেষে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫। নির্ঘণ্ট।

প্রথম নির্ঘণ্টে সমস্ত গল্পের সংখ্যা ও সে সকলের পত্রাঙ্ক যথাক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় নির্ঘণ্টে হিতোপদেশের সমস্ত নীতির একটি সুবিস্তৃত তালিকা ও সে সকলের পত্রাঙ্ক একরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, ঐ তালিকা দৃষ্টে পাঠকগণ আবশ্যকমত নীতি ও তাহার প্রমাণ প্রয়োগাদি ক্ষণমধ্যেই বাহির করিতে পারিবেন।

৬। হিতোপদেশের উপদেশ।

হিতোপদেশে যে সকল অমূল্য উপদেশ আছে, এই প্রকরণে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, অর্থাৎ—ইহার সার সার নীতিগুলির মন্ত্র উদ্ঘাটনপূর্বক প্রমাণ-প্রয়োগাদির সহিত অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭। পরিশিষ্ট।

বিষ্ণুশর্মা, যে যে মূল হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বেরূপ আকারে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহা সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত শ্লোকের মূলানুসন্ধান ও বিবিধ পাঠের সমালোচনা প্রভৃতি পরিশিষ্টের উদ্দেশ্য।

শ্রীতারাকুমার শর্মা।

COLEBROOKE'S
INTRODUCTORY REMARKS,
Prefixed to the Edition of the Hitopadesa,
PUBLISHED AT CALCUTTA, 1804.

To promote and facilitate the study of the ancient and learned language of India, in the College of Fort William, it has been judged requisite to print a few short and easy compositions in the original *Sanskrit*. The first work chosen for this purpose, and inserted in the present volume, under its title of *Hitopades'a*, or 'Salutary Instruction,' had been translated by Mr. WILKINS, and by the late Sir WILLIAM JONES, as the text of a very ancient collection of apologues, familiarly known, in the numerous versions of it, under the name of 'Fables of Pilpay.' The great advantage, which may be derived by students, from consulting correct translations, at their first acquaintance with *Sanskrit* literature, has indicated this work as the fittest for selection; although it be not strictly the original text, from which those beautiful and celebrated apologues were transferred into the languages of Persia, and of the West.

In the concluding line of the poetical preface to the *Hitopades'a*, it is expressly declared to have been drawn from the *Panchatantra* and other writings. The book, thus mentioned as the chief source, from which that collection of fables was taken, is divided into five chapters, as its name imports: it consists, like the *Hitopades'a*, of apologues, recited by a learned *Bráhman* named VISHN'U S'ARMAN, for the instruction of his pupils, the sons of an Indian monarch; but it contains a greater variety of fables, and a more copious dialogue, than the work, which has been chiefly compiled from it; and, on comparison with the Persiau translations now extant, it is found to agree with them more nearly, than that compilation, both in the order, and the manner in which the tales are related.

To compare them, it has been first necessary to exclude all the additions, which have been made by translators. These have been explained by ABU'LEAZL, with the history of the publication itself, in the preface to his own version, entitled *Ayár dánish*; and by HUSAIN WA'EZ, in the introduction to the *Anwári Suhailí*.

They recite from ABULMALA's preface to his translation of the *Callálah u Damnah*, that BARZU'YAH, an eminent and learned physician, being purposely sent into *Hindustán* by NU'SHÍRVA'N, king of Persia, brought

a transcript of this with other books, which were preserved among the best guarded treasures of the kings of India: and it was immediately translated into *Pehleví*, for the gratification of the Persian monarch, under the superintendance of his minister BUZERCHUMIHR.

From this version in *Pehleví*, by BUZERCHUMIHR, or by BARZU'YAH, (and which is said to have borne the title of *Humáyún námeh, Jáwidán khird*, and testament of *Húshenk*.) the book was translated into the Arabic language by *Imám* ABU'LHASAN ABDULLAH BENU'L MUEAFFA, in obedience to the commands of ABU'LJAFER MANSU'R, second *khalif* of the house of ABBA'S. From Arabic, it was restored into Persian, by direction of ABU'L HASAN NASRU'DDI'N AHMED, a prince of the race of SA'MA'N; and was clothed in verse by the poet RU'DACI', for *Sultán* MAHMU'D SABACTAGI'N. It was again translated into prose, from the Arabic of ABDULLAH, by desire of *Abu'l muzaffar* BAHRAM SHA'H, son of *Sultán* MASAU'D, a descendant of *Sultán* MAHMU'D of *Ghazna*; and this version, the author of which was ABU'LMALA NASULLAH, is the same which has been since current under the title of *Oulílah u Damnah*. It underwent a revision, and received the embellishment of flowery language from HUSAIN WA'EZ CA'SHAFI', at the suggestion of *Anír Shaikh* AHMED, surnamed SUHAILI', a chieftain commanding under *Sultán* HUSAIN MI'RZA', of the house of TAIMU'R; and this highly polished version is named from the author's patron *Anwári Suhailí*. It was lastly revised, and put into plainer, but elegant language, by ABU'LEAZL, in obedience to the orders of the Emperor AKBAR.

This amended translation comprises sixteen chapters; ten of which, as ABU'LEAZL states in his preface, were taken from the *Hindí* original entitled *Caratac* and *Dawanac*; and six were added by BUZERCHUMIHR, namely, the four last, containing stories recited by the *Bráhma*n BI'DPA'I, in answer to the questions of the King DA'BISHLI'M; and the two first, consisting of a preface by BUZERCHUMIHR, with an introduction by BARZU'YAH. Both these introductory chapters had been omitted by HUSAIN WA'EZ, as foreign to the original work; but he substituted a different beginning, and made other additions, some of which are indicated by him, and the rest are pointed out by ABU'LEAZL; who has nevertheless retained them, as appendages not devoid of use, and therefore admissible in a composition intended solely to convey moral instruction. The whole of the dramatic part, including all the dialogue between DA'BISHLI'M, king of India, and BI'DPA'I or PILPAI, a *Bráhma*n of *Sarándíp*, as well as the finding of HUSHENK's legacy, (from both which the work itself has derived two of the names, by which it has been most frequently distinguished;) appears to have been added by the translators, although the appellations of the king, and of the philosopher, are stated to be of Indian

origin * For ABU'LEAZL has inserted the story at the close of the second chapter; after expressly declaring, in one place, that the substance of the work begins with the third; and in another, that the two first were added by the author of the *Pehlevi* translation.

Setting apart then the dramatic introduction, in which the Persian differs from both the *Panchatantra* and the *Hitopades'a*, and beginning the comparison from the third chapter of the *Calilah u Damnah*, it is found, that the fable of the ox † and lion, with all the subsequent dialogue between the shakals *Oarátaca* and *Damanaca*, constituting the first chapter of the *Panchatantra*, corresponds with the Persian imitation; excepting, however, a few transpositions, and the omission of some apologues, as well as the insertion of others.

Thus the fable of 'The Ape and the Carpenter's wedge,' which is first in both works, is immediately followed, in the *Panchatantra*, by that of 'The Shakal and the drum;' but the Persian translators have here introduced a different apologue. They have placed the story of 'The Thief and the Mendicant,' with others included in it, immediately after that of 'The Fox and the drum;' but the *Panchatantra* interposes another tale, the omission of which, however, induces no imputation of the good taste of the translators. They have next substituted two fables, ('The Sparrow, the Hawk, and the Sea' and 'The Reformed Tyrant;') for a story of a wheelwright's marriage with a king's daughter.

The next three fables are alike in the *Sanskrit* and Persian; but two, which follow (*viz.* 'The Louse and the Bug,' and 'The Blue Shakal,') are omitted by the translators; who have evinced their judgment in the rejection of the first.

The fable of 'The Three Fish,' is placed next by the Persian authors, and is followed by five others, which do not occur in the *Panchatantra*. These are succeeded by three more, which are placed by the *Sanskrit* author, immediately after the fable of 'The Blue Shakal,' and before that of 'The Three Fish'.

* HUSAIN WA'EZ and ABU'LEAZL explain *Bidpai*, as equivalent to the Persian term *Hacim mehrbin*; and, according to the ingenious conjecture of Sir WILLIAM JONES, that appellation is corrupted from the Sanskrit *Vaidya priya*. The name of DAMISHLIM, interpreted *Pádsháh buzurg*, or great King, has not so striking a resemblance to any Sanskrit term of the same signification. *Páipai* appears to be Persian; and in some copies of the *Anwári Suhaili* (for the passage is wanting in others), it is mentioned to have been translated from the Hindi *Hastipát*; which, in Sanskrit, bears the same meaning, *viz.* elephant's foot.

† The Persian name, *Shanzebah* (for so the word should be read, and not, as written in many copies, *Skuterbah*), is evidently formed on the Sanskrit name for this ox, *Sanjivasa*.

Here the *Panchatantra* introduces a story of an elephant, whose death was procured through the means of a gad-fly, by birds whom he had aggrieved. But it has been omitted in the Persian, and so has the next fable, of 'The Lion and the Leopard.'

The remaining apologues, belonging to the first chapter, are alike in both works; excepting that of 'The Gardener, the Bear, and the Fly,' which is inserted last but one, in the Persian translation; but which does not occur in the *Panchatantra*.

Many of these fables are also found in the *Hitopades'a*, but arranged in quite a different order, being interspersed with others, through the three last chapters of that compilation.

Without further particularizing the variations of the Persian from the *Sanskrit*, it may be sufficient to say, that the five chapters of the *Panchatantra* agree, in the subject, and in the general arrangement of the fables, with the third, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth, chapters of the *Ayárdánish*: and that more than half of the fables, contained in that part of the Persian work, which purports to have been derived from the Indian text, corresponds exactly to similar apologues in the *Sanskrit*: In most instances of omission, a reason may be easily conjectured for the rejection of the original stories: and those, which have been substituted for them, as well as the few contained in the remaining chapters, which are not avowedly additional, may have been taken by the first translator, either from other Indian works, (for BARZU'YAH is stated to have brought more than one book from *Hindustán*;) or, though not acknowledged by him, may have been drawn from different sources. It probably was more his design to present to the King of Persia a pleasing collection of apologues, than a strictly faithful translation of a single Indian work.

This collection of fables has been translated more frequently, and into a greater variety of languages, than any other composition not sacred; and, although the earliest paraphrase, in *Pehleví*, be now lost, its Arabic version is extant, or lately was so; and may be easily verified through the translations made into more than one language, upon the Arabic text.

It is unnecessary to speak of another Arabic version said to have been taken from the original text of a pretended king of India named ISAM, three hundred years before the time of ALEXANDER; or to mention that made from the testament of HUSHENK (entitled *Jáwidán khird*), by HASAN, son of SUHAIL, Minister of AL MAMU'N, the seventh *khalif* of the *Abbási* dynasty. For both these pretended versions are probably the same with ABDU'LIAH'S, but erroneously ascribed to other authors.

From his Arabic text, a Greek translation, entitled Stephanites and Ichnelates, was completed, seven hundred years ago, by SIMEO SETHUS, for the Emperor ALEXIUS COMNENUS. One in Syriac, under the title of

Calalaig and *Damnag*, is probably taken from the Arabic, though purporting to be derived immediately from the Indian text. The Turkish versions (for there are more than one) have been derived mediately or immediately from the Arabic; and several Latin and Italian translations have been drawn from the Greek of SETHUS; not to mention another Latin one from the Hebrew, nor the German and Spanish versions from the Latin and the Italian. All these, as well as the French translation of GAULMIN, DAVID SAID, GALLAND and CARDONNE, from the Persian *Calilah u Damnah*, and from the Turkish *Humáyún náme* and *Anwári Suhailí*, as also the English version from the French, appear to have been compared with considerable attention by various persons: but, excepting two unfaithful imitations in Latin and Italian, the general correspondence of the rest seems to be acknowledged.*

We may conclude, therefore, that the Persian *Calilah u Damnah*, and *Ayár dánish*, exhibit a sufficiently exact representation of the Arabic translation from the *Pehlvi*; and that, after rejecting avowed additions, we ought to find there a near resemblance to the Indian original. From a careful collation of both *Sanskrit* works with the genuine parts of the Persian translation, it is evident, as has been already shown, that the *Panchatantra* corresponds best with them: and there can be little hesitation in pronouncing this to be the original text of the work, which was procured from India by NU'SIR'VA'N more than twelve hundred years ago.

This fact is not without importance in the general history of Indian literature; since it may serve to establish the greater antiquity of authors who are quoted in the *Panchatantra*; and amongst others, that of the celebrated astrologer VARA'HA MIHIRA, who is cited by name in one passage of the first chapter.

The *Hitopades'a*, containing nearly the same fables told more concisely and in a different order, has been translated into Persian, in comparatively recent times, by MAULAVÍ TA'JU'DDI'N, who entitled it *Muferrehu'lkulu'b*; and who does not appear, from his preface, to have been aware, that the work, translated by him, was any way connected with the *Calilah u Damnah*.

This, as well as the *Hindí* version of it, by MÍR BEHA'DUR ALÍ, which has been printed for the use of the College of Fort William, and which is entitled *Akhláki Hindí*, may afford some help to a student, reading the *Hitopades'a*, for his first exercise in the *Sanskrit* language. He will find still more effectual assistance in the English translations by Sir

* See Bibliotheca Græca of Fabricius, vol. vi. p. 460, and vol. x. p. 324; Bibliothèque Orientale of d'Herbelot, pp. 1118, 206, 245, 399, and 456; Works of Sir W. Jones, vol. vi. p. 4; and As. Res. vol. i. p. 429; also Wilkins's *Heetopades*, preface, p. xiii.

WILLIAM JONES and MR. WILKINS : and, for this advantage, no less than for its easy style, the *Hitopades'a* has the first place in the present collection of *Sanskrit* works.

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অমৃতরনিকা	১

মিত্রলাভ—প্রথম কথাসংগ্রহ ।

১। কাক, কুম্ভ, মৃগ ও মৃষিকের কথারস্ত্র	১১
২। কপোতের কথা	১২
৩। বুদ্ধ ব্যাঘ্র ও পথিকের কথা	১২
৪। মৃগ, কাক ও শৃগালের কথা	২৮
৫। গৃধ্র, বিড়াল ও পক্ষীর কথা	২৯
৬। হিরণ্যক মৃষিকের কথা	৪৮
৭। বুদ্ধ বণিক ও তাহার যুবতী ভার্য্যার কথা	৫০
৮। ব্যাধ, মৃগ, শূকর, সর্প ও শৃগালের কথা	৬৪
৯। রাজপুত্র ও বণিকবধুব কথা	৭৫
১০। শৃগাল ও হস্তীর কথা	৭৬

সুহৃদ্বেদ—দ্বিতীয় কথাসংগ্রহ ।

১। বৃষ, সিংহ ও ছই শৃগালের কথারস্ত্র...	৮৫
২। বানর ও কীলকের কথা	৯২
৩। রজক, চোর, গর্দভ ও কুকুরের কথা	৯৪
৪। সিংহ, মৃষিক ও বিড়ালের কথা	১১১
৫। কুট্টিনী, বানর ও ঘণ্টার কথা	১১৫
৬। পরিব্রাজক, নাপিত, সদাগর, গোপ, গোপবধু } ও নাপিতবধু প্রভৃতির আশ্চর্য্য কথা	১২৩
৭। গোপ, গোপবধু, চৌকিদার ও তংপুত্রের কথা	১৩০
৮। কাক, কুম্ভসর্প, রাজপুত্র ও কনকসূত্রের কথা	১৩২
৯। সিংহ ও শশকের কথা	১৩৩
১০। টিট্টিতপক্ষী ও সমুদ্রের কথা	১৪৩

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

বিগ্রহ—তৃতীয় কথাসংগ্রহ।

১। হংস ও ময়ূরের কথারস্ত্র	১৫৭
২। পক্ষী ও বানরের কথা	১৫৯
৩। ব্যাভ্রচর্মান্বিত গর্দভের কথা	১৬১
৪। হস্তী ও শশকের কথা	১৬৪
৫। হংস ও কাকের কথা	১৬৯
৬। কাক ও বর্তকপক্ষীর কথা	১৭০
৭। রণকার ও ভাহার স্ত্রীর কথা	১৭২
৮। নীলবর্ণ শৃগালের কথা	১৮৪
৯। বীরবরনামক রাজপুত্রের কথা	১৯৭
১০। নাপিত ও ভিক্ষকের কথা	২০৫

সন্ধি—চতুর্থ কথাসংগ্রহ।

১। হংস ও ময়ূরের কথার শেষভাগ	২২২
২। ছুই হংস ও এক কচ্ছপের কথা	২২৩
৩। তিন মৎস্যের কথা	২২৪
৪। বণিক, বণিকবধু ও ভৃত্যের কথা	২২৫
৫। বক, নকুল ও সর্পের কথা	২২৭
৬। মুনি ও মুষিকের কথা	২৩১
৭। মৎস্য, বক ও কর্কটের কথা	২৩২
৮। ব্রাহ্মণ ও শকুভাণ্ডের কথা	২৩৫
৯। স্কন্দ ও উপস্কন্দের কথা	২৩৮
১০। ব্রাহ্মণ, ছাগ ও তিন ধৃত্তের কথা	২৪৯
১১। সিংহ, কাক, ব্যাভ্র, শৃগাল ও উল্টের কথা	২৪৯
১২। বৃদ্ধ সর্প ও মণ্ডুকের কথা	২৫৪
১৩। ব্রাহ্মণ ও নকুলের কথা	২৬৪

পরিশিষ্ট

...

...

...

...

গ্রন্থশেষে।

হিতোপদেশের নীতিবিষয়ক নির্ঘণ্ট ।

হিতোপদেশে যে যে উপদেশ আছে, তাহা সংক্ষেপে নির্ঘণ্টের আকারে নিম্নে প্রদর্শিত হইল । যাঁহার যে উপদেশটির প্রয়োজন, তিনি তাহা এই নির্ঘণ্ট দেখিয়া অনায়াসে গ্রহণ হইতে বাহির করিতে পারিবেন, এবং বুঝিতে পারিবেন যে,—মনুষ্য-মাত্রেই সকল কার্যে, সকল অবস্থায়, সকল স্থানে ও সকল সময়ে ইহা অপরিহার্য্য বন্ধু ; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, স্বদেশে বিদেশে, গৃহে অরণ্যে, জীবনে মরণে, ইহা অদ্বিতীয় সহায় । এই জন্যই আমাদের গুণগ্রাহী পিতৃপিতামহগণ শৈশবে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে এই উপদেশ পান করিতেন, এবং এই উপদেশের গুণেই সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতেন ।

সাক্ষেতিক চিহ্ন ;—

অব—অবতরণিকা, গ্রহের মুখবন্ধ । মিত্র—মিত্রলাভ প্রকরণ । সু—সুহৃদ্ভেদ প্রকরণ । বি—বিগ্রহ প্রকরণ । সন্ধি—সন্ধি প্রকরণ । এই সকল সাক্ষে-
তের পর যে সকল সংখ্যা আছে, সে সকল সেই সেই প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা ।

বিষয় ।

প্রকরণ ও শ্লোকসংখ্যা ।

অকৃত্রিম বন্ধু—মিত্র ৩৮, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৪, ২২৬ ; মিত্র দেখ ।

অজিতেশ্রিয়—মিত্র ১৭, ২৯, ১৫০, ১৬৯ ; সন্ধি ৮৭ ; ইশ্রিয় দেখ ।

অজ্ঞান-মোহ—সন্ধি ৮৫ ।

অতিথি-অতিথিসংকার-আতিথ্য—মিত্র ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫ ।

অতিলোভ—সন্ধি ১৫ ; লোভ দেখ ।

অতিব্যয়-অপব্যয়—সু ৯৩ ; বি ১২৬, ১২৭ ।

অতিসঞ্চয়—মিত্র ১৭৪ ।

অদৃষ্ট-দৈব-নিয়তি-ভাগ্য—অব ২৮, ২৯, মিত্র ২০, ৫১, ৫২, ৫৩, ১৭৬ ; সন্ধি ২, ৯ ।

অধীনতা-পরাধীনতা-দাসত্ব—মিত্র ১৪৮ ; সু ১৫০ ; দাসত্ব দেখ ।

অধিকারী-অধিকৃত-নিয়োগী-কর্মচারী—সু ৯৫ হইতে ১০৫ ; বি ৫৭ ; মন্ত্রী দেখ ।

অধ্যবসায়—মিত্র ১৮১ ; উদ্যম দেখ ।

ଅକ୍ରବ-ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ—ମିତ୍ର ୨୨୫ ।

ଅନାଧିକାରଚର୍ଚ୍ଚା-ପରାଧିକାରଚର୍ଚ୍ଚା—ସୁ ୨୮, ୨୯ ।

ଅନିତ୍ୟ-ନକ୍ଷର ବିଷୟ—ମିତ୍ର ୧୬୦, ୧୮୬, ୧୮୭, ୨୨୨ ; ସକ୍ତି ୬୭ ହିତେ ୮୫ ।

ଅହୁଠାନ-ସଦାଚାର—ମିତ୍ର ୧୭, ୧୦୭, ୧୮୦ ।

ଅପଥ୍ୟ-କୃପଥ୍ୟ—ବି ୧୨୦ ।

ଅପବ୍ୟୟ—ଅତିବ୍ୟୟ ଦେଖ ।

ଅଭୟଦାନ—ସକ୍ତି ୬୧, ୬୨ ।

ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନ-ସର୍ବଭୂତେ ସମଦୃଷ୍ଟି—ମିତ୍ର ୭୨ ; ସକ୍ତି ୮୮ ।

ଅଭ୍ୟାଗତ—ଅତିଥି-ଦେଖ ।

ଅର୍ଜ୍ଜନ-ଉପାର୍ଜ୍ଜନ—ଧନ ଓ ଧନୋପାର୍ଜ୍ଜନ ଦେଖ ।

ଅର୍ଥ—ଅବ ୩ ; ଧନ ଦେଖ ।

ଅଗ୍ର ବିଦ୍ୟା-ଅଗ୍ର ଜ୍ଞାନ—ମିତ୍ର ୭୨, ୧୫୭ ; ସକ୍ତି ୧୦୫ ।

ଅବନତି—ସୁ ୫୫, ୫୬ ।

ଅବିନୟ-ଅତ୍ୟାଚାର—ସୁ ୧୫୦ ; ବି ୧୧୫, ୧୨୨ ।

ଅବିବେକ-ଅବିମୂଢ୍ୟାକାରିତା—ଅବ ୧୧ ; ସୁ ୧୫୯ ; ସକ୍ତି ୫, ୧୦୧ ।

ଅବିଶ୍ୱାସ—ସକ୍ତି ୧୦୬, ୧୦୭ ।

ଅସତୀ-ଅସତୀର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚରିତ୍ର—ମିତ୍ର ୧୨୦ ହିତେ ୧୨୫ ; ସୁ ୧୧୩ ହିତେ ୧୧୬ ।

ଅସନ୍ତୋଷ-ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ—ମିତ୍ର ୧୫୦ ; ବି ୬୭ ।

ଅହଙ୍କାର—ରିପୁ ଦେଖ ।

ଅହିଂସା—ମିତ୍ର ୬୬, ୬୮, ୬୯, ୭୦ ।

ଆଗନ୍ତୁକ-ଅପରିଚିତ-ଅଜ୍ଞାତକୁଳଶୀଳ—ମିତ୍ର ୫୭ ; ସୁ ୧୩୫ ।

ଆତିଥ୍ୟ—ଅତିଥି ଦେଖ ।

ଆତ୍ମସ୍ତରି-ସ୍ୱାର୍ଥପର—ସୁ ୫୨ ; ବି ୧୩୧ ।

ଆତ୍ମରକ୍ଷା—ମିତ୍ର ୫୩, ୫୫ ।

ଆତ୍ମା—ମିତ୍ର ୧୫୮ ; ସୁ ୫୫ ; ସକ୍ତି ୨୦ ।

ଆତ୍ମୀୟ—ସୁ ୧୩୦, ୧୩୧ ; ହିତ-ହିତୈବୀ ଦେଖ ।

ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ—ସୁ ୧୫୫ ।

ଆପଦ-ବିପଦ—ମିତ୍ର ୨୨, ୩୦ ; ବିପଦ ଦେଖ ।

ଆୟୁ-ପରମାୟୁ-ଜୀବନକାଳ—ମିତ୍ର ୧୩୮, ୧୭୫ ; ସୁ ୧୫, ୧୬, ୧୭ ।

ଆଳକ୍ଷ-ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରତା—ମିତ୍ର ୩୫ ; ସୁ ୫, ୬ ।

ଆଳାପ-ସଦାଳାପ—ମିତ୍ର ୫୦, ୯୮, ୧୦୦ ।

ଆଶା—ମିତ୍ର ୧୨, ୧୧୮, ୧୫୩ ; ସୁ ୨୧ ; ତୁଷ୍ଣା ଦେଖ ।

ଆତ୍ମିତ-ଅରଣ୍ୟଗତ-ଅରଣ୍ୟଗତପାଳନ—ମିତ୍ର ୫୧ ; ସକ୍ତି ୬୨ ।

ଆସନ୍ନ-ସଂସାରେ ଆସକ୍ତି-ରାଗ—ସକ୍ତି ୧୧, ୧୨, ୧୩, ୧୫, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୮୦, ୮୧, ୯୩ ।

ଆହାର-ଭୋଜନ—ଅବ ୨୫ ; ମିତ୍ର ୨୨, ୨୩, ୧୦, ୧୫୮, ୧୫୯ ; ଜୀବିକା ଦେଖ ।

ହିନ୍ଦ୍ରିୟ-ହିନ୍ଦ୍ରିୟଦୋଷ-ହିନ୍ଦ୍ରିୟଦମନ—ମିତ୍ର ୨୨ ; ସୁ ୧୦୧, ୧୩୨ ; ସକ୍ତି ୮୧ ।

ଜ୍ୟା-ଜ୍ୟା-ମାଂସର୍ଥ—ମିତ୍ର ୨୫, ୨୦୮ ; ସକ୍ତି ୨୨ ; ଚିପୁ ଦେଖ ।

ଉତ୍ତମ-ଅଧମ-ମଧ୍ୟମ ପାତ୍ର—ସୁ ୬୨, ୧୦ ।

ଉତ୍ତାପ-କାମକ୍ରୋଧାଦିର ଉତ୍ତେଜନା—ବି ୫୮ ।

ଉତ୍ସାହ—ମିତ୍ର ୧୮୫ ; ଉଦ୍ୟମ ଦେଖ ।

ଉଦୟ-ଅଭ୍ୟୁଦୟ—ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖ ।

ଉଦାର-ଉଦାରଚରିତ—ମିତ୍ର ୧୨ ; ମହଂ ଦେଖ । [୧୮୫]

ଉଦ୍ୟମ-ଉଦ୍ୟୋଗ-ଅଧ୍ୟବସାର-ପୁକ୍ଷକାର—ଅବ ୩୦, ୩୧, ୩୨, ୩୩, ୩୫, ୩୬ ; ମିତ୍ର ୧୮୩,

ଉତ୍ପତ୍ତି—ମିତ୍ର ୩୫, ୧୮୫ ; ସୁ ୫୫, ୫୬ ।

ଉପକାରୀ-ଅପକାରୀ—ବି ୧୦୧ ; ସକ୍ତି ୧୬ ; ହିତାହିତ ଦେଖ ।

ଉପଦେଶ-ଉପଦେଶର ପାତ୍ରାପାତ୍ର—ଅବ ୨, ୫୩ ; ବି ୫, ୫ ।

ଉପାୟ-କୌଶଳ-ନୀତି-ନୀତିଜ୍ଞ—ମିତ୍ର ୨୧୨ ; ସୁ ୧୧୮ ; ବି ୫୩, ୫୧, ୫୨ ; ସକ୍ତି ୧୦,

୫୫, ୧୦୨ ।

ଖଣ-ଖଣି-ଖଣନାତା—ଅବ ୨୧ ; ମିତ୍ର ୧୫ ।

ଏକତା-ଏକ୍ୟ-ଏକତାର ସୁଫଳ—ମିତ୍ର ୩୫, ୩୬, ୩୭ ।

କପଟ-କପଟତା-କପଟମିତ୍ର—ମିତ୍ର ୧୮, ୧୯, ୮୨, ୮୩, ୧୦୧, ୧୦୨ ; ସୁ ୧୧୧ ; ବି ୨୧ ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ—ସକ୍ତି ୨୮ ।

କର୍ମ-ଓତ୍ତାନ୍ତକର୍ମଫଳ—ଅବ ୩୫ ; ମିତ୍ର ୫୧, ୫୨, ୮୫, ୨୨୧ ; ସୁ ୨, ୫୩, ୫୫, ୫୬ ;

ସକ୍ତି ୩ ।

କାପୁରୁଷ—ଅବ ୩୧ ; ସୁ ୫, ୫୫ ।

କାମ-କାମଚିପୁ—ମିତ୍ର ୨୦୧ ; ସକ୍ତି ୬୦, ୨୫ ; ଚିପୁ ଦେଖ ।

କାଳ-ସମୟ—ମିତ୍ର ୫୧, ୫୨, ୫୩ ; ବି ୫୬ ।

କାବାଧାତ୍ର-କାବାଧାତ୍ର—ଅବ ୫୮ ; ମିତ୍ର ୧୬୧ ।

କୀର୍ତ୍ତି-ବ୍ୟ-ସୁଧ୍ୟାତି—ମିତ୍ର ୫୮, ୫୯, ୫୦ ।

କୁକାର୍ଯ୍ୟ-କୁକ୍ରିୟା—ପାପ ଦେଖ ।

କୁପଥ୍ୟ—ସୁ ୧୨୧ ; ବି ୧୨୦ ; ସକ୍ତି ୧୮ ; ଅପଥ୍ୟ ଦେଖ ।

କୁପୁତ୍ର—ପୁତ୍ର ଦେଖ ।

কুমন্ত্রণা-কুমন্ত্রী—মন্ত্রণা ও মন্ত্রী দেখ ।

কুল-কুলীন—অব ৪৪ ।

কৃত্য-কৃত্যতা—মিত্র ৮০ ; স্ম ১৬০, ১৭৭, ১৮০, ১৮১ ; বি ১৩১ ; সন্ধি ১১ ।

কৃত্য-কৃত্যতা—মিত্র ১৮৪ ; সন্ধি ১২ ।

কৃপণ-কৃপণতা—মিত্র ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২ ; বি ১২৮ ।

কোষ-রাজকোষ-ধনাগার—স্ম ৯১, ৯৩ ।

ক্রোধ-কোপ-কোপন—মিত্র ২৪ ; বি ১২৩ ; সন্ধি ৬০, ৯৭ ; রিপু দেখ ।

ক্রমা—স্ম ১৭৮, ১৭৯ ; বি ৭ ।

ক্রুধা-ক্রুধার্ত্ত—সন্ধি ৫৯, ৬০ ।

খল-খলতা-খলমিত্র—কপট ও দুর্জন দেখ ।

শুণ-শুণী-শুণগ্রাহী—অব ২৩, ৪৭ ; মিত্র ২০০ ; স্ম ৬৩, ৬৭ ।

শুণাশুণপরীক্ষা—মিত্র ১০০ ; স্ম ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৯ ।

শুর—মিত্র ১১২ ।

গৃহচ্ছিন্ন—মিত্র ১৩৮ ; বি ৬২ ।

গোপনীয় বিষয়—মিত্র ১৩৭, ১৩৮ ।

চতুর্সর্গ-ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—অব ২৬ ; মিত্র ৪৪ ।

চর-গূঢ়চর—বি ৩৭, ৩৮ ।

চরিত্র-শীল—মিত্র ৫৯ ।

চিরপ্রবাসী—মিত্র ১৪৮ ।

জীবন-জীবনের অনিত্যতা-জীবনের সফলতা—মিত্র ৪৪, ৪৫ ; স্ম ৩৪, ৩৫, ৪১ ;
সন্ধি ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ ।

জীবিকা-বৃত্তি—মিত্র ৭০, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৮, ১৫৯, ১৮৮, ১৮৯ ।

জান—অব ১০ ; মিত্র ১৭, ১৭৩ ; বিদ্যা দেখ ।

তৃষ্ণা-হ্রাশা-বিষয়ে অত্যাশক্তি—মিত্র ১৪৯, ১৫০, ১৫৫, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭ ; সন্ধি ১৯ ।

তেজস্বী-মনস্বী-মানী—মিত্র ১০৫, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২ ; স্ম ৩৯, ৪০, ৮৫, ৮৬ ।

দণ্ড-রাজদণ্ড—মিত্র ২১৬ ; স্ম ১৪১, ১৬৭, ১৭৭ ।

দয়ালু-দয়ালু—মিত্র ১১, ১২, ৬৩ ।

দরিত্র-দারিদ্র্য—মিত্র ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৬০ ; স্ম ২, ৩ ।

দান-দাতা-দানের পাত্রাপাত্র—মিত্র ১০, ১৪, ১৫, ১৬৪, ১৭৩ ।

দাস-দাসত্ব-অধীনতা-পরাদীনতা—স্ম ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,
২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৬২, ৮২, ৮৯, ১৫৯ ।

ছঃখ-ছঃখী—মিত্র ২৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৮২ ; সঙ্কি ৯২।

ছুর্গ-ছুর্গরক্ষা—বি ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ১৪০, ১৪১।

ছুর্জন-ছুর্জনচরিত্র-ছুর্জনসঙ্গ—মিত্র ৭৭, ৮১, ৮৩, ৯০, ৯৩ ; স্ম ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৫১, ১৫৬, ১৫৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৪ ; বি ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ; সঙ্কি ৫৭, ৫৮, ১০৩।

দূত-দূতলক্ষণ-দূতকর্তব্য—বি ১৬, ২০, ২১, ৬৩, ৬৫, ৬৬।

দৈব-অদৃষ্ট-নিরতি-ভাগ্যা—অদৃষ্ট দেখ।

দোষ—মিত্র ৩৫, ৯৯।

ধন-ধনী-ধনোপার্জন-ধনসঞ্চয়-ধনব্যবহার—অব ৩, ১১ ; মিত্র ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৭২, ১৭৮, ১৮৬, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫ ; স্ম ৮, ১০, ৯২, ৯৪, ১৫১, ১৫৪।

ধর্ম—অব ৩, ২৫, ২৬ ; মিত্র ৭, ৮, ৯, ৬৭, ১৫৬, ১৬৩ ; স্ম ১০ ; বি ৬৪ ; সঙ্কি ৪৬, ৮৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪।

ধান্ত—বি ৫৮।

ধার্মিক—অব ১২, ১৮ ; সঙ্কি ২৮ ; ধর্ম দেখ।

ধীর-ধৈর্য্য—মিত্র ৩২, ৩৩ ; বি ৪৭, ১২৫ ; পণ্ডিত দেখ।

ধূর্ত-ক্রুর-থল-শঠ—কপট দেখ।

নিষ্কেজ—স্ম ১৭২ ; কাপুরুষ দেখ।

নীচ-নীচের উচ্চপদ—সঙ্কি ১৩, ১৪।

পণ্ডিত পণ্ডিতলক্ষণ-পাণ্ডিত্য—মিত্র ১৩, ৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৯ ; স্ম ৪৬, ৪৮ ; বি ১২৪, ১২৫ ; বিদ্বান্ দেখ।

পতিব্রতা—সতী দেখ।

পরোধীন-পরোধীনতা—অধীনতা ও দাসত্ব দেখ।

পরিণামदर्শিতা—মিত্র ২১, ৩৯ ; সঙ্কি ১০, ১৭।

পরোপকার—মিত্র ৪৫ ; স্ম ৩৩, ৩৪, ৩৫ ; বি ১৪৫।

পাপ-পাপী—মিত্র ৭০, ৮০, ৮৪, ২০২ ; সঙ্কি ৫২, ৫৯, ৬০।

পুত্র-পুত্রের গুণাগুণ—অব ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ২০, ২১, ২৪, ৩৭, ৩৮ ; স্ম ৭।

পুরুষকার—উদ্যম দেখ।

প্রত্যুৎপন্নমতি—স্ম ১১২ ; সঙ্কি ৫, ৬।

প্রভু-প্রভুত্ব—অব ১১ ; স্ম ২৬, ৩০, ৩১, ৩২।

প্রভুক্তি-প্রভুক্ত—সু ১৭৬ ; বি ১০২, ১০৪।

প্রিয়-প্রিয়কথা-প্রিয়ব্যবহার—মিত্র ৬১ ; সু ১১ ; বি ১০৫

বন্ধু—মিত্র ৩১ ; মিত্র দেখ।

বাণিজ্য-ব্যবসায়—সু ১১, ১২ ; বি ১২৮।

বুদ্ধি-বুদ্ধিমান—মিত্র ১, ১০৬ ; সু ৫২, ৮৪, ১২০ ; সন্ধি ৬৪, ৬৫।

ভয়-শঙ্কা—মিত্র ২, ৩, ২৩, ৫৮ ; সু ৮৮, ১১২ ; সন্ধি ১৭।

ভাৰ্য্যা-ভাৰ্য্যালক্ষণ—মিত্র ২০৯, ২১০, ২১১।

ভাব-অন্যের মনোভাব বুঝিতে পারা—সু ৪৭, ৫১।

ভিক্ষা-বাচ্ছা-প্রার্থনা—মিত্র ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬।

ভৃত্য-ভৃত্যের গুণাগুণ—দাস দেখ।

মন্ত্র-মন্ত্রণা-মন্ত্রণারক্ষা—সু ৮৭, ১৪৩, ১৪৫ ; বি ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৭১।

মন্ত্রী-অমাত্য-সচিব-মন্ত্রীর লক্ষণ ও গুণাগুণ—সু ৯০, ৯১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯,

১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৬৬ ;

বি ১৭, ১৮, ৪১, ১০৬, ১০৭, ১২০, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭ ; সন্ধি ১০০।

মহৎ-মহাত্মা-মহৎ-মহতের আশ্রয়—মিত্র ৩২, ৩৩, ১০২, ১২৮ ; সু ৮৬ ; বি ১০,

১১, ১২, ১৩ ; সন্ধি ৯৫।

মাংস-মাংসলক্ষণ—মিত্র ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০।

মিত্র-মিত্রলক্ষণ-মৈত্রী-মিত্রতা—মিত্র ৩১, ৩৮, ৪০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯৭, ৯৯,

২০৩, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৪, ২২৬ ; সু ১৩৯, ১৪৬ ; সন্ধি ৬৬।

মূৰ্খ-মূৰ্খতা—অব ৩৯, ৪০, ৪৮ ; সু ১৬০ ; বি ২৬, ১২২, ১২৫।

মৃত্যু-শরীর ও জীবনের অনিত্যতা—অব ৩ ; সু ১৫১ ; বি ১২০ ; সন্ধি ৬৭, ৬৮,

৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪।

যশ—কীর্তি দেখ।

যুদ্ধ-যুদ্ধযাত্রা-পররাজ্য আক্রমণ-যুদ্ধের, কালাকাল ও ফলাফল—বি ৪২, ৪৩, ৪৪,

৪৯, ৬৮, ৬৯, ৭০, ১৩৯, ১৪২ ; যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধজয়ের নিয়ম—বি ৭২

হইতে ১০০ ; যুদ্ধে প্রাণত্যাগ—সু ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১ ; বি ১৫০,

১৫১ ; সন্ধি ১৮।

রাজা-রাজনিয়ম-রাজ্য-রাজার গুণাগুণ—মিত্র ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬ ; সু ৩৩,

৫৫, ৬৮, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১৩২, ১৫৪, ১৭৫,

১৮২ ; বি ২, ৩, ১৪, ১৯, ১৩২, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২।

রাজ্যঙ্গ-স্বামী-অমাত্য প্রভৃতি—বি ১৪৬।

রিপু-কামক্রোধাদি—সন্ধি ৯৯ ; কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পৃথক পৃথক্ দেখ ।

রোগ-রোগী-মিত্র ১৪৮ ; সূ ৫ ; বি ১২০ ।

লক্ষ্মী-সৌভাগ্য-সম্পদ-সম্পদ দেখ ।

লোভ—মিত্র ৪, ২৫, ২৬, ২৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫২ । তৃষ্ণা দেখ ।

বাস-বাসস্থান-বাসস্থানের গুণাগুণ—মিত্র ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১ ।

বিদ্যা-বিদ্বান-অব ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৬, ২২, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৭,
৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ; মিত্র ১৭, ১৬৯, ১৮০, ১৮১ ।

বিনয়-বিনীত-শীল-অব ৬ ; বি ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯ ।

বিপদ-বিপদে কর্তব্য—মিত্র ২৯, ৩০, ৫৮, ১৫৭, ২১৮ ।

বিয়োগ-বিচ্ছেদ-বিরহ—মৃত্যু দেখ ।

বিরক্ত ও অনুরক্ত প্রভুর লক্ষণ—মিত্র ১১৩, ১১৪ ; সূ ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০ ।

বিবাহ-কলহ-দ্বন্দ্ব-বৈর—বি ৩৪, ৩৬, ৫০ ; সন্ধি ৯৬ ।

বিশ্বাস-বিশ্বাসের পাত্রাপাত্র-বিশ্বাসঘাতকতা—মিত্র ১৮, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৮, ৯২ ;
বি ১৩৩ ; সন্ধি ৫৬, ৫৭, ৫৮ ।

বৃদ্ধ—মিত্র ২২ ; বি ৬৪ ; সন্ধি ৪০ ।

বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা—মিত্র ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯ ।

বৈরাগ্য-তৃষ্ণাত্যাগ-শাস্তি—মিত্র ১৫২, ১৫৩, ১৯৬, ১৯৭ ; সন্ধি ৮৬, ৮৭ ।

ব্যবহার-কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য—মিত্র ৫৯ ; সূ ৪৩ ; সন্ধি ১০৮, ১০৯ ।

ব্যসন—বি ১১৮ । পাপ দেখ ।

শঠ-শঠমিত্র-শঠের প্রতি বিশ্বাসের ফল—কপট দেখ ।

শত্রু-শত্রুর লক্ষণ-অব ২১ ; মিত্র ৭৩, ৮৯ ; সূ ৮৩ ; শত্রুসৈন্য জয়ের উপায়—
বি ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ ।

শরণাগত-শরণাগতপালন-আশ্রিত দেখ ।

শুদ্ধি-শৌচ—সন্ধি ৯০ ।

শীল-চরিত্র ও বিনয় দেখ ।

শোক-শোকের মূল-শোকশাস্তি—মিত্র ২ ; সন্ধি ৬৭, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮০, ৮১,
৮৫, ৮৬ ।

শৌর্য-বিক্রম-বীরত্ব-শূর-অব ১৬ ; মিত্র ৭৪, ১৭৩ ; সূ ১৭ ; বি ৪৪, ১০৫, ১১৯ ।

সংসর্গ-পাত্রভেদে সংসর্গের গুণাগুণ-অব ৪২, ৪৭ ; বি ২৪ । সাধুসঙ্গ দেখ ।

সংসার-সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি—সন্ধি ৬৭ হইতে ৮৪, এবং ৯১, ৯২, ১৩২,
১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ ।

লক্ষণ-সংগ্রহ—মিত্র ৪৩, ১৭৪ ; বি ৫৮ ।

সতী-সতীর লক্ষণ—মিত্র ২০৯, ২১০, ২১১ ; বি ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ।

সত্য-সত্যের গৌরব—বি ৬৪ ; সন্ধি ৮৯, ১৩৬ ।

সত্তাব-সেহ-প্রণয়—মিত্র ১৫৬ । মিত্র ও মৈত্রী দেখ ।

সন্তোষ-সন্তুষ্ট—মিত্র ১৫১, ১৫২, ১৫৫ ।

সন্ধি-মিলন-সন্ধির পাত্রাপাত্র-সন্ধির প্রকারভেদ—মিত্র ৮৯ ; সন্ধি ২২ হইতে ৫২, এবং ১১০ হইতে ১৩১ ।

সভা-সভার লক্ষণ—বি ৬৪ ।

সম্পদ সম্পদের উপায়-সম্পদে কর্তব্য—মিত্র ২৯, ১৮৩, ১৮৪ ; স্মৃ ৪, ৫, ৬, ১৩৪, ১৫৫ ; বি ১১৯, ১৩৫ ; সন্ধি ৫৩, ১০১ ।

সহায়-সহায়ের গুণাগুণ—স্মৃ ১৪৭, ১৮১ ; সন্ধি ২১ ।

সাক্ষী—স্মৃ ১১০ ।

সাধু-সাধুলক্ষণ-সাধুস্বের ফল—অব ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬ ; মিত্র ৮৬, ৮৭, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১৬১, ১৯৯, ২০১, ২১৭ ; সন্ধি ৯৩, ১০৩, ১৩৫ ।

সাধ্যাসাধ্য—মিত্র ৯১ ; স্মৃ ১৩ ।

সার-শ্রেষ্ঠবস্তু—মিত্র ১৬১, ১৬২ ।

সিদ্ধি-সিদ্ধিলাভের উপায়—বি ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮ ।

সুখ-সুখী—অব ১৯ ; মিত্র ১৫৪, ১৫৬, ১৫৯, ১৮২ ; স্মৃ ১৩৯ ; সন্ধি ৯২ ।

সুন্দর ও কুৎসিত—স্মৃ ৫০ ।

সেবক-সেবা—দাস দেখ ।

সৈন্য-হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি প্রভৃতির গুণাগুণ—মিত্র ২০৫ ; বি ৭২ হইতে ৯৮, বি ১২৯, ১৩০ ।

স্ত্রী-স্ত্রীচরিত্র—মিত্র ১২০ হইতে ১২৯, এবং ২০৭, ২০৮ ; স্মৃ ১১৩, ১১৪, ১১৭ ; সন্ধি ৭, ৮ ।

স্বদেশ-বিদেশ—মিত্র ১০৫ ।

স্বভাব-প্রকৃতি—মিত্র ১৬, ১৯ ; স্মৃ ১৩৫, ১৩৬ ; বি ৬১ ।

স্বর্গ-স্বর্গসুখের উপায়—মিত্র ৬৬ । স্বর্গ দেখ ।

স্বস্থান-স্বস্থানলষ্ট—মিত্র ১০৩, ১০৪, ১০৫ ; স্মৃ ৭০ ; বি ১৩৮ ।

হিত-হিতৈষী—মিত্র ৩৮ ; স্মৃ ১২২, ১৩৩, ১৩৮, ১৩৯ ; হিতাহিত-বিচার—মিত্র ৫, ৬ ; স্মৃ ৪২, ১৪২, ১৪৮ ; বি ৮, ১০১ ।

হিতোপদেশ ।

নহেন সামান্য নর, এই গ্রন্থ যাঁর,
নরলোকে বিষ্ণুশৰ্ম্মা দেব-অবতার ;
পশু-পক্ষী-উপকথা উপলক্ষ্য তাঁর,
এ হিতোপদেশ সৰ্ব্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার ;
দিব্য কল্পতরু দেয় বাঞ্ছিত কেবল,
এ হিতোপদেশ দেয় বাঞ্ছাধিক ফল ;
অলজ্য ইহার নীতি, নাহিক সংশয়,
প্রতিক্রমে প্রতিকার্যে পাবে পরিচয় ;
বৃদ্ধের গৃহিণী ইহা শিশুর জননী,
যুবার সঙ্কট-সিন্ধু-পারের তরণী ।

১

মিত্রলাভ ।

এ বিশ্ব জানিবে শুধু প্রেমের বন্ধন,
প্রেমময় বিশ্বনাথ, প্রেমের মিলন ;
প্রেমে শক্তি প্রেমে ভুক্তি প্রেমে মুক্তি হয়,
প্রেমেই শোকের শান্তি জানিবে নিশ্চয় ;
মিত্রলাভ-প্রকরণে প্রেমের সাধন,
মিত্রলাভ বিনা কোথা মিলে প্রেম-ধন ? ।

২

স্বহৃদেদ ।

কি কি পাপে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়,
স্বহৃদেদ-প্রকরণে তারি পরিচয় ।

৩

বিগ্রহ ।

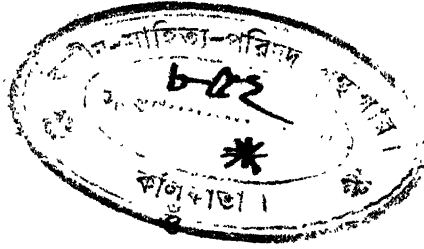
ছিঁড়িলে প্রেমের গ্রন্থি অবশ্য মরণ,
বিগ্রহ-প্রবন্ধে তার পাবে বিবরণ ।

৪

সন্ধি ।

পুনরায় প্রেমায়ত করিলে সেচন,
দূরে যায় মৃত্যু, হয় নূতন জীবন ;
সন্ধি-প্রকরণে তার পাবে বিবরণ,
এই চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপন ।

ধন্য তুমি আৰ্য্যভূমি ! রত্নের ভাণ্ডার !
সংসারের সার রত্ন সকলি তোমার ;
ধন্য ধন্য বিষ্ণুশর্মা ! ভুবনভূষণ !
ভাগ্নত-মাতার তুমি হৃদয়ের ধন ;
হৈল গত কত শত যুগ যুগান্তর,
পঞ্চভূতে মিশিয়াছে তব কলেবর ;
কিন্তু তব কীর্তি-দেহ এ হিতোপদেশ,
আজিও উজ্জ্বল করে স্বদেশ বিদেশ ;
যে অমূল্য ধন তুমি দিয়াছ এ ভবে,
রবে কীর্তি, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য রবে ;
সত্ৰাট-মুকুট শিরে যদি শোভা পায়,
শত শত কাহিনুর জলে যদি ভায় ;
সে সম্পদ সেই জন তুচ্ছ মনে করে,
এ হিতোপদেশ-রত্ন হৃদয়ে যে ধরে ।



নমঃ শিবায় ।

হিতোপদেশঃ ।

মঙ্গলাচরণম্ ।

সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাৎ তস্য ধূর্জটেঃ ।
জাহ্নুবীফেনলেখেব যন্মুর্দ্ধি শশিনঃ কলা ॥ ১ ॥

অবতরণিকা ।

শ্রুতো হিতোপদেশোহয়ং পাটবং সংস্কৃতোক্তিষু ।
বাচাং সর্বত্র বৈচিত্র্যং নীতিবিদ্যাং দদাতি চ ॥ ২ ॥
অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যার্থক্ষ চিন্তয়েৎ ।
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥ ৩ ॥
সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যেব দ্রব্যমাহ্ননুত্তমম্ ।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা ॥ ৪ ॥

মঙ্গলাচরণ ।

জহ্নু তনয়ার শুভ্র ফেনলেখা প্রায়, যার শিরে শশিকলা সদা শোভা পায় ;
সাধুগণ সেই সদাশিবের রূপায়, শুভকর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করন ধর্ম্ময় । ১ ।

আভাষ ।

এ 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ যে করে শ্রবণ, সংস্কৃতবচনে সেই হয় বিচক্ষণ ;
নীতিবিদ্যা লভে, আর সে জন সর্বত্র, সকল বিষয়ে লভে বাগ্মিতা বিচিত্র । ২ ।
অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে, প্রাজ্ঞ জন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে ;
মৃত্যু যেন কেশে আসি করেছে ধারণ, ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম্ম আচরণ । ৩ ।
যত কিছু ধন রত্ন আছে এ জগতে, বিদ্যাধন সকলের শ্রেষ্ঠ সর্বমতে ;
না পারে হরিতে কেহ, নাহি হয় ক্ষয়, অমূল্য এ ধন ভবে জানিবে নিশ্চয় । ৪ ।

সঙ্গময়তি বিদ্যৈব নীচগাপি নরং সরিৎ ।
 সমুদ্রেমিব দুর্দ্ধৰং নৃপং ভাগ্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥
 বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্ৰতাম্ ।
 পাত্ৰত্বাঙ্কনমাপৌতি ধনাক্ষয়ং ততঃ স্তম্ভম্ ॥ ৬ ॥
 বিদ্যা শাস্ত্রস্য শাস্ত্রস্য হে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে ।
 আদ্যা হাস্যায় বৃদ্ধত্বে দ্বিতীয়াদ্রিয়তে সদা ॥ ৭ ॥
 যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যাথা ভবেৎ ।
 কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তুদিহ কথ্যতে ॥ ৮ ॥
 মিত্রলাভঃ স্নহভ্বেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ ।
 পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে ॥ ৯ ॥

কথারম্ভঃ ।

অস্তি ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্রনামধেয়ং নগরম্ । তত্র
 সৰ্বস্বামিগুণোপেতঃ সূদৰ্শনো নাম নরপতিরাসীৎ । স ভূপতি-
 রেকদা কেনাপি পঠ্যমানং শ্লোকদ্বয়ং শুশ্রাব ।

শ্রোতস্বতী নিয়গতি হ'লেও যেমতি, বিশাল সাগর সঙ্গে মিলে দ্রুতগতি ;
 বিদ্যাও তেমতি যদি নীচে করে স্থিতি, নরেন্দ্রসঙ্গমে ভারে উচ্চ করে অতি । ৫ ।
 বিদ্যায় বিনয় হয়, বিনয়ে স্পৃহা, স্পৃহা হইলে ধন লভে সে সৰ্বত্র ;
 ধনের সহায়ে করে ধর্ম উপার্জন, ধর্মের প্রভাবে স্মৃষ্টি হয় সেই জন । ৬ ।
 শাস্ত্রের বিদ্যায় কিছা শাস্ত্রের বিদ্যায়, উভয় বিদ্যায় লোকে প্রতিপত্তি পায় ;
 কিন্তু শস্ত্র বৃদ্ধকালে হাস্যের বিষয়, শাস্ত্রবিদ্যা সৰ্বকালে সমাদৃত হয় । ৭ ।
 দেশমল শিশুর চিত্ত কাঁচা ভাণ্ড প্রায়, ঘাহাতে অন্ধিত রেখা কভু না মিলায় ;
 সে চিত্তের উপযুক্ত নীতি-উপদেশ, এ গ্রন্থে গল্পের ছলে লিখিছে বিশেষ । ৮ ।
 'মিত্রলাভ', 'স্নহভ্বেদ' সেইরূপে হয়, 'বিগ্রহ', পুনশ্চ 'সন্ধি', এ চারি বিষয় ;
 পঞ্চতন্ত্র আদি হ'তে করি সারোদ্ধার, এ গ্রন্থে সে সব কথা করিছে প্রচার । ৯ ।

কথারম্ভ ।

ভাগীরথীর তীরে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে । তথায় সমস্ত রাজগুণা-
 লবৃত্ত সূদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন । একদা সেই রাজা কোন ব্যক্তির মুখে
 এই দুইটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া শুনেন, যথা ;—

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্ ।

সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যঙ্ক এব সঃ ॥ ১০ ॥

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা ।

একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্কয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যাকর্ণ্যাত্মনঃ পুত্রাণামনধিগতশাস্ত্রাণাং নিত্যমুন্মার্গগামিনাং
শাস্ত্রানুষ্ঠানেনোদ্বিগ্নমনাঃ স রাজা চিন্তয়ামাস ।

কোহর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ ।

কাণেন চক্ষুশা কিং বা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলম্ ॥ ১২ ॥

অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যো ন চাস্তিমঃ ।

সকৃদুঃখকরাবাদ্যাবস্তিমস্ত পদে পদে ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ । স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুল্লতিম্ ।

পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ॥ ১৪ ॥

অন্যচ্চ । গুণিগণগণনারস্তে ন পততি কঠিনী স্তম্ভমাদ্ যস্য ।

তেনাস্মা যদি স্তৃতিনী বদ বক্ষ্যা কীদৃশী ভবতি ॥ ১৫ ॥

অশেষ সংশয় যেই করয়ে ছেদন, পরোক্ষ বিষয় যেই করায় দর্শন ;

একমাত্র সেই বিদ্যা সবার নয়ন, সে নয়ন নাহি যার অঙ্ক সেই জন । ১০ ।

বিষম যৌবনকাল, সম্পদের জোর, প্রভুত্ব লোকের প্রতি, অবিচার ঘোর ;

এ চারির প্রত্যেকেই অনর্থ ঘটায়, চারিটি একত্র হ'লে কি বলিব তায় ! । ১১ ।

সেই রাজা যখন এই দুইটি শ্লোক শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি, শাস্ত্রজ্ঞানহীন
সহত কুপথগামী নিজ পুত্রগণের শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের বিষয় স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্ন-
চিত্তে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন ;—

বিদ্যাহীন ধর্মহীন সে পুত্রে কি ফল, কাণা চক্ষু থাকে সে ত কষ্টই কেবল । ১২ ।

অজাত, জন্মিয়া মৃত, আর মূর্খ স্মৃত, এ তিনের মধ্যে ভাল মৃত বা অজাত ;

অজাত বা মূতে দুঃখ একবার মাত্র, পদে পদে দহে পুত্র হইলে অপাত্র । ১৩ ।

সার্থক জনম তাঁর, যাহার জনম, বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অল্পমম ;

নতুবা, মরিয়া কে না জন্মলাভ করে, এ পরিবর্তনশীল ভবের ভিতরে ? । ১৪ ।

গুণিগণ-গণনার আরম্ভ হইল, আগে ভাগে যার নামে খড়ি না পড়িল ;

সে পুত্রে জননী যদি পুত্রবতী হয়, তবে বল বক্ষ্যা নারী কারে বলা যায় ? । ১৫ ।

অপিচ । দানে তপসি শৌর্যে চ यस্য ন প্রথিতং যশঃ ।
 বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ ১৬ ॥

অপরঞ্চ । বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি ।
 একশ্চন্দ্রস্তমো হস্তি ন চ তারাগণোহপি তৎ ॥ ১৭ ॥

পুণ্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ কাপি স্নুহুক্ষরম্ ।
 তস্য পুত্রো ভবেদ্বশ্যঃ সমৃদ্ধো ধার্মিকঃ সূধীঃ ॥ ১৮ ॥

তথাচোক্তম্ । অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
 প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ ।
 বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা
 ষড়্ জীবলোকন্য সূখানি রাজন্ ॥ ১৯ ॥

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাটকৈঃ ।
 বরমেকঃ কুলালক্ষী যত্র বিক্রয়তে পিতা ॥ ২০ ॥

ঋণকর্তা পিতা শত্রুর্মাता চ ব্যভিচারিণী ।
 ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥

দানে তপে শৌর্যে যার নাহি ঘুষে মান, সে পুত্র মাতার মলমূত্রের সমান ।১৬।
 একমাত্র পুত্র যদি গুণবান হয়, সেও ভাল, শত শত মূর্খ কিছু নয় ;
 পুঞ্জ পুঞ্জ তারা দেখ ! না হরে আঁধার, এক চন্দ্র আলো করে জগত সংসার । ১৭ ।
 পুণ্যতীর্থে যেই নর স্নুহুক্ষর বহুতর
 করিয়াছে তপের সাধন ;
 "শান্ত দান্ত তাঁর স্নুত" হয় সর্বগুণযুত
 সূধীবর ধার্মিকরতন । ১৮ ।

নিত্য অর্থাগম, গৃহে নাহি কোন রোগ, প্রিয়স্বদা প্রিয়তমা পত্নীর সন্তোষ ;
 সদা বনীভূত স্নুত, বিদ্যা দেয় ফল, এই ছয় জীবলোকে সূখের সম্বল । ১৯ ।
 গোলাঘরে সারি সারি শূন্য আড়ি প্রায়, গুণশূন্য শত পুত্রে কেবা ধন্য হয় ;
 থাকে যদি এক পুত্র, সেও বরং ভাল, নিজগুণে পিতৃনাম যে করে উজ্জল । ২০ ।
 পিতা শত্রু, যদি তিনি ঋণ করে যান, মাতা শত্রু, যদি তিনি সতীস্ব হারান ;
 অত্যন্ত রূপসী ভার্যা শত্রু তারে কয়, আর শত্রু মূর্খ পুত্র, জানিবে নিশ্চয় । ২১ ।

অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্ ।

বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ॥ ২২ ॥

যস্য তস্য প্রসূতোহপি গুণবান্ পূজ্যতে নরঃ ।

ধনুর্বংশবিশুদ্ধোহপি নিগুণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

হাহা পুত্রক নাধীতং গতাশ্বেতান্ন রাত্রিষু ।

তেন ত্বং বিছুষাং মধ্যে পক্ষে গোরিব সীদসি ॥ ২৪ ॥

তৎ কথমিদানীমেতে মম পুত্রো গুণবন্তঃ ক্রিয়স্তাম্ ।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ

সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্ ।

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ ২৫ ॥

যতঃ । ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোহপি ন বিদ্যতে ।

অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ২৬ ॥

আলোচনা না করিলে বিদ্যা বিষ হয়, অজীর্ণে ভোজন বিষ জানিবে নিশ্চয় ; দরিদ্রের বহু পোষ্য বিষ বলে গণি, প্রাচীনের পক্ষে বিষ তরুণী রমণী । ২২ । যে সে বংশে জন্মি যদি হয় গুণবান্, সর্ব লোকে অবশুই করে তার মান ; উত্তম বংশের ধনু হইলে কি হয়, গুণ না থাকিলে তায় কিবা ফলোদয় ? (১) । ২৩ । হায় ! পুত্র ! বৃথা গেল এতেক রজনী, লেখাপড়া না শিখিলে ঠকিলে আপনি ; পক্ষমধ্যে ধেনু হয় নিমগ্ন যেমনি, পণ্ডিতসমাজে তব দুর্গতি তেমনি । ২৪ ।

অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই পুত্রগুলিকে গুণবান্ করা যায় ? দেখ ! — এঁ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন, পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ ; ধর্মই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন, ধর্ম না থাকিলে নর পশুমধ্যে গণ্য । ২৫ । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারিটিই চাই, চারিটির মধ্যে যার কোনটিই নাই ; ছাগলের গলদেশে স্তনের মতন, সে জন জনম লাভ করে অকারণ । ২৬ ।

(১) বংশ শব্দে কুল বুঝায় এবং বাঁশ বুঝায় । ধনুকের পক্ষে বংশ অর্থাৎ বাঁশ । গুণ শব্দে বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি, এবং ধনুকের পক্ষে গুণ অর্থাৎ ছিল। ধনুক, ভাল ঝাড়ের বাঁশ হইতে প্রস্তুত হইলেও, যদি তাহাতে ছিল না থাকে, সে যেমন অকর্মণ্য হয়, মাহুয়ও তেমনি ভাল বংশে উপন্ন হইয়াও গুণহীন হইলে, অকর্মণ্য হয় ।

স্ফোচ্যতে ।

আয়ুঃ কৰ্ম্ম চ বিত্তং চ বিদ্যা নিধনমেব চ ।

পশ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গৰ্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ । অবশ্যস্তাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি ।

নগ্নহুং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ ॥ ২৮ ॥

অপিচ । যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্থথা ।

ইতি চিন্তাবিষয়োহয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ॥ ২৯ ॥

এতৎ কার্য্যাক্রমাণাং কেষাঞ্চিদালস্যনিবন্ধনং বচনম্ ।

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ ।

অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপু মইতি ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ । উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা

যত্তে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র ঐদামঃ ॥ ৩১ ॥

আর বরিয়া থাকে যে, —

আয়ু, কৰ্ম্ম, ধন, বিদ্যা ও নিধন,

এ পাঁচ বিষয় ভবে ;

গৰ্ভবাস কালে বিধি লেখে ভাল,

চেষ্টা কেন কর তবে ? । ২৭ ।

কপালে যা আছে তাহা অবশ্ব ঘটবে, সকলের শ্রেষ্ঠ বিনি ঠারো না খণ্ডবে ;

কপালের দোষে শিব সদা বিবসন, সর্পের শয্যায় দেখ ! বিষ্ণুর শয়ন । ২৮ ।

না হবার যাহা, তার কে করে ঘটন, যী হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন ;

সৰ্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান, এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান ? । ২৯ ।

এই সকল কথা কতকগুলি অকৰ্ম্মণ্য লোকে আলস্যবশতই বলিয়া থাকে ।

কেন না ;—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয় ; বিনা যত্তে তিল হ'তে তৈল নাহি হয় । ৩০ ।

আরো কথিত আছে যে ;—

লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর, কাপুরুষে দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;

দৈব ছাড়ি দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে, কি দোষ ! রতন যদি না মিলে যতনে ? । ৩১ ।

যথা হ্যে কেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ ।

এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩২ ॥

তথাচ । পূর্বজন্মকৃতং কৰ্ম তদদৈবমিতি কথ্যতে ।

তস্মাৎ পুরুষকারেণ যজ্ঞং কুর্যাদতদ্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা যুৎপিণ্ডতঃ কৰ্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি ।

এবমাত্মকৃতং কৰ্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্যচ্চ । কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ ।

ন স্বয়ং দৈবমাদভে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ ।

নহি স্তপস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে যুগাঃ ॥ ৩৬ ॥

মাতৃপিতৃকৃতাভ্যাসো গুণিতামেতি বালকঃ ।

ন গর্ভচ্যুতিমাত্রেণ পুত্রো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৭ ॥

তথাচ । মাতা শক্রঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ ।

ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৩৮ ॥

রূপর্যো বনসম্পন্ন বিশালকুলসজ্জবাঃ ।

বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥৩৯॥

শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে ; তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে । ৩২ ।

পূর্ব জন্মের কার্য্য 'দৈব' তারি নাম ; কার্য্যে তবে পৌরুষ দেখাও অবিরাম । ৩৩

যেমতি মুক্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার, ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার ;

তেমতি করিয়া লোক আপন ইচ্ছায়, আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায় । ৩৪ ।

দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি, হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেয় বিধি ?

কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই, পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধি নাই । ৩৫ ।

ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে ; যুগ নাহি পশে স্তপ সিংহের বদনে । ৩৬ ।

মা বাপ শিখালে, পুত্র তবে শিখে নীত ; পেটে থেকে পড়িয়াই না হয় পণ্ডিত । ৩৭ ।

পিতা মাতা বাল্যকালে যারে না পড়ায়, সে পিতা মাতাকে তার শক্র বলা যায় ;

সে পুত্র হংসের মাঝে বকের সমান, পণ্ডিতসমাজমাঝে নাহি পায় মান । ৩৮ ।

পন্নম স্তরূপ যুবা বড়ই কুলীন, তথাপি সে নাহি শোভে হ'লে বিদ্যাহীন ;

পলাশ কুম্ভ দেখ ! দেখিতে স্কন্দর, গন্ধ নাই বলে তারে না করে আদর । ৩৯ ।

মূৰ্খোহপি শোভতে তাবৎ সভায়াং বদ্ববেষ্টিতঃ ।

তাবচ্চ শোভতে মূৰ্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥ ৪০ ॥

এতচ্চিস্তয়িত্বা স রাজা পণ্ডিতসভাং কারিতবান্ । রাজোবাচ ।

ভো ভোঃ পণ্ডিতাঃ শ্রয়তাম্ । অস্তি কশ্চিদেবস্তুতো বিদ্বান্
যো যম পুত্রাণাং নিত্যমুন্মার্গগামিনামনধিগতশাস্ত্রাণাম্ ইদানীং
নীতিশাস্ত্রোপদেশেন পুনর্জন্ম কারয়িতুং সমর্থঃ ।

যতঃ । কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাক্রান্তে মারকতীং ছ্যতিম্ ।

তথা সংসন্নিধানেন মূৰ্খো যাতি প্রবীণতাম্ ॥ ৪১ ॥

উক্লং চ । হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ ।

সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্ ॥ ৪২ ॥

অত্রান্তরে বিষ্ণুশৰ্ম্মনামা মহাপণ্ডিতঃ সকলনীতিশাস্ত্রতদ্বজ্ঞো
বৃহস্পতিরিবাব্রবীৎ । দেব মহাকুলসম্ভূতা এতে রাজপুত্রা ময়া
নীতিং গ্রাহয়িতুং শক্যন্তে ।

মূৰ্খ যদি সাধুবশে

সাধুর সভায় বসে,

কোন কথা নাহি তথা কয় যতক্ষণ ;

ততক্ষণ সাধুপ্রায়

সে সভায় শোভা পায়,

কথা कहিলেই ধরা পড়ে সেই জন । ৪০ ।

সেই রাজা এই সকল ভাবিয়া, পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া একটি সভা করিলেন ।
রাজা कहিলেন, হে পণ্ডিতগণ ! শ্রবণ করুন । আপনাদের মধ্যে কি কেহ এমন
পণ্ডিত আছেন, যিনি, সদাই কুপথগামী শাস্ত্রজ্ঞানহীন আমাদের পুত্রগণকে এক্ষণে
নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া তাহাদের পুনর্জন্ম সম্পাদন করিতে পারেন ? যেহেতু ;—

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন, মরকত-মণি-শোভা করয়ে ধারণ ;

সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ, মূৰ্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব । ৪১ ।

হীন-সহবাসে বুদ্ধি হীনতাই পাবে, সমানের সহবাসে রহে সমভাবে ;

পরম শিষ্টের সঙ্গে হইলে মিলন, বুদ্ধিও শিষ্টতা অতি করয়ে ধারণ । ৪২ ।

সেই সময়, বৃহস্পতির ছায় সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মৰ্ম্মজ্ঞ বিষ্ণুশৰ্ম্মা নামে এক
বিখ্যাত পণ্ডিত রাজাকে বলিলেন, দেব ! এই রাজপুত্রেরা মহাবংশে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন ; আমি ইহাদিগকে নীতি শিখাইতে পারিব ।

যতঃ । নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ ।
ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্যচ্চ । অস্মিংস্ত নিগুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে ।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

অতোহহঃ যথাসাভ্যন্তরে ভবৎপুত্রান্ নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞান্
করিষ্যামি । রাজা সবিনয়ং পুনরুবাচ ।

কীটোহপি স্মমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহন্তিঃ স্প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্যচ্চ । যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং নম্নিকর্ষণে দীপ্যতে ।
তথা সংসন্নিধানেন হীনবর্ণোহপি দীপ্যতে ॥ ৪৬ ॥

গুণা গুণজেষু গুণা ভবন্তি
তে নিগুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ ।
আস্বাদ্যতোয়াঃ প্রভবন্তি নদ্যাঃ
সমুদ্রেমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ ॥ ৪৭ ॥

কেন না ;—

অপাত্রে করিলে চেষ্টা ফলে না কখন ; পড়ালে না পড়ে বক গুকের মতন । ৪৩ ।
এ বংশ নিগুণ পুত্র প্রসব না করে ; কাচ কি জনমে পদ্মরাগের আকরে ? (১) ৪৪ ।
অতএব আমি ছয় মাসের মধ্যেই আপনার পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত
করিব ।

রাজা বিনীতভাবে পুনরায় কহিলেন ;—

কুদ্ৰ কীট থাকে যদি কুসুমের সনে, তাজ্ঞও মস্তকে করে যত সাধুগণে ;
মহতে সাদরে যদি করে প্রতিষ্ঠিত, শিলাও দেবতা বলি হয় সে পূজিত । ৪৫ ।
উদয়গিরির কাছে যত দ্রব্য রয়, প্রভাকর-সহযোগে হয় প্রভাময় ;
হীনজাতি লভি তথা সাধুসমাগম, হীনতা ত্যজিয়া শোভা পায় অহুপম । ৪৬ ।
স্বভাবত গুণিগণ বিগুণহৃদয়, ছুট্ট-সহবাসে কিন্তু বিপরীত হয় ;
মধুর প্রবাহ বহে তটিনী সকল (২), সাগরে মিশিলে কিন্তু লোণা হয় জল । ৪৭ ।

(১) পদ্মরাগ—মাণিক ।

(২) তটিনী—নদী ।

তদেতেষামস্মৎপুত্রাণাং নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভবন্তঃ প্রমাণম্ ।
ইতুক্ত্বা তস্য বিষ্ণুশর্মাণো বহুমানপুরঃসরং পুত্রান্ সমর্পিতবান্ ।
অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে স্নেহোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাৎ প্রস্তাব-
ক্রমেণ স পণ্ডিতোহব্রবীৎ—ভো রাজপুত্রাঃ শৃণুত ।

কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্ ।

ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা ॥ ৪৮ ॥

তদ্ব্যবতাং বিনোদায় কাককূর্মাাদীনাং বিচিত্রাং কথাং কথয়ামি ।
রাজপুত্রৈরুক্তম্—আর্য্য ! কথ্যতাম্ ।

ইতি কথারম্ভঃ সমাপ্তঃ ।

অতএব, আমার এই পুত্রগণকে নীতিশাস্ত্র শিখাইতে আপনিই উপযুক্ত ।
তিনি এই কথা বলিয়া সেই বিষ্ণুশর্ম্মার যথেষ্ট সম্মান করিয়া, তাঁহার হস্তে
পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন । অনস্তর, সেই রাজপুত্রেরা রাজভবনের ছাদে
স্নেহে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, হে রাজপুত্রগণ !
শ্রবণ কর :-

কাব্যশাস্ত্র-আলাপনে সদাই সানন্দ মনে

• এ ভুবনে হরে কাল যত স্নধীগণ,

নানা পাপ আচরণে নিদ্রা আর কুবচনে

সময় কাটায় বুধা হীনবুদ্ধি জন । ৪৮ ।

অতএব তোমাদের আমোদের জন্য আমি কাককূর্ম্ম প্রভৃতির বিচিত্র কথা
বলিব । রাজপুত্রেরা কহিলেন, আর্য্য ! বলুন ।

মিত্রলাভঃ ।

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ — শৃণুত । সম্প্রতি মিত্রলাভঃ প্রস্তুয়তে যস্যায়-
মান্যঃ শ্লোকঃ ।

অসাধনা বিভ্রহীনা বুদ্ধিমন্তঃস্বহস্তমাঃ ।

সাধয়ন্ত্যাশু কার্য্যানি কাককুম্মমৃগাখুবৎ ॥ ১ ॥

রাজপুত্রা উচুঃ—কথমেতৎ । বিষ্ণুশর্ম্মা কথয়তি । অস্তি
গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ । তত্র নানাदिदेशादा-
गत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रौ
अस्ताचलचूडाबलम्बिनि-भगवति कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपतनक-
नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयमायान्तं पाशहस्तः
व्याधमपश्यत् । तमवलोक्याचिन्तयत् । अद्य प्रातरेवानिष्ट-
दर्शनं जातम् । न जाने किमनभिमतं दर्शयिष्याति । इत्युक्त्वा
तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः ।

মিত্রলাভ ।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—শ্রবণ কর । এক্ষণে মিত্রলাভের কথা বলিতেছি ;
ভাচার প্রথম শ্লোক এই ;—

অর্থ-বল-বিহীন উপায়বিরহিত, মিত্রগণ পরস্পরে হইয়া মিলিত ;

অবিলম্বে নিজ কার্য্য করয়ে সাধন, কাক, কুম্ম, মৃগ আর মৃষিক যেমন । ১ ।

রাজপুত্রেরা কহিলেন, সে কিরূপ ? বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতে লাগিলেন ।

গোদাবরী নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে । নানা দিক ও নানা
দেশ হইতে পক্ষীরা আসিয়া রাত্রিকালে সেই বৃক্ষে বাস করে । একদা রাত্রি
শেষ হইলে এবং ভগবান্ কুমুদিনীকান্ত চন্দ্রমা অস্তাচলের শিখর আশ্রয় করিলে,
লঘুপতনক নামে এক কাক জাগরিত হইয়া দেখিল, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় এক
ব্যাধ পাশহস্তে আসিতেছে । সেই ব্যাধকে দেখিয়া সে ভাবিল, আজি প্রভাতেই
অশুভদর্শন হইল । না জানি কি অনিষ্ট ঘটবে ? ইহা ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে
সেই ব্যাধের অনুসরণ করিতে লাগিল ।

যতঃ । শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ ।

দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশস্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

অশ্রুচ্চ । বিষয়িণামিদমবশ্যং করণীয়ম্ ।

উখায়োখায় বোদ্ধব্যং মহন্তয়মুপস্থিতম্ ।

মরণব্যাধিশোকান্নাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি ॥ ৩ ॥

অথ তেন ব্যাধেন তগুলকগান্ বিকীর্য জ্বালং বিস্তীর্ণম্ । স চ
প্রচ্ছন্নো ভূত্বা স্থিতঃ । তস্মিন্নেব কালে চিত্রগ্রীবনামা কপোত-
রাজঃ সপরিবারে বিয়তি বিসর্পস্তাংস্তগুলকগানবলোকয়ামাস ।
ততঃ কপোতরাজস্তগুলকগলুকান্ কপোতান্ প্রত্যাহ—কুত্রোহত্র
নির্জনে বনে তগুলকগানাং সম্ভবঃ । তন্নিক্রুপাতাং তাবৎ ।
ভদ্রমিদং ন পশ্যামি । প্রায়োনেন তগুলকগলোভেনাস্মাভিরপি
তথা ভবিতব্যম্ ।

কঙ্কণশ্চ তু লোভেন ময়ঃ পক্ষে স্তুত্বস্তরে ।

বুদ্ধব্যাত্মেণ সংপ্রাপ্তঃ পথিকঃ স মৃতো যথা ॥ ৪ ॥

কপোতা উচুঃ—কথমেতৎ । কপোতরাজঃ কথয়তি । অহ-

যেহেতু ;—

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয় ; মূঢ়েই প্রবেশেনিত্য, জ্ঞানী স্তখে রয় । ২ ।

আর, বিষয়ী লোকের ইহা অবশ্য কর্তব্য ;—

শয্যা হ'তে উঠি নিত্য সন্মুখে দেখিবে ; মৃত্যু রোগ শোক এর কি আজি ঘটিবে । ৩

অনন্তর, সেই ব্যাধ তগুলকগা ছড়াইয়া জ্বাল বিস্তৃত করিল, এবং তথায়
আপনিও প্রচ্ছন্নভাবে রহিল । ঠিক সেই সময়, চিত্রগ্রীব নামে এক কপোতরাজ
সপরিবারে আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল তগুলকগা দেখিতে পাইল ।
অনন্তর, কপোতগণকে তগুলকগায় লোলুপ দেখিয়া কপোতরাজ কহিল,—এই
নির্জন বনে তগুলকগা কোথা হইতে আসিল ? অতএব এ বিষয় অনুসন্ধান করা
যাউক । এ ভাল বলিয়া বোধ হয় না । বুঝি এই তগুলকগার লোভে আমাদেরও
সেইরূপ ঘটিবে ;—

কঙ্কণের লোভে হ'য়ে পক্ষে নিমগন ; বুদ্ধ-ব্যাত্ম হস্তে মরে পথিক যেমন । ৪ ।

কপোতেরা কহিল,—সে কিরূপ ? কপোতরাজ কহিল,—আমি একদা

মেকদা দক্ষিণারণ্যে চরন্নপশ্যম্ । একো বৃদ্ধব্যাত্রঃ স্নাতঃ কুশহস্তঃ
সরস্তীরে ক্রতে—ভো ভোঃ পাস্থা ইদং স্তবর্ণকঙ্কণং গৃহ্যতাম্ ।
ততো লোভাকৃষ্টেন কেনচিৎ পাস্থেনালোচিতম্—ভাগ্যেনৈতৎ
সম্ভবতি । কিন্তুশ্মিন্নাত্মসন্দেহে প্রবৃত্তির্ন বিধেয়া ।
যতঃ । অনিষ্টাদিষ্টলাভেহপি ন গতির্জায়তে শুভা ।

যত্রাস্তে বিষসংসর্গোহ্মৃতং তদপি মৃত্যবে ॥ ৫ ॥

কিন্তু সর্বত্রার্থার্জনে প্রবৃত্তিঃ সন্দেহএব ।

তথাচোক্তম্ ।

ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ।

সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি ॥ ৬ ॥

তন্নিকূপয়ামি তাবৎ । প্রকাশং ক্রতে—কুত্র তব কঙ্কণম্ ।
ব্যাত্রো হস্তং প্রসার্য্য দর্শয়তি । পাস্থোহবদৎ—কথং মারাত্মকে
ভুয়ি বিশ্বাসঃ । ব্যাত্র উবাচ—শৃণু রে পাস্থ প্রাগেব যৌবন-
দশায়ামতিদুর্ভি আসম্ । অনেকগোত্রাক্ষণমনুষ্যবধান্মে পুত্রা-

দক্ষিণারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম একটি বৃদ্ধ ব্যাত্র নান করিয়া হস্তে
কুণ লইয়া সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—ওহে পথিকগণ ! এই স্তবর্ণকঙ্কণ
গ্রহণ কর । অনন্তর লোভাকৃষ্ট হইয়া একজন পথিক ভাবিতে লাগিল,—ভাগ্য-
ক্রমেই এরূপ লাভ ঘটয়া থাকে । কিন্তু যাহাতে জীবনের সংশয়, তাহাতে লোভ
করা ভাল নয় । কারণ ;—

যদিও অনিষ্ট হতে ইষ্ট লাভ হয়, তথাপি সে কভু শুভ লক্ষণের নয় ;
বিষের সংসর্গে যদি অমৃতও রয়, সে অমৃতে মৃত্যুভয় জানিবে নিশ্চয় । ৫ ।

কিন্তু, অর্থ উপার্জন করিতে গেলে সকল স্থলেই ত সংশয় আছে ।

কথিতও আছে যে ;—

সংশয়-দোলায় না চড়িয়া কে কোথায়, সম্পদের মুখ বল ! দেখিবারে পায় ?
সংশয়ে পড়িয়া যদি উঠে কাটাইয়া, তবে ত সে হয় সুখী সৌভাগ্য লভিয়া । ৬ ।

• অতএব অনুসন্ধান করিয়া দেখি । অনন্তর প্রকাশ্যভাবে কহিল,—কোথায়
তোমার কঙ্কণ ? ব্যাত্র হাত বাড়াইয়া দেখাইল । পথিক কহিল,—তুমি হিংস্র-
স্বভাব, তোমাতে বিশ্বাস কি ? ব্যাত্র কহিল,—ওন রে পথিক ! পূর্বে আমি

মৃত্যু দারাস্চ । বংশহীনশ্চাহম্ । ততঃ কেনাপি ধার্মিকেনাহমুপ-
দিষ্টঃ—দানধর্মাদিকমাচরতু ভবানিতি । তদুপদেশাদিদানীমহং
স্নানশীলো দাতা বুদ্ধো গলিতনখদন্তো ন কথং বিশ্বাসভূমিঃ ।

উক্তং চ । ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা ।

অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্মশ্চাফবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

তত্র পূর্বশ্চতুর্ভবর্গো দস্তার্থমপি সেব্যতে ।

উত্তরুস্ত চতুর্ভবর্গো মহাত্মনোব তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

মম চৈতাবান্ লোভবিরহো যেন স্বহস্তগতমপি স্তবর্ণকঙ্কণং
যস্মৈ কস্মৈচিৎ দাতুমিচ্ছামি । তথাপি ব্যাত্ত্রো মানুসং খাদতীতি
লোকাপবাদো ছুর্নিবারঃ ।

যতঃ । গতানুগতিকো লোকঃ কুট্টনীমুপদেশিনীম্ ।

প্রমাণয়তি নো ধর্মে যথা গোপ্তমপি দ্বিজম্ ॥ ৯ ॥

যৌবনকালে বড়ই ছুর্বৃত্ত ছিলাম । অনেক গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মনুষ্য হিংসা
করায়, সেই পাপে আমার স্ত্রী ও পুত্র মারা গিয়াছে । আমি নিবংশ হইয়াছি ।
তাহার পর, একজন ধার্মিক আমার উপদেশ দিলেন যে, তুমি দানধর্মাদির
অনুষ্ঠান কর । তাঁহারই উপদেশে আমি এক্ষণে নিত্য স্নান ও দান করিয়া থাকি ।
আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নখ ও দস্ত বিগলিত হইয়াছে । আমি কেনই বিশ্বাসের
পাত্র না হইব ?

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা-সাধন, সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, আর লোভবিসর্জন ;

এ আট প্রকার হয় ধর্মের লক্ষণ, ধর্মশাস্ত্রে ইহা সাধুগণের বচন । ৭ ।

প্রথম চারিটি গুণ্ডকারণেও হয় ; শেষের চারিটি কিন্তু সাধুতেই হয় (১) । ৮ ।

আমি লোভকে এতদূর ত্যাগ করিয়াছি যে, আমার হস্তগতও এই স্তবর্ণকঙ্কণ
যাহাকে তাহাকে দিতে চাহিতেছি । তথাপি ‘বাঘে মানুষ খায়’ এই লোকাপবাদ
যুচিবার নয় । যেহেতু ;—

চলা পথে সকলেই চলিবারে চায়, ভাল হইলেও অন্য পথে নাহি যায় ;

গোহস্তা বিপ্রের কিম্বা কুট্টনীর স্থানে, পেলেও ধর্মের কথা কেহ নাহি মানে । ৯ ।

(১) প্রথম চারিটি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত আট প্রকার ধর্মের মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যা ;
কোন কোন লোকে এই চারিটি অভিমানবশতও সেবা করে, কিন্তু শেষের চারিটি অর্থাৎ সত্য, ধৃতি,
ক্ষমা ও অলোভ, এই চারিটি প্রকৃত সাধু ভিন্ন আর কেহ পায় না ।

ময়া চ ধর্মশাস্ত্রাণ্যধীতানি । শৃণু ।

মরুস্থল্যাং যথা রুষ্টিঃ ক্ষুধার্ভে ভোজনং তথা ।

দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন ॥ ১০ ॥

প্রাণা যথান্ননোহ্ণীকী ভূতানামপি তে তথা ।

আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াঃ কুর্বন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

অপরঞ্চ । প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ স্নহুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে ।

আত্মোপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

অন্যচ্চ । মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোক্‌বৎ ।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্চতি স পশুিতঃ ॥ ১৩ ॥

স্বং চাতীবহুর্গতঃ । তেন ভূভ্যং দাতুং সযত্নোহহম্ ।

তথাচোক্‌ম্ ।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্ ।

ব্যাদিতস্যোষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ১৪ ॥

আমি ধর্মশাস্ত্রও পড়িয়াছি । শুন !—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ভে ভোজন ; সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন ! । ১০ ।

আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমন, অন্যে ভালবাসে তব জীবন তেমন ;

সাধুগণ এইরূপ আত্মতুলনায়, প্রকাশেন পরহুঃখে দয়া অতিশয় । ১১ ।

পরচিত্তে স্নহু কিম্বা হুঃখ উৎপাদন, পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্ৰিয় কথন ;

প্রত্যাখ্যান(১) কিম্বা দান, কোনট বিহিত ? আত্মতুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত । ১২ ।

পরদার হেরে যেই মাতার সমান, পরধনে লোষ্ট্রসম সদা যার জ্ঞান ;

সর্বভূতে আত্মসম হৃদয়ের টান, তাকেই পশুিত বলি করিবে সম্মান । ১৩ ।

তুমি অত্যন্ত দরিদ্র, তাই তোমাকে দিবার জন্য আমি এত যত্নবান্ হইয়াছি ।

কথিতও আছে যে ;—

কুস্তীর নন্দন ! কর হে ভরণ

দীন হুঃখী যে সকল ;

ঔষধে মঙ্গল রোগীর কেবল

স্নহু জনে কিবা ফল ? । ১৪ ।

(১) প্রত্যাখ্যান—ভিক্ষুককে কিছু না দিয়া বিদায় করা ।

অশ্রুচ্চ । দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥১৫॥

তদত্র সরসি স্নাত্বা স্তবর্ণকঙ্কণমিদং গৃহাণ । ততো জাত-
বিশ্বাসো যাবদসৌ সরঃ স্নাতুং প্রবিষ্টঃ তাবদেব মহাপঙ্কে নিমগ্নঃ
পলায়িতুমক্ষমঃ । পঙ্কে পতিতং দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রোহবদৎ—অহহ মহা-
পঙ্কে পতিতোহসি । অতস্ত্বামুখাপয়ামি । ইতু্যক্ত্বা শনৈঃ শনৈ-
রুপগম্য তেন ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ স পাস্থোহচিন্তয়ৎ ।

ন ধর্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন বাপি বেদাধ্যয়নং ছুরাত্মনঃ ।

স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥১৬॥

কিঞ্চ । অবশেষদ্রিয়চিত্তানাং হস্তিস্তানমিব ক্রিয়া ।

দুর্ভগাতরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা ॥ ১৭ ॥

যাহে নাই স্বার্থমাত্র

যাহে দেশ কাল পাত্র

বিচার করিয়া দেখা হয় ;

বিশুদ্ধ কর্তব্য জ্ঞান

করি, যাহা কর দান,

তাকেই সাত্ত্বিক দান কর । ১৫ ।

অতএব, তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া এই স্তবর্ণকঙ্কণ গ্রহণ কর । অনন্তর,
সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন সে সরোবরে স্নান করিতে নামিল, অমনি গভীর
পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পলাইতে অক্ষম হইল । তাহাকে পঙ্কে পতিত দেখিয়া ব্যাঘ্র
কহিল,—অহহ ! তুমি গভীর পঙ্কে পড়িয়াছ, অতএব আমি তোমাকে তুলিতেছি ।
সেই ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া যখন তাহাকে ধরিল, তখন সেই
পথিক ভাবিল :—

ধর্মশাস্ত্র-পাঠ কিম্বা বেদ-অধ্যয়ন, ছুরাত্মার সাধুতার না হয় কারণ ;

যার যে স্বভাব তাহা সর্বোপনি রয়, স্বতই দেখুর ছুৎ দেখ ! মিষ্ট হয় । ১৬ ।

আরো দেখ !—

যাহার ইঞ্জিয় মন বশে নাহি রয়, হস্তীর স্নানের ন্যায় তার কার্য হয় ;

দুর্ভগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়, অহুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয় (১) । ১৭ ।

(১) হস্তী যেমন স্নান করিয়া উঠিয়া আবার গায়ে ধূলা মাখে, তেমনি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানো-
পদেশ পাইয়াও কর্তব্য আচরণে আত্মাকে দূষিত করে । অতএব জ্ঞানের অনুরূপ সদাচার না থাকিলে
সে জ্ঞান থাকা, পতিসৌভাগ্যহীনা নারীর অঙ্গে অলঙ্কার থাকার স্থায় বিড়ম্বনামাত্র ।

তন্ন ময়া ভদ্রং কৃতং যদত্র মারাত্মকে বিশ্বাসঃ কৃতঃ ।
তথাহ্যুক্তম্ ।

নদীনাং শস্ত্রপানীনাং নথিনাং শৃঙ্গিণাং তথা ।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকূলেষু চ ॥ ১৮ ॥
অপরঞ্চ । সর্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ ।

অতীত্য হি গুণান্ সর্বান্ স্বভাবো মুর্খিণ্ণ বর্ততে ॥ ১৯ ॥
অত্চ । স হি গগনবিহারী কল্মষধ্বংসকারী

দশশতকরধারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী ।

বিধুরপি বিধিযোগাদ্ গ্রস্যতে রাহুণাসৌ

লিখিতমপি ললাটে প্রোক্ত্বিতুং কঃ সমর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি চিন্তয়ন্নেব তেনাসৌ ব্যাভ্রেন ব্যাপাদিতঃ খাদিতশ্চ ।
অতোহহং ব্রবীমি—“কঙ্কণস্য তু লোভেন” ইত্যাদি । তৎ সর্বথা
অবিচারিতং কৰ্ম্ম ন কর্তব্যমিতি ।

অতএব আমি যে এই হিংস্রস্বভাবকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহা ভাল করি
নাই ।

নদ নদী, আর নথী, শৃঙ্গী যারা হয়, অথবা যাদের হস্তে অস্ত্র সদা রয় ;

নারী কিম্বা রাজকুল, এ সবে কখন, বিশ্বাস করিতে নাই, শাস্ত্রের লিখন । ১৮ ।

আরো ;—

সকলের স্বভাবের পরীক্ষা করিবে, অপর যতক গুণ নাহি বিচারিবে ;

কেন না, সমস্ত গুণ পরাভব করি, স্বভাব সবার থাকে মাথার উপরি । ১৯ ।

আরো ;—

অত্চাচ্চ আকাশে বাস যে করে তিমির নাশ,

তারামধ্যে জলে যার সহস্র কিরণ ;

দেখ না ! দৈবের বশে সে শশি রাহুর গ্রাসে,

ললাটে বিধির লেখা কে করে খণ্ডন ? । ২০ ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই, ব্যাপ্ত তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহাকে ভক্ষণ
করিল । অতএব আমি, ‘কঙ্কণের লোভে’ ইত্যাদি বলিতেছিলাম । অতএব সর্বতো-
ভাবে বিচার না করিয়া কৰ্ম্ম করা উচিত নয় । যে হেতু ;—

যতঃ । স্নজীর্ণমন্নং স্নবিচক্ষণং স্নতঃ
 স্নশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ স্নসেবিতঃ ।
 স্নচিন্ত্য চোক্তং স্নবিচার্য যৎ কৃতম্
 স্নদীর্ঘকালেহপি ন যাতি বিক্রিয়াম্ ॥ ২১ ॥

এতদ্বচনং শ্রুত্বা কশিচৎ কপোতঃ সদর্পমাহ—আঃ কিমেব-
 মুচ্যতে ।

বুদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যপস্থিতে ।
 সর্বত্রৈবং বিচারে ন ভোজনেহপি প্রবর্তনম্ ॥ ২২ ॥

যতঃ । শঙ্কাভিঃ সর্বমাক্রান্তমন্নং পানং চ ভূতলে ।
 প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্তব্য জীবিতব্যং কথং নু বা ॥ ২৩ ॥
 তথাচোক্তম্ ।

ঈর্ষ্যা স্নগী ত্বসম্ভৃষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ ।
 পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়্ভেতে দুঃখভাগিনঃ ॥ ২৪ ॥

এতৎ শ্রুত্বা সর্বে কপোতাস্তত্রোপবিষ্টাঃ ।

সুন্দর রূপেতে জীর্ণ হইলে ভক্ষিত (১), সুন্দর শিক্ষায় পুত্র হইলে শিক্ষিত ;
 সুন্দর শাসনে ভার্য্যা হইলে রক্ষিত, সাবধানে নরপতি হইলে সেবিত ;
 ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য হইলে কথিত, সম্যক্ বিচারে কার্য্য হইলে সাধিত ;
 এ সকল, বহুকাল হ'লেও অতীত, না হয় বিকৃত তবু, জানিবে নিশ্চিত । ২১ ।

এই কথা শুনিয়া একট কপোত সদর্পে কহিল,—আঃ ! এ সব কি বকিতেছ !—
 শুনিবে বৃদ্ধের কথা পড়িলে বিপদে, তাই বলে তাহা না শুনিবে পদে পদে ;
 পদে পদে তার কথা ভাবিলে বিহিত, ভোজন পর্য্যন্ত তবে হয় যে রহিত ! ২২ ।
 কেন না ;—

অন্ন পান সবই ত আছে নানা ভয় ; প্রবৃত্তি করিবে কিসে ? কিসে প্রাণ রয় ? ২৩
 আরো কথিত আছে যে,—

ঈর্ষ্যাশীল, ঘৃণাশীল, সতত কুপিত, সদা অসম্ভষ্ট আর সদাই শঙ্কিত ;
 আর যেবা পর-গলগ্রহ হ'য়ে রয়, চিরকাল এই ছয় অসুখী নিশ্চয় । ২৪ ।

এই কথা শুনিয়া সমস্ত কপোত সেই সকল তগুলকণায় গিয়া বসিল। কারণ ;—

যতঃ । স্মহাস্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ ।
 ছেভারঃ সংশয়ানাং চ ক্লিশ্বন্তে লোভমোহিতাঃ ॥ ২৫ ॥
 অগ্ৰচ্চ । লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে ।
 লোভান্নোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্ত্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥

অগ্ৰচ্চ । অসম্ভবং হেমমৃগস্ত্য জন্ম
 তথাপি রামো লুলুভে মৃগায় ।
 প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে
 ষিয়োহপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি ॥ ২৭ ॥

অনন্তরং তে সর্বে জালবদ্ধা বভূবুঃ । ততো যস্য বচনাৎ
 তত্রাবলম্বিতাঃ পক্ষিণস্তং সর্বে তিরস্কুর্ষন্তি ।
 তথাচোক্তম্ ।

ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্ষ্যে সমং ফলম্ ।
 যদি কার্ষ্যে বিপত্তিঃ স্যান্মুখরস্তত্র হন্যতে ॥ ২৮ ॥

তথাচোক্তম্ ।

বড় বড় বহু শাস্ত্র করি অধ্যয়ন, যাহারা বিপুল জ্ঞান করেছে অর্জন ;
 অপরের অশেষ সংশয় ফারা হরে, তাহারাও লোভে পড়ি কষ্ট ভোগ করে । ২৫ ।
 আরো দেখ !—

লোভে কাম, লোভে ক্রোধ, লোভে মোহ হয় ;
 লোভে পাপ, লোভে মৃত্যু, জানিবে নিশ্চয় । ২৬ ।

আরো দেখ ;—

সোণার হরিণ অসম্ভব এ ধরায়, লোভে পড়ি তবু রাম ভুলিলেন তায় ;
 নিতান্ত বিধাতা যার বিপদ ঘটায়, স্মবুদ্ধি হ'লেও তার বুদ্ধিলোপ পায় । ২৭ ।

অনন্তর সেই সকল কপোত জালে বদ্ধ হইল । তাহার পর, যাহার কথায়
 সকলে তথায় গিয়া বসিয়াছিল, সকল কপোতেই তাহাকে তিরস্কার করিতে
 লাগিল । কথিতও আছে যে ;—

কোনো কর্মে দলের আগেতে নাহি যাবে, কার্যসিদ্ধি হ'লে সবে তুল্য লাভ পাবে ;
 দৈব যদি তাহে কোনো বিপত্তি ঘটায়, তবে আগে যেই যায় সেই মারা যায় । ২৮ ।
 আরো কথিত আছে যে,—

আপদাং কথিতঃ পস্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ ।

তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেক্ষং তেন গম্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

তস্য তিরস্কারং শ্রদ্ধা চিত্রগ্রীব উবাচ — নায়মস্য দোষঃ ।

যতঃ । আপদামাপতস্তীনাং হিতোহপ্যয়াতি হেতুতাম্ ।

মাতৃজজ্ঞা হি বৎসস্য স্তস্তীভবতি বন্ধনে ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ । ন বন্ধুর্যো বিপন্নানামাপহ্নুন্নরণক্ষমঃ ।

ন তু ভীতপরিত্রাণবস্তুপালস্তপণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

বিপৎকালে চ বিস্ময়ঃ কাপুরুষলক্ষণম্ । তদত্র ধৈর্য্যমবলম্ব্য
প্রতীকারশ্চিন্ত্যতাম্ ।

যতঃ । বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা

সদসি বাকৃপটুতা যুধি বিক্রমঃ ।

যশসি চাভিরুচিব্যসনং শ্রুতো

প্রকৃতিসন্ধমিদং হি মহাত্মনাম্ ॥ ৩২ ॥

অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় দুর্দম, সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়-সংযম ;

এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়, সেই পথে চল বাহে ইষ্ট লাভ হয় । ২৯ ।

তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতেছে দেখিয়া চিত্রগ্রীব কহিল,—এ ইহার
দোষ নয়। কারণ ;—

যে বিপদ যেই কাণে ঘটবে নিশ্চয়, হিতৈষীও দৈবদোষে তার হেতু হয় ;

বৎসের মাতার উরু, সেও দেখ ! হয়, বৎসের বন্ধন-স্তম্ভ, দোহন-সময় (১) । ৩০ ।

আরো দেখ !—

বিপন্ন হইলে মিত্র, সে দোষে তাহার, তিরস্কার করিতেই গুণপণা যার ;

সে নহে প্রকৃত বন্ধু, বন্ধু সেই জন, বিপদ হইতে অগ্রে যে করে মোচন । ৩১ ।

আর, বিপদকালে হতবুদ্ধি হওয়াও কাপুরুষের লক্ষণ । অতএব এ সময় ধৈর্য্য
ধারণপূর্ব্বক প্রতীকার চিন্তা করা যাউক । যে হেতু,—

বিপদে অটল ধৈর্য্য, ক্ষমা অভ্যুদয়ে, সভায় বাগ্মিতা, বীৰ্য্য যুদ্ধের সময়ে ;

যশে অভিলাষ, নেশা শাস্ত্রেই ক্ষেবল, মহাত্মার স্বভাবত গুণ এ সকল । ৩২ ।

(১) গাই দুহিবার সময় তাহারই উরুদেশে বাছুর বাঁপিয়া থাকে । অতএব দেখ ! বাছুরের
মাতার শরীরই বাছুরের বন্ধনের পৌঁটানরূপ হইল ।

সম্পাদি যস্য ন হর্ষো বিপাদি বিষাদো রণে চ ধীরত্বম্ ।
 তং ভুবনত্রয়তিলকং জনয়তি জননী স্নতং বিরলম্ ॥ ৩৩ ॥
 অন্যচ্চ । ষড়্দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যো ভূতিমিচ্ছতা ।
 নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥ ৩৪ ॥
 ইদানীমপ্যেবং ক্রিয়তাম্ । সর্বৈরেকচিন্তীভূয় জালমাদায়
 উড্ডীয়তাম্ ।
 যতঃ । অগ্নানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা ।
 তৃণৈশ্চ বহুমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদস্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥
 সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরন্নকৈরপি ।
 তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৬ ॥
 ইতি বিচিন্ত্য পক্ষিণঃ সর্বৈ জালমাদায়োৎপতিতাঃ । অনন্তরং
 স ব্যাধঃ স্নদূরাজ্জ্বলাপহারকাংস্তানবলোক্য পশ্চান্নাবন্নচিন্তয়ৎ ।
 সংহতাস্ত হরন্ত্যেতে মম জালং বিহঙ্গমাঃ ।
 যদা তু নিপতিষ্যন্তি বশমেষ্যন্তি মে তদা ॥ ৩৭ ॥

কি সম্পাদে কি বিপাদে যিনি নির্দিকার, রণক্ষেত্রে অল্পপন্ন ধীরতা যাহার ;
 তাদৃশ সন্তান ত্রিভুবনের ভূষণ, অন্নই করেন মাতা গরতে ধারণ । ৩৩ ।

আরো,—

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা, আর রোষ, কার্যে ব্যথা কালব্যাজ, এই ছয় দোষ ;
 এ সব নিশ্চয় সেই করিবে বর্জন, এ ভবে লভিতে লক্ষ্মী আছে যার মন । ৩৪ ।

এক্ষণে এইরূপ কঁরা বাউক, আইস ! আমরা সকলে একহৃদয় হইয়া জাল লইয়া
 উড়িয়া বাই । কারণ ;—

দুর্কলগণেও সিদ্ধি লভে একতায় ; তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায় । ৩৫ ।

স্বজাতির ক্ষুদ্রটিও ছাড়া ভাল নয় ; তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয় । ৩৬ ।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকল পক্ষী জাল লইয়া উড়িতে লাগিল । অনন্তর
 সেই ব্যাধ দূর হইতে যখন দেখিল যে সেই পক্ষীর তাহার জাল লইয়া পলাইতেছে,

তখন সে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল ;—

ঐ দেখ ! সব পাখী মিলিত হইয়া, লইয়া আমার জাল যায় পলাইয়া ;

নিতাস্ত অবশ হ'য়ে পড়িবে যখন, আমার বশেতে সবে আসিবে তখন । ৩৭ ।

ততস্তেষু চক্ষুর্বিষয়মতিক্রান্তেষু পক্ষিষু স ব্যাধো নিবৃত্তঃ ।
অথ লুব্ধকং নিবৃত্তং দৃষ্ট্বা কপোতা উচুঃ—স্বামিন্ কিমিদানীং
কর্ত্বুমুচিতম্ । চিত্রগ্রীব উবাচ ।

মাতা মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎ ত্রিতয়ং হিতম্ ।

কার্য্যকারণতচ্চান্যে ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তন্মে মিত্রং হিরণ্যকো নাম মুষিকরাজো গণ্ডকীতীরে চিত্রবনে
নিবসতি । দন্তবলেন সোহস্মাকং পাশাংশেছৎস্যতি । ইত্যা-
লোচ্য সর্বে হিরণ্যকবিবরসমীপং গতাঃ । হিরণ্যকশ্চ সর্বদা-
পায়শঙ্কয়া শতদ্বারং বিবরং কৃত্বা নিবসতি ।

অনাগতভয়ং দৃষ্ট্বা নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ।

অবসম্মুষিকস্তত্র বুদ্ধঃ শতমুখে বিলে ॥ ৩৯ ॥

ততো হিরণ্যকঃ কপোতাবপাতচকিতস্তুষ্কীং স্থিতঃ । চিত্রগ্রীব-
উবাচ—সথে হিরণ্যক কিমস্মান্ ন সস্তাষসে । হিরণ্যকস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা প্রত্যভিজ্ঞায় সনত্ত্রমং বহির্নিঃসৃত্যাব্রবীৎ—আঃ পুণ্যবানস্মি ।
প্রিয়স্বহ্মন্মে চিত্রগ্রীবঃ সমায়াতঃ ।

অনন্তর, যখন সেই পক্ষীর দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল, তখন সেই ব্যাধ
নিবৃত্ত হইল । অনন্তর ব্যাধকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া কপোতেরা কহিল, —
প্রভো! এক্ষণে কি করা কর্তব্য । চিত্রগ্রীব কহিল ;—

মাতা, পিতা, আর বন্ধু, এই তিন জন, স্বভাবত (১) সদা হিত করয়ে সাধন ;

এই তিন জন ভিন্ন যত আছে আর, স্বার্থ বিনা কেবা কার করে উপকার? । ৩৮ ।

অতএব, আমার বন্ধু হিরণ্যক নামে মুষিকরাজ গণ্ডকী নদীর তীরে চিত্রবনে
বাস করে । নিজের দন্তের বলে সে আমাদের পাশ-বন্ধন ছেদন করিয়া দিবে ।
এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সকলে হিরণ্যকের গর্তের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল ।
হিরণ্যক সর্বদা অনিষ্টের আশঙ্কায় শতদ্বারযুক্ত গর্ত করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিল ।

ভাবী ভয়ে, শতমুখ করিয়া বিবর ; নীতিজ্ঞ মুষিক ছিল তাহার ভিতর । ৩৯ ।

হিরণ্যক কপোতগণের পতনশব্দে চকিত হইয়া নিঃশব্দে রহিল । চিত্রগ্রীব
কহিল,—সথে হিরণ্যক ! আমাদের গকে সস্তাষণ করিতেছ না কেন ? হিরণ্যকও

(১) স্বভাবত,—নিজের অকৃত্রিম প্রেহবশত ।

যস্য মিত্রেণ সন্তাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতঃ ।

যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্ ॥ ৪০ ॥

পাশবন্ধাংশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা সবিষ্ময়ঃ ক্ষণং স্থিত্বা উবাচ—সখে
কিম্মেতৎ । চিত্রগ্রীবোহবদৎ—সখে অস্মাকং প্রান্তনজন্মকৰ্ম্মণঃ
ফলমেতৎ ।

যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদা চ যচ্চ

যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভমাত্মকৰ্ম্ম ।

তস্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদা চ তচ্চ

তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাদুপৈতি ॥ ৪১ ॥

রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ ।

আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ৪২ ॥

এতৎ শ্রুত্বা হিরণ্যকশ্চিত্রগ্রীবস্য বন্ধনং ছেত্ত্বুং সত্বরমুপ-
সর্পতি । তত্র চিত্রগ্রীবো ক্রতে—মিত্র মা মৈবম্ । প্রথমমেতে-

তাহার কথা শুনিয়া চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল ;—
অহো ! আমি কি পুণ্যবান্ ! আমার প্রিয়বন্ধু চিত্রগ্রীব আসিয়াছে ।

নিজ বন্ধু সনে যার সদা সন্তাষণ, নিজ বন্ধু সনে যার সদা আলাপন ;

নিজ বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান, তার তুল্য কেবা আর আছে পুণ্যবান্ ? । ৪০ ।

সে তাহাদিগকে পাশবন্ধ দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিল, অনন্তর
জিজ্ঞাসিল,—সখে ! এ কি ? চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে ! এ আমাদের পূৰ্ব্বেজন্ম-
কৰ্ম্মের ফল ।

যে কারণে যে উপায়ে যথা যে প্রকারে, যে সময়ে যেরূপ যত পাপ পুণ্য করে ;

সে কারণে সে উপায়ে তথা সে প্রকারে, সে সময়ে তত ফল ভুঞ্জে দৈব-করে (১) । ৪১ ।

রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন, পরিতাপ ; এ সব প্রসবে নিজ দুষ্কৃত-পাদপ (২) । ৪২ ।

ইহা শুনিয়া হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করিতে সত্বর অগ্রসর হইল ।
তখন চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে ! না না, একরূপ করিও না । তুমি অগ্রে আমার

(১) দৈব-করে—বিধাতার হস্তে ।

(২) অর্থাৎ নিজ কৰ্ম্ম-দোষেই সকলে ঐ সকল দুঃখ ভোগ করে ।

যামস্মদাশ্রিতানাং পাশাংস্তাবচ্ছিক্তি । মম পাশং পশ্চাচ্ছেৎস্যসি ।
 হিরণ্যকোহপ্যাহ—অহমগ্নশক্তির্দস্তাশ্চ মে কোমলাঃ । তদেতেমাং
 পাশাংশ্ছেভুং কথমহং সমর্থো ভবামি । তদ্বাবন্মে দস্তা ন
 ক্রট্যান্তি তাবৎ তব পাশং ছিনদ্বি । তদনস্তরং যাবচ্ছকামন্যেযা-
 মপি বন্ধনং ছেৎস্যামি । চিত্রগ্রীব উবাচ—অস্ত্যেবম্ । তথাপি
 যথাশক্তি বন্ধনমেতেষাং ঞ্জয় । হিরণ্যকেনোক্তম্—আত্মপরি-
 ত্যাগেন যদাশ্রিতানাং পরিরক্ষণং তন্ন নীতিবেদিনাং সম্মতম্ ।

যতঃ । আপদার্থে ধনং রক্ষেদারান্ রক্ষেক্রনৈরপি ।

আত্মানং সততং রক্ষেদারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৪৩ ॥

অন্যচ্চ । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ ।

তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্ ॥ ৪৪ ॥

চিত্রগ্রীব উবাচ—সখে নীতিস্তাবদীদৃশ্বেব । কিন্তুহমস্মদা-
 শ্রিতানাং দুঃখং সোচুং সর্ব্বথাসমর্থঃ । তেনেদং ব্রবীমি ।

এই সকল আশ্রিতজনের বন্ধন ছেদন কর, আমার বন্ধন পশ্চাৎ ছেদন করিও ।
 হিরণ্যক কহিল,—আমার শক্তি অল্প, এবং দস্তসকলও কোমল । অতএব আমি
 ইহাদের সকলের বন্ধন কিরূপে ছেদন করিতে পারি ? অতএব, যতক্ষণ আমার
 দস্তসকল না বিনষ্ট হয়, ততক্ষণ তোমার বন্ধন ছেদন করি । তাহার পর যথাসাধ্য
 আর সকলেরও বন্ধন ছেদন করিব । চিত্রগ্রীব কহিল,—এ কথা যথার্থ বটে, তথাপি
 তুমি যথাসাধ্য ইহাদেরই বন্ধন ছেদন কর । হিরণ্যক কহিল,—আত্মত্যাগ (১) করিয়া
 আশ্রিতগণকে রক্ষা করা, নীতিজ্ঞগণের অনুমোদিত নহে । যে হেতু ;—

বিপদের তরুে লোক রাখিবেক ধন, সর্ব্বস্ব (২) দিয়াও ভার্য্যা করিবে রক্ষণ ;
 সর্ব্বস্ব, ভার্য্যাও যদি বিসর্জিতে হয়, আপনি বাঁচিতে তাহা করিবে নিশ্চয় । ৪৩ ।
 ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যাহা কিছু বল, জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল ;
 সে জীবন হারাইলে কিবা না হারায় ? সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায় ? ৪৪

চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে ! নীতিশাস্ত্রের কথা ঠিক্ এইরূপই বটে । কিন্তু
 আমি কোনরূপেই আমার আশ্রিতগণের দুঃখ দেখিতে পারিব না । সেই
 জন্তই এইরূপ বলিতেছি । যে হেতু ;—

(১) আত্মত্যাগ,—আপনার জীবন, ধন, বা অন্য কোনরূপ অন্নিষ্ট বিষয় পরিত্যাগ ।

(২) সর্ব্বস্ব,—সমুদায় ধন ।

যতঃ । ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ৪৫ ॥

অয়মপরশ্চানাদধারণো হেতুঃ ।

জ্ঞাতিদ্রব্যাবলানাং চ সাম্যমেবাং ময়া সহ ।
মৎপ্রভুত্বফলং ক্রহি কদা কিং তদভবিস্যাতি ॥ ৪৬ ॥

অগ্ৰচ্চ । বিনা বর্ভনমোবেতে ন ত্যজন্তি মমাস্তিকম্ ।
তন্মে প্রাণব্যয়েনাপি জীবয়েতান্ মমাশ্রিতান্ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ । মাংসমূত্রপুরীষাশ্চিনির্শ্বিতে চ কলেবরে ।
বিনশ্বরে বিহায়াস্বাং যশঃ পালয় মিত্র মে ॥ ৪৮ ॥

অপরঞ্চ পশ্য ।

যদি নিত্যমনিত্যেন নিশ্বলং মলবাহিনা ।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ॥ ৪৯ ॥

পরহিতে ধন প্রাণ যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি জানিবে নিশ্চয় ;
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে •
স্বকার্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয় । ৪৫ ।

আরো একটি অসাধারণ কারণ এই যে ;—

জ্ঞাতিতে আকারে কিম্বা শরীরের বলে, আমারি ত সমতুল্য এরাও সকলে ;
এখন বিপদে যদি না করি উদ্ধার, তবে কিবা ফল বল ! প্রভুত্বে আমার ? ৪৬ ।

আরো,—

বিনা মূল্যে কেনা ধারা আশ্রিত আমার ; মম প্রাণ দিয়া রক্ষা কর সে সবার । ৪৭ ।
পুনশ্চ,—

অশ্বি মাংস মল মূত্র আদিতে নিশ্বিত, কলেবর (১) বিনশ্বর জানিও নিশ্চিত ;
হে মিত্র ! এ দেহে কেন এতেক ঘটন ? অক্ষয় অমূল্য যশ করহ অর্জন । ৪৮ ।

আরো দেখ !—

দিয়া এই মলাধার (২) বিনশ্বর দেহ, নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া, অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া । ৪৯ ।

(১) কলেবর,—শরীর ।

(২) মলাধার,—বিষ্ঠা, মূত্র, স্নেহা প্রভৃতি ঘৃণিত অশুচি পদার্থের আকর ।

যতঃ । শরীরস্য গুণানাং চ দূরমত্যন্তমন্তরম্ ।

শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পাস্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যাকর্ষ্য হিরণ্যকঃ প্রহৃষ্টমনাঃ পুলকিতঃ সন্নত্রবীৎ—সাধু
মিত্র সাধু । অনেনাশ্রিতবাৎসল্যেন ত্রৈলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং
ভুয়ি যুজ্যতে । এবমুক্ত্বা তেন সর্বেষাং কপোতানাং বন্ধনানি
ছিন্নানি । ততো হিরণ্যকঃ সর্বানু সাদরং সম্পূজ্যাহ—সখে
চিত্রগ্রীব সর্বথাত্র জালবন্ধনবিধৌ দোষমাশঙ্ক্য আত্মন্যবজ্ঞা ন
কর্তব্য ।

যতঃ । বোহর্ধিকাদ্বোজনশতাৎ পশ্যতীহামিসং খগঃ ।

স এব প্রাপ্তকালস্ত পাশবন্ধং ন পশ্যতি ॥ ৫১ ॥

অপিচ । শশিদিবাকরয়োগ্রহীপীড়নম্

গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্ ।

মতিমতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাং

বিধিরহৌ বলবানিতি মে মতিঃ ॥ ৫২ ॥

যে হেতু,—

দেহে আর গুণে কত তুলনা না হয় ; ক্ষণিক এ দেহ, গুণ প্রলয়েও রয় । ৫০ ।

এই কথা শুনিয়া, হিরণ্যক অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া কহিল,—
সাধু মিত্র ! সাধু ! আশ্রিতগণের প্রতি এই বাৎসল্যগুণে তুমি ত্রিলোকীর
অধীশ্বর হইবার যোগ্য । সে এই কথা বলিয়া সমস্ত কপোতের বন্ধন ছেদন
করিল । অনন্তর, হিরণ্যক সকলকে সাদরে যথোচিত পূজা করিয়া কহিল,—সখে
চিত্রগ্রীব ! এই জালবন্ধন নিবন্ধন তুমি আপনাকে দোষী ভাবিয়া কদাচ আপনার
উপর অবজ্ঞা করিও না । যে হেতু,—

শত শত যোজন হ'তেও উচ্চ দেশে, থাকি পক্ষী নিজ ভক্ষ্য দেখে অনায়াসে ;
কিন্তু দেখ ! বিধি যবে বিপদ ঘটায়, কাছেও ব্যাধের কাঁদ দেখিতে না পার । ৫১ ।

আরো,—

মাতঙ্গ ভুজঙ্গগণে দেখিয়া বন্ধন, শশধরে দিবাকরে রাহুর পীড়ন ;
স্ববুদ্ধি পণ্ডিতগণে দেখিয়া নির্ধন, অলজ্ঞ্য জানিলু ভবে বিধির শাসন (১) । ৫২ ।

(১) এ জগতে যার যতই শক্তি থাকুক না কেন, কদাচ দেবেয় হাত এড়াইতে পারে না ।

অগ্ৰচ্চ । বোম্বৈকান্তবিহারিণোহপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্তুবন্ত্যাপদম্
বধ্যস্তে নিপুণৈরগাধসলিলাম্ভাঃ সমুদ্রোদপি ।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং স্ফুরিতং কং স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্মাতি দূরাদপি ॥ ৫৩ ॥

ইতি প্রবোধ্যাতিথ্যং বিধায়ালিঙ্গ্য চ চিত্রগ্রীবস্তেন সম্প্রে-
মিতঃ সপরিবারে যথেষ্টদেশানু যযৌ । হিরণ্যকোহপি স্ববিবরং
প্রবিষ্টিঃ ।

যানি কানি চ মিত্রাণি কর্তব্যানি শতানি চ ।

পশ্য মুম্বিকমিত্রেণ কপোতা মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৫৪ ॥

অথ লঘুপতনকনামা কাকঃ সর্ববৃত্তান্তদর্শী শাশ্বচর্য্যমিদমাহ—
অহো হিরণ্যক শ্লাঘ্যোহসি । অতোহহমপি ত্বয়া সহ মৈত্রীং
কর্তু মিচ্ছামি । অতো মাং মৈত্র্যেণানুগৃহীতুমর্হসি । এতৎ শ্রুত্বা
হিরণ্যকোহপি বিবরাভ্যন্তরাদাহ — কস্ত্বং ভোঃ । কাকো ক্রতে—

আরো,—

মীন থাকে সিদ্ধুতলে বিহঙ্গ আকাশে চলে,
তবু দেখ ! জালমধ্যে বন্ধন তাহার ;
দুরন্ত কালের ঠাই নিস্তার কাহারো নাই
গুণাগুণ দেশ পাত্র না করে বিচার । ৫৩ ।

হিরণ্যক এইরূপে তাহাকে প্রবোধ দিয়া ও অতিথিসংকার করিয়া আলিঙ্গন
পূরক বিদায় দিলে, চিত্রগ্রীব সপরিবারে অভিমত স্থানে প্রস্থান করিল ।
হিরণ্যকও নিজ বিবরে প্রবেশ করিল ।

বড় ছোট না ভাবিয়া শত শত জনে, বন্ধুত্ব স্থাপন লোক করিবে যতনে ;

সামান্য মুম্বিক সনে সখ্যের কারণ, দেখ ! কপোতের হ'ল বন্ধনমোচন । ৫৪ ।

অনন্তর, লঘুপতনক নামক সেই কাক এই সমস্ত ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্মিত
হইয়া মুম্বিককে কহিল,—ওহে হিরণ্যক ! তুমি ধন্য ! আমিও তোমার সহিত
বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা করি । অতএব আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া আমাকে
অনুগৃহীত কর । হিরণ্যকও এই কথা শুনিয়া বিবরমধ্যে থাকিয়া কহিল,—
কে তুমি হে ? কাক কহিল,—আমি কাক, আমার নাম লঘুপতনক । তাহা

লঘুপতনকনামা বায়সোহহম্ । ততো হিরণ্যকো বিহস্বাহ—কা
ত্বয়া সহ মৈত্রী ।

যতঃ । যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তৎ তেন যোজয়েৎ ।

অহমন্নং ভবান্ ভোক্তা কথং প্রীতির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

অপরঞ্চ । ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেরেব কারণম্ ।

শৃগালাৎ পাশবদ্ধোহসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বায়সোহত্রবীৎ—কথমেতৎ । হিরণ্যকঃ কথয়তি ।

অস্তি মগধদেশে চম্পকবতী নামারণ্যানী । তস্তাং চিরান্নহতা
ম্নেহেন মৃগকাকৌ নিবসতঃ । স চ মৃগঃ স্বেচ্ছয়া ভ্রাম্যন্ হৃক-
পুষ্ঠাঙ্গঃ কেনচিৎ শৃগালেনাবলোকিতঃ । তং দৃষ্ট্বা শৃগালো-
হচিন্তয়ৎ—আঃ কথমেতন্মাংসং স্তললিতং ভক্ষয়ামি । ভবতু ।
বিশ্বাসং তাবদুৎপাদয়ামি । ইত্যালোচ্যোপস্থত্যাত্রবীৎ—মিত্র
কুশলং তে । মৃগেণোক্তম্—কস্তম্ । জম্বুকো ক্রতে—ক্ষুদ্রেবৃদ্ধি

শুনিয়া হিরণ্যক হাস্য করিয়া কহিল,—তোমার সঙ্গে কি বন্ধুতা সম্ভবে !
কারণ,—

এ জগতে বার যোগ খাটে বার সনে । তার সনে তার যোগ করে বিস্ত্রজনে ;
তুমি মম ভক্ষক, আমিও তব ভক্ষ্য ; কেমনে বল্গু না হবে উভয়ের সখ্য ? ॥ ৫৫ ॥

আরো দেখ !—

ভক্ষ্য সনে ভক্ষকের হইলে মিলন, অবশ্য জানিবে তাহে বিপত্তি ঘটন ;
শৃগাল-বচনে হ'ল মৃগের বন্ধন, বায়স আসিয়া তারে করিল মোচন । ৫৬ ।

কাক স্জিজাসিল,—সে কি প্রকার ? হিরণ্যক বলিতে লাগিল ;—

মগধদেশে চম্পকবতী নামে এক বৃহৎ অরণ্য আছে । তথায় বহুদিনাবধি
পরম সস্তাবে মৃগ ও কাক বাস করিত । এক শৃগাল দেখিল,—সেই মৃগ স্বচ্ছন্দে
বিচরণ করিয়া দিব্য দ্রষ্ট পুষ্ঠ হইয়াছে । তাহাকে দেখিয়া শৃগাল ভাবিল,—আহা !
কি উপায়ে ইহার স্তমধুর মাংস ভক্ষণ করি । আচ্ছা, ইহার মনে ত বিশ্বাস
উৎপাদন করি । এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল,—মিত্র ।
ভাল আছ ত ? মৃগ কহিল,—কে তুমি ? শৃগাল বলিল ;—আমি শৃগাল,
আমার নাম ক্ষুদ্রেবৃদ্ধি । আমি এই বনে বজ্জহীন হইয়া একাকী জীবন্ত

নামা জম্বুকোহহম্ । অত্রারণ্যে বন্ধুহীনো যুতবদেকাকী নিবসামি ।
ইদানীং চ হ্যং মিত্রমাসাদ্য পুনঃ সবন্ধুর্জীবলোকং প্রবিষ্টোহস্মি ।
অধুনা ময়া তবানুচরণে সর্বথা ভবিতব্যমিতি । যুগেণোক্তম্—
এবমস্ত । ততস্তাবদস্তং গতে সবিতরি ভগবতি মরীচিমালিনি
তৌ যুগশ্চ বাসভূমিং গতো । তত্র চম্পকবৃক্ষশাখায়াং স্ৰুবুদ্ধিনামা
কাকো যুগশ্চ চিরমিত্রং নিবসতি । তৌ দৃষ্ট্বা কাকোহবদৎ—
সথে যুগ কোহয়ং দ্বিতীয়ঃ । যুগো ক্রতে—জম্বুকোহয়মস্মৎ-
সখ্যমিচ্ছন্নগতঃ । কাকো ক্রতে—মিত্র অকস্মাদাগস্তুনা মহ
মৈত্রী ন যুক্তা । তন্ন ভদ্রম্ আচরিতম্ ।

তথাচোক্তম্ ।

অজ্ঞাতকুলশীলশ্চ বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ ।

মার্জ্জারস্য হি দোষণে হতো গৃধ্রো জরদগবঃ ॥ ৫৭ ॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ । কাকঃ কথয়তি ।

অস্তি ভাগীরথীতীরে গৃধ্রকূটনাম্নি পর্বতে মহান্ পর্বটীবৃক্ষঃ ।

তস্য কোটরে দৈবছুর্বিপাকাদ্ গলিতনখনয়নো জরদগবৌ নাম

হইয়া আছি । এক্ষণে তোমাকে বন্ধু পাইয়া পুনরায় যুত দেহে প্রাণ পাইলাম ।
এক্ষণে আমি সর্বপ্রকারে তোমার সহচর হইয়া থাকিব । যুগ বলিল,—
তবে তাহাই হউক । অনস্তর, ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্যদেব অন্তগত
হইলে, সেই যুগ ও শৃগাল যুগের বাসস্থানে গমন করিল । সেই স্থানে, যুগের
বন্ধুত্বকালের বন্ধু স্ৰুবুদ্ধি নামে এক কাক চম্পকবৃক্ষের শাখায় বাস করিত । সে,
ছই জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সথে যুগ ! এই অপর ব্যক্তিটি কে ? যুগ
কহিল,—এটি শৃগাল, আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছে ।
কাক বলিল,—মিত্র ! অকস্মাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করা
উচিত নহে । অতএব তুমি ভাল কাজ কর নাই । কথিতও আছে যে ;—

কূল শীল আদি যার নাহি জানা যায়, নিজ গৃহে বাসস্থান নাহি দিবে তা'য় ;

ছুড়ি বিড়ালের বাক্যে হইয়া মোহিত, জরদগব নামে গৃধ্র হইল নিহত । ৫৭ ।

যুগ ও শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল,—সে কিরূপ ? কাক কহিল ;—

ভাগীরথীর তীরে গৃধ্রকূট নামক পর্বতে একটি বৃহৎ পর্বটী বৃক্ষ আছে । সেই

গৃধ্রঃ প্রতিবসতি । অথ রূপয়া তজ্জীবনায় তদ্বৃক্ষবাসিনঃ পক্ষিণঃ স্বাহারাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিছুদ্ধৃত্য দদতি । তেনাসৌ জীবতি শাবকরক্ষাং চ কৰোতি । অথ কদাচিদীৰ্ঘকৰ্ণনামা মার্জ্জারঃ পক্ষিশাবকান্ ভক্ষিতুং তত্রাগতঃ । ততস্তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা পক্ষিশাবকৈৰ্ভয়ান্ভৈঃ কোলাহলঃ কৃতঃ । তৎ শ্রুত্বা জরদগবেনোক্তম্—কোহয়মায়তি । দীৰ্ঘকর্ণো গৃধ্রমবলোক্য সভয়মাহ—হা হতো-হস্মি ।

অথবা । তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্ ।

আগতং তু ভয়ং বীক্ষ্য নরঃ কুর্যাদবথোচিতম্ ॥ ৫৮ ॥

অধুনাতিসন্নিধানেন পলায়নমপ্যশক্যম্ । তদ্যথাপ্রাপ্তং ভবতু । তাবদ্বিখাসমুৎপাদ্যাস্ত সমীপমুপগচ্ছামি । ইত্যালোচ্যোপস্থত্যা-ত্রবীৎ—আর্য্য হ্যামভিবন্দে । গৃধ্রোহবদৎ—কস্তম্ । সোহবদৎ—মার্জ্জারোহহম্ । গৃধ্রো ক্রতে—দূরমপসর নোচেদ্ধস্তব্যোহসি ময়া ।

বৃক্ষের ক্ষেত্রে জরদগব নামে এক গৃধ্র বাস করিত । দৈবদুর্ঘটনায় তাহার নথ ও চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল । সেই বৃক্ষে যে সকল পক্ষী বাস করিত, তাহারা দয়া করিয়া তাহার জীবনরক্ষার্থে নিজ নিজ আহার হইতে কিছু কিছু লইয়া তাহাকেও প্রদান করিত । তদ্বারা সেই গৃধ্র জীবন ধারণ করিত, এবং তাহাদের শাবকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিত । অনন্তর, একদিন দীৰ্ঘকর্ণ নামে এক বিড়াল পক্ষিশাবকগুলি ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইল । তাহাকে আসিতে দেখিয়া পক্ষিশাবকেরা ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠিল । তাহাদের কোলাহল শুনিয়া জরদগব জিজ্ঞাসিল,—ও কে আসিতেছে ? দীৰ্ঘকর্ণ গৃধ্রকে দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়া ভাবিল,—হায় ! আমি মারা পড়িলাম । অথবা ;—

যাবত বিপদ নাহি উপস্থিত হয়, তাবত বিপদ বলি' করিবেক ভয় ;

বিপদ আসিলে কিন্তু তাজি ভয় মনে, প্রতিকার তাহার করিবে প্রাণপণে । ৫৮ ।

এক্ষণে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, আর পলায়ন করা দুষ্কর । অতএব উপস্থিতমত কার্য্য করা যাউক । বিখাস উৎপাদন করিয়া ইহার সম্মুখে গমন করি । মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সম্মুখে গিয়া কহিল,—আর্য্য ! আপনাকে নমস্কার করি । গৃধ্র কহিল,—কে তুমি ? সে কহিল,—আমি বিড়াল । গৃধ্র কহিল,—দূর হও,

মার্জ্জারোহবদৎ—শ্রয়তাং তাবদস্মদ্বচনম্ । ততো বদ্যহং বধ্যস্তদা
হস্তব্যঃ ।

যতঃ । জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে কচিৎ ।

ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোহথবা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

গৃধ্রো ক্রতে—ক্রহি কিমর্থমাগতোহসি । সোহবদৎ—অহমত্র
গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচর্যেণ চান্দ্রায়ণব্রত-
মাচরন্তিষ্ঠামি । যুয়ং ধর্মজ্ঞানরতাঃ প্রেমবিশ্বাসভূময় ইতি পক্ষিণঃ
সর্বৈ সর্বদা মমাগ্রে প্রস্তুবন্তি । অতো ভবন্ত্যো বিদ্যাব্যয়ো-
রুদ্ধেভ্যো ধর্মঃ শ্রোতুমিহাগতঃ । ভবন্তশ্চৈতাদৃশা ধর্মজ্ঞাঃ
বন্যামতিথিং হস্তমুদ্যতাঃ । গৃহস্থধর্মশ্চেষঃ ।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে ।

ছেভুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে ক্রমঃ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ বদ্যন্নং নাস্তি তদা স্প্রীতেনাপি বচসা তাবদতিথিঃপূজ্যঃ ।

নতুবা তোমার প্রাণসংহার করিব । বিড়াল কহিল,—অগ্রে আমার কথাটাই শুুন,
তাহার পর যদি আমি বধ্যযোগ্য হই আমাকে বধ করিবেন । কারণ ;—

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয় ; ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয় । ৫৯ ।

গৃধ্র কহিল,—বল ! তুমি কি জ্ঞাত আসিয়াছ ? বিড়াল বলিল,—আমি এই গঙ্গা-
তীরে বাস করি, নিত্য স্নান করি ও নিরামিষ ভোজন করি, এবং ব্রহ্মচর্য্যপালন
পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি । আপনি ধর্মজ্ঞ এবং প্রেম ও বিশ্বাসের
পান, পক্ষীরা সর্বদাই আমার নিকটে আসিয়া আপনার এইরূপ গুণ কীন্তন
করিয়া থাকে । এই হেতু, আমি আপনাকে জানে ও বয়সে বড় জানিয়া, আপনার
নিকটে ধর্মকথা গুনিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছি । কিন্তু আপনি এমনি ধর্মজ্ঞ,
যে, আমি অতিথি, আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । শাস্ত্রে গৃহস্থর
ধর্ম এইরূপ কথিত আছে ;—

পরম শক্রও গৃহে হ'লে উপস্থিত, অতিথিসংকার তার করিবে উচিত ;

পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন, তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ । ৬০ ।

আর যদি ঘরে অন্ন না থাকে, তবে স্মৃষ্টি বাক্যেও ত অতিথির পূজা করা
যায় । কথিতও আছে যে ;—

তথাচোক্তম্ ।

তৃণানি ভূমিরুদ্ধকং বাক্ চতুর্থী চ স্নুতা ।

এতান্মপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ৬১ ॥

অন্যচ্চ । বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ ।

তস্য পূজা বিধাতব্য সৰ্ব্বশ্ৰাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ৬২ ॥

অন্যচ্চ । নিগুণেষাপি সন্তেষু দয়াং কুৰ্ব্বন্তি সাধবঃ ।

নহি সংহরতে জ্যেষ্ঠ্যং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি ॥ ৬৩ ॥

অন্যচ্চ । অতিথিৰ্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে ।

স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্যচ্চ । উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোহপি গৃহমাগতঃ ।

পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সৰ্ব্বদেবময়োহতিথিঃ ॥ ৬৫ ॥

গৃধ্রোহবদৎ—মার্জ্জারী হি মাংসরুচয়ো ভবন্তি । পক্ষিণাবকা
শ্চাত্ত্র নিবসন্তি । তেনৈবং ব্রবীমি । মার্জ্জারোহপ্যেবং শ্ৰুত্ব
ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কণৌ স্পৃশতি ক্রতে চ—নয়; ধর্মশাস্ত্রং শ্ৰুত্বা বীত-

তৃণ, ভূমি, জল আর স্নুত বচন (১); ইহাও ত সাধুগৃহে থাকে সৰ্ব্বক্ষণ। ৬১।

আরো,—

গৃহাগত বাল বৃদ্ধে করিবে সম্মান; অভ্যাগত সকলেরি গুরুর সমান। ৬২।

আরো.দেখ।—

নিগুণ জনেও দয়া সাধুগণ করে; চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?। ৬৩।

আরো কথিত আছে যে,—

অতিথি যদ্যপি আসি' কাহারো ভবনে, হতাশ হইয়া ফিরে যায় ভয় মনে;

আপন দুষ্কৃত তারে সে করে অর্পণ, তাহার স্নুত লয়ে করয়ে গমন। ৬৪।

নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে, তাহাকেও যথাযোগ্য পূজিবে যতনে;

একমাত্র অতিথি সে সৰ্বদেবময়, অতিথিপূজার সৰ্বদেব-পূজা হয়। ৬৫।

গৃধ্র কছিল,—বিড়ালেরা মাংসলোভী হইয়া থাকে, পক্ষিণাবকেরাও এস্থানে
বাস করে। সেই জন্যই আমি এরূপ বলিতেছি। বিড়ালও এই কথা শুনিবামাত্র
ভূমি স্পর্শ করিয়া কর্ণে হস্ত দিল, এবং বলিল,—ধর্মশাস্ত্র গুনিয়া আমার সংসারে

রাগেণ ইদং দুষ্করং ব্রতং চান্দ্রায়ণমধ্যবসিতম্ । যতঃ পরস্পরং
বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম্ অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্যত্রৈক-
মত্যম্ ।

যতঃ । সর্বহিংসানিবৃত্তা য়ে নরাঃ সর্বসহাশ্চ য়ে ।

সর্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৬ ॥

অশ্লচ্চ । একএব স্তুহৃদ ধর্মো নিধনেহপ্যানুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমশ্লচ্চ তু গচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ । যোহতি যস্য বদা মাংসমুভয়োঃ পশুতান্ত্রম্ ।

একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরশ্লচ্চঃ প্রাণৈর্বিগূচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

অপিচ । মর্তব্যমিতি যদ্ভুংখং পুরুষস্যোপজায়তে ।

শক্যস্তেনানুমানেন পরোহপি পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৬৯ ॥

শৃণু পুনঃ । স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্ব্যতে ।

অস্য দন্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ ॥ ৭০ ॥

বৈরাগ্য হওয়ায়, আমি এই কঠোর চান্দ্রায়ণব্রত গ্রহণ করিগাছি । কেন না,
প্রমাণস্বরূপ ধর্মশাস্ত্র সকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, অহিংসা যে পরম ধর্ম,
এ কথা সকল শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করে । যে হেতু,—

বাঁদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ, আনন্দে সহেন বাঁরা সমুদায় ক্রেশ ;
সর্ব জীবে দেন বাঁরা যতনে আশ্রয়, সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয় । ৬৬ ।

আরো দেখ !—

একমাত্র ধর্মই কেবল বন্ধুজন, যে হয় সঙ্গের সাণী হ'লেও মরণ ;

আর দেখ ! বাহা কিছু আছে এ ধরায়, শরীরের সঙ্গ সঙ্গ সব লয় যায় । ৬৭ ।

আরো দেখ !—

যে যাহার দেহমাংস করয়ে আহার, সে ছয়ের মধ্যে দেখ ! কতই অন্তর ;

একের ক্ষণেকমাত্র সুখ হয় তার, অন্যো কিন্তু একেবারে প্রাণে মারা যায় । ৬৮ ।

আরো,—

নিজের মরণভুংখ কর অহুমান ; সেই অহুমানে রক্ষা কর পরপ্রাণ । ৬৯ ।

আরো শুন !—

অরণ্যে স্বভাবজাত শাকেও যা ভরে ; সে পোড়া পেটের দায়ে কেবা পাপ করে ? ৭০ ।

এবং বিশ্বাস্য স মার্জ্জারস্বরূকোটরে স্থিতঃ । ততো দিনেষু গচ্ছৎসু পক্ষিশাবকানাংক্রম্য কোটরমানীয় প্রত্যহং খাদতি । অথ যেসামপত্যানি খাদিতানি তৈঃ শোকার্তৈর্বিপলপদ্ভিরিতস্ততো জিজ্ঞাসা সমারন্ধা । তৎ পরিজ্ঞায় মার্জ্জারঃ কোটরান্নিঃস্বত্য বহিঃ পলায়িতঃ । পশ্চাৎ পতত্রিভিরিতস্ততো নিরূপয়দ্ভিস্তত্র তরু-কোটরে শাবকাস্থীনি প্রাপ্তানি । অনস্তরং চানেনৈব জরদগ-বেনাস্মাকং শাবকাঃ খাদিতা ইতি নিশ্চিত্য মিলিত্বা তৈঃ পক্ষিভিঃ স গৃধ্রো ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং ব্রবীমি—“অজ্ঞাতকুলশীলস্য” ইত্যাদি । ইত্যাকর্ণ্য স জম্বুকঃ সকোপমাহ—মৃগস্য প্রথমদর্শন-দিনে তবানপ্যজ্ঞাতকুলশীল এবাসীৎ । তৎ কথং ভবতা স হৈতস্য স্নেহানুবৃত্তিরুত্তরোত্তরং বর্দ্ধতে ।

যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তদ্রান্নধীরপি ।

নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোহপি ক্রমায়তে ॥ ৭১ ॥

এইরূপে বিশ্বাস জন্মাইয়া বিড়াল তরুকোটরে বাস করিতে লাগিল । ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, সেও প্রতিদিন পক্ষিশাবকগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া নিজ কোটরে আনিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল । এইরূপে সে বাহাদের শাবকগুলিকে ভক্ষণ করিল, তাহারা শোকার্ত হইয়া বিলাপ করত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল । বিড়ালও তাহা জানিতে পারিয়া কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল । পশ্চাৎ, পক্ষীরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই তরুকোটরে শাবকগুলির অস্থি দেখিতে পাইল । অনস্তর, এই জরদগবই আমাদের শাবক ভক্ষণ করিয়াছে, এ এই স্থির করিয়া সকল পক্ষী মিলিয়া সেই গৃধ্রকে বধ করিল । এই জন্যই আমি বলিতেছি যে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবে না । এই কথা শুনিয়া সেই শৃগাল সক্রোধে কহিল,—যে দিন তোমার সহিত মৃগের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয় সে দিন তুমিও ত অজ্ঞাতকুলশীল ছিলে । তবে কিরূপে তোমার সহিত ইহার ভালবাসা এ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বাড়িতেছে ?

স্ববিজ্ঞ বিদ্বান্ লোক নাহিক যথায়, অল্পবুদ্ধি লোকেও তথায় মান পায় ;

না জনমে একটুও যথা তরুবর, আগাছা এরণ্ডে (১) তথা বৃক্ষের আদর । ৭১ ।

অন্যচ্চ । অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।

উদারচরিতানাং তু বহুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ ৭২ ॥

যথা চায়ং যুগো মম বন্ধুস্তথা ভবানপি । যুগোহত্রবীৎ—
কিন্নেনোত্তরেণ । সৰ্ব্বৈরেকত্র বিশ্রস্তালাপৈঃ স্তম্ভমনুভবস্তিঃ
স্বীয়তাম্ ।

যতঃ । ন কশ্চিৎ কশ্চচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কশ্চচিদ্রিপুঃ ।

ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা ॥ ৭৩ ॥

কাকেনোক্তম্—এবমস্ত । অথ প্রাতঃ সৰ্ব্বৈ যথাভিমতদেশং
গতাঃ । একদা নিভৃতং শৃগালো ক্রতে—সখে যুগ এতস্মিন্বেব
বনৈকদেশে শস্যপূর্ণং ক্ষেত্রমস্তি । তদহং ত্বাং তত্র নীত্বা দর্শয়ামি ।
তথা ক্রতে সতি যুগঃ প্রত্যহং তত্র গত্বা শস্যং খাদতি । ততো
দিনকতিপয়েন ক্ষেত্রপতিনা তং দৃষ্ট্বা পাশাস্তত্র যোজিতাঃ ।
অনন্তরং পুনরাগতো যুগস্তত্র চরন্ পার্শ্বৈর্বন্ধোহচিন্তয়ৎ—কো

আরো,—

আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্রমতি নয় ; মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার (১) । ৭২ ।

আর এই যুগ যেমন আমার বন্ধু, তুমিও তেমনি আমার বন্ধু । যুগ কহিল,—
আর এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন কি ? আইস ! আমরা সকলেই পরস্পর
প্রণয়ালাপে সুখানুভব করত একত্র বাস করি । যেহেতু ;—

এ সংসারে কেহ কারো শত্রু মিত্র নয় ; ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয় । ৭৩ ।

কাক পুনরায় কহিল,—তবে তাহাই হউক । অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে,
সকলে নিজ নিজ অভিমত স্থানে গমন করিল । একদিন শৃগাল গোপনে যুগকে
কহিল,—সখে যুগ ! এই বনেরই একস্থানে একটা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে । আমি
তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতেছি । শৃগাল শস্যক্ষেত্র দেখাইলে, যুগ
প্রত্যহ তথায় গিয়া শস্য ভক্ষণ করে । এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে, ক্ষেত্র-
স্বামী তাহা দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে জাল পাতিয়া রাখিল । অনন্তর, যুগ
তথায় পুনরায় আসিয়া বিচরণ করিতে করিতে জালে বদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল —

(১) ক্ষুদ্রচিত্ত লোকেই আপন স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণকে আত্মীয় এবং আর সকলকে পর
ভাবিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মহাত্মার চিন্তে ভেদজ্ঞান নাই, জগতের সকল প্রাণীই তাহার নিজ পরিবার
অর্থাৎ সৰ্ব্বজীবই তাহার সমান প্রেম ।

মামিতঃ কালপাশাদিব ব্যাধপাশাৎ ত্রাতুং মিত্রাদন্যঃ সমর্থঃ ।
 অত্রান্তরে জম্বুকস্তত্রাগত্য উপস্থিতোহ্চিস্তয়ৎ—ফলিতস্তাবদস্মাকং
 কপটপ্রবন্ধঃ । মনোরথসিদ্ধিরপি বাহুল্যাণ্মে ভবিষ্যতি । যতঃ
 এতস্রোৎকৃত্যমানস্য মাংসাঙ্গুলিগুণানি অস্থীনি ময়্যাবশ্যং
 প্রাপ্তব্যানি । স চ যুগস্তং দৃষ্টোন্মাসিতো ক্রতে—সথে ছিক্কি
 ত্ববন্দম বন্ধনম্ । সত্বরং ত্রায়স্ব মাম্ ।

যতঃ । আপৎস্ব মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমুণে শুচিম্ ।

ভার্য্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্ ॥ ৭৪ ॥

অপরঞ্চ । উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে ।

রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ৭৫ ॥

জম্বুকঃ পাশং মুহুমূর্ছবিলোক্যাচিস্তয়ৎ—দৃঢ়বন্ধনবন্ধোহ্স্তি
 তাবদয়ং যুগঃ । ক্রতে চ—সথে স্নায়ুনির্মিতা এতে পাশাঃ ।

মিত্র ভিন্ন আর কে আমাকে এই ষম-পাশের ন্যায় ব্যাধ-পাশ হইতে পরিত্রাণ
 করিতে সমর্থ হইবে। ইত্যবসরে শৃগাল তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবিল,—আমার
 কপটতাজ্জাল সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমার মনোরথসিদ্ধিও বিলক্ষণরূপে হইবে।
 কেন না,—এই যুগকে যখন কাটিয়া কুটিয়া লইবে, তখন ইহার রক্তমাংসমিশ্রিত
 অঙ্গিসকল আমি অবশ্যই পাইব। এদিকে, যুগ শৃগালকে দেখিতে পাইয়া
 কহিল,—সথে! আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দেও, শীঘ্র আমায় পরিত্রাণ কর।
 কারণ,—

জানিবে প্রকৃত বন্ধু বিপদ সময়, সময়েই শূরের জানিবে পরিচয় ;

খাটি লোক জানা যায় ঋণ-ব্যবহারে, ধন ফুরাইলে তবে চিনিবে ভার্য্যারে । ৭৪ ।

আরো,—

উৎসব, ব্যসন আর দুর্ভিক্ষসময়, শ্মশান, রাজার দ্বার আর শক্রভয় (১) ;

এ সবে সহায় যার যেই জন হয়, সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয় । ৭৫ ।

শৃগাল পাশের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিল,—এই যুগটা
 খুব শক্ত বন্ধনে পড়িয়াছে। অনন্তর কহিল,—সথে! এই পাশ নাকী দ্বারা

(১) ‘রাজার দ্বার’—আজুত্থে নিবারণার্থে কেহ রাজার দ্বারস্থ হইলে, যে তাহার সহায়তা করে,
 সে তাহার প্রকৃত বন্ধু। ‘শক্রভয়’—মূল ‘রাষ্ট্রবিপ্লব’ আছে। স্বদেশীয় বিদ্রোহে বা বিদেশীয়শত্রুর
 উপস্থবে রাজ্য উলট পালট হওয়ায় ‘রাষ্ট্রবিপ্লব’ বলে। সে সময় যে নিজের দিকে না চাহিয়া অন্তের
 ধন প্রাণ রক্ষায় যত্ন করে, সে তাহার প্রকৃত বন্ধু।

তদন্য ভট্টারকবারে কথমেতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি । মিত্র নান্যাথা
মন্তব্যম্ । প্রভাতে যৎ ছয়া বক্তব্যং তৎ কর্তব্যমিতি । অনন্তরং
স কাকঃ প্রদোষকালে যুগমনাগতমবলোক্য ইতস্ততোহম্বিষ্যন্
তথাবিধং দৃষ্টোবাচ—সথে কিমেতৎ । যুগেণোক্তম্—অবধীরিত-
স্বহৃদ্বাক্যশ্চ ফলমেতৎ ।

তথাচোক্তম্ ।

স্বহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্ ।

বিপৎ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুসন্দনঃ ॥ ৭৬ ॥

কাকো ক্রতে—স বঞ্চকঃ ক্রান্তে । যুগেণোক্তম্—মন্যাংসার্থী
তিষ্ঠত্যত্রৈব । কাকো ক্রতে—মিত্রে উক্তমেব ময়া পূর্বম্ ।

নিশ্চিত, অতএব আজি রবিবারে কিরূপে ইহা দস্ত দ্বারা স্পর্শ করিব ? (১) ।
মিত্র ! তুমি ইহাতে অন্যরূপ মনে করিও না । কল্যাণপ্রাপ্তিতে তুমি আমাকে বাহা
বলিবে তাহা করিব । এদিকে, সেই কাক সন্ধ্যাকালে যুগকে বাসস্থানে অল্পপস্থিত
দেখিয়া, ইতস্ততঃ তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে যুগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া
কহিল,—সথে ! এ কি ? যুগ কহিল,—এ বন্ধুবাক্য না শুনিবার ফল ! কথিতও
আছে যে,—

হিতৈষী বন্ধুর কথা যে চলে লজ্জিয়া ; বিপক্ষ হাসায় সেই বিপদে পড়িয়া । ৭৬ ।

কাক কহিল,—সেই বঞ্চক কোথায় আছে ? যুগ কহিল,—আমার মাংস
খাইবে বলিয়া এই স্থানেই আছে । কাক বলিল,—সথে ! আমি ত পূর্বেই
বলিয়াছিলাম ।

(১) রবিবারে আমিষ খাইতে নাই । ধূর্ত শূগাল তাই রবিবারের ওজর করিয়া সেই নাড়ীনির্ধিত
পাশ দস্ত দ্বারা কাটিতে চাহিল না । শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধ আছে,—

“মায়মামিষমাংসঞ্চ মসুরং নিষ্পত্রকম্ । ভক্ষয়েদ্ যো রবের্বাবে সপ্তজন্মশুপ্তকঃ ॥

আর্জকং মধু মাংসঞ্চ ভক্ষয়েদ্ যো রবের্দিনে । সপ্তজন্ম ভবেজ্রোগী জন্ম জন্ম দরিত্রতা ॥

নিষং মাংসং মসুরঞ্চ বিলুকাঞ্জিকমর্জকম্ । ভক্ষয়েদ্ যো রবের্বারে সপ্তজন্মশুপ্তকঃ” ॥

(ইতি কল্পলোচনম্ ।)

মায়কলাই, আমিষ, মাংস, মসুরদাল, ও নিষ্পত্র, রবিবারে যে বাক্তি ভক্ষণ করে, সে সাত জন্ম
অপ্ত হয় । ইত্যাদি ।

অপরাধো ন মেহস্তীতি নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্ ।

বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি ॥ ৭৭ ॥ (১)

পরোক্ষে কার্যহস্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।

বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুস্তং পয়োমুখম্ ॥ ৭৮ ॥

ততঃ কাকো দীর্ঘং নিশ্বস্য — অরে বঞ্চক কিং ত্বয়া পাপকর্ম্মণা
কৃতম্ ।

বতঃ ।

সংলাপিতানাং মধুরৈর্বচোভিঃ

মিথ্যোপচারৈশ্চ বশীকৃতানাম্ ।

আশাবতাং শ্রদ্ধধতাং চ লোকে

কিমর্থিনাং বঞ্চয়িতব্যমস্তি ॥ ৭৯ ॥

নিরীহ নিস্পাপ আমি মম কিবা ভয়, এ বিশ্বাসে নিশ্চিত থাকাকাটা ভাল নয় ;
পরম ধার্মিক যিনি অতি গুণবান, নৃশংসের হাতে তাঁরো নাহি পরিত্রাণ। ৭৭।(১)
সাক্ষাতে থাকিয়া মুখে কহে প্রিয়ভাষ, অসাক্ষাতে থাকিয়া যে করে সর্বনাশ ;
তাজিবে সেরূপ বন্ধু করিয়া যতন, মুখে মধু বিষে ভরা কুস্তুর মতন । ৭৮ ।

অনন্তর, কাক দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া কহিল,—অরে বঞ্চক পাপিষ্ঠ ! তুই কি
চক্ষুর্ম্মই করিলি ! কারণ,—

প্রলোভিত করি' আগে মধুর কথায়, বশীভূত করি নানা কপট সেবায় ;

আশ্বাস বিশ্বাস দিয়া প্রাণে যেবা মারে, তার মত মহাপাপী আছে কি সংসারে ?। ৭৯।

(১) এই শ্লোকের পর, কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বেশি আছে, এখানে তাহা ও
তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

দীপনির্ব্বাণগন্ধং চ স্নহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্ ।

ন জিহ্মন্তি ন শৃণুন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুসঃ ॥

অনুবাদ,—

বাহার মরণকাল নিকটে ঘনায়, অরুন্ধতী তারকা সে দেখিতে না পায় ;

হিতৈষীর কথা তার কাণে নাহি যায়, প্রদীপ নিবিলে তার গন্ধ নাহি পায় ।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিক্ষিতের নিতান্ত বিপণ্য ঘটলেই লোকে হিতৈষী
বন্ধুর বাক্য অবহেলা করে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিক্ষিতের নিতান্ত বিপণ্য ঘটলেই লোকে অত বড়
জ্ঞান্যমান অরুন্ধতী তারাত দেখিতে পায় না, এবং দীপনির্ব্বাণের স্তত্রী গন্ধও অসুভব করিতে
পারে না। ইঞ্জিয় সকলের এইরূপ বিপণ্য ঘটাই যত্নের পূর্ব্বলক্ষণ ।

অন্যচ্চ । উপকারিণি বিশ্রক্কে শুদ্ধমতো যঃ সমাচরতি পাপম্ ।

তং জনমসত্যসঙ্ঘং ভগবতি বস্তুধে কথং বহসি ॥ ৮০ ॥

দুর্জনেন সমং বৈরং প্রীতিঞ্চাপি ন কারয়েৎ ।

উষণো দহতি চান্দ্রারঃ শীতঃ কৃষ্ণয়তে করম্ ॥ ৮১ ॥ (১)

অথবা স্থিতিরিয়ং দুর্জ্ঞানানাম্ ।

প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসম্

কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্ ।

ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ

সর্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি ॥ ৮২ ॥

আরো,—

হিতকারী, বিশ্বস্ত, নিষ্পাপ যেই জন, তাঁর প্রতি যেবা করে পাপ আচরণ ;

নৃশংস কৃতত্ত্ব সেই অতি দুরাচার, কেন গো মা বস্তুমতি! বহ তার ভার ? । ৮০ ।

কি শত্রুতা কি মিত্রতা দুষ্টের সহিত, দুয়েই অনিষ্ট ইহা জানিবে নিশ্চিত ;

দহে হস্ত অঙ্গার হইলে অগ্নিময়, শীতল হ'লেও তাহে হস্ত কালো হয় । ৮১ । (১)

অথবা দুর্জনগণের প্রকৃতিই এই,—

প্রথমে আসিয়া পড়ে পায়ের উপর, চুপে চুপে পৃষ্ঠমাংস খায় তার পর ;

শুন্ শুন্ কত শুণ গায় কাণে এসে, সহসা পাইলে ছিদ্র নির্ভয়ে প্রবেশে ;

এইরূপে খলের চরিত্র যাহা আছে, সকলি পাইবে তাহা মশকের কাছে । ৮২ । (২)

(১) 'দুর্জনেন সমং সখাং প্রীতিং চাপি ন কারয়েৎ'—সমস্ত পুস্তকে এইরূপ পাঠ আছে । একরূপ পাঠে এই শ্লোকের অপরাধের দৃষ্টান্তটি কিছুতেই সংলগ্ন হয় না, কারণ,—অঙ্গারের উষ্ণতা ও শীতলতা এই দুইটি যেমন পরস্পর বিপরীত অবস্থা, দুর্জনের সখা ও প্রীতি সেরূপ বিপরীত অবস্থা না হইয়া বরং একই অবস্থা বুঝাইতেছে । অতএব, 'সখাং' এই পঠের পরিবর্তে 'ঐবরং' এই পঠ দিলাম । এই শ্লোকের শেষ চরণে 'কৃষ্ণায়তে করম্' এইরূপ পাঠ সমস্ত পুস্তকে আছে । কিন্তু, 'কৃষ্ণং করোতি' এই অর্থে 'কৃষ্ণায়তে' এইরূপ পদ ব্যাকরণসম্মত নহে । এজন্য 'কৃষ্ণায়তে' স্থলে 'কৃষ্ণয়তে' এই পাঠ দিলাম । করণ অর্থে কৃষ্ণ শব্দের উত্তর গিচ্ হইয়া ধাতুসংজ্ঞা হয়, এবং বিজস্ত ধাতুর ন্যায় উত্তরণদী হইয়া থাকে । এস্থলে আত্মনেপদে 'কৃষ্ণয়তে' এইরূপ হইয়াছে ।

(২) মশা ঠিক খল ব্যক্তির অনুকরণ করে ;—খল ব্যক্তি স্বার্থসাধনের জন্য লোকের পায়ে গিয়া পড়ে । মশাও পায়ের উপর বৈসে । 'পৃষ্ঠমাংস খায়' অর্থাৎ খল পিছনে গিয়া চুক্লি করে ও অনিষ্ট চেষ্টা করে । লোকের পৃষ্ঠে অর্থাৎ অসাক্ষাতে নিশ্চিন্ত ও মন্দ করে বলিয়া খলের একটা নাম 'পৃষ্ঠ-মাংসাশক' । মশাও পিঠে হল ফুটাইয়া বক্ত খায় । খল ছুরতিসন্ধি সিদ্ধির জন্য লোকের কাণে নানা-

তথা চ । দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্ ।

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষম্ ॥ ৮৩ ॥

অথ প্রভাতে স ক্ষেত্রপতির্লগুড়হস্তস্তং প্রদেশমাগচ্ছন্ কাকেনাবলোকিতঃ । তমালোক্য কাকেনোক্তম্—সথে যুগ স্বমাত্মানং মৃতবৎ সন্দর্শ্য বাতেনোদরং পূরয়িত্বা পাদান্ স্তরীকৃত্য তিষ্ঠ । যদাহং শব্দং করোমি তদা ত্বং সত্বরমুখায় পলায়িষ্যসে । যুগস্তথৈব কাকবচনেন স্থিতঃ । ততঃ ক্ষেত্রপতিনা হর্ষোৎফুল্ললোচনেন তর্থাবিধৌ যুগ আলোকিতঃ । আঃ স্বয়ং মৃতোহসি ইত্যুক্ত্বা যুগং বন্ধনামোচয়িত্বা পাশান্ সংবরিতুং কৃতযত্তৌ বভূব । ততঃ কিয়দ্দূরেহস্তরিতে ক্ষেত্রপর্তৌ স যুগঃ কাকশ্চ শব্দং শ্রুত্বা সসম্ভ্রমঃ সমুখায় পলায়িতঃ । তমুদ্दिश्य তেন ক্ষেত্রপতিনা প্রকোপাৎ ক্ষিপ্তেন লগুড়েন শৃগালো ব্যাপাদিতঃ ।

দুর্জ্জন যদ্যপি কয় স্মৃষ্টি বচন, তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন ;

জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়, কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয় । ৮৩ ।

অনন্তর প্রভাত হইলে, কাক দেখিল, সেই ক্ষেত্রস্বামী লগুড়হস্তে সেই স্থানে আসিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া কাক কহিল,—সথে যুগ! তুমি বায়ু দ্বারা উদর ফুলাইয়া পা আড়ষ্ট করিয়া, আপনাকে ঠিক মৃতের ন্যায় দেখাইয়া পড়িয়া থাক। যখন আমি শব্দ করিব, তখন তুমি শীঘ্র উঠিয়া পলাইবে। যুগ কাকের কথায় ঠিক সেইরূপে পড়িয়া রহিল। অনন্তর, ক্ষেত্রপতি হর্ষোৎফুল্লনেত্র্যে যুগকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিল। সেইরূপ যুগকে দেখিয়া কহিল,—বাঃ! এ যে আপনিই মরিয়া আছে। এই কথা বলিয়া, যুগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জাল গুড়াইয়া লইতে বলবান্ হইল। ক্ষেত্রপতি একটু অন্তরে বাইবামাত্র, সেই যুগ কাকের শব্দ শুনিয়া সত্বর উঠিয়া পলায়ন করিল। ক্ষেত্রপতি সেই যুগকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধে লগুড় নিক্ষেপ করিল, সেই লগুড় শৃগালের গাত্রে পতিত হওয়ার শৃগাল প্রাণত্যাগ করিল।

প্রকার কপট মিষ্ট কথা বলিয়া থাকে। মশাও রক্ত খাইবার আগে কানের কাছে গুন্ গুন্ করিতে থাকে। 'হিত্র' অর্থাৎ সুযোগ পাইলেই খল ব্যক্তি লোকের মনের ভিতর অধিকার লাভ করিয়া নির্ভয়ে ভাহার অনিষ্ট সাধন করে। মশাও মশারির কোনও স্থানে একটু হিত্র পাইলেই মশারির মথ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে।

তথা চোক্তম্ ।

ত্রিভিবর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ ।

অত্যংকটেঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥ ৮৪ ॥

• অতোহহং ব্রবীমি—‘ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতিঃ’--ইত্যাদি । কাকঃ পুনরাহ ।

ভক্ষিতেনাপি ভবতা নাহারো মম পুঙ্কলঃ ।

হয়ি জীবতি জীবামি চিত্রগ্রীবইবানঘ ! ॥ ৮৫ ॥

অশ্রুচ্চ । তিরশ্চামপি বিশ্বাসো দৃষ্টিঃ পুণ্যৈককর্মণাম্ ।

সতাং হি সাধুশীলত্বাৎ স্বভাবো ন নিবর্ততে ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ । সাধোঃ প্রকোপিতস্তাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াম্ ।

নহি তাপয়িত্বুং শক্যং সাগরাস্তৃণোক্ষয়া ॥ ৮৭ ॥

হিরণ্যকো ক্রতে—চপলস্তম্ । চপলেন সহ স্নেহঃ সর্বথা ন কর্তব্যঃ । তথা চোক্তম্ ।

কথিতও আছে যে ;—

মহাপাপ মহাপুণ্য যেরা বাহা করে, এ জীবলোকেই তার ফল ভোগ করে ; দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ যদি গত হয়, তথাপি কর্মের ফল ফলিবে নিশ্চয় । ৮৪ ;

অতএব, ভক্ষ্য ভক্ষকের প্রীতি যে অনর্থের মূল, এই সকল কথা বাণতেছি । কাক পুনরায় কহিল ;—

তোমা হেন জনে যদি করিও ভক্ষণ, তাহে কিছু না হইবে উদর-পূরণ ;

কিন্তু তুমি হে সাধো ! থাকিলে নিরাপদে, চিত্রগ্রীব সম আমি তরিব বিপদে । ৮৫ ।

• আরো,—

বাহার স্বভাবে সদা সাধুতাই রয়, হ'লেও তির্য্যকজ্ঞাতি বিশ্বাসী সে হয় ;

স্বভাবত নিরিহ ধাঙ্গিক যেই জন, ভাবান্তর নাহি তার হয় কদাচন । ৮৬ ।

আরো ;—

রাগালেও সাধু-চিত্ত বিকৃতি না পায় ; নাহি তাতে (১) সিন্ধু-জল জ্বলন্ত হুড়ায় । ৮৭ ।

হিরণ্যক কহিল,—তুমি চপলস্বভাব । চপলের সহিত প্রণয় করা উচিত নয় । এইরূপ কথিতও আছে,—

(১) তাত্তে—উত্তপ্ত হয় ।

মার্জ্জারো মহিষো মেঘঃ কাকঃ কাপুরুষস্তথা ।

বিশ্বাসাৎ প্রভবস্ত্যেতে বিশ্বাসস্তত্র নোচিতঃ ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চান্যৎ শক্রপক্ষো ভবানস্মাকম্ । উক্তং চৈতৎ ।

শক্রণা ন হি সন্দধ্যাৎ স্তল্লিফৈনাপি সন্ধিনা ।

সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্ ॥ ৮৯ ॥

ছূর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যালঙ্কতোহপি সন্ ।

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥

যদশক্যং ন তচ্ছক্যং যচ্ছক্যং শক্যমেব তৎ ।

নোদকে শকটং যাতি ন চ নৌর্গচ্ছতি স্থলে ॥ ৯১ ॥

অপরঞ্চ । মহতাপ্যর্থসারেণ যো বিশ্বসিতি শক্রষু ।

ভার্য্যাস্থ চ বিরক্তাস্থ তদস্তং তস্য জীবনম্ ॥ ৯২ ॥

লঘুপতনকো ক্রতে—শ্রুতং ময়া সর্বম্ । তথাপি মমৈতাবা-

নেব নক্লম্ঃ যৎ ত্বয়া সহ সৌহৃদ্যমবশ্যমেব ময়া করণীয়মিতি ।

নো চেদনাহারেণাত্মানং তব দ্বারি ব্যাপাদয়িষ্যামি ।

মার্জ্জার, মহিষ, মেঘ, আর কাকজাতি, আর যেবা কাপুরুষ অতি মন্দমতি ;

এ সকলে কদাচ বিশ্বাস ভাল নয়, অত্যাচার করে এরা পাইলে প্রশ্রয় । ৮৮ ।

আরো দেখ ! তুমি আমাদের শক্রপক্ষ । • কথিতও আছে ;—

পাকাপাকি হইলেও সন্ধির বন্ধন, শক্র সনে তথাপি না করিবে মিলন ;

অগ্নিযোগে উষ্ণ যাহা অগ্নির সমান, সে জলেও দেখ ! অগ্নি করয়ে নিকর্ণণ । ৮৯ ।

ছূর্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত, তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;

যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর, 'তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ? । ৯০ ।

অসাধ্য না সাধ্য কতু হয় ধরাতলে ; সলিলে শকট, নৌকা স্থলে নাহি চলে । ৯১ ।

আরো দেখ !—

ছুট ভার্য্যা, আর যে স্বভাব-শক্র হয়, বহু ধন দিলেও বিশ্বাসী নাহি রয় ;

এ উভয়ে বিশ্বাস করয়ে যেই জন, সে তখনি আপনার ঘটায় মরণ । ৯২ ।

লঘুপতনক বলিল,—আমি সকলি গুনিলাম । তথাপি আমার এতদূর সঙ্কল্প, যে, আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিবই করিব । যদি তাহা না ঘটে, তবে আমি তোমার দ্বারে অনশনে দেহভ্যাগ করিব । কেন না ;—

তথাহি । যুদ্ধঘটবৎ সুখভেদ্যো দুঃসঙ্কানশ্চ দুর্জ্জনো ভবতি ।

সুজনস্ত কনকঘটবদুর্ভেদ্যাশ্চাশু সঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ । দ্রবত্বাৎ সর্বলোহানাং নিমিত্তান্মৃগপক্ষিণাম্ ।

ভয়াল্লোভাচ্চ মূর্খাণাং সঙ্কভং দর্শনাৎ সতাম্ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ । নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেহপি হি সজ্জনাঃ ।

অন্তে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ ॥ ১৫ ॥

এতজ্জ্ঞাত্বা সতাং সঙ্গতিরিষ্যতে ।

যতঃ । স্নেহচ্ছেদেহপি সাধুনাং গুণা নান্যস্তি বিক্রিয়াম্ ।

ভঙ্গেহপি হি মৃগালানামনুবধস্তি তন্তবঃ ॥ ১৬ ॥

অন্যচ্চ । শুচিৎ ত্যাগিতা শৌৰ্য্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ ।

দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদৃগুণাঃ ॥ ১৭ ॥

মাটির ঘটের স্থায় জানিবে দুর্জন, সহজেই ভাঙ্গে আর না হয় মিলন ;
সোণার ঘটের স্থায় জানিবে সুজন, কষ্টে ভাঙ্গে, হয় কিন্তু সহজে মিলন (১)। ১৩।

আরো ;—

গলিলেই ধাতুতে ধাতুতে মিল হয়, নিমিত্তবশত মিলে মৃগ পক্ষিচয় ;
ভয়ে কিম্বা লোভে মিলে যত মূর্খগণে, দর্শনে হয় মিল সুজনে সুজনে। ১৪।

আরো ;—

নারিকেল-ফল-সম সাধুর আকার, বাহিরে চটক নাই ভিতরেই সার ;
বদরিকা-ফল-সম আর যত নর, বাহিরেই কেবল দেখিতে মনোহর। ১৫।

ইহা বুঝিয়াই সকলে সাধুসঙ্গ লভিতে ইচ্ছা করে। কারণ ;—

সখ্যের ভঙ্গেও সাধু নাহি ছাড়ে গুণ ; ডাঁটা ভাঙ্গিলেও থাকে মৃগালের গুণ (২)। ১৬।

আরো ;—

শুচি, দাতা, সত্যশীল, সরল উদার, অহুরক্ত, শূর, সুখে দুঃখে নির্বিকার ;
এ সকল গুণে যেই বিভূষিত হয়, বন্ধুতার উপযুক্ত পাত্র তারে কয়। ১৭।

(১) মাটির ভাঁড় যেমন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিলে আর বোড়া লাগে না, দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্বও তেমনি, কেন না, তাহা অন্য কারণেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিলে আর মিল হওয়া দুর্ঘট। কিন্তু সোণার ভাঁড় যেমন সহজে ভাঙ্গে না, এবং ভাঙ্গিলে আবার সহজেই বোড়া যায়, সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও তেমনি, কেননা, সে বন্ধুত্ব সহজে ভাঙ্গে না, এবং ভাঙ্গিলেও আবার সহজেই মিলন হইতে পারে।

(২) মৃগালের গুণ অর্থাৎ তাহার মধ্যস্থিত কোমল স্ত্রী।

এতৈশ্চ নৈরূপেতো ভবদন্যো ময়া কঃ স্নহং প্রাপ্তব্যঃ ।
ইত্যাদি তদ্বচনমাকর্ষণ্য হিরণ্যকো বহিনিঃস্বত্যাঃ—আপ্যায়ি-
তোহহং ভবতামনেন বচনামৃতেন ।

তথাহ্যুক্তম্ ।

ঘর্ষার্ভং ন তথা স্নশীতলজলৈঃ স্নানং ন মুক্তাবলী

ন ত্রীখণ্ডবিলেপনং স্নথয়তি প্রত্যঙ্গমপ্যর্পিতম্ ।

প্রীত্যৈ সজ্জনভাষিতং প্রভবতি প্রায়ো যথা চেতসঃ

সদযুক্ত্যা চ পরিকৃতং স্নকৃতিনামাকৃষ্টিমজ্রোপমম্ ॥ ৯৮ ॥

অন্যচ্চ । রহস্যভেদো যাচ্ঞা চ নৈষ্ঠূর্য্যং চলচিত্ততা ।

ক্রোধো নিঃসত্যতা দ্যুতমেতন্মিত্রস্য দূষণম্ ॥ ৯৯ ॥

অনেন বচনক্রমেণ তদেকদূষণমপি স্থয়ি ন লক্ষ্যতে ।

যতঃ । পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে ।

অস্তরুত্বমচাপল্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে ॥ ১০০ ॥

তোমা ভিন্ন এসকল গুণে বিভূষিত স্নহং আমি আর কোথায় পাইব ?
তাহার এই সকল কথা শুনিয়া, হিরণ্যক বাহিরে আসিয়া কহিল,—আমি
তোমার এই বচনামৃত পান করিয়া আপ্যায়িত হইলাম। এরূপ কথিতও
আছে যে ;—

স্নস্নিঞ্চ সলিলে স্নান মুক্তা আভরণ, সর্ক গাত্রে স্নশীতল চন্দন লেপন ;

এ সবে যত না স্নথ সস্তাপিত জনে, ততোধিক হয় স্নথ সাধুর বচনে ;

নির্ম্মল স্নযুক্তিপূর্ণ সাধুর বচন, মোহন মস্তের জ্ঞান করে আকর্ষণ । ৯৮ ।

আরো কথিত আছে যে,—

রহস্যপ্রকাশ, রোম, স্বৈর্ঘ্যের অভাব, অসত্য, প্রার্থনা, দ্যুত (১), নিষ্ঠুর স্বভাব ;

এই সাত দোষে দোষী হয় বেই জন, তার সনে বন্ধুতা না থাকে কদাচন । ৯৯ ।

এই শাস্ত্রবচনে যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তাহার একটিও দোষ
তোমাতে দেখিতেছি না। কারণ ;—

পটুতা, সত্যবাদিতা, বুঝিবে কথায় ; দরশনে নম্রতা ধীরতা বুঝা যায় । ১০০ ।

অপরঞ্চ । অন্ত্যৈব হি সৌহার্দং ভবেৎ স্বচ্ছান্তরাত্ননঃ ।

প্রবর্ত্ততেহন্থথা বাণী শাঠ্যোপহিতচেতসঃ ॥ ১০১ ॥

মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কৰ্ম্মণ্যন্থদ্ ছুরাত্ননাম্ ।

মনস্যেকং বচস্যেকং কৰ্ম্মণ্যেকং মহাত্ননাম্ ॥ ১০২ ॥

তদ্বরতু ভবতোহতিমতমেব । ইত্যুক্ত্বা হিরণ্যকো মৈত্র্যং
বিধায় ভোজনবিশেষৈর্বায়াসং সন্তোষ্য বিবরং প্রবিষ্টিঃ । বায়-
সোহপি স্বস্থানং গতঃ । ততঃ প্রভৃতি তয়োরন্যোন্মাহারপ্রদানেন
কুশলপ্রশ্নৈর্বিশ্রান্ত্বালাপৈশ্চ কিয়ান্ কালোহতিবর্ত্ততে । একদা লঘু-
পতনকো হিরণ্যকমাহ—সখে বায়সস্য কৰ্ম্মলভ্যাহারমিদং স্থানম্ ।
তদেতৎ পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গন্তুমিচ্ছামি । হিরণ্যকো ক্রতে ।

স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশা নথা নরাঃ ।

ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ স্বস্থানং ন পরিত্যজেৎ ॥ ১০৩ ॥

কাকো ক্রতে—মিত্র কাপুরুষস্য বচনমেতৎ ।

যতঃ । স্থানমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তি সিংহাঃ সৎপুরুষা গজাঃ ।

তত্রৈব নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা যুগাঃ ॥ ১০৪ ॥

আরো,—

সাধুর প্রীতির ভাব সরলভাময় ; শঠের কপট ভাব অন্তরূপ হয় । ১০১ ।

ছুরাত্নার মনে এক, মুখে বলে আর, কাজে তার বিপরীত দেখিবে আবার ;

মহাত্নার মনে বাহা, বচনেও তাই, কাজেও দেখিবে তাহা, ভিন্নরূপ নাই । ১০২ ।

অতএব তোমার মনোরথই পূর্ণ হউক । ইহা বলিয়া হিরণ্যক মৈত্রী স্থাপন
পূর্ব্বক, উত্তম ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা বায়সকে পিরিতুষ্ট করিয়া বিবরে প্রবেশ করিল ।
বায়সও স্বস্থানে প্রস্থান করিল । তদবধি, তাহার উভয়ে পরস্পর আহার প্রদান,
কুশল-সন্তোষণ ও প্রণয়লাপ দ্বারা কিছুকাল অতিবাহিত করিল । একদা লঘুপত-
নক হিরণ্যককে কহিল,—সখে ! এস্থানে বায়সের আহার মিলা ছুসর । অতএব
এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি । হিরণ্যক কহিল ;—

দন্ত, কেশ, নথ, আর মধুঘ্য, এ সব ; স্থানভ্রষ্ট হইলেই হারায় সৌষ্ঠব । ১০৩ ।

কাক কহিল,—সখে ! এ কাপুরুষের কথা । কেন না ;—

যুগ, কাক, কাপুরুষ স্বস্থানেই মরে ; সিংহ, গজ, তেজী লোক স্থানত্যাগ করে । ১০৪ ।

অন্যচ্চ । কো বীরস্য মনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ কো বা বিদেশঃ স্মৃতঃ ।
 যং দেশং শ্রয়তে তমেব কুরুতে বাহুপ্রতাপার্জিতম্ ।
 যদ্ দংষ্ট্রানখলাঙ্গুলপ্রহরণঃ সিংহো বনং গাহতে
 তস্মিন্বেব হতদ্বিপেঙ্গুরুধিরৈশ্বৰ্য্যং ছিন্ত্যাত্মনঃ ॥ ১০৫ ॥
 হিরণ্যকো ক্রতে—মিত্রে ক গন্তব্যম্ । তথা চোক্তম্ ।
 চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্ ।
 নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ১০৬ ॥
 বায়সো ক্রতে—মিত্রে অস্তি স্থনিক্রুপিতং স্থানম্ । হিরণ্যকোহ-
 বদৎ—কিং তৎ । বায়সঃ কথয়তি—অস্তি দণ্ডকারণ্যে কপূর-
 গৌরাভিধানং সরঃ । তত্র চিরকালোপার্জিতঃ প্রিয়বহু মনো মনু-
 ভিধানঃ কূৰ্ম্মঃ সহজধার্ম্মিকঃ প্রতিবদ্বতি ।
 যতঃ । পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং স্ককরং নৃণাম্ ।
 ধৰ্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিৎ ভু মহাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥
 স চ ভোজনবিশেষৈর্মাং সংবর্দ্ধয়িষ্যতি । হিরণ্যকোহবদৎ—
 তৎ কিমত্রাবস্থায় ময়া কর্তব্যম্ ।

আরো,—

কি স্বদেশ কি বিদেশ থাকে যেই স্থানে, বাহুবলে বীর তাহা নিজ বশে আনে ;
 স্বনখে কেশরী করী করি বিদারণ (১), যে বনেই যায়, করে ভূষণ নিবারণ ॥ ১০৫ ॥
 হিরণ্যক জিজ্ঞাসিল,—মিত্রে ! কোথায় যাইবে ? কথিত আছে যে,—
 এক পা বাড়ারে পুনঃ ধামে বুদ্ধিমান ; পরস্থান না দেখি না ছাড়িবে স্বস্থান ॥ ১০৬ ॥
 কাক কহিল,—মিত্রে ! একটি বেশ জানাণুনা স্থান আছে । হিরণ্যক কহিল,—
 সে স্থান কোথায় ? কাক কহিল,—দণ্ডকারণ্যে কপূরগৌর নামে একটি সরো-
 বর আছে । তথায় আমার বহুকালের প্রিয়বহু মনুনারাম এক কূৰ্ম্ম আছেন ।
 তিনি স্বভাবতই অতি ধার্ম্মিক । দেখ !—

অন্তরে বুঝাতে ধৰ্ম্ম সবাই কুশল (২); নিজে ধৰ্ম্মশীল কিন্তু দেখিবে বিরল ॥ ১০৭ ॥

তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যসামগ্রী দ্বারা আমার সম্বর্দ্ধনা করিবেন । হিরণ্যক
 কহিল,—এস্থানে থাকিয়া আমিই বা কি করিব । কেন না ;—

(১) কেশরী সিংহ, করী অর্থাৎ হস্তীকে । (২) কুশল—তৎপর, পটু ।

যতঃ । যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তিন্ চ বান্ধবঃ ।

ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

অপরঞ্চ । ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ ।

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

অপরঞ্চ । লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং ত্যাগশীলতা ।

পঞ্চ যত্র ন বর্তন্তে ন কুর্য্যাৎ তত্র সংস্থিতিম্ ॥ ১১০ ॥

অন্যচ্চ । তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্কয়ম্ ।

ঋণদাতা চ বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ স্ত্রজলা নদী ॥ ১১১ ॥

অতো মামপি তত্র নয় । বায়সোহবদৎ—এবমস্তু । অথ

বায়সন্তেন মিত্রেণ সহ চিত্রকথালাপন্থথেন তস্য সরসঃ সমীপং

জগাম । ততো মম্বরো দূরাদেব লঘুপতনকমবলোক্য উথায়

যথোচিতমাতিথ্যং বিধায় মুষিকস্যাপ্যতিথিসংকারং চকার ।

যতঃ । গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বত্রোভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ১১২ ॥

বিদ্যা, বন্ধু, সম্মান, জীবিকা যথা নাই ; সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে সবাই । ১০৮।

ধনী, রাজা, নদী, বৈদ্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; যে দেশে না রহে তাই করিবে বর্জন । ১০৯।

আরো,—

লোকযাত্রা, ভয়, লজ্জা, সরলতা, দান ; এ পাঁচ বেথানে নাই ত্যজিবে সে স্থান । ১১০ ।

আরো,—

বিমলসলিলা নদী, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, উত্তমর্ণ (১), আর চিকিৎসক বিচক্ষণ ;

যে দেশে না থাকে এই চারি স্থলক্ষণ, হে মিত্র! সে দেশে বাস কোরে না কখন । ১১১।

অতএব আমাকেও তথায় লইয়া চল । বায়স বলিল,—তবে তুমিও চল ।

অনন্তর, বায়স সেই বন্ধুর সহিত নানা কথার আলাপে পরম স্নেহে সেই সরোবরের

নিকট গমন করিল । অনন্তর, মম্বর দূর হইতেই লঘুপতনককে দেখিতে পাইয়া

উঠিয়া তাহার যথোচিত আতিথ্য করিয়া মুষিকেরও আতিথ্য করিল । কারণ ;—

‘দ্বিজাতিগণের গুরু হন হতাশন (২), সকল বর্ণের গুরু জানিবে ব্রাহ্মণ ;

পতিই নারীর গুরু জানিবে নিশ্চয়, গৃহাগত অতিথি সর্বত্র গুরু হয় । ১১২ ।

(১) উত্তমর্ণ—ধনবানী, মহাজন, যে টাকা ধার দেয় ।

(২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলে । হুইবার জন্ম হয় বলিয়া ইহাদিগকে

বায়সোহবদৎ—সখে মন্থর সবিশেষপূজামস্মৈ বিধেহি ।
যতোহয়ং পুণ্যকর্মণাং ধুরীণঃ কারুণ্যরত্নাকরো হিরণ্যকো নাম
মুখিকরাজঃ । এতস্য গুণশ্রুতিং জিহ্বাসহস্রদ্বয়েন নর্পেশ্বরঃ কর্তুং
যদি কদাচিৎ সমর্থঃ স্যাৎ । ইত্যুক্ত্বা চিত্রগ্রীবোপাখ্যানং বর্ণিত-
বান্ । ততো মন্থরঃ সাদরং হিরণ্যকং সম্পূজ্যাহ—ভদ্র আত্মনো
নির্জ্জনবনাগমন কারণমাখ্যাতুমর্হসি । হিরণ্যকোহবদৎ—কথয়ামি
শ্রয়তাম্ । অস্তি চম্পকুাভিধানায়্যাং নগর্যাং পরিত্রাজকাবসথঃ ।
তত্র চূড়াকর্ণো নাম পরিত্রাজকঃ প্রতিবসতি । স চ ভোজনাব-
শিষ্ঠভিক্ষান্নসহিতং ভিক্ষাপাত্রং নাগদন্তকেহবস্থাপ্য* স্থপতি ।

বায়স কহিল,—সখে মন্থর! ইহাঁকে বিশেষরূপে সম্মান কর, কারণ, ইনি
স্ক্রুতিগণের অগ্রগণ্য, দয়ার সাগর, ইনি মুখিকরাজ। সর্পরাজ বাম্বুকি দুই সহস্র
জিহ্বায় ইহাঁর গুণবর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ইহা
বলিয়া, চিত্রগ্রীবঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। অনন্তর, মন্থর সাদরে হিরণ্য-
কের পূজা করিয়া কহিল,—মহাশয়! আপনার এ নির্জ্জন বনে আগমনের কারণ
কি অল্পগ্রহ করিয়া বলুন? হিরণ্যক কহিল,—বলিতেছি শুনুন। চম্পক নগরে
পরিত্রাজকদিগের (১) এক আশ্রম আছে। তথায় চূড়াকর্ণ নামে এক পরিত্রাজক
বাস করেন। তাঁহার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বাহা ভোজनावশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি
ভিক্ষার ঝুলিতে রাখিয়া, সেই ঝুলিটি নাগদন্তে (২) রাখিয়া শয়ন করিতেন।

‘দ্বিজ্ঞাত’ বলে। প্রথম মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন-সংস্কার। হতাশন অর্থাৎ অগ্নি এই
তিন বর্ণের গুরু অর্থাৎ উপাস্য দেবতা। ইহাদিগকে প্রতিদিন যথাবিধানে অগ্নির পূজা অর্থাৎ হোম
করিতে হয়।

(১) যাহারা সর্ককর্পতাপী, ভিক্ষোপজীবী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ; যাহারা দারপরিগ্রহাদিবিবাহিত, সর্ক-
হিংসানিবৃত্ত ও স্থখে দুঃখে সর্বাবস্থায় নির্বিকার; যাহাদের বাহ্য ও অভ্যন্তর পরিশুদ্ধ; যাহারা সমস্ত
ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক ধ্যান ও ধারণা করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের সমস্ত চিন্তভাব সম্পূর্ণ নির্মল;
তাহাদিগকে ‘পরিত্রাজক’ বা ‘পরিত্রাট’ বলে।

“সর্বরত্তপরিয়াগো ভৈক্ষ্যাশাং ব্রহ্মমূলতা। নিষ্পরিগ্রহতাহস্রোহসমতাঃ সর্বজন্তুষু ॥

প্রিয়াশ্রিত্তপরিষৎ স্তব্ধঃ খাবিকারিতা। সংবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং স্থবদুঃখাবিকারিতা ॥

নর্পেশ্বরসমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা। ভাবসংস্কৃত্তিরিত্যেব পরিত্রাডুবর্ধ উচ্যতে” ॥

(হতি পুরুডপুরাণম্)।

(২) ‘নাগদন্ত’—দেয়ালের গায়ে কোন জিনিস ঝুলাইয়া রাখিবার গৌল। নাগ অর্থাৎ হস্তী,
তাহার দস্তের ন্যায় বলিয়া ইহাকে ‘নাগদন্ত’ বলে।

অহং চ তদন্নমুৎপ্লুত্য প্রত্যাহং ভক্ষয়ামি । অনন্তরং তস্য প্রিয়-
মুহুদ্ বীণাকর্ণো নাম পরিব্রাজকঃ সমায়াতঃ । তেন সহ কথা-
প্রসঙ্গাবস্থিতো মম ত্রাসার্থং জর্জরবংশথণ্ডেন চুড়াকর্ণো ভূমি-
মতাড়য়ৎ । তং দৃষ্ট্বা বীণাকর্ণ উবাচ—সখে কিমিতি মম কথা-
বিরক্তোহন্যাসক্তো ভবান্ ।

যতঃ ।

মুখং প্রসন্নং বিমলা চ দৃষ্টিঃ

কথানুরাগো মধুরা চ বাণী ।

স্নেহোহধিকঃ সস্তমদর্শনং চ

সদানুরক্তস্য জনস্য লক্ষণম্ ॥ ১১৩ ॥

অভূষ্টিদানং কৃতপূর্বনাশনম্

অমাননং দুশ্চরিতানুকীৰ্তনম্ ।

কথাপ্রসঙ্গে চ নামবিশ্মৃতিঃ

বিরক্তভাবস্য জনস্য লক্ষণম্ ॥ ১১৪ ॥

চুড়াকর্ণ উবাচ—মিত্র নাহং বিরক্তঃ । কিন্তু পশ্যায়ং মৃষিকো
মমাপকারী সদা পাত্ৰস্থং ভিক্ষান্নমুৎপ্লুত্য ভক্ষয়তি । বীণাকর্ণো

আমিও লাফাইয়া উঠিয়া প্রত্যহ সেই তপ্পল ভক্ষণ করিতাম । অনন্তর, একদিন
তঁাহার প্রিয়বন্ধু বীণাকর্ণ নামে এক পরিব্রাজক তথায় আগমন করিলেন ।
চুড়াকর্ণ তঁাহার সহিত কথাবার্তার প্রসঙ্গে রহিলেন, এবং আমাকে ভয় দেখাই-
বার জন্য জীর্ণ বংশথণ্ড দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া
বীণাকর্ণ কহিলেন,—সখে !• তুমি আমার কথায় বিরক্ত হইয়া অশ্রমনস্ক হইতেছ
কেন ? কারণ,—

প্রফুল্ল বদন আর প্রসন্ন নয়ন, কথায় আগ্রহ আর মধুর বচন ;

সমধিক স্নেহ আর সাদরে দর্শন, এ সকল সদা অনুরক্তের লক্ষণ । ১১৩ ।

অসন্তোষে দান, কৃত কষ্টের হরণ (১), অসম্মান-প্রদর্শন, দোষের কীৰ্তন ;

কথোপকথনকালে নাম-বিশ্মরণ, বিরক্তজনের হয় এ সব লক্ষণ । ১১৪ ।

চুড়াকর্ণ কহিলেন,—সখে ! আমি বিরক্ত হই নাই । কিন্তু দেখ ! এই মৃষিক

(১) 'কৃতকষ্টের হরণ' একবার কোনো উপকার কবিয়া বা কোনো বস্তু দান করিয়া পশ্চাৎ
তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা ।

নাগদন্তকমবলোক্যাহ—কথময়ং মুষিকঃ স্বল্পবল এতাবদ্দূরমুৎ-
পততি । তদত্র কেনাপি কারণেন ভবিতব্যম্ । তথাচোক্তম্ ।

অকস্মাদ্ যুবতী বৃদ্ধং কেশেষাক্ষম্য চূষতি ।

পতিং নির্দয়মালিঙ্গ্য হেতুরত্র ভবিষ্যতি ॥ ১১৫ ॥

চূড়াকর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । বীণাকর্ণঃ কথয়তি । অস্তি
গোড়দেশে কোশাস্বী নাম নগরী । তস্যাং চন্দনদাসো নাম বণিক্
মহাধনো নিবসতি । তেন চ পশ্চিমে বয়সি বর্তমানেন কামাধি-
ষ্ঠিতচেতর্না ধনদর্পাৎ লীলাবতী নাম বণিকপুত্রী পরিণীতা । সা
চ মকরকেতোর্বিজয়বৈজয়ন্তীব যৌবনবতী বভূব । স চ বৃদ্ধ-
পতিস্তস্যঃ সন্তোষায় নাভবৎ ।

যতঃ । শশিনীব হিমার্তানাং ঘর্ষার্তানাং রবাবিব ।

মনো ন রমতে স্ত্রীণাং জরয়া পীড়িতে পতো ॥ ১১৬ ॥

আমার বড় অনিষ্টকারী ; এ লাফাইয়া উঠিয়া আমার পাত্রস্থিত ভিক্ষার ভক্ষণ
করে । বীণাকর্ণ নাগদন্ত দেখিয়া কহিলেন,—এই মুষিক ত অতি দুর্বল প্রাণী ; এ
কি রূপে এতদূর লাফাইয়া উঠে । অতএব এ বিষয়ে কোনও কারণ থাকিবে ।
কথিতও আছে যে,—

ছিল এক যুবতীর অতি বৃদ্ধ পতি, অকস্মাৎ কেশে তার ধরিয়া যুবতি,

গাড় আলিঙ্গন করি করিল চূষন, অবশ্য তাহাতে কোন থাকিবে কারণ ॥ ১১৫ ॥

চূড়াকর্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার ? বীণাকর্ণ কহিলেন,—গোড়দেশে
কোশাস্বী নামে এক নগরী আছে । তথায় চন্দনদাস নামক অতি সমুদ্রিশালী
এক বণিক বাস করে । তাহার যখন নিভাস্ত বৃদ্ধ দশা, সেই অস্তিমকালেও সে
ধনমদে অন্ধ হইয়া, লীলাবতী নামে এক বণিক-কন্যার পাণি-গ্রহণ করিল । ক্রমে
লীলাবতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া কন্দর্পের জয়পতাকার ন্যায় মনোমোহিনী
হইল । সেই জরাতুর পতি তাহার প্রীতিকর হইল না । কারণ,—

শীতার্শের সুখকর নহে হিমকর, তাপিতের সুখকর নহে দিনকর (১) ;

পতিও হইলে অতি জরায় কাতর, যুবতী ভার্যার নাহি হয় সুখকর ॥ ১১৬ ॥

অন্যচ্চ । পলিতেষুপি দৃক্ষেয়ু পুংসঃ কা নাম কামিতা ।

ভৈষজ্যমিব মন্থন্তে যদন্যমনসঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

স চ বৃদ্ধপতিস্তস্যামতীবানুরাগবান্ ।

যতঃ । ষনাশা জীবিতাশা চ গুরুবী প্রাণভৃতাং সদা ।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ ১১৮ ॥

অপিচ । নোপভোক্তুং ন চ ত্যক্তুং শক্নোতি বিষয়ান্ জরী ।

অস্থি নির্দর্শনঃ শ্বেব জিহ্বয়া লেঢ়ি কেবলম্ ॥ ১১৯ ॥

অথ সা লীলাবতী যৌবনদর্পাদিতিক্রান্তকুলমর্যাদা কেনাপি
বণিক্পুত্রেন সহানুরাগবতী বভূব ।

যতঃ । স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে চ বসতির্ষাত্রোৎসবে সঙ্গতিঃ

গৌষ্ঠীপুরুষসন্নিধাবনিয়েমো বাসো বিদেশে তথা ।

আরো,—

পলিত মস্তক যার গলিত দশন, কামিনীর কমনীয় নহে সেই জন (১) ;

তাহার যুবতী ভার্য্যা অন্যো দেয় মন, সে পতিকে জ্ঞান করে ঔষধ যেমন । ১১৭ ।

সেই বৃদ্ধ পতি কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত । কারণ,—

সকলেরি ধন আর প্রাণের উপর, মমতা জনমে সদা অতি গুরুতর ;

বৃদ্ধ কিন্তু তরুণী গৃহিণী যদি পায়, আপনার ধনপ্রাণ সব ভুলে যায় । ১১৮ ।

আরো,—

বৃদ্ধলোকে ভোগ্যবস্ত না পারে ভ্রাঞ্জতে, লালসাবশত তাহা না পারে ছাড়তে ;

অস্থি পেয়ে দস্তহীন কুকুর যেমন, কেবল জিহ্বায় তাহা করয়ে লেহন । ১১৯ ।

অমস্তুর, সেই লীলাবতী যৌবনদর্পে কুলমর্যাদা উন্নত্বন করিয়া এক বণিক্পুত্রের প্রতি আসক্ত হইল । কারণ,—(২)

স্বাধীনতা, আর সদা পিতৃগৃহে বাস, যাত্রায় উৎসবে রঙ্গরসে অভিলাষ ;

(১) যাহার মস্তক অর্থাৎ মস্তকের কেশসকল পলিত অর্থাৎ বার্ক্কাবশত গুরু হইয়াছে । যাহার দশন অর্থাৎ দস্ত, গলিত অর্থাৎ পতিত হইয়াছে । ‘কমনীয়’—লোভনীয়, ঝটিকর ।

(২) সংসারে শত শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও যে সকল স্ত্রী নিজ চরিত্র অক্ষত রাখিতে পারেন, মিত্রলিখিত শ্লোকগুলি তাঁহাদের বিষয়ে অভিপ্রেত নহে । তথাপি, স্ত্রীলোকমাত্রেরি সর্বদা হুরক্ষিত হানে থাকা, সর্বদা কার্যো ব্যাপৃত থাকা, এবং দুর্জ্ঞান হইতে দূরে থাকা অবশ্য কর্তব্য । নাহিলে চরিত্র দূষিত হইবারই সম্ভাবনা । ইহাই নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির তাৎপর্য ।

সংসর্গঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্ বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্ন্যর্বার্দ্ধিকমীর্ষিতং প্রবসনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১২০ ॥

অপরঞ্চ । পানং দুর্জজনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্ ।

স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীগাং দূষণানি ষট্ ॥ ১২১ ॥

কিঞ্চ । স্থানং নাস্তি ক্ষণো নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ ।

তেন নারদ নারীগাং সতীত্বমুপজায়তে ॥ ১২২ ॥

অন্যচ্চ । ন স্ত্রীগামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাপি ন বিদ্যতে ।

গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ১২৩ ॥

স্ত্রিয়ো হি চপলা নিত্যং দেবানামপি বিশ্রুতম্ ।

তাশ্চাপি রক্ষিতা যेषাং তে নরাঃ সুখভাগিনঃ ॥ ১২৪ ॥

ন লজ্জা ন বিনীতত্বং ন দাক্ষিণ্যং ন ভীরুতা ।

প্রার্থকাতাব এবেকঃ সতীত্বে কারণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ১২৫ ॥

পুরুষ সমাজে লজ্জা ভয় বিসর্জন, পতির সহিত সদা বিরহ-ঘটন ;
কুলটাগণের সনে সদা সহবাস, আপন সংসার ধর্ম্মে অবদ্ব প্রকাশ ;
পতির বার্দ্ধিকা, ঈর্ষ্যা, বিদেশ-ভ্রমণ, এই কয় দোষ স্ত্রীর নাশের কারণ । ১২০ ।

আরো,—

সুরাপান, যথায় তথায় বিচরণ, আপন পতির সনে বিরহ-ঘটন ;

অতি নিদ্রা, ছুট্ট-সঙ্গ, পরগৃহে বাস, এই ছয় দোষে হয় সতীত্বের নাশ । ১২১ ।

আরো,—

স্থান নাহি মিলে আর নাহি মিলে ক্ষণ, পুরুষ নাহিক মিলে মনের মতন ;

হে নারদ ! নারীগণ এ তিন কারণে, আপন সতীত্ব ধন রাখে এ ভুবনে । ১২২ ।

আরো,—

অসতী নারীর কেহ প্রিয় পাত্র নাই, কেবা যে অপ্রিয় তার দেখিতে না পাই ;

বনে ধেমু খোঁজে যথা নব নব ঘাস, নিতাই নূতনে তথা তার অভিলাষ । ১২৩ ।

চপলা অবলা জ্ঞাতি রক্ষা করা ভার, দেবতাও এই কথা কল্পে ন স্বীকার ;

রক্ষিতে যে পারে তারে সদা সযতনে, সে জন পরম সুখী জানিবে ভুবনে । ১২৪ ।

লজ্জা ভয় বিনয়াদি, সে নহে কারণ ; প্রার্থীর অভাবে হয় সতীত্ব রক্ষণ । ১২৫ ।

অপরঞ্চ । যতকুন্তসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্ ।

তস্মাদ্ স্নতং চ বহিঃ চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ১২৬ ॥

অপিচ । পিতা রক্ষতি কোমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ।

পুত্রশ্চ স্ববিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১২৭ ॥

মাত্রা স্বশ্রা ছুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১২৮ ॥

একদাসৌ লীলাবতী রত্নাবলীকিরণকর্কুরে পর্য্যঙ্কে তেন
বণিকপুত্রেণ সহ বিশ্রান্তালাপৈঃ স্খাসীনা তমলক্ষিতোপস্থিতং
পতিমবলোক্য সহসা উখায় কেশেষু গৃহীত্বা নির্ভরমালিঙ্গ্য চুষিত-
বতী । অত্রান্তরে জারশ্চোখায় পলায়িতঃ ।

উক্তং চ । উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ ।

স্বভাবেনৈব তৎ সর্বং স্ত্রীবুদ্ধৌ স্প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২৯ ॥

তদালিঙ্গনমবলোক্য সমীপবর্তিনী কুট্টিন্যচিন্তয়ৎ—অকস্মা-

আরো,—

কোমল অবলা-মন স্নতের মতন, জলন্ত অগ্নির ন্যায় পুরুষের মন ;

অতএব যত-কুন্ত আর হতাশন, এক সঙ্গে কভুনা ঝাঁপিবে বিজ্ঞজন । ১২৬ ।

আরো,—

জনক করিবে রক্ষা শৈশব যখন, যৌবনে রক্ষিবে পতি করিয়া যতন ;

বৃদ্ধকালে রক্ষা ভারে করিবে তনয়, স্বাধীনতা অবলায়ে দেওয়া ভাল নয় । ১২৭ ।

জননী, ভগিনী, কিম্বা ছুহিতার সনে, না বসিবে বহুক্ষণ একাকী নির্জনে ;

দুর্জয় ইন্দ্রিয় শত্রু বড়ই ভীষণ, জ্ঞানীকেও পাপপথে করে আকর্ষণ । ১২৮ ।

একদিন সেই লীলাবতী, বিবিধ মণিরত্নের প্রভায় সুরঞ্জিত পর্য্যঙ্কের উপর
সেই বণিকপুত্রের সহিত পরম সুখে বসিয়া প্রণয়লাপ করিতেছে এমন সময় অল-
ক্ষিতভাবে তথায় পতিকে আসিতে দেখিয়া সহসা উঠিয়া পতির কেশাকর্ষণ পূর্বক
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুষন করিল। সেই সুযোগে তাহার উপপতি উঠিয়া
পলায়ন করিল। কথিতও আছে যে,—

শত্রু আর বৃহস্পতি যতশাস্ত্র জানে ; নিজে হ'তে আগে তাহা জীলোকের জানে । ১২৯

ঐ নারীর অদূরে এক কুট্টিনী ছিল ; সে ঐ নারীকে ঐরূপ আলিঙ্গন

দিয়মেনমালিন্জিতবতীতি । ততস্তয়া কুট্টিন্যা তৎকারণং জারং
পরিজ্জায় সা লীলাবতী শুণেন দণ্ডেন দণ্ডিতা । অতোহহং
ব্রবীমি,—‘অকস্মাদ্ যুবতী বৃদ্ধম্’ ইত্যাদি । মূষিকবলোপস্ত-
স্তেন কেনাপি কারণেনাত্র ভবিতব্যম্ । ক্ষণং বিচিন্ত্য পরিত্রাজ-
কেনোক্তম্—কারণং চাত্র ধনবাহুল্যমেব প্রতিভাতি ।

যতঃ । ধনবান্ বলবান্ লোকে সৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা ।

প্রভুত্বং ধনমূলং হি রাজ্জামপ্যুপজায়তে ॥ ১৩০ ॥

ততঃ খনিত্রমাদীয় তেন পরিত্রাজকেন বিবরং খনিত্বা চির-
সঞ্চিতং মম ধনং গৃহীতম্ । ততঃ প্রত্যহং নিজশক্তিহীনঃ সন্ধোৎ-
সাহরহিতঃ স্বাহারমপ্যুৎপাদয়িতুমক্ষমঃ সত্রাসং মন্দং মন্দমুপসর্পন্
চূড়াকর্ণেনাবলোকিতোহহম্ । ততস্তেনোক্তম্ ।

ধনেন বলবান্ সৰ্ব্বো ধনাদ্ ভবতি পণ্ডিতঃ ।

পশ্যেমাং মূষিকং পাপং স্বজাতিসমতাং গতম্ ॥ ১৩১ ॥

করিতে দেখিয়া ক্লাবিল,—এ যে হঠাৎ বৃদ্ধ পতিকে একরূপ আলিঙ্গন করিল, ইহার
কারণ কি? পরে যখন জানিতে পারিল যে ঐ লীলাবতী উপপতিকে গোপন
করিবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছে, তখন সে গোপনে তাহার অর্থদণ্ড করিল । এই
জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—‘ছিল এক যুবতীর অতি বৃদ্ধ পতি’—ইত্যাদি ।
অতএব এই মূষিকের একরূপ বলের প্রতিও কোনো কারণ থাকিবে । ক্ষণকাল চিন্তা
করিয়া পরিত্রাজক কহিলেন,—‘অর্থবলই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে ।
কেন না,—

ধনবান্ সৰ্ব্বত্র সদাইবলবান্ ; ধনেই রাজ্জারা দেখ! সবার প্রধান । ১৩০ ।

অনন্তর সেই পরিত্রাজক খনিত্র লইয়া আমার গর্ভে ধনন করিয়া আমার চির-
সঞ্চিত সমস্ত ধন গ্রহণ করিল । অনন্তর, দিন দিন আমার শরীরের বলক্ষয়
হইতে লাগিল, মনে বল ও উৎসাহ রহিল না, এমন কি নিজের আহার পর্য্যন্ত
সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলাম । আমি এই অবস্থায় এক দিন সভয়ে আস্তে আস্তে
যাইতেছি, চূড়াকর্ণ আমাকে দেখিতে পাইলেন । তাহার পর তিনি বলিলেন ;—

অর্থের প্রভাবে সবে হয় বলবান, অর্থের প্রভাবে হয় পণ্ডিত প্রধান ;

এ ছুট মূষিক দেখ! হ’য়ে ধনহীন, স্বজাতি সদৃশ পুন হইয়াছে ক্ষীণ । ১৩১ ।

কিঞ্চ । অর্থেন হি বিহীনশ্চ পুরুষশ্চাল্লমেধসঃ ।

ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা বিনশ্চন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ১৩২ ॥

অপরঞ্চ । যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তশ্চ বাঙ্কবাঃ ।

যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স তু পশিতঃ ॥ ১:৩ ॥

অন্যচ্চ । অপুত্রশ্চ গৃহং শূন্যং সন্মিত্রেরহিতস্য চ ।

মূৰ্খস্য চ দিশঃ শূন্যাঃ সৰ্ব্বশূচ্যা দরিদ্রতা ॥ ১৩৪ ॥

অপি চ । দারিদ্রান্মরণাছাপি দারিদ্রমবরণং স্মৃতম্ ।

অল্পক্লেশেন মরণং দারিদ্রমতিদুঃসহম্ ॥ ১৩৫ ॥

অন্যচ্চ । তানৌদ্ভিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম

সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব ।

অর্থোন্মগ্ণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব

হন্যঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥ ১৩৬ ॥

এতৎ সৰ্ব্বমাকৰ্ণ্য ময়্যালোচিতম্—যন্মাত্ৰাবস্থানমযুক্তমিদা-
নীম্ । যচ্চাত্মস্মৈ এতদ্বৃত্তাস্তকথনং তদপ্যনুচিতম্ ।

ধন বুদ্ধি হারাইলে ক্রিয়া লোপ পায়, কঠোর নিদাৰে ক্ষুদ্র তটিনীর প্রায় । ১৩২।
আরো,—

অর্থ যার আছে, তার মিত্র হয় সব, অর্থ যার আছে, তার সবাই বাঙ্কব ;

অর্থ যার, তাকেই পুরুষ সবে বলে, অর্থ যার, তারি নাম পশিতমহলে । ১৩৩।

আরো,—

পুত্র মিত্র না থাকিলে গৃহ শূন্য রয়, মূৰ্খলোক চারি দিক দেখে শূন্যময় ;

আর যেবা এ সংসারে ধনহীন হয়, তাহার সকলি শূন্য জানিবে নিশ্চয় । ১৩৪।

আরো,—

দারিদ্র্য অপেক্ষা ভাল মরণের ক্লেশ ; মরণে বারেক কষ্ট দারিদ্র্যে অশেষ । ১৩৫।

আরো দেখ !—

সেই ত ইন্দ্রিয় তার, সেই তার মন, সেই নাম, সেই বুদ্ধি, সেই ত বচন ;

সকলি ত আছে ঠিক, কিন্তু সেই জন, ভিন্ন লোক হয় যেন হারাইয়া ধন । ১৩৬।

এই সকল কথা গুলিয়া আমি ভাবিলাম যে, এক্ষণে আর আমার এখানে
থাকা উচিত নয় । আর, এ সকল ঘটনা অন্যের কাছেও প্রকাশ করা উচিত নয় ।

যতঃ । অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ ।
 বঞ্চনং চাপমানং চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥
 অপি চ । আয়ুর্বিবর্তং গৃহচ্ছিত্রং মদ্রমৈথুনভেষজম্ ।
 তপোদানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নশ্চ ॥ ১৩৮ ॥ -
 তথাচোক্তম্ ।

অত্যন্তবিমুখে দৈবে ব্যর্থযজ্ঞে চ পৌরুষে ।
 মনস্বিনো দরিত্রস্তা বনাদন্যৎ কুতঃ স্তম্ ॥ ১৩৯ ॥
 অন্তঃ । মনস্বী ত্রিযুক্তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি ।
 অপি নির্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাম্ ॥ ১৪০ ॥
 কিঞ্চ । কুসুমস্তবকশ্চেব হ্রে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ ।
 সর্বেষাং মূর্খি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্যেত বনেহথবা ॥ ১৪১ ॥
 যচ্চাত্রেব যাচুঃশ্রী জীবনং তদতীয গর্হিতম্ ।

কারণ, —

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহের দূষণ; প্রেতারণা, মানহানি, করিবে গোপন । ১৩৭।
 আরো;—

আপনার আয়ু, বিত্ত, গৃহের দূষণ, ঔষধ, মৈথুন, মদ্র, যোগের সাধন;
 দান, অপমান, এই নয়টি বিষয়, যতনে গোপন সবে করিবে নিশ্চয় । ১৩৮।

আরো কথিত আছে যে,—

বিধাতা যাহার প্রতি একান্ত নির্দয়, অশেষ সাধনা ধার সব ব্যর্থ হয়;
 সেই মানী দরিত্রের অরণ্যে গমন, বিনা আর কোথা তার কি আছে শরণ? । ১৩৯।

আরো,—

যতক্ষণ বাচে মানী দৈন্য না জানায়; যতক্ষণ জলে অগ্নি তাপ কি হারায়? । ১৪০।

আরো,—

যেই জন গুণবান্ তেজীরান্ অতি, স্নগন্ধি পুষ্পের ন্যায় তার ছুই গতি;
 হয় সে আদরে থাকে সবার মাথায়, নয় সে বিজন বনে শুকাইয়া যায় । ১৪১।

আর যে এই স্থানেই ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করা, তাহাও অত্যন্ত গর্হিত
 কাজ। কারণ;—

যতঃ । বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সন্তুর্পিতোহনলঃ ।

নোপচারপরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থিতো জনঃ ॥ ১৪২ ॥

অশ্রুচ্চ । দারিদ্র্যাদ্বি যমেতি হ্রীপরিগতঃ সত্বাৎ পরিভ্রশ্বতে

নিঃসত্ত্বঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নিকৈদমাপদ্যতে ।

নির্বিঃ শ্চমেতি শোকনিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে

নিবুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্বািপদামাস্পদম্ ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ । বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতম্

বরং ক্লেবাৎ পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্ ।

বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষুভিরুচিঃ

বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনস্বখম্ ॥ ১৪৪ ॥

বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরো দুষ্কৃৎস্বভঃ

বরং বেষ্ঠা পত্নী ন পুনরবিনীতা কুলবধুঃ ।

বরং বাসোহরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে

বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ ॥ ১৪৫ ॥

অধম হৃদয়শূন্য ধনীদেব কাছে, প্রার্থনা করিয়া তাহে যদি প্রাণ বাঁচে ;
তা হ'তে জানিবে ভাল বরঞ্চ মরণ, জলন্ত অনলে দেহ করি' বিসর্জন । ১৪২ ।

আরো,—

দারিদ্র্য ঘটিলে মনে হয় লজ্জাভয়, সতত লজ্জিত জনে তেজ নাহি রয় ;

নিস্তেজের অপমান করে সর্বজনে, অপমানে দিক্কার জনমে নিজ মনে ;

ধিক্কারে হৃদয়ে হয় শোকের উদয়, শোকার্ভ হইলে তার বুদ্ধিলোপ হয় ;

বুদ্ধিলোপ হ'লে হয় নিশ্চয় মরণ, এক দারিদ্র্যই সর্বনাশের কারণ । ১৪৩ ।

আরো (১) ;—

মিথ্যা কথা কহা অপেক্ষা কথা না কহাও ভাল ; পরদ্বী-গমন অপেক্ষা ক্লীব
হওয়াও ভাল ; খলের কথায় বিশ্বাস করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও ভাল ; পরের
ধনে সুখভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল । ১৪৪ ।

• দুষ্ট বলদ থাকি অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল ; দুষ্চরিত্রা ভার্য্যার অপেক্ষা

(১) নিম্নে দুইটি লোক গদ্যে অনুবাদিত হইল, এবং লোকের সংখ্যাসুসারে সংখ্যা প্রদত্ত হইল ।

অপি চ । সেবেব মানমখিলং জ্যেৎস্নেব তমো জরেব লাবণ্যম্ ।

হরিহরকথেব ছুরিতং গুণশতমপ্যর্ষিতা হরতি ॥১৪৬॥

ইতি বিম্শ্য তৎ কিমহং পরপিণ্ডেনাত্মানং পোষয়ামি ।

কৰ্ফং ভোঃ । তদপি দ্বিতীয়ং মৃত্যুদ্বারম্ ।

যতঃ । পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যং ক্রয়ক্রীতং চ মৈথুনম্ ।

ভোজনং চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ ॥১৪৭॥

অন্যচ্চ । রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী ।

যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোহস্থ বিশ্রামঃ ॥১৪৮॥

ইত্যালোচ্যাপি লোভাৎ পুনরপি তদীয়ান্নং গ্রহীতুঃ গ্রহ-
মকরবম্ ।

তথা চোক্তম্ ।

বেশ্যাও ভাল ; বিচারশূন্য রাজার রাজ্যে থাকা অপেক্ষা বনবাসও ভাল ; অধম
লোকের উপাসনা করা অপেক্ষা মরণও ভাল । ১৪৫ ।

পুনশ্চ,—

দূরে যায় সব মান পরের সেবায়, দূরে যায় অন্ধকার চন্দের প্রভায় ;

দূরে যায় দেহকান্তি পড়িলে জরায় ; দূরে যায় পাপচিন্তা ধর্মের কথায় ;

পরদ্বারে অন্তরে যে চলে ভিক্ষায়, তাহারো যতেক গুণ সব দূরে যায় । ১৪৬ ।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি কি আবার পরের অন্নে আত্মাকে পোষণ
করিব ? উঃ ! কি কষ্ট ! তাহা ত দ্বিতীয় মৃত্যু-দ্বার ! কারণ ;—

যে পাণ্ডিত্যে কোনো শাস্ত্রে নাহিক প্রবেশ, যে আহারে নাহি থাকে স্বাধীততালেশ ;
যে মৈথুনে প্রণয়ের গন্ধ নাহি রয়, সে কেবল বিড়ম্বনা জানিবে নিশ্চয় । ১৪৭ ।

আরো,—

যেই জন চিরকাল রোগ ভোগ করে, পরদেশে চিরকাল যে বা কাল হরে ;

পর-অন্ন চিরকাল যে করে ভোজন, পর-গৃহে চিরকাল যে করে শয়ন ;

সে সবার বেঁচে থাকা সেই ত মরণ, আর যে মরণ সেই বিশ্রাম-কারণ । ১৪৮ ।

আমি এই সকল ভাবিয়াও, আবার লোভে পড়িয়া তাহার সেই ভিক্ষাপাত্র-
স্থিত তণ্ডুল গ্রহণ করিতে আগ্রহ করিলাম । এইরূপ কথিতও আছে যে ;—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে ত্বাম্ ।

ত্বার্থো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥ ১৪৯ ॥

ততোহহং বীণাকর্ণেন তেন জর্জরবংশধ্বনে তাদিতো-
হচিস্তরম্ ।

ধনলুক্কো হ্যসস্তকৌহনীয়তান্নাহজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বা এবাপদস্তস্য যস্য ভুক্তং ন মানসম্ ॥ ১৫০ ॥

তথা চ । সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সস্তুক্তং যস্য মানসম্ ।

উপানদ্গূঢ়পাদস্য ননু চন্দ্রাবৃত্তেব ভূঃ ॥ ১৫১ ॥

অন্যচ্চ । সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ স্ত্বখং শাস্তচেতসাম্ ।

কুতস্তদ্ ধনলুক্কানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ১৫২ ॥

কিঞ্চ । তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্বমনুষ্ঠিতম্ ।

যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১৫৩ ॥

লোভেই সবার বুদ্ধি করে বিচলিত, লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত ;

একবার পড়ে সেই দারুণ তৃষ্ণায়, ইহকালে পরকালে যোর দুঃখ পায় । ১৪৯।

অনন্তর, বীণাকর্ণ সেই জীর্ণবংশধ্বঞ্জ দ্বারা আমাকে আঘাত করায় আমি
ভাবিলাম ;

ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়, বাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মরশে নয় ;

এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে, সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে । ৫০।

কথিতও আছে যে ;—

সদাই সন্তোষপূর্ণ বাহার হৃদয়, সকলি সম্পদ তার সকল সময় ;

চন্দ্রের পাতৃকা যার পদতলে রয়, তার পক্ষে সব স্থান হয় চন্দ্রময় । ১৫১।

আরো দেখ !

সন্তোষ-অমৃত পানে, কুধা তৃষ্ণা যে না জানে,

শাস্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায় ;

ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা,

হায় ! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায় ? । ১৫২ ।

. আরো ;—

[১৫৩।

সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা ; সম্মুখে বৈরাগ্য দ্বার পশ্চাতে কামনা (১) ।

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয় বাসনা এড়াইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে ।

অপি চ । অসেবিতেশ্বরদ্বারমদৃক্‌বিরহব্যথম্ ।

অনুক্তরীবচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্ ॥ ১৫৪ ॥

যতঃ । ন যোজনশতং দূরং বাহ্যমানস্য তৃষ্ণয়া ।

সম্বৃষ্টস্য করপ্রাপ্তেহপ্যর্থো ভবতি নাদরঃ ॥ ১৫৫-৥

তদত্র অবস্থোচিতকার্য্যপরিচ্ছেদঃ শ্রেয়ান্ ।

উক্তং চ । কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ ।

কঃ স্নেহঃ সন্তাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫৬ ॥

তথা চ । পরিচ্ছেদো হি পাণ্ডিত্যং যদাপন্নো বিপদশা ।

অপরিচ্ছেদকর্ত্তৃণাং বিপদঃ স্যুঃ পদে পদে ॥ ১৫৭ ॥

তথা হি । ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ ।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥১৫৮॥

আরো ;—

যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে, বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;
বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন, ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন ।:৫৪।

আরো দেখ !—

তৃষ্ণায় বাহিত হোলে নাহি মানে দূর বোলে

শত শত যোজন সে জন ;

সম্বৃষ্ট বাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন

হাতেও পাইলে বহুধন । :৫৫।

অতএব এক্ষণে নিজের অবস্থার অহরূপ কার্য্য নির্ণয় করাই উচিত ।
কথিতও আছে, যে ;—

সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয়, সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয় ;

সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়, সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয় । ১৫৬ ।

আরো দেখ !—

হিতাহিত বুঝে যেই বিপদ সময়, সেই ত পণ্ডিত তার বিপদ না রয় ;

আর যেবা হিতাহিত না করে নির্ণয়, পদে পদে বিপদে সে নিপতিত হয় ।১৫৭।

আরো,—

একটি ত্যজিয়া কুল করিবে রক্ষণ, গ্রামের নিমিত্ত কুল করিবে বর্জন ;

দেশের নিমিত্ত গ্রাম ত্যজিবে আপন, পৃথিবী ত্যজিবে লোক আত্মার কারণ ।১৫৮।

অপরং চ । পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বনং বা ভয়োত্তরম্ ।

বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নিर्वृतिः ॥১৫৯॥

ইত্যালোচ্যাহং নির্জ্ঞনবনমাগতঃ ।

যতঃ ৷ বরং বনং ব্যাশ্রগজেন্দ্রসেবিতম্
 দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভক্ষণম্ ।
 তৃণানি শয্যা পরিধানবন্ধলম্
 ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্ ॥১৬০॥

ততোহস্মৎপুণ্যোদ্ভূতাদনেন মিত্রেণাহং স্নেহান্বুরভ্যানুগৃহীতঃ ।

অধুনা চ পুণ্যপরম্পরয়া ভবদাশ্রয়ঃ স্বর্গ এব ময়া প্রাপ্তঃ ।

যতঃ । সংসারবিষবৃক্ষস্য হে এব মধুরে ফলে ।

কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥১৬১॥

অপরং চ । সংসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাস্তিসি নিমজ্জনম্ ।

অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥১৬২॥

আরো,—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়, আর যদি পরমাণে থাকে নানা ভয় ;

বিচার করিয়া তবে দেখিব উভয়, তাহাই লইব যাহে মনে শান্তি হয় । ১৫৯ ।

আমি এই সকল বিবেচনা করিয়াই এই নির্জ্ঞন বনে আসিয়াছি । কেন না ;—

ঋপদসঙ্কুল বোর অরণ্যে গমন, শতকৃতলে বাস পত্র-ফলাম্বু-ভোজন ;

তৃণময় শয্যা আর বন্ধল বসন, এ জগতে সেও হয় সুখের কারণ ;

তথাপি চৌদিকে দেখি স্বজনের মুখ, দরিদ্র দশার পাকা, তাহে নাহি সুখ । ১৬০ ।

• তাহার পর সৌভাগ্যক্রমে আমার এই বন্ধু আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ ও আমার অহুগমন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন । এক্ষণে আবার আমার সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে, আমি স্বর্গভূত্য আপনার আশ্রয় লাভ করিলাম । কারণ ;—

এ সংসার বিষবৃক্ষ জানিবে নিশ্চয়, দুটিমাত্র ফল তাহে আছে মধুময় :

• এক ফল, কাব্য-সুধারস আস্বাদন, আর ফল, সাধুসনে সদা সন্মিলন । ১৬১ ।

• অপি চ,—

নারায়ণে ভক্তি, আর সাধু-সহবাস, বিমল গঙ্গার জলে স্নান বারমাস ;

অসার সংসার মধ্যে এই তিন সার, ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর ? ১৬২ ॥

মহুর উবাচ ।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্ ।
ধর্ম্মং যো ন কৰোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদঘাটনম্ -
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥ ১৬৩ ॥

যুস্মাতিরতিসঞ্চয়ঃ কৃতঃ । তস্যায়ং দোষঃ । শৃণু ।

উপার্জিতানাং বিভানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্ ।

তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইব্বাস্তসাম্ ॥ ১৬৪ ॥

অন্যচ্চ । যদধোহধঃ ক্ষিতৌ বিত্তং নিচথান মিতম্পচঃ ।

তদধোনিলয়ং গস্ত্বং চক্রে পস্থানমগ্রতঃ ॥ ১৬৫ ॥

যতঃ । নিজসৌখ্যং নিরুদ্ধানো যো ধনার্জ্জনমিচ্ছতি ।

পরার্থভারবাহীব স ক্লেশস্যৈব ভাজনম্ ॥ ১৬৬ ॥

মহুর কহিল ;—

পায়ের ধুলার জায় বিভব সকল, নদীর প্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যাদশা জলবিষপ্রায়, জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গসুখের কারণ, প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;
বৃদ্ধকালে হয় তার অন্ততাপ সার, নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার । ১৬৩ ।

আপনি যে অত্যন্ত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই অনিষ্ট ঘটয়াছে ।

শুনুন ;—

অকাতরে সুপাত্রে করিলে বিতরণ, তবেই সার্থক হয় ধনের রক্ষণ ;
নতুবা, হ্রদের জল হ্রদেই রহিল, ক্ষেত্রে না পড়িল তাহে শস্য না ফলিল । ১৬৪ ।

আরো ;—

রূপণ আপন ধন করিতে রক্ষণ, যতই মৃত্তিকাতল করয়ে খনন ;
ততই সম্মুখে সেই আপনার করে (১), আপন নরক-পথ পরিষ্কার করে । ১৬৫ ।

কারণ ;—

দান ভোগ না করিয়া যে করে সঞ্চয় ; চিনির বলদ(২) সেই, জানিবে নিশ্চয় । ১৬৬ ।

(১) করে,—হস্তে, নিজহস্ত দ্বারা ।

(২) চিনির বলদ, যেমন পনের চিনির বোকা বহিয়াই মরে নিজে তাহা খায় না, তেমনি রূপণ চিরকাল টাকা চৌকী দিয়াই সঞ্চে নিজে ভোগ করে না ।

তথা চোক্তম্ ।

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি ।

পৃথীখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ম্ ॥ ১৬৭ ॥

দানভোগবিহীনাশ্চ দিবসা যান্তি সস্য বৈ ।

স কৰ্ম্মকারভস্ত্রেব স্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ১৬৮ ॥

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে

বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে ।

শ্রুতেন কিং যো ন চ ধৰ্ম্মমাচরেৎ

কিমাশ্চনা যো ন জিতেদ্ভিয়ে ভবেৎ ॥ ১৬৯ ॥

অন্যচ্চ । অসদ্বৃত্তোগেন সামান্যং কৃপণস্য ধনং পরৈঃ ।

অসেদমিতি সম্বন্ধো হানৌ দুঃখেন গম্যতে ॥ ১৭০ ॥

অপি চ । ন দেবায় ন বিপ্রায় ন বন্ধুভ্যো ন চাত্মনে ।

কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নিতক্ষরপার্থিবৈঃ ॥ ১৭১ ॥

অন্যচ্চ । দানং ভোগো নাশস্তিশ্রো গতয়ো ভবন্তি বিহস্য ।

যো ন দদাতি ন ভুঙ্ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি ॥ ১৭২ ॥

আরো কথিত আছে যে,—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান, সে ধনে তাহাকে যদি বল ! ধনবান ;

তবে ত মাটির নীচে কিবা ধন নাই, সে ধনেও ধনবান আমরা সবাই । ১৬৭ ।

দান কিম্বা উপভোগ কিছু না করিয়া বৃথাই বাহার দিন যাইছে চলিয়া ;

সেই জন কামারের হাঁপর যেমন, বহিছে নিখাস কিন্তু, না আছে জীবন । ১৬৮ ।

দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ? কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পালায় ;

কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম নাহি হয়, কি ফল আশ্রয় যাহা বশে নাহি রয় । ১৬৯ ।

আরো দেখ !—

কৃপণের সেই ধন, ব্যয় নাহি যার, অন্যেও বলিতে পারে সে ধন আমান ;

তখন বুঝিবে তাহা কৃপণের ধন, ধোয়া গেলে হাহাকার করে সে ধন । ১৭০ ।

দেব, দ্বিজ, বন্ধুজনে করিয়া বঞ্চিত, আশ্রাকেও নাহি দিয়া যে করে সঞ্চিত ;

সেই কৃপণের ধন দেখ ! কোথা যার ; আগুন, ডাকাতি, চোর আর রাজা খায় । ১৭১ ।

হয় দান, নয় ভোগ, নয় নাশ হয়, ধনের এ তিন গতি জানিবে নিশ্চয় ;

তথা চোক্তম্ ।

দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্ভং ক্রমাশ্রিতং শৌর্যম্ ।

বিতং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ১৭৩ ॥

উক্তং চ । কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ ।

পশ্য সঞ্চয়শীলোহসৌ ধনুষা জঘ্নুকো হতঃ ॥ ১৭৪ ॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ । মম্বরঃ কথয়তি । আসীৎ কল্যাণ-
কটকবাস্তব্যো ভৈরবো নাম ব্যাধঃ । স চৈকদা মাংসলুক্কো ধনু-
রাদায় বিদ্যাটবীমধ্যং গতঃ । তত্র তেন যুগ একে ব্যাপাদিতঃ ।
যুগমাদায় গচ্ছতা তেন ঘোরাকৃতিঃ শূকরো দৃষ্টঃ । ততস্তেন
যুগং ভূমৌ নিধায় শূকরঃ শরণেহতঃ । শূকরেণাপ্যাগত্য প্রলয়-
ঘনঘোরগর্জনং কুর্বাণেন স ব্যাধো মুক্ষদেশে হতশ্চিন্নদ্রম ইব
পপাত ।

দান কিম্বা ভোগ এই দুই নাহি যার, ধনের তৃতীয় গতি জানিবে তাহার (১) । ১৭২।

‘ মধুর বচনে দান জ্ঞানে নাহি অভিমান,

শৌর্যগুণ ক্রমার সহিত ;

ধনে সদা বিতরণ এই চারি সুলক্ষণ

এ জগতে দুর্লভ নিশ্চিত । ১৭৩ ।

কথিতও আছে যে,—

প্রতিদিন কিছু কিছু করিবে সঞ্চয়, বাড়াবাড়ি সঞ্চয়, তাহাও ভাল নয় ;

নির্কোষ শৃগাল বেশি সঞ্চয়ের ভরে, ধনুকে বিদ্বিয়া দেখ! শেষে প্রাণে মরে । ১৭৪।

হিরণ্যক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? মম্বর কহিল,—কল্যাণকটক নামক
স্থানে ভৈরব নামে এক ব্যাধ ছিল। সে একদিন মাংসলোভে ধনু লইয়া বিদ্যা-
রণ্য মধ্যে শীকার করিতে গেল। তথায় সে একটি যুগ মারিল। সে যুগ লইয়া
বাইতে বাইতে এক ভীষণাকার শূকর দেখিল। তাহার পর, সে সেই যুগ ভূমিতে
রাখিয়া বাণ দ্বারা সেই শূকরকে আহত করিল। শূকরও প্রাণত্যাগের পূর্বে প্রলয়-
মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিতে করিতে আসিয়া সেই ব্যাধের মুক্ষদেশ (২)
বিদীর্ণ করায়, ব্যাধও গতাস্ব হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইল। দেখ!—

(১) তৃতীয় গতি—অর্থাৎ নাশ।

(২) মুক্ষদেশ—অণ্ডকোষ।

যতঃ । জলমগ্নির্বিষঃ শস্ত্রং ক্ষুদ্ৰ ব্যাধিঃ পৰ্তনং গিরেঃ ।

নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহী প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥১৭৫॥

অথ তয়োঃ পাদাঙ্ফালনে সর্পোহপি যুতঃ । অত্রান্তরে
দীর্ঘরাবো নাম জম্বুকঃ পরিভ্রমন্নাহারার্থী তান্ যুতান্ যুগ-ব্যাধ-
সর্প-শূকরান্ অপশ্যৎ । আলোক্যাচিস্তয়চ্—অহো ভাগ্যম্ ।
মহদ্রোজ্যং সমুপস্থিতম্ ।

অথবা । অচিস্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্ ।

সুখাশ্চপি তথা মশ্বে দৈবমত্রোতিরচ্যতে ॥ ১৭৬ ॥

ভবতু । এষাং মাংসৈর্মাসত্রয়ং মে স্নুথেন গমিষ্যতি ।

মাসমেকং নরো যাতি ষৌ মাসৌ যুগশূকরৌ ।

অহিরেকং দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ ॥১৭৭॥

ততঃ প্রথমবুড়ুক্ষায়ামিদং নিঃস্বাত্ত্ব কোদণ্ডাটনীলগ্নং স্নায়ু-
বন্ধনং খাদামি । ইত্থুক্ত্বা তথাকরোৎ । ততশ্চিন্নে স্নায়ুবন্ধনে

জল, অগ্নি, বিষ, কিঞ্চা শস্ত্রের আঘাত, ক্ষুধা, রোগ, কিঞ্চা উচ্চ হইতে নিপাত ;
এরূপ কোন না কোন নিমিত্ত করিয়া, কৃতান্ত জীবের প্রাণ লইছে হরিয়া ॥১৭৫॥

সেই ব্যাধ ও শূকরের পদের আঙ্ফালনে তথায় একটি সর্পও প্রাণত্যাগ করিল ।
সেই সময়, দীর্ঘরাব নামে এক শূগল- আহারের চেষ্টায় সেই স্থানে ঘুরিতেছিল ।
সে সেই যুগ, ব্যাধ, সর্প ও শূকরের যুতদেহ দেখিতে পাইল । দেখিয়া ভাবিল,
আহা ! আজি আমার কি শুভাদৃষ্ট ! প্রচুর ভক্ষ্য মিলাইয়াছে ! অথবা ;—

অচিস্তিত দুঃখ কত অংশিছে যেমন, তেমনি হতেছে কত স্নুথেরও ঘটন ;

এ জগতে বার ভাগ্যে যবে বাহা হয়, সকলি দৈবের হাত, জানিবে নিশ্চয় ॥১৭৬॥

এক্ষণে ইহাদের মাংসে তিন মাস আমার পরম স্নুথে কাটিবে ।

মানুষের মাসে মোর যাবে এক মাস, মাস দুই খাব যুগ শূকরের মাস ;

সাপ খেয়ে এক দিন কাটাব নিশ্চয়, রহিল এ সব ভবিষ্যতের সঞ্চয় ;

আজি তবে ধনুর্গুণ করি না ভোজন ? এতেও ত হবে মোর ক্ষুধানিবারণ ॥১৭৭॥

এই ধনুকের অগ্রভাগে যে নাড়ীনির্মিত গুণ রহিয়াছে ইহা তত স্নুখাদ
না হইলেও প্রথম ক্ষুধার চোটে ইহাই ভক্ষণ করি । ইহা বলিয়া তাহাই করিতে
গেল । কিন্তু সেই ধনুকের গুণ যেমন দস্ত দিয়া কাটিল অমনি ধনুকের অগ্রভাগ

ক্রমতঃপতিতেন ধনুষা হৃদি ভিন্নঃ স দীর্ঘরাবঃ পঞ্চতং গতঃ ।
অতোহহং ব্রবীমি—“কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যম্” ইত্যাদি ।

তথা চ । যদ্ দদাতি যদপ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্ ।

অশ্বে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥১৭৮॥ (১)

যাতু । কিমিদানীমতিক্রান্তোপবর্ণনেন ।

যতঃ । নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নকং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্ ।

আপৎস্বপি ন মুহন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

তৎ সখে সর্বদা ত্বয়া সোৎসাহেন ভবিতব্যম্ ।

যতঃ ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মুখাঃ, যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্ ।

সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাম্, ন নামমাত্রাণে করোত্যরোগম্ ॥১৮০॥

সজ্বরে ঠিকরাইয়া তাহার মর্শ্বস্থানে বিদ্ধ হইল। সেই দীর্ঘরাব শৃগালও
প্রাণত্যাগ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—সঞ্চয় করিবে বলিয়া
বাড়াবাড়ির দিকে যাইবে না। কথিতও আছে যে;—

যে ধন ধৈর্য খায় দেয় তাহাই তাহার, নয়ন মুদিলে, ধনে কি সঞ্চয় আর ?

মৃতের বিভব দারা লইয়া অপরে, খেলার সামগ্রী মত ব্যবহার করে। ১৭৮। (১)

এক্ষণে এ সব কথা থাকুক, গতানুশোচনায় ফল কি ? কারণ,—

অসাধ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা, বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা ;

বিপদেও যেই জন মুগ্ধ নাহি হয়, সুবুদ্ধি পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়। ১৭৯।

অতএব, সখে ! কার্যে সর্বদাই উৎসাহশীল হও। কেন না ;—

বহু শাস্ত্র জানিলেও না হয় বিদ্বান্, অহুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্ ;

নিরমে সেবন যদি নাহি করা যায়, ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ?। ১৮০।

(১) এই শ্লোকের পর, কোনও কোনও পুস্তকে একটি শ্লোক বেশি আছে, তাহা অহুবাদের সহিত
নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

“যদ্ দদাসি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাপ্নাসি দিনে দিনে ।

তত্তে বিভবমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষসি ॥”

অহুবাদ ;—

যে ধন সুপাত্রে তুমি কর বিতরণ, আর নিত্য উপভোগ কর যেই ধন ;

তাহাই তোমার, বাহা না করিলে ব্যয়, সে শুধু পরেব তরে করিলে সঞ্চয়।

অন্যচ্চ । ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ
করোতি বিজ্ঞানবিধিগুণং হি ।
অক্ষস্য কিং হস্ততলস্থিতোহপি
প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ ॥ ১৮১ ॥

তদত্র সখে দশাবিশেষে শান্তিঃ করণীয়া । এতদপ্যতিকষ্টং
স্বয়া ন মন্তব্যম্ ।

যতঃ । সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা ।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ১৮২ ॥

অপরঞ্চ । নিপানমিব মণ্ডুকাঃ সরঃ পূর্ণমিবাণ্ডুজাঃ ।
সোদেবাগং নরমায়ান্তি বিবশাঃ সর্বসম্পদঃ ॥ ১৮৩ ॥

অপি চ । উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষসক্তম্ ।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥ ১৮৪ ॥

আরো দেখ !—

জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন, সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন ?
অন্ধের হস্তেও যদি দীপালোক রয়, তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয় ? ১৮১।

অতএব, সখে ! এইরূপ কষ্টের অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাই উচিত । ইহাকে
নিতান্ত অসহ্য ভাবিয়া কাতর হওয়া উচিত নয় । কারণ,—

সুখের সময় সুখ করিবে সেবন, দুঃখের সময় দুঃখ করিবে বহন ;

সকলেরি সুখ দুঃখ দেখিবে সংসারে, ঘুরিতেছে অবিরত চক্রের আকারে । ১৮২।

আরো দেখ !—

ভেকের বসতি যথা দেখিবে পঞ্চলে, সারসের বাস যথা সরসীর জলে ;

তেমতি উদ্যমশীল পুরুষের ঘরে, সকল সম্পদ আসি সদা বাস করে । ১৮৩।

• আরো,—

• অতুল উৎসাহী, শূর, কার্যে অনলস, কোনরূপ ব্যসনের নহে পরবশ ;

• কার্যের ব্যবস্জাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ, প্রণয়ে অটল, আর কৃতজ্ঞ যে জন ;

আপনি কমলাদেবী বসতির তরে, গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে । ১৮৪।

বিশেষতঃ ।

বিনাপ্যর্থৈর্ধীরঃ স্পৃশতি বহমানোন্নতিপদম্

সমায়ুক্তোহপ্যর্থৈঃ পরিভবপদং যাত্তি কৃপণঃ ।

স্বভাবাছুদ্ভূতাং গুণসমুদয়াবাণ্ডিবিষয়াম্

দ্যুতিং সৈংহীং কিং স্বা ধৃতকনকমালোহপি লভতে ॥১৮৫॥

কিঞ্চ । ধনবানিতি হি মদস্তে কিং গতবিভবো বিষাদমুপযাসি ।

করনিহিতকন্দুকসমাঃ পাতোৎপাতা মনুষ্যাণাম্ ॥ ১৮৬ ॥

অপরঞ্চ । অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতিনর্বশস্থানি যোষিতঃ ।

কিঞ্চিকালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ ॥১৮৭॥

অন্যচ্চ । বৃত্তার্থং নাতিচেক্ষেত সাহি ধাত্রৈব নির্মিতা ।

গর্ভাছুৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ ॥১৮৮॥

সথেশু । যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ ।

ময়ুরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাশ্রতি ॥ ১৮৯ ॥

বিশেষতঃ,—

গুণবান্ ধনহীন হ'লেও পূজিত, অতুল ধনেও দেখ ! কৃপণ যুগিত ;

কুকুর স্বর্ণের হার দিলেও গলায়, সিংহের স্বভাব কাঙ্ক্ষি গুণ সে কি পায় ? ১৮৫।

আরো,—

সম্পদ থাকিলে কেন এত অহঙ্কার ? সম্পদ যাইলে কেন এত হাহাকার ?

হস্তের কন্দুক সম মনুষ্যের ধন, কখন পড়িছে হাতে উড়িছে কখন । ১৮৬।

আরো দেখ !—

জলদের ছায়া, আর ঝলের প্রণয়, রমণীর রূপ, আর নব শস্যচয় ;

আপন যৌবন ধন, এ সব ধরায়, কিছুকাল ভুঞ্জিলেই ফুরাইয়া যায় । ১৮৭।

আরো,—

জীবিকার তরে কেন অত্যন্ত যতন ? বিধিই সবার অন্ন করেন সৃজন ;

যখন জনমে জীব দেখ ! এতুবনে, ছঙ্কধারা বহে তার জননীর স্তনে । ১৮৮।

শুন সথে !—

শুক্লবর্ণে শোভে হংস বাহারি কৃপায়, অপূর্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায় ;

ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্রবরণ, তাঁহারি কৃপায় হ'বে তোমার ভরণ । ১৮৯।

অপরঞ্চ সতাং রহস্যং শৃণু মিত্র ।

জনয়ন্ত্যর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিপত্রিষু ।

মোহয়ন্তি চ সম্পত্তৌ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ ॥ ১৯০ ॥

অপরঞ্চ । ধর্ম্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা ।

প্রক্ষালনাক্ষি পঙ্কস্য দূরাদম্পর্শনং বরম্ ॥ ১৯১ ॥

যতঃ । যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ স্বাপদৈর্ভূবি ।

ভক্ষ্যতে সলিলে মৎস্যৈস্তথা সর্বত্র বিত্তবান্ ॥ ১৯২ ॥

অন্যচ্চ । রাজতঃ সলিলাদগ্নৈশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি ।

ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাগভূতামিব ॥ ১৯৩ ॥

তথাহি । জন্মানি ক্লেশবহলে কিং নু দুঃখমতঃপরম্ ।

ইচ্ছাসম্পদ্ যতো নাস্তি যচ্চেচ্ছা ন নিবর্ততে ॥ ১৯৪ ॥

অন্যচ্চ । ভ্রাতঃ শৃণু ।

আরো, অর্থবিষয়ে সাধুরা যে নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন, তাহাও সথে! শ্রবণ কর,—

যাহার অর্জ্জনে হয় অশেষ যাতনা, পাইলে যাহারে, যায় বুদ্ধি বিবেচনা ;

যাহার বিনাশে লোক করে হাহাকার, বল না! সে ধন কিম্বে সুখের আধার? ১৯০।

আরো,—

ধর্ম্মের জন্যেও যদি ধনচেষ্টা কর, তথাপি সে চেষ্টা তুমি দূরে পরিহর ;

আগেতে মাথিয়া পঙ্ক পরে তা ধুইবে, তার চেয়ে দূরে থেকে পঙ্ক না ছুইবে। ১৯১।

কারণ,—

আমিষ স্বাপদে খায় পড়িলে ভূতলে, আকাশে বিহঙ্গে খায়, মৎস্যে খায় জলে ;

তেমনি ধনীর দেখ ! সর্বত্রেরই ভয়, কোথাও সে ধন রেখে স্বস্তি নাহি হয়। ১৯২।

আরো দেখ !—

রাজা, চোর, দস্যু, জল, অনলের ভয়, স্বজন হতেও ভয় ধনীদের হয় ;

জীবের মরণভয় যথা পদে পদে, তেমনি সদাই ভয় জানিবে সম্পদে। ১৯৩।

আরো,—

বহু দুঃখময় এই ভবের ভিতর, ইহা হ'তে কিবা দুঃখ আছে গুরুতর ?

ইচ্ছামত ধন দেখ ! কেহ নাহি পায়, তথাপি হরন্ত ইচ্ছা ছাড়িতে না চায়। ১৯৪।

আরো ভাই ! শুন,—

ধনং তাবদমূলভং লব্ধং কৃচ্ছ্রেণ পাল্যতে ।

লব্ধনাশো যথা মৃত্যুস্তস্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥

সা ভৃষণা চেৎ পরিত্যক্তা কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ ।

তস্যাস্চেৎ প্রসরো দত্তো দাস্যৎ চ শিরসি স্থিতম্ ॥ ১৯৬ ॥

অপরঞ্চ । যদ্ যদেব হি বাঞ্ছতে ততো বাঞ্ছা প্রবর্ততে ।

প্রাপ্ত এবার্থতঃ সোহর্থো যতো বাঞ্ছা নিবর্ততে ॥ ১৯৭ ॥

কিং বহন।। বিশ্রান্তালাপৈশ্ময়ৈব সহাত্র কালো নীয়তাম্ ।

একে ত অনেক কষ্ট করিতে অর্জন, ততোধিক কষ্ট পুন করিতে রক্ষণ ;

বিনষ্ট হইলে তাহা মরণ-যাতনা, এ ধনের যেন কেহ না করে সাধনা । ১৯৫ ।

কেবা রাজা কেবা প্রজা ভৃষণ যদি যার ; ভৃষণারে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায়(১)। ১৯৬ ।

যত যত কামনা করিবে মনে মনে, তত তত কামনা বাড়িবে ক্ষণে ক্ষণে ;

এ তবে প্রকৃত অর্থ-লাভ তাহে বলি, যাহাতে মনের ভৃষণা ফুরায় সকলি (২)। ১৯৭ ।

আর অধিক কি বলিব, আইস আমরা সকলে মিলিয়া এখানে পরম প্রণয়া-
লাপে কালযাপন করি । কারণ,—

(১) অর্থাৎ তাহার বিষয়-ভৃষণা নাই সে ব্যক্তি স্বাধীনতার পৃথীপতি রাজার অপেক্ষাও
বড় লোক । এই জন্যই বলিয়া থাকে যে,—“নিম্পৃহস্য ভৃগুং জগৎ”—বে নিম্পৃহ সে জগৎকে
ভৃগুজ্ঞান করে । আরো কথিত আছে যে,—“সর্বং বস্তু ভয়াঙ্ঘিতং ভূবি নৃগং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্”—
জগতে সকল বস্তুতেই ভয় আছে, কেবল বৈরাগ্যেই ভয় নাই । আর, যে ব্যক্তি বিষয়ভৃষণাকে প্রশ্রয়
দেয়, সে ব্যক্তি দাসত্বের বোঝা মাথায় করে, অর্থাৎ তাহার আর স্বাধীনতার নামমাত্র থাকে না ।

(২) অর্থাৎ মানুষ বস্তু ‘এটা চাই’ ‘ওটা চাই’ ‘সেটা চাই’ এরূপ করিতে থাকে, ততই তাহার
কামনা বাড়িতে থাকে । ‘এ তবে প্রকৃত অর্থলাভ’,—এ সংসারে একমাত্র ধর্মই পরমার্থ, এবং সেই
পরমার্থ-লাভই প্রকৃত অর্থ লাভ, কেননা, তাহা একবার পাইলে মনের সকল ভৃষণারই শান্তি হয় ।
সেই পরমার্থ ধর্ম ভিন্ন আর বাহা কিছু ইচ্ছা করিবে, ইচ্ছার নিযুক্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে । এই(১৭)
সংখ্যক শ্লোকের পর কোনও পুস্তকে নিরূপিত শ্লোক বেশি আছে, নিয়ে তাহা ও তাহার অমূল্য
প্রদত্ত হইল ;—

“নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ ।

নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সূখম্” ॥

অনুবাদ ;—

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন, সত্যের সমান নাই তপের সাধন ;

রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই, ত্যাগের সমান সূখ দেখিতে না পাই ।

যতঃ । আমরণান্তাঃ প্রণয়াঃ কোপান্তৎক্ষণভঙ্গুরাঃ ।

পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাম্ ॥ ১৯৮ ॥

ইতি শ্রুত্বা লঘুপতনকো ক্রতে—ধন্যোহসি মন্থর সৰ্ব্বদা-
শ্রয়ণীয়োহসি ।

যতঃ । সন্ত এব সতাং নিত্যমাপহুঙ্করণক্রমাঃ ।

গজানাং পঙ্কমগ্নানাং গজা এব ধুরন্ধরাঃ ॥ ১৯৯ ॥

তথা চ । গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ ।

অলিরেতি বনাৎ কমলং ন হি ভেকস্ত্বেকর্ষাসোহপি ॥২০০॥

অপরঞ্চ । শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাম্

স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ ।

যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা

নাশাবিভিন্না বিমুখাঃ প্রয়াস্তি ॥ ২০১ ॥

তদেবং তে স্বেচ্ছাহারবিহারং কুর্বাণাঃ সন্তুষ্টাঃ সুখং নিব-
সন্তি স্ম । অথ কদাচিৎ চিত্রাঙ্গনামা মৃগঃ কেনাপি ত্রাসিস্তত্রাগত্য

প্রণয় বন্ধন থাকে যাবত জীবন, দৈবাৎ হ'লেও ক্রোধ রহে এক ক্ষণ ;

নিষ্কাম হৃদয়ে সদা স্বার্থ-বিসর্জন, এ সকল মহাত্মার জানিবে লক্ষণ । ১৯৮ ।

এই কথা শুনিয়া লঘুপতনক কহিল,—মন্থর ! তুমিই ধন্ত ! সৰ্ব্বদাই তোমাকে
আশ্রয় করা উচিত । কারণ, —

সাধুর বিপদ-ভয় সাধুই নিবारे ; পঙ্কেতে পড়িলে গজ, গজেই উদ্ধারে । ১৯৯ ।

আরো দেখ !—

গুণজ্ঞই পায় সুখ গুণি-সহবাসে, চাষায় সে সুখ-রস নাহি ভালবসে ;

দূর বন হ'তে অলি আসি সরোবরে, অমল কমল-মধু সুখে পান করে ;

আর দেখ ! থাকে ভেক সদাই সেখানে, মধুর মধুর তার সে কভু না জানে । ২০০ ।

আরো দেখ !—

এ ভুবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন, ধন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন ;

যার কাছে যাচক শরণাগত জনে, আশায় আসিয়া নাহি কিরে ভগ্নমনে । ২০১ ।

* এইরূপে তাহারা সকলে ইচ্ছামত আহার বিহার করত সন্তুষ্টচিত্তে পরম সুখে
তথায় বাস করিতে লাগিল । অনন্তর, একদা, চিত্রাঙ্গ নামে এক মৃগ কোনও

মিলিতঃ। ততঃ পশ্চাদায়াস্তং ভয়হেতুং সম্ভাব্য মন্থরো জলং
 প্রবিষ্টঃ, মুষিকশ্চ বিবরং গতঃ, কাকোহপ্যুড্‌ডীয় বৃক্ষাগ্রমারুঢ়ঃ।
 ততো লঘুপতনকেন স্তদূরং নিরূপ্য ভয়হেতুর্ন কোহপ্যবলোকিতঃ।
 পশ্চাৎ তদ্বচনাदागत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रैवोपविष्टाः।
 मन्थरेणोक्तम्—भद्रं युगं कुशलं ते। श्रेच्छया उदकाद्याहारोश्-
 नुभूयताम्। अत्रोबस्थानेन वनमिदं सनाथीक्रियताम्। चित्रान्द्रो
 क्रते—लूककत्रासितोहहं भवतां शरणमागतः।

যতঃ। লোভাদ্ বাথ ভয়াদ্ বাপি যন্ত্যজ্জেচ্ছরণাগতম্।

ব্রহ্মহত্যাসমং তস্য পাপমার্জ্জ্বনীষিণঃ ॥২০২॥

ততশ্চ ভবন্তিঃ সহ মিত্রত্বমিচ্ছামি। হিরণ্যকোহবদৎ—
 মিত্রত্বং তাবদস্মাভিঃ সহায়ত্বেনৈব নিষ্পন্নং ভবতঃ।

যতঃ। ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতম্।

রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্ ॥২০৩॥

कारणे भय पाईया সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্যই সেই যুগের
 পশ্চাতে কোনও ভয়ের বিষয় থাকিবে, এই আশঙ্কায়, মন্থর জলে ও মুষিক
 বিবরে প্রবেশ করিল, এবং কাক উড়িয়া গিয়া বৃক্ষের উপর বসিল। তাহার
 পর, লঘুপতনক বহদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়াও কোনও ভয়ের কারণ দেখিতে
 পাইল না। অনন্তর, পুনরায় তাহারা সকলে মিলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বসিল।
 মন্থর জিজ্ঞাসিল, সাধো! যুগ! আপনার মঙ্গল ত? এখানে শ্রেচ্ছামত পান-
 ভোজন করুন। এই স্থানে অবস্থানপূর্বক এই বনকে কৃতার্থ করুন। চিত্রাঙ্গ
 কহিল,—আমি, ব্যাধের ভয়ে ভীত হইয়া আপনারদের শরণাপন্ন হইয়াছি। কারণ;—
 লোভে কিম্বা ভয়ে কিম্বা যে কোন কারণে, ত্যজে যে শরণাগত গৃহাগত জনে;
 ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপে পাতকী সে হয়, অনন্ত নরক তার সর্বশাস্ত্রে কয়। ২০২।

অতএব আমি আপনাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক
 কহিল,—আমাদের সঙ্গে মিত্রতা আপনার বিনা যত্নেই ত সম্পন্ন হইয়াছে। কারণ,—
 স্বদেহজ, স্বভাবজ, কুলক্রমাগত; বিপদে রক্ষিত, এই মিত্র চারিভেদে (১)। ২০৩।

(১) 'স্বদেহজ',—বাহার সহিত শোণিত শুক্রের সম্বন্ধ আছে। 'স্বভাবজ',—অকৃত্রিম। 'কুল-
 ক্রমাগত',—পুরুষানুক্রমে বাহার সহিত আত্মীয়তা 'বিপদে রক্ষিত',—বিপদে রক্ষা করার বাহার
 সহিত আত্মীয়তা হয়।

তদত্র ভবতা স্বগৃহনির্ব্বিশেষেণ স্বীয়তাম্ । তৎ শ্রদ্ধা মৃগঃ
মানন্দঃ কুতশ্চছাহারঃ পানীয়ং পীত্বা জলাসন্নবটতরুচ্ছায়ায়-
মুপবিষ্টঃ ।

যতঃ কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকাগৃহম্ ।

শীতকালে ভবেদুষ্কমুষ্ককালে চ শীতলম্ ॥ ২০৪ ॥

অথ মম্বরো ক্রতে—সথে মৃগ কেন ত্রাসিতোহসি । কিমশ্মিন্
নির্জনে বনে কদাচিৎ ব্যাধাঃ সঞ্চরন্তি । মৃগেণোক্তম্—অস্তি
কলিঙ্গবিষয়ে রুম্বাদ্দদো নাম নৃপতিঃ । স চ দীর্ঘিজয়ব্যাপার-
ক্রমেণগত্য চন্দ্রভাগানদীতীরে সমাবাসিতকটকো বর্ততে ।
প্রাতশ্চ তেনাত্রাগত্য কপূরসরঃসমীপে ভবিতব্যম্ । ইতি ব্যাধানাং
মুখাৎ কিংবদন্তী শ্রয়তে । তদত্রাপি প্রশতরবস্থানং ভয়হেতুক-
মিত্যালোচ্য যথা কার্যং তথারভ্যতাম্ । তৎ শ্রদ্ধা কুর্মঃ সভয়-
মাহ—মিত্র জলাশয়াস্তুরং গচ্ছামি । কাকমৃগাবপি উক্তবন্তো—

অতএব, আপনি এই স্থানে বাস করুন, এ স্থান আপনারি গৃহ বলিয়া জানি-
বেন । তাহা গুনিয়া মৃগ পরম আনন্দিত হইল, এবং ইচ্ছামত পানভোজন
করিয়া, জলাশয়ের সন্নিকিত বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিল । কারণ,—

বটপাদপের ছায়া, আর কূপবারি, ইষ্টক-রচিত গৃহ, আর শ্যামা নারী (১) ;
উষ্ণ থাকে এ সকল শীতের সময়, গ্রীষ্মকালে পুনরায় সুশীতল হয় । ২০৪ ।

অনন্তর, মম্বর জিজ্ঞাসিল,—সথে মৃগ ! কি কারণে ভয় পাইয়াছ ? এই
নির্জন বনেও কি বঙ্গগণের গতিবিধি আছে ? মৃগ কহিল,—কলিঙ্গদেশে
রুম্বাদ্দদ নামে এক রাজা আছেন । তিনি দীর্ঘজয়প্রসঙ্গে আলিয়া চন্দ্রভাগা
নদীতীরে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন । প্রাতঃকালে তিনি এই
কপূর সরোবরের নিকট আসিবেন । ব্যাধগণের মুখে আমি এইরূপ জনরব
গুনলাম । অতএব প্রাতঃকালে এস্থানেও আমাদের বাস করা শকার বিষয়,
ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য হয় কর । তাহা গুনিয়া কুর্ম ভীত হইয়া
কহিল,—মিত্র ! আমি অন্য জলাশয়ে গমন করি । কাক ও মৃগ কহিল,—

(১) 'শ্যামা'—বাহার শরীর শীতে উষ্ণ ও গ্রীষ্মে শীতল, বর্ণ তণ্ডকাকনের ন্যায় উজ্জ্বল, সেই
পূর্ণঘোষনা হস্তরীকে 'শ্যামা' বলে ।

মিত্র এবমস্তু । হিরণ্যকো বিয়ুশ্চারবীৎ — জলাশয়ান্তরে প্রাপ্তে
মহুরস্য কুশলম্ । স্থলে গচ্ছতোহস্য কো বিধিঃ ।

যতঃ । অন্তাংসি জলজন্তুনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাম্ ।

স্বভূমিঃ স্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং সৈন্যং পরং বলম্ ॥২-৫॥

সখে লঘুপতনক অনেনোপদেশেন তথা ভবিষ্যতি ।

স্বয়ং বীক্ষ্য যথা বধ্বাঃ পীড়িতং স্তনকুট্টলম্ ।

বণিক্পুত্রোহভবদ্ দুঃখী ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥২-৬॥

তে উচুঃ—কথমেতৎ । হিরণ্যকঃ কথয়তি । অস্তি কান্যকুজ-
বিষয়ে রাজা বীরসেনো নাম । তেন বীরপুরনাম্নি নগরে তুঙ্গ-
বলো নাম রাজপুত্রো যুবরাজঃ কৃতঃ । স চ মহাধনস্তরুণ একদা
স্বনগরং ভ্রাম্যন্ অতিশ্রোত্রযৌবনাং লাবণ্যবতীং নাম বণিক্পুত্র-
বধুমালোকয়ামাস । ততঃ স্বহর্শ্যং গত্বা স্মরাকুলিতমতিস্তম্ভাঃ
কৃতে দূতীং প্রেষিতবান্ । যতঃ ।

মিত্র ! ইহাই উত্তম পরামর্শ । হিরণ্যক তাহা শুনিয়া চিন্তা করিয়া কহিল,—
হাঁ, অত্র জলাশয়ে যাইতে পারিলে মহুরের পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু ইনি স্থলপথ
দিয়া কিরূপে যাইবেন ? কারণ,—

জলই জানিবে জলজন্তুর আশ্রয়, দুর্গবাসীদের পক্ষে দুর্গই অভয় ;

নিজভূমি স্বাপদের বিক্রমের স্থান, সৈন্যই রাজার পক্ষে আশ্রয় প্রধান । ২০৫ ।

অতএব সখে লঘুপতনক ! তোমাদের এই পরামর্শানুসারে চলিলে সেইরূপই
ঘটিবে ;—

এক বণিক্পুত্র নিজ পত্নীকে স্বচক্ষে অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হইতে দেখিয়া যেরূপ
পরিতাপ পাইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ ঘটিবে (১) । ২০৬ ।

তাহারা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? হিরণ্যক কহিল,—কান্যকুজ দেশে
বীরসেন নামে এক রাজা আছেন । তিনি তুঙ্গবল নামক রাজপুত্রকে বীরপুর
নামক নগরে যুবরাজপদে স্থাপিত করিলেন । সেই রাজপুত্র অতি সমৃদ্ধিশালী ও
যুবা পুরুষ । তিনি একদিন নিজ নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে, লাবণ্যবতী নামী
এক পূর্ণযৌবনা বণিক্পুত্রের স্ত্রীকে দর্শন করিলেন । তদর্শনে কামে বিহ্বলচিত্ত
হইলেন এবং নিজগৃহে গিয়া সেই নারীর নিকট দূতী প্রেরণ করিলেন । কারণ,—

(১) মূলে ইহা পদ্যে আছে, এইজন্য ইহাতে শ্লোকের সংখ্যা প্রদত্ত হইল ।

সম্মার্গে তাবদাস্ত্রে প্রভবতি পুরুষস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাম্
লজ্জাং তাবদ্ বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব ।

ক্রুচাপাকৃষ্ণমুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে

শাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদি ধৃতিমুষো দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি ॥ ২০৭ ॥

সাপি লাবণ্যবতী তদবলোকনক্ষণাৎ প্রভৃতি স্মরশরপ্রহার-
জর্জরিতহৃদয়া তদেকচিভাহভবৎ ।

তথা চোক্তম্ ।

অসত্যং সাহসং মায়া মাৎসর্যং চাতিলুর্তা ।

নিগুণত্বমর্শোচত্বং স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ২০৮ ॥

অথ দূতীবচনং শ্রুত্বা লাবণ্যবত্যাচ—অহং পতিব্রতা পর-
পুরুষস্পর্শমাত্রমপি ন করোমি ।

যতঃ । সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী ।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥২০৯॥

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্ ।

বিদ্যা রূপং কুরুপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্ ॥২১০॥

যাবত মোহিনীগণ আকর্ণ সন্ধান, সম্মোহন দৃষ্টিবাণ হৃদে নাহি হানে ।

তাবত স্পথে গতি পুরুষের হয়, বিনয়, ইন্দ্রিয়জয়, লজ্জাভয় রয় । ২০৭ ।

এদিকে সেই লাবণ্যবতীও রাজপুত্রকে দেখিয়া অবধি কন্দর্প-শর-প্রহারে জর্জ-
রিতহৃদয়া হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইলেন । কথিতও আছে যে,—

অসত্য, সাহস, মায়া, লোভ, দ্বৈর্ঘ্যাভাব ; নিগুণতা, অশুচিতা, নারীর স্বভাব(১)২০৮

অনন্তর, দূতীর কথা শুনিয়া লাবণ্যবতী কহিল,—আমি পতিব্রতা, আমি পর-
পুরুষের স্পর্শমাত্রও করি না । কারণ ;—

গৃহস্বকর্ষে ষাঁর হৃদয়ের টান, পুত্রের জননী যিনি, পতি ষাঁর প্রাণ ;

পতিই জীবনব্রত একমাত্র ষাঁর, 'ভার্য্যা' এই উচ্চ নাম উপযুক্ত তাঁর । ২০৯ ।

কোকিল স্নন্দর হয় স্নমধুর রবে, রমণী স্নন্দর হয় সতীত্ব-গৌরবে ;

বিদ্যায় স্নন্দর হয় কুরূপ যে নর, মুনিগণ ক্ষমাশুণ থাকিলে স্নন্দর । ২১০ ।

(১) ইহা অশিক্ষিতা ও অরক্ষিতা নারীর পক্ষে অভিপ্রেত । স্ত্রীলোক অশিক্ষিত ও বিলাসস্বখে
বর্জিত হইলে, তাহার স্বভাবে এই সকল দোষ ঘটয়া থাকে ।

অন্যচ্চ । ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্য্য। যস্য্যাং ভর্ত্তা ন ভূষ্যতি ।

ভূষে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্ঠাঃ সৰ্বদেবতাঃ ॥২১১॥

ততো। যদ্যদাশিতি মে প্রাণেশ্বরস্তদেবাহমবিচারিতং
করোমি । দূত্যোক্তম্—সত্যমেতৎ । লাভণ্যবত্বাচ—পত্য-
মেবেতৎ । ততো দূতিকয়া গত্বা তৎ তৎ সৰ্ব্বং তুঙ্গবলস্যাগ্রে
নিবেদিতম্ । তৎ শ্রুত্বা তুঙ্গবলোহবদৎ—বিষমেষুণা ত্রণিত-
হৃদয়স্তাং বিনা কথমহং জীবিস্যামি । কট্টিণ্যাহ—স্বামিনানীম
সমর্পয়িতব্যেতি । স প্রাহ—কথমেতচ্ছক্যম্ । কুট্টিণ্যাহ—
উপায়ঃ ক্রিয়তাম্ ।

তথা চোক্তম্ ।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ ।

শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবজ্জনা ॥ ২১২ ॥

রাজপুত্রঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । সা কথয়তি । অস্তি ব্রহ্মা-
রণ্যে কপূরতিলকো নাম হস্তী । তমবলোক্য সৰ্ব্বৈ শৃগালা-

আরো,—

যে নারীর প্রতি পতি ভুট্ট নাহি রয়, 'ভার্য্যা' এই নাম তার যোগ্য কভু নয় ;
যার প্রতি ভুট্ট সদা পতির হৃদয়, তার প্রতি সমস্ত দেবতা ভুট্ট রয় । ২১১ ।

এই কারণে, আমার প্রাণপতি আমাকে যখন যাহা আদেশ করেন, আমি ভাল
মন্দ বিচার না করিয়াই তাহা পালন করি । দূতী জিজ্ঞাসিল,—তুমি কি সত্যই
তাহা কর ? লাভণ্যবতী কহিলেন,—আমি যথার্থই তাহা করি । অনস্তর দূতী
তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং তুঙ্গবলের সমীপে যাইয়া আল্পপূর্ব্বিক কহিল ।
তাহা শুনিয়া তুঙ্গবল কহিলেন,—কন্দর্প-শরে আমার মর্দনস্থান বিদীর্ণ হইতেছে,
তাহাকে না পাইলে কিরূপে প্রাণধারণ করিব ? দূতী কহিল,—তাহার
স্বামীই তাহাকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিবে । তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—
ইহা কিরূপে ঘটবে ? দূতী কহিল,—উপায় দেখা যাউক । কথিতও আছে যে—

বিক্রমে না হয় তাহা, যা হয় কৌশলে ; শৃগাল মারিল হস্তী দেখ ! বুদ্ধিবলে । ২১২ ।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার ? সে কহিল,—ব্রহ্মারণ্যে কপূরতিলক
নামে এক হস্তী ছিল । তাহাকে দেখিয়া, শৃগালেরা এইরূপ ভাবিত যে-

শিচন্তুয়ন্তি স্ম—যদ্যয়ং কেনাপ্যুপায়েন ত্রিয়েত তদাস্মাকমেত-
দেহেন মাসচতুর্কয়স্য স্বেচ্ছাভোজনং ভবেৎ । ততস্তন্মধ্যাদেকেন
বৃদ্ধশৃগালেন প্রতিজ্ঞা কৃত্য—ময়া বুদ্ধিপ্রভাবাদস্য মরণং সাধয়ি-
ত্ব্যম্ । অনস্তরং স বঞ্চকঃ কপূরতিলকসন্নিধানং গত্বা সার্ফাস্ত্র-
পাতং প্রণম্যোবাচ,—দেব দৃষ্টিপ্রসাদং কুরু । হস্তী ক্রতে—
কস্তম্, কুতঃ সমায়াতঃ । মোহবদৎ—জম্বুকোহহম্ । সর্বৈব-
বনবাসিভিঃ পশুভির্মিলিত্বা ভবৎসকাশং প্রস্থাপিতঃ । যদ্ বিনা
রাজা স্থাতুং ন যুক্তম্ । তদত্রাটবীরাজ্যেহভির্ষেক্তুং ভবান্ সর্ব-
স্বামিশুণোপেতো নিরুপিতঃ ।

যতঃ । কুলাচারজনাচারৈরতিশুদ্ধঃ প্রতাপবান্ ।

ধার্মিকো নীতিকুশলঃ স স্বামী যুজ্যতে ভূবি ॥২১৩॥

অপরঞ্চ পশ্য ।

রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্ ।

রাজন্যসতি লোকেহস্মিন্ কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥২১৪॥

যদি এই হস্তীকে কোনরূপে মারিতে পারা যায়, তবে ইহার দেহের মাংসে চারি
মাস বিলক্ষণরূপে ভোজন চলে । অনস্তর, তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ শৃগাল এই
প্রতিজ্ঞা করিল,—আমি বুদ্ধিকৌশলে ইহার মৃত্যু ঘটাইব । অনস্তর, সেই ধূর্ত
শৃগাল, কপূরতিলকের নিকট গিয়া তাহাকে সার্ফাস্ত্র প্রণাম করিয়া কহিল,—
মহারাজ ! এদিকে একবার রূপাদৃষ্টি করুন । হস্তী কহিল,—কে হাঁ তুমি ?
কোথা হইতে আসিতেছ ? সে কহিল,—আমি শৃগাল । বনের সমস্ত পশুগণ
মিলিত হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে । রাজা ব্যতিরেকে
আমাদের এখানে থাকা উচিত নয় । অতএব আপনাকে সমস্ত রাজশুণে বিভূ-
ষিত দেখিয়া, আমরা আপনাকেই এই অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিব স্থির
করিয়াছি । কারণ,—

লোকাচারে কুলাচারে বিশুদ্ধ নির্মল, ধার্মিক, প্রতাপযুক্ত, সূনীতিকুশল ;

যে মহাপুরুষে আছে এসব লক্ষণ, জানিবে তাঁহারি যোগ্য রাজসিংহাসন । ২১৩ ।

আরো দেখ !—

১২১৪

আগেত থাকিবে রাজা তবে ধন দারা ; রাজা না থাকিলে বল ! কোথা রবে তারা

অন্যচ্চ । পর্জন্যেইব ভূতানাংমাধারঃ পৃথিবীপতিঃ ।

বিকলেহপি হি পর্জন্যে জীব্যতে ন তু ভূপত্যে ॥২১৫॥

কিঞ্চ । নিয়তবিষয়বর্তী প্রায়শো দণ্ডযোগাৎ

জগতি পরবশেহস্মিন্ দুর্লভঃ সাধুর্ততঃ ।

কুশমপি বিকলং বা ব্যাধিতং বাহধনং বা

পতিমপি কুলনারী দণ্ডভীত্যাভ্যুপৈতি ॥২১৬॥

তদ্ যথা লগ্নবেলা ন চলতি তথা কৃত্বা সত্বরমাগম্যতাং দেবেন ।
ইতুক্ত্বা উখায় চলিতঃ । ততোহসৌ রাজ্যলোভাকৃষ্ণঃ কপূর-
তিলকঃ শৃগালদর্শিতবস্তুনা ধাবন্ মহাপক্ষে নিমগ্নঃ । হস্তিনো-
ক্তম্—সখে শৃগাল কিমধুনা বিধেয়ম্ । মহাপক্ষে নিপতিতোহহম্
ত্রিয়ে । পরাবৃত্য পশু । শৃগালেণ বিহস্যোক্তম্—দেব মম
পুচ্ছাগ্রে হস্তং দস্তোভিষ্ঠ । যন্মদ্বিধস্য বচসি ত্বয়া বিশ্বাসঃ কৃতস্তস্য
ফলমেতৎ । তথা চোক্তম্ ।

যদা সংস্করহিতো ভবিষ্যসি ভবিষ্যসি ।

তদাহসজ্জনগোষ্ঠীষু পতিষ্যসি পতিষ্যসি ॥২১৭॥

আরো,—

নৃপতি মেঘের গায় লোকের আশ্রয়, ছায়া দিয়া নিবারণে সস্তাপের ভয় ;
বরঞ্চ বারিদ বিনা বাঁচে এ ভূবন, রাজ্য বিনা কতু নাহি বাঁচে এক ক্ষণ । ২১৫ ।

আরো,—

সকলেই দণ্ডভয়ে ধর্মপথে চলে, নহিলে, প্রকৃত সাধু দুর্লভ ভূতলে ;
যে পতি দরিদ্র কৃশ কৃশ ভয়কায়, তারো কাছে কুলনারী দণ্ডভয়ে যায় । ২১৬ ।

অতএব অভিষেকের স্তম্ভলগ্নের সময় বহিয়া না যাইতে যাইতেই মহারাজ
ক্রতপদে আগমন করুন । ইহা বলিয়াই সে চলিল । অনন্তর কপূরতিলক রাজ্য-
লোভে আকৃষ্ট হইয়া শৃগালের প্রদর্শিত পথে যেমন ধাবিত হইল অমনি দুস্তর
পক্ষমধ্যে নিমগ্ন হইল । হস্তী কহিল,—সখে শৃগাল ! এখন কি করি ? দুস্তর পক্ষে
পড়িয়াছি, মারা যাই, একবার ফিরিয়া দেখ ! শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল,—
মহারাজ ! আমার লেজের আগা ধরিয়া উঠুন । আপনি যে আমার মত লোকের
কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এ তাহারি ফল । কথিতও আছে যে,—

যখনি হারাবে তুমি সাধুসহবাস ; তখনি জানিবে ভব নরকে নিবাস । ২১৭ ।

ততো মহাপক্ষে নিমগ্নো হস্তী শৃগালৈর্ভক্ষিতঃ । অতোহহং
 ভ্রবীমি,—“উপায়েন হি যচ্ছক্যম্” ইত্যাদি । ততঃ কুট্টিন্যুপ-
 দেশেন তং চারুদত্তনামানং বণিকপুত্রং স রাজপুত্রঃ সেবকং
 চক্ষার । ততোহসৌ তেন সর্ববিশ্বাসকার্যেষু নিয়োজিতঃ ।
 একদা কুট্টিন্যুপদেশেন তেন রাজপুত্রেণ স্নাতানুলিপ্তেন কনকা-
 লঙ্কারধারণোক্তম্—চারুদত্ত ময়া মাসমেকং যাবৎ গৌরীভ্রতং
 কর্তব্যম্ । তদদ্যাবভ্য প্রতিরাত্রমেকাং কুলীনাং যুবতীমানীয়
 সমর্পয় । সা ময়া যথোচিতেন বিধিনা পূজয়িতব্য্যা । ততঃ স
 চারুদত্তস্তথাবিধাং তরুণীমানীয় সমর্পয়তি । পশ্চাৎ প্রচ্ছন্নঃ সন্-
 কিময়ং করোতীতি নিরূপয়তি । স চ তুঙ্গবলস্তাং যুবতীমস্পৃশ-

তাহার পর, শৃগালেরা সেই মহাপক্ষে নিমগ্ন হস্তীকে ভক্ষণ করিল। এইজন্যই
 আমি বলিতেছিলাম যে, বুদ্ধিকৌশলে যাহা হয় তাহা বলপ্রয়োগে হয় না।
 অনন্তর সেই রাজপুত্র দূতীর উপদেশক্রমে, চারুদত্ত নামক সেই বণিকপুত্রকে নিজ
 সেবকরূপে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তিনি তাহাকে সমস্ত বিশ্বাসের কার্যে
 নিযুক্ত করিলেন। একদা, দূতীর উপদেশক্রমে সেই রাজপুত্র স্নান করিয়া
 সর্বাঙ্গে চন্দনাদি লেপন ও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ পূর্বক, বণিকপুত্রকে কহিলেন,—
 চারুদত্ত ! একমাস আমাকে গৌরীভ্রত (১) পালন করিতে হইবে। অতএব আজ
 হইতে একমাস যাবৎ প্রতি রাত্রে এক একটি সৎকুলোদ্ভবা যুবতীকে আনিয়া
 সমর্পণ কর। আমি তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে যথোচিত পূজা করিয়া বিদায় করিব।
 অনন্তর, চারুদত্ত এক একটি কুলীনা তরুণী আনিয়া সমর্পণ করিতে লাগিল।
 তৎপরে, রাজপুত্র সেই যুবতীকে লইয়া ক্টি করেন, সে তাহা গুপ্তভাবে দেখিতে
 লাগিল। রাজপুত্রও যুবতীকে স্পর্শও না করিয়া দূর হইতে বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্প

(১) ‘গৌরীভ্রতঃ’—এই ভ্রত তৃতীয়াকল্পে আরম্ভ করিতে হয়। শক্তিরূপা কুলান্দনার পূজা দ্বারা
 আদ্যাশক্তি ভগবতী গৌরীর প্রীতিসাধন এই ভ্রতের উদ্দেশ্য। রূপযৌবনসম্পন্ন শীলসৌভাগ্যশালিনী
 কুলনারীকে ইষ্টদেবী জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে ঘোড়শোপচারে বিজনে নিশাকালে পূজা করিতে হয়।
 পূজা সাক্ষ হইলে, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া বহুমুলা বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি দান করিয়া বিদায় করিতে
 হয়। সাধক যে নারীকে আদ্যাশক্তি ভগবতীর প্রতিনিধি করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ
 ভগবতী বলিয়াই জ্ঞান করিবেন, এবং পূর্ণাপর তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। সাধ-
 কের মনে অণুমান বিকার জন্মিলে ভ্রত পণ্ড হয়, এবং তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হয়।

স্নেহ দূরাদ্ বস্ত্রালঙ্কারগন্ধচন্দনৈঃ সম্পূজ্য রক্ষকং দত্ত্বা তৎক্ষণমেব
 প্রস্থাপয়তি । অথ তেন বণিকপুত্রেন তদ্ দৃষ্ট্বোপজাতবিশ্বাসেন
 লোভাকৃচ্ছমনসা স্ববধুঃ সমানীয় সমর্পিতা । স চ তুঙ্গবলস্তাং
 হৃদয়প্রিয়াং লাভণ্যবতীং বিজ্ঞায় সসম্ভ্রমমুখ্যায় নির্ভরমালিন্ধ্যানন্দ-
 নিমীলিতলোচনঃ প্রহৃচ্ছমনা বহুবিধামনঙ্গক্রীড়াং বিধায় পর্য্যক্ষে
 তয়া সহ স্নহাপ । তদালোক্য বণিকপুত্রশিচত্রলিখিতইব ইতি-
 কৰ্ত্তব্যতামূঢ়ঃ পরং বিষাদমুপাগতঃ । তথা ত্বয়াপি ভবিতব্যমিতি ।
 ততস্তদ্ধিতবচনমবধীৰ্য্য মহতা ভয়েন বিমুগ্ধইব মন্থরস্তং জলাশয়-
 মুৎসৃজ্য প্রচলিতঃ । তেহপি হিরণ্যকাদয়ঃ স্নেহাদনিষ্কং শঙ্ক-
 মানান্তমনুজগ্মুঃ । ততঃ স্থলে গচ্ছন্ কেনাপি ব্যাধেন কাননং
 পর্য্যটতা স মন্থরঃ প্রাপ্তঃ । স চ তং গৃহীত্বা উথাপ্য ধনুষি বদ্ধ্বা
 ধন্যোহস্মীত্যভিধায় স্বগৃহাভিমুখং প্রযাতঃ । অথ তে যুগ-বায়স-

চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেন, এবং পূজা সাঙ্গ হইলেই, তাঁহার সঙ্গে
 রক্ষক দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিতেন । তাহা দেখিয়া
 সেই রাজপুত্রের উপর সেই বণিকনন্দনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল । বস্ত্র ও অল-
 ক্বারের লোভে আকৃষ্ট হইয়া একরাত্রি সে নিজ পত্নীকে আনিয়া সমর্পণ করিল ।
 সেই রাজপুত্রও সেই হৃদয়প্রিয়া লাভণ্যবতীকে চিনিতে পারিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া
 তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দে চক্ষু নিমীলিত করিলেন, এবং পুলকিত
 হৃদয়ে বহুবিধ অনঙ্গক্রীড়া করিয়া তাহার সহিত পর্য্যক্ষে শয়ন করিলেন । তাহা
 দেখিয়া সেই বণিকপুত্র কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্তোপ্তির ন্যায়-দণ্ডায়মান রহিল,
 এবং বিষম পরিতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল । শেষে তোমাদেরও সেইরূপ পরিতাপ
 করিতে হইবে । কিন্তু মন্থর তাহার সেই হিতবাক্য না শুনিয়া, অত্যন্ত ভয়ে
 হতজ্ঞান হইয়া সেই জলাশয় ত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিল । সেই হিরণ্যক
 প্রভৃতি বন্ধুরাও স্নেহপ্রযুক্ত অনিষ্ট আশঙ্কা করত তাহার অহুগমন করিতে
 লাগিল । সেই মন্থর স্থলপথে গমন করিতেছে এমন সময় এক ব্যাধ বনে ভ্রমণ
 করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইল । সে কূর্মকে ভূমি হইতে তুলিয়া ধরুকে
 বন্ধন করিয়া কহিল,—আঃ ! আমার পরিশ্রম সফল হইল ! ইহা বলিয়া গৃহা-
 ভিমুখে প্রস্থান করিল । অনন্তর সেই যুগ, কাক ও মূষিক বিবাদমাগরে মগ্ন

মুখিকাঃ পরং বিষাদমুপগতাস্তমনুগচ্ছন্তি স্ম ।-ততো হিরণ্যকো
বিলপতি ।

একশ্চ দুঃখশ্চ ন যাবদন্তম্

গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবশ্চ ।

তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে

ছিদ্ৰেষ্মনার্থা বহুলীভবন্তি ॥২১৮॥

স্বভাবজং তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে ।

তদকৃত্রিমসৌহর্দমাপৎস্বপি ন মুঞ্চতি ॥ ২১৯ ॥

অপিচ । ন মাতরিং ন দারেষু ন সোদর্যে ন চাত্নজে ।

বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে ॥ ২২০ ॥

ইতি মুক্তর্বিচিন্ত্য । অহো মে দুর্দৈবম্ । যতঃ ।

স্বকর্মসস্তানবিচেষ্টিতানি কালান্তরারুতিশুভাশুভানি ।

ইহৈব দৃষ্টানি ময়ৈব তানি জন্মান্তরাণীব দশান্তরাণি ॥২২১॥

অথবা ইথমেবৈতৎ ।

হইয়া, সেই ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । অনন্তর হিরণ্যক ইহা বলিয়া বিলাপ
করিতে লাগিল যে,—

এক দুঃখ সিন্ধুসম না হইতে পার, • দুঃখের উপর দুঃখ ঘটিল আমার ;

ভবের নিয়ম এই বুঝিই এখন, দুঃখের সঙ্গেই হয় দুঃখের মিলন । ২১৮ ।

বিপদে সঙ্গের সাথী যেই জন হয়, অকৃত্রিম মিত্র সবে তাহাকেই কয় ;

• কাহারো যদ্যপি থাকে বহু পুণ্যবল, সেরূপ স্নেহে মিলে তাহারি কেবল । ২১৯

আরো,—

যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন, সে জন যেমন হয় বিশ্বাসভাজন ;

জননী, গৃহিণী, কিম্বা সোদর, তনয়, তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয় । ২২০ ।

এইরূপ বারংবার ভাবিতে ভাবিতে আক্ষেপ করিয়া কহিল,—অহো ! আসার
কি ছরদৃষ্ট ! কারণ,—

ইহ জনমের শুভাশুভ কর্ম-চয়, পর জনমেই তার ফলভোগ হয় ;

আমারি অদৃষ্ট শুধু বিপরীত, তাই, ইহ জনমেই নিজ কর্মফল পাই । ২২১ ।

অথবা এ সংসারের গতিই এই,—

কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্ ।

সমাগমাঃ সাপগমাঃ সৰ্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্ ॥২২২॥

পুনর্বিযুশ্চাহ ।

শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভতাজনম্ ।

কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২২৩॥

কিঞ্চ ।

মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ

পাত্রং যৎ স্নহদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্ দুর্লভম্ ।

যে চান্তে স্নহদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যান্তিলাষাকুলাঃ

তে সৰ্বত্র মিলন্তি তদ্বনিকষগ্রাণা তু তেষাং বিপৎ ॥২২৪॥

ইতি বহু বিলপ্য হিরণ্যকশ্চিত্রাঙ্গলযুপতনকাবাহ—যাবদয়ং
ব্যাধো বনাৎ ন নিঃসরতি তাবন্মস্বরং মোচয়িতুং যত্ত্বঃ ক্রিয়তাম্ ।
তাবূচতুঃ—সত্বরং যথাকার্য্যমুপদিশ । হিরণ্যকো ক্রতে—চিত্রাঙ্গো

আজি আছে এই দেহ কালি পাবে লয়, সম্পদের সঙ্গেই বিপদ সদা রয় ;

যথায় মিলন তথা বিচ্ছেদ নিশ্চয়, যাহারি জনম আছে তারি আছে ক্ষয় ।২২২।

পুনরায় ভাবিতে ভাবিতে কহিল ;—

বিশ্বাসে প্রণয়ে যায় হৃদয় ভরিয়া, শোক দুঃখ শক্রভয় যায় পলাইয়া ;

‘মিত্র’-এ অমৃতময় দুইটি অক্ষর, আহা ! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর ! ২২৩।

আরো,—

যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন, যে জন আনন্দময় হৃদয়-বন্ধন ;

সুখে সুখী ছুখে দুখী সদা যেই জন, জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্ররতন ;

মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়, কেবল স্বার্থের তরে আসি’ মিত্র হয় ;

নিকষে (১) পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন, বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন ।২২৪।

এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া, হিরণ্যক, চিত্রাঙ্গ ও লযুপতনককে বলিল,—এই
ব্যাধ বন হইতে বহির্গত না হইতে হইতেই ইহার হস্ত হইতে মস্বরকে মোচন
করিতে যত্ন কর। তাহারি দুইজনে কহিল,—কি করিতে হইবে শীঘ্র উপদেশ
দাও। হিরণ্যক কহিল,—চিত্রাঙ্গ জলের নিকট যাইয়া মৃতবৎ নিস্পন্দভাবে পড়িয়া

জলসমীপং গত্ত্বা মৃতমিবাছ্যানং নিশ্চেষ্টং দর্শয়তু । কাকশচ
তশ্চোপরি স্থিত্বা চক্ষুঃ কিমপি বিলিখতু । নূনমনেন লুক্কেন মুগ-
মাংসার্থিনা তত্র কচ্ছপং পরিত্যজ্য সত্বরং গন্তব্যম্ । ততোহহং
মহুঃস্বস্ত বন্ধনং ছেৎশ্যামি । সন্নিহিতে লুক্কে ভবদ্ভ্যাং পলায়ি-
তব্যম্ । ততশ্চিত্রাঙ্গলঘুপতনকাভ্যাং শীঘ্রং গত্ত্বা তথানুষ্ঠিতে
সতি স ব্যাধঃ পরিশ্রান্তঃ পানীয়ং পীত্বা তরোরধস্তাদুপবিষ্টস্তথা-
বিধং মুগমপশ্যৎ । ততঃ কচ্ছপং জলসমীপে নিধায় কর্তরিকা-
মাদায় প্রহৃষ্টমনা মুগাস্তিকং চলিতঃ । অত্রাস্তরে হিরণ্যকেনাগত্য
ছিন্নবন্ধনঃ স কূর্ম্নঃ সত্বরং জলাশয়ং প্রবিষ্টঃ । স চ মুগ আসন্নং
তং ব্যাধং বিলোক্য উথায় দ্রুতং পলায়িতঃ । প্রত্যাবৃত্য লুক্কে
যাবৎ তরুতলমায়াতি তাবৎ কূর্ম্নমপশ্যন্নচিন্তয়ৎ—উচিতমেবৈতৎ
মমাসমীক্ষ্যকারিণঃ ।

যতঃ । যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে ।

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥২২৫॥

থাকুক । কাকও উহার উপরে বসিয়া, ঠোঁট দিয়া যেন ঠোকরাইতেছে এইরূপ
ভাব প্রকাশ করুক । তাহা হইলে, নিশ্চয়ই এই ব্যাধ মুগমাংসের লোভে
কচ্ছপকে রাখিয়া, শীঘ্র তথায় গমন করিবে । তাহার পর, আমি মহুঃস্বস্ত
কাটিয়া দিব । ব্যাধ নিকটবর্তী হইলেই তোমরা ছইজনে পলায়ন করিবে ।
অনস্তর, চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক, শীঘ্র যাইয়া ঠিক সেইরূপ করিলে, সেই ব্যাধ
পরিশ্রান্ত হইয়া জলপানপূর্বক তরুতলে উপবেশন করিল, এবং মুগকে সেইভাবে
পতিত দেখিয়া কচ্ছপকে জলসমীপে রাখিয়া, একখানি কাতারি লইয়া পুলকিত
চিত্তে মুগের নিকট গমন করিল । ইত্যবসরে হিরণ্যক আসিয়া বন্ধন কাটিয়া দিলে,
কূর্ম্ন সত্বর জলমধ্যে প্রবেশ করিল । এদিকে, সেই মুগও ব্যাধকে নিকটবর্তী
দেখিয়া, উঠিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল । ব্যাধ তরুতলের দিকে ফিরিয়া আসি-
বার সময় দেখিল যে, সেই কচ্ছপও সে স্থানে নাই ; তখন ভাবিল,—এ আমার
অবিমূঢ়্যকারিতার উপযুক্ত ফলই হইয়াছে ।

কেন না,—

নিশ্চিত ছাড়িয়া যেই অনিশ্চিতে যায় ; এ কুল ও কুল সেই দুকুল হারায় ॥২২৫॥

ততোহসৌ স্বকৰ্মবশাম্মিরাশঃ কটকং প্রবিষ্টিঃ । মন্থরাদয়শ্চ
সৰ্বৈৰ্ মুক্তাপদঃ স্বস্থানং গচ্ছা যথাস্থখমাস্থিতাঃ ।

অথ রাজপুত্রৈঃ সানন্দমুক্তম্—সৰ্ব্বং শ্রুতবন্তঃ স্থখিনো বয়ম্ ।
সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্ । বিষ্ণুশৰ্ম্মোবাচ—এতাবদ্রবতামভিলষিতং
সম্পন্নম্ । অপৰমপীদমস্ত ;—

মিত্রং প্রাপ্নুত সজ্জনা জনপদৈর্লক্ষ্মীঃ সমালভ্যতাম্
ভূপালাঃ পরিপালয়ন্ত বহুধাং শৰ্ভং স্বধৰ্ম্মে স্থিতাঃ ।
আস্তাং মানসতুষ্টিয়ে স্কৃতিনাং নীতিনর্বোঢ়েব বঃ
কল্যাণং কুরুতাং জনস্য ভগবাংশ্চন্দ্রাৰ্দ্ধচূড়ামণিঃ ॥২২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুশৰ্ম্ম-সংগৃহীতে হিতোপদেশে মিত্রলাভো নাম
প্রথমঃ কথাসংগ্রহঃ ।

অনন্তর, সেই ব্যাধ নিজ কৰ্ম্মদোষে ভগ্নমনোরথ হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল ।
সেই মন্থর প্রভৃতিরও সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম স্থখে বাস করিতে
লাগিল ।

অনন্তর, রাজপুত্রেরা সানন্দে কহিলেন,—আমরা সমস্ত শ্রবণ করিয়া পরম
সুখী হইলাম । আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে । বিষ্ণুশৰ্ম্মা কহিলেন,—
তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও, আমি আরো এই প্রার্থনা করি যে,—
সুশীল সজ্জনগণ ! কর মিত্রলাভ, ধরে ধরে হউক লক্ষীর আবির্ভাব ;
আপনার ধৰ্ম্মপথে থাকি অহঙ্কণ, করহ ভূপালগণ ! প্রজার পালন ;
প্রণয়িনী নববিবাহিতার মতন, নীতি তোমাদের চিন্ত করুক হরণ ;
চন্দ্রাৰ্দ্ধশেখর হর দেব ভগবান, সৰ্ব্বমতে সকলের করুন কল্যাণ । ২২৬ ।

ইতি হিতোপদেশে মিত্রলাভ নামক
প্রথম কথাসংগ্রহঃ ।

॥ শিবমস্ত ॥

হিতোপদেশঃ ।

সুহৃদ্ভেদঃ ।

অথ রাজপুত্রা উচুঃ—আৰ্য্য মিত্রলাভঃ শ্রুতস্তাবদম্মাভিঃ ।
ইদানীং সুহৃদ্ভেদং শ্রোতুমিচ্ছামো বয়ম্ । বিষ্ণুশর্মা বাচ—
সুহৃদ্ভেদং শৃণুত । বস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ ।

বর্দ্ধমানো মহান্নেহো যুগেন্দ্রবৃষরোবনে ।

পিশুনেনাতিলুকেন জম্বুকেন বিনাশিতঃ ॥ ১ ॥

রাজপুত্রৈরুক্তম্—কথমেতৎ । বিষ্ণুশর্মা কথয়তি ।

অস্তি দক্ষিণাপথে সুবর্ণবতী নাম নগরী । তত্র বর্দ্ধমানো
নাম বাণিজ্যে মহাধনঃ প্রতিবসতি । তস্য প্রভৃতেহপি বিভ্বে
অপরান্ বন্ধুন্ অতিসমৃদ্ধান্ বিলোক্য পুনরর্থবৃদ্ধিঃ করণীয়েতি
মতির্বভুব ।

সুহৃদ্ভেদ ।

অনন্তর, রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আৰ্য্য ! আমরা ‘মিত্রলাভ’ শ্রবণ করিলাম ।
এক্ষণে ‘সুহৃদ্ভেদ’ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । বিষ্ণুশর্মা কহিলেন,—‘সুহৃদ্ভেদ’
শ্রবণ কর । তাহার প্রথম শ্লোক এই ;—

কোনো বনে সিংহ আর এক বৃষ ছিল, দিনে দিনে পরস্পরে প্রণয় বাড়িল ;

অতি লোভী ধূর্তরাজ শৃগাল আসিয়া, সাধের প্রণয়ে দিল ভেদ ঘটাইয়া । ১ ।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার ? বিষ্ণুশর্মা কহিলেন,—দক্ষিণ-
দেশে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী আছে । তথায় বর্দ্ধমান নামে এক অতি
ধনবান্ বণিক বাস করেন । তাঁহার প্রভূত অর্থ থাকিলেও, তিনি অন্যান্য
আত্মীয়গণকে অধিকতর ধনবান্ দেখিয়া, নিজের সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিতে
ইচ্ছা করিলেন । কারণ,—

- যতঃ । অধোহধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে ।
উপর্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্বত্রব দরিদ্রতি ॥ ২ ॥
- অপরঞ্চ । ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্ ।
শশিনস্তুল্যবংশোহপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ৩ ॥
- অশ্লচ্চ । অব্যবসায়িনমলসং দৈবপরং সাহসাল্চ পরিহীনম্ ।
প্রমদেব হি বৃদ্ধপতিং নেচ্ছতু্যপগূহিতুং লক্ষ্মীঃ ॥ ৪ ॥
- কিঞ্চ । আলস্যং স্ত্রীসেবা সরোগতা জন্মভূমিবাৎসল্যম্ ।
সন্তোষো ভীকৃত্বং ষড়্‌ব্যাঘাতা মহত্ত্বস্য ॥ ৫ ॥
- যতঃ । সম্পদা স্থস্থিতম্মন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ ।
কৃতকৃত্যো বিধির্মন্তে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাম্ ॥ ৬ ॥
- অপরঞ্চ । নিরুৎসাহং নিরানন্দং নির্বার্য্যমরিনন্দনম্ ।
মাস্ম সীমস্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥ ৭ ॥

বড় বড় অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে যত, আপনাকে ছোট বলি' মনে হয় তত ;
ছোট ছোট অবস্থা করিলে দরশন, আপনাকে বড় নাহি ভাবে কোন্ জন ? । ২ ।

আরো দেখ !—

বিপুল বিভব যার থাকে বিদ্যমান, ব্রহ্মহত্যা করিলেও সে পায় সম্মান ;
চন্দ্ৰের সদৃশ বংশে হ'লেও উদ্ভব, কে বা মানে ? যদি তাঁর না থাকে বিভব । ৩ ।

আরো,—

যে জন উদ্যোগহীন দৈবপরবশ, সাহসবিহীন আর সদাই অলস ;
লক্ষ্মী নাহি ভজে তারে, যুবতী যেমন, অতিবৃদ্ধ পতিকে না করে আলিঙ্গন । ৪ ।

আরো,—

সদাই আলস্য, আর শত্রীরের রোগ, স্ত্রীলোক লইয়া সদা ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ;
জন্মভূমি-মায়া, আর ভীকৃত্য, সন্তোষ, মহত্ত্বের অন্তরায় (১) এই ছয় দোষ । ৫ ।

কারণ,—

অত্যন্ন ধনেই যেই চরিতার্থ হয়, উন্নতির তরে আর চেষ্টা নাহি রয় ;
বিধিও তাহার দায়ে খালাস হইয়া, আর তার দিকে নাহি চাহেন ফিরিয়া । ৬ ।

আরো,—

আনন্দ, উৎসাহ, বীর্য্য, কিছু যার নাই, শত্রুর আনন্দ বৃদ্ধি করে যে সদাই ;
নারীকূলে কেহ যেন এ হেন সন্তান, আপন উদরে কভু নাহি দেয় স্থান । ৭ ।

তথাহ্যক্তম্ ।

অলকং চৈব লিপ্সেত লকং রক্ষেদবেক্ষয়া ।

রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৮ ॥

• যতোহলকমনিচ্ছতোহর্থস্যাপ্রাপ্তিরেব । লকস্যাপ্যরক্ষিতস্য
নিধেরপি স্বয়ং বিনাশঃ । অবর্দ্ধমানশ্চার্থঃ কালেন স্বল্পব্যয়েহ-
প্যঞ্জনবৎ ক্ষয়মেতি । অনুপভূজ্যমানশ্চ নিশ্চয়োজনএব ।

তথাহ্যক্তম্ ।

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ম্ ।

অবক্ষ্যৎ দিবসং কুর্যাৎ দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥

যতঃ । জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ ।

স-হেতুঃ সর্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ ॥ ১০ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য বর্দ্ধমানঃ সঞ্জীবকনন্দকনামানৌ দ্বৌ বৃষভৌ ধুরি
নিযোজ্য শকটং নানাবিধদ্রব্যপূর্ণং কৃত্বা বাণিজ্যেন কাশ্মীরং প্রতি
চলিতঃ ।

আর ইহাও কথিত আছে যে,—

লভিতে অলক ধন করিবে যতন, লক ধন সাবধানে করিবে রক্ষণ ;

বাড়াইবে সাধ্যমতে রক্ষিত যে ধন, সুপাত্রে বর্দ্ধিত ধন করিবে অর্পণ । ৮ ।

কারণ, যদি অলক বস্তুর লাভে যত্ন না করা যায়, তবে কোনো অর্থই লাভ হয়
না । আর যদি লক অর্থের রক্ষায় যত্ন না করা যায়, তবে অমূল্য নিধিও বিনষ্ট হয় ।
আর লক অর্থ না বাড়াইলেও তাহা অল্পব্যয়েই ক্রমে অঞ্জনের ন্যায় ক্ষয় পায় ।
আর অর্থের উপভোগ না করিলে তাহা থাকিও বৃথা ।

কথিতও আছে যে,—

অঞ্জনের রেখা দেখ ! ক্রমে ক্ষয় পায়, উইমাটি বাড়়ে তত দিন ষত যায় ;

ইহা হেরি দিন কতু বৃথা না হরিবে, দান অধ্যয়ন কর্ম্মে সার্থক করিবে । ৯ ।

কারণ,—

বিন্দু বিন্দু পড়ি বারি ঘটের ভিতরে, ক্রমে ক্রমে সেই ঘট দেখ ! পূর্ণ করে ;

সেইমত দিন দিন যে করে সঞ্চয়, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ধন, তার ক্রমে পূর্ণ হয় । ১০ ।

বর্দ্ধমান মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া, সঞ্জীবক ও নন্দক নামক দুই
বৃষ শকটে জুড়িয়া, শকটখানি বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া, বাণিজ্যের
উদ্দেশে কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন । কারণ,—

যতঃ । কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্ ।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ শ্রিয়বাদিনাম্ ॥ ১১ ॥

অথ গচ্ছতস্তস্য দুর্গনাম্নি মহারণ্যে সঞ্জীবকো ভগ্নজানুর্নিপ-
তিতঃ । এতদালোক্য বর্দ্ধমানোহচিস্তয়ৎ ।

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ ।

ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্ ॥ ১২ ॥

কিন্তু । বিশ্বায়ঃ সর্ব্বথা হেয়ঃ প্রত্যাহঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।

তস্মাদ্ বিশ্বায়মুৎসৃজ্য সাধ্যসিদ্ধির্বিধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সঞ্জীবকং তত্র পরিত্যজ্য বর্দ্ধমানঃ পুনঃ স্বয়ং
ধর্ম্মপুরং নাম নগরং গত্বা মহাকাশ্মিন্যং বৃষভমেকং সম্মানীয় ধুরি
নিযোজ্য চলিতঃ । ততঃ সঞ্জীবকোহপি কথং কথমপি খুরত্রয়ে
ভরং কৃৎস্বাখিতঃ ।

যতঃ । নিমগ্নস্য পয়োরামশৌ পর্করতাং পতিতস্য চ ।

তক্ষকেণাপি দক্ষস্য আনুর্শর্ম্মাণি রক্ষতি ॥ ১৪ ॥

সমথের কাছে কিবা আছে অতি ভার ? ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার ?

কি আছে বিদেশ তার বিদ্বান যে হয়, কেবা শত্রু তার যেই শ্রিয়কথা কয় । ১১ ।

অনন্তর, যাইতে যাইতে দুর্গনামক মহাবনে সঞ্জীবক ভগ্নজানু হইয়া পতিত
হইল । এই দুর্ঘটনা দেখিয়া বর্দ্ধমান ভাবিলেন যে,—

বিজ্ঞলোকে শত চেষ্টা করিয়া বেড়ায় ; ফল কিন্তু হয়, বাহা বিধাতা ঘটায় । ১২ ।

কিন্তু,—

বিপদে বিমুগ্ধ হওয়া ঘৃণার বিষয়, সকল কার্যের তাহে ব্যাঘাত নিশ্চয় ;

অতএব মুগ্ধ নাহি হবে বিজ্ঞজন, সাধ্যমতে নিজ কার্য্য করিবে সাধন । ১৩ ।

তিনি ইহা ভাবিয়া, সঞ্জীবককে তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুর নামক নগরে
যাইয়া, আর একটি প্রকাণ্ড বৃষ ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সেই বৃষকে শকটে
জুড়িয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । সঞ্জীবকও কষ্টেত্রষ্টে তিনটি খুরে ভর
করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল । দেখ !—

অতল সমুদ্রজলে হ'লেও মগন, পর্করশিখর হ'তে হ'লেও পতন ;

বিষধর তক্ষকেও করিলে দংশন, পরমায়ু থাকে যদি না হয় মরণ । ১৪ ।

অপরঞ্চ । নাকালে ত্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।

কুশাগ্ৰেণাপি সংস্পৃক্তঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ১৫ ॥

যতঃ ।

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতম্

স্বরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি ।

জীবত্যনাথোহপি বনে বিসর্জিতঃ

কৃতপ্রযত্নোহপি গৃহে ন জীবতি ॥ ১৬ ॥

ততো দিনেষু গচ্ছৎসু সঞ্জীবকঃ স্বেচ্ছাহারাদিলাভেন তাম-
রণ্যানীং পরিভ্রমণং হৃষ্টপুষ্ঠাস্তে বলবল্লাদ । তস্মিন্ বনে পিঙ্গ-
লকনামা সিংহঃ স্বভূজোপার্জিতরাজ্যস্থখমনুভবন্নাস্তে ।

তথা চোক্তম্ ।

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে যুগৈঃ ।

বিক্রমার্জিতরাজ্যস্য স্বয়মেব যুগেন্দ্রতা ॥ ১৭ ॥

স চৈকদা পিপাসাকুলিতঃ পানীয়ং পাতুং যমুনাকচ্ছমগচ্ছৎ ।
তেমচ তত্র সিংহেনাননুভূতপূর্বকং প্রলয়ঘনগর্জিতমিব সঞ্জীবক-
নর্দিতমশ্রাবি । তৎ শ্রদ্ধাসৌ পানীয়মপীত্বা সচকিতং পরিবৃত্য

আরো দেখ !--

শত শরে নাহি মরে কাল না আইলে ; কাল পেলে মরে জীব কুশাগ্র ছুটিলে । ১৫।

কারণ,—

বিধাতা রাখিলে তারে কে মারিতে পারে ? কে পারে রাখিতে তারে বিধি যদি মারে ?
অনর্থ অরণ্যে পড়ি' তবু প্রাণ ধরে, গৃহে ধ্বাংসি' সাবধানে তবু দেখে ! মরে ১৬।

পরে, যত দিন যাইতে লাগিল, সঞ্জীবকও সেই মহাবনে বিচরণপূর্বক স্বেচ্ছামত
আহারাদি পাইয়া হৃষ্টপুষ্ঠ হইতে লাগিল, এবং মহাতেজে ডাকিতে লাগিল । সেই
বনে পিঙ্গলক নামে এক সিংহ ছিল । সে নিজ পরাক্রমে সেই বনে রাজা
হইয়া রাজত্ব ভোগ করত মহাসুখে বাস করিতেছিল । কথিতও আছে যে,—

বিধি মন্ত্রে অভিষেক করিয়া যতনে, কে কোথা বসায় সিংহে রাজসিংহাসনে ?

বিক্রমে জিনিয়া সিংহ পশুর সমাজ, নিজেই নিজের ভেজে হয় পশুরাজ । ১৭ ।

সেই সিংহ একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া জল পান করিতে যমুনাতটে গমন করিল ।
সে তথায় সিংহের অশ্রুতপূর্ব প্রলয়-মেঘের ন্যায় সেই সঞ্জীবকের নাদ শ্রবণ

স্বস্থানমাগত্য কিমিদমিত্যা লোচয়ন্ তুষ্টীং স্থিতঃ । স চ তথা-
 বিধঃ করটকদমনকাভ্যাং তন্মস্ত্রিপুত্রোভ্যাং শৃগালাভ্যাং দৃষ্টঃ ।
 তং তথাবিধং দৃষ্ট্বা দমনকঃ করটকমাহ — সখে করটক কিমিত্যয়-
 মুদকার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা সচকিতো মন্দং মন্দমবতিষ্ঠতে ।
 করটকো ক্রতে — মিত্রে দমনক মম মতেনাস্য সেবৈব ন ক্রিয়তে ।
 তং কিমস্য চেষ্টানিরূপণেন । যতোহনেন রাজ্ঞা বিনাপরাধেন
 চিরমবধীরিতাভ্যামাবাভ্যাং মহদুঃখমনুভূতম্ ।

সেবয়া ধনমিচ্ছন্তিঃ সেবকৈঃ পশ্য যৎ কৃতম্ ।

স্বাতন্ত্র্যং যচ্ছরীরস্য মূঢ়ৈস্তদপি হারিতম্ ॥ ১৮ ॥

অপরঞ্চ । শীতবাতাতপক্লেশান্ সহস্তে যান্ পরাপ্রিতাঃ ।

তদর্দেনাপি মেধাবী তপস্তপ্ত্বা স্তুখী ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

অন্যচ্চ । এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা ।

যে পরাধীনতাং যাতান্তে চেজ্জীবান্তি কে মৃত্যোঃ ॥ ২০ ॥

করিল । সে তাহা শুনিয়া জল পান না করিয়াই সতয়ে সে স্থান হইতে ফিরিয়া
 আসিল, এবং স্বস্থানে আসিয়া, এ কি ব্যাপার ! ইহাই ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে
 রহিল । অনন্তর, তাহার মস্তুর পুত্র করটক ও দমনক নামে দুই শৃগাল তাহাকে
 সেইরূপ অবস্থায় দর্শন করিল । সিংহকে তদবস্থ দেখিয়া, দমনক করটককে
 কহিল,—সখে করটক ! এ কি ? প্রভু জল পান করিতে গিয়া জল পান না করিয়াই
 যে চুপে চুপে ফিরিয়া আসিলেন ? করটক কহিল,—মিত্রে দমনক ! আমার
 মতে ত এরূপ প্রভুর সেবাই করা উচিত নয়, তবে ইহার কার্যের অহুগন্ধানে
 ফল কি ? যেহেতু এই রাজা আমাদের প্রতি বিনা দোষে বহুদিনাবধি অনাদর
 প্রদর্শন করায় আমরা অত্যন্ত হুঃখ পাইয়াছি । হায় !—

ধন তরে পরদাস্যে যেই মৃঢ় যায় ; স্বদেহের স্বাধীনতা তাহাও হারায় ! ১৮ ।

আরো দেখ !

পরের দাসত্ব লোক করিয়া মাথায়, ঝড়ে জলে শীতে রৌদ্রে যত ক্লেশ পায় ;
 তাহার অর্দেক ক্লেশ তপস্যায় দিলে, সিদ্ধি লাভ হয় তাহে স্বর্গস্থখ মিলে । ১৯ ।

আরো,—

সার্থক জনক যদি স্বাধীনতা রয় ; পরাধীনে বেঁচে থাকা মৃত্যুই নিশ্চয় । ২০ ।

অপরঞ্চ । এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মোনং সমাচর ।

এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোহর্ষিভিঃ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ । অবুধৈরর্থলাভায় পণ্যস্ত্রীভিরিব স্বয়ম্ ।

আত্মা সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পরোপকরণীকৃতঃ ॥ ২২ ॥

অন্যচ্চ । যা প্রকৃত্যেব চপলা নিপতত্যশুচাবপি ।

স্বামিনো বহুমন্যস্তে দৃষ্টিং তামপি সেবকাঃ ॥ ২৩ ॥

বিশেষতশ্চ ।

প্রণমতুম্নতিহেতোর্জীবিতহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্ ।

হুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ ॥ ২৪ ॥

অপরঞ্চ । মোনান্মূর্খঃ প্রবচনপটুর্বাভুলো জল্পকো বা

ক্ষান্ত্যা ভীরুর্ষদি ন সহতে প্রায়শো নাভিজাতঃ ।

ধ্বংসঃ পার্শ্বে বসতি নিয়তং দূরতশ্চাপ্রগল্ভঃ

সেবাধর্ম্যঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যাগম্যঃ ॥ ২৫ ॥

আরো,—

আও, যাও, ধাও, উঠ, চুপ্ রও এখন, এ সব বচনে সদা করি' সযোধম ;

ধনীরা অর্থীর প্রতি করে স্বেচ্ছাচার, আশার কুগ্রহে হয় এই পুরস্কার । ২১ ।

আরো,—

নিভাস্ত নির্বোধ লোক ধনলাভ তরে, পরের সেবায় দেখ ! কিবা নাহি করে ;

দিন দিন করে ক্ষীণ নিজ দেহ মন, যোগায় প্রভুর মন বেশার মতন । ২২ ।

আবো দেখ !—

ক্ষণমাত্র বেই দৃষ্টি সৃষ্টির না রয়, অশুচি দ্রব্যেও যাহা নিপতিত হয় ;

সেই দৃষ্টি প্রভুগণ যদি করে দান, ভৃত্য তাহা করে যেন পরমার্থ জ্ঞান । ২৩ ।

বিশেষতঃ,—

আপন উন্নতি তরে পরকে প্রণাম করে

পরের রক্ষার হেতু দেয় নিজ প্রাণ ;

আপনি সহিয়া হুধ বোগায় পরের সুখ

কে আছে অভাগা আর ভৃত্যের সমান ? । ২৪ ।

ভৃত্যের হৃদশা আরো দেখ !—

মূর্খ বলি' করে জ্ঞান, কথা না কহিলে, বাচাল পাগল বলে, মুখ ফুটাইলে ;

ভীক বলি' ভাবে, যদি সহে অপমান, না সহিলে, বলে তারে নীচের সন্তান ;

দমনকো ক্রতে—মিত্র সৰ্ব্বথা মনসাপি নৈতৎ কৰ্ত্তব্যম্ ।

যতঃ । কথং নাম ন সেব্যস্তে যত্নতঃ পরমেশ্বরাঃ ।

অচিরেণৈব যে ভূষ্ঠাঃ পূরয়ন্তি মনোরথান্ ॥ ২৬ ॥

অশ্রুচ পশ্য ।

কুতঃ সেবাবিহীনানাং চামরোদ্ধ তসম্পদঃ ।

উদগুধবলচ্ছত্রং বাজিবারণবাহিনী ॥ ২৭ ॥

করটকো ক্রতে—তথাপি কিমনেনাস্মাকমব্যাপারেণ । অব্যা-
পারেষু ব্যাপারঃ সৰ্ব্বথা পরিহরণীয়ঃ । পশ্য ।

অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ।

স ভূমো নিহতঃ শেতে কীলোৎপাটীব বানরঃ ॥ ২৮ ॥

দমনকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ । করটকঃ কথয়তি ।

মগধদেশে ধৰ্ম্মারণ্যসম্নিহিতবসুধায়াং শুভদত্তনাম্না কায়স্থেন

কাছেতে থাকিলে, হয় ধুষ্ট বলি' গণ্য, তফাতে থাকিলে, তারে বলে অকৰ্ম্মণ্য ;
অতএব পরসেবা কি বিষম দায় ! যোগীরাও এর তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায় ! । ২৫ ।

দমনক কহিল,—মিত্র ! তুমি ওরূপ মনেও করিও না । কারণ,—

যতনে ধনীর সেবা কেন না করিবে ? অচিরে প্রসাদে যার কামনা পূরিবে । ২৬ ।
আরো দেখ !—

গজ, বাজি, ছত্র, দণ্ড, চামর, বৈভব ; রাজসেবা না করিলে মিলে কি এসব ? । ২৭ ।

করটক কহিল,—তথাপি পরের কাজে আমাদের হাত দিয়া ফল কি ? অকারণে
কেহ কখনও পরের বিষয়ে হাত দিতে যাইবে না । দেখ !—

কীলক উৎপাটন করিয়া এক বানর যেমন পঞ্চদ্ব পাইয়াছিল, অনর্থক পর
কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে, সেই বানরের ন্যায় দুর্গতি হয় (১) । ২৮ ।

দমনক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? করটক কহিল,—মগধদেশে ধৰ্ম্মা-
রণ্যের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে, শুভদত্ত নামে এক কায়স্থ একটি দেবালয়(২) নিৰ্ম্মাণ

(১) মূলে ইহা শ্লোকে আছে বলিয়া এই স্থানের শ্লোকসংখ্যা অমুসারে সংখ্যা দেওয়া গেল ।
খোঁটা, গোঁজ ইত্যাদিকে কীল বা কীলক বলে । করাতিরা বড় বড় কাঠের কতক দূর চিরিয়া সেই
খানে একটা গোঁজ মারিয়া রাখে । সেই গোঁজকে করাতিরা 'কোনে' বলে । এহলে কীলক শব্দে
সেই গোঁজ বা 'কোনে' ।

(২) মূলে 'বিহার' শব্দ আছে । বিহার শব্দে জৈনমন্দির, মঠ, দেবালয় অথবা উদ্যানাদিস্থিত
ক্রীড়্যভবন অর্থাৎ বৈটকখানা বুঝায় ।

বিহারঃ কারয়িতুমারন্ধঃ । তত্র করপত্রবিদার্যমাণকার্ঠস্তম্ভস্য
কিয়দূরবিদীর্ঘখণ্ডদ্বয়স্য মধ্যে কীলকং সূত্রধারেণ নিহিতঃ । তত্র
চ বনবাসী মহান্ বানরযুথঃ ক্রীড়নার্থমায়াতঃ । তেষেকো
বানরঃ কালপ্রেরিতইব তং কীলকং হস্তাভ্যাং ধ্বস্বোপবিষ্টঃ ।
তত্র তস্য মুষ্কদ্বয়ং লক্ষ্যমানং কাঠখণ্ডদ্বয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্টম্ ।
অনন্তরং স সহজচপলতয়া মহতা প্রযত্নেন তং কীলকমাকৃষ্টবান্ ।
আকৃষ্টে চ কীলকে কাঠাভ্যাং চূর্ণিতাণ্ডদ্বয়ঃ পঞ্চত্বং গতঃ ।
‘অতোহহং ব্রবামি—“অব্যাপারেষু ব্যাপারম্”—ইত্যাদি । দমনকো
ক্রতে—তথাপি স্বামিচেষ্ঠানিরূপণং সেবকেনাবশ্যং করণীয়ম্ ।
করটকো ক্রতে—যঃ সর্বাধিকারে নিযুক্তঃ প্রধানমন্ত্রী স করোতু ।
যতোহনুজীবিনা পরাধিকারচর্চা ন কর্তব্য্যা । পশ্য ।

পরাদিকারচর্চাং যঃ কুর্যাৎ স্বামিহিতেচ্ছয়া ।

স বিধীদতি চিৎকারাৎ তাড়িতো গর্দভো যথা ॥ ২৯ ॥

করটতেছিলেন। ছুতারেরা সেই স্থানে একটা বাহাছুরি কাঠের কৃতক দূর
পর্যন্ত চিরিয়া ছই ভাগ কাঁক করিয়া রাখিবার জন্য তন্মধ্যে একটা গোঁজ পুতিয়া
রাখিয়াছিল। বন হইতে একদল বানর সেই স্থানে খেলা করিতে আসিল।
তন্মধ্যে একটা বানরকে নিতান্তই বুঝি কালে ধরিয়ছিল, কেন না, সে সেই
গোঁজটা ছই হাত দিয়া ধরিয়া বসিল। তাহার অণ্ডদ্বয় সেই ছই ভাগ কাঠের
মধ্যে ঝুলিয়া পড়িল। অনন্তর সেই বানর, স্বজাতির স্বভাবস্বলভ চপলতাবশত,
প্রাণপণ যত্নে সেই গোঁজটা টানাটানি করিতে লাগিল। সে, সেই গোঁজটা যেমন
উপড়াইল, ‘অমনি’ কাঠদ্বরে চেপ্টাইয়া তাহাঁর অণ্ডদ্বয় চূর্ণ হইয়া গেল। বানর
তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। এই জনাই আমি বলিতেছিলাম যে, অনর্থক পরের
কার্যে হাত দিতে নাই। দমনক কহিল,—তথাপি প্রভুর কার্য নিরূপণ করা ভৃত্যের
অবশ্য কর্তব্য। করটক বলিল,—যাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার, সেই প্রধান
মন্ত্রীই কেন করুন না? কেন না, ভৃত্যের অনধিকার-চর্চা উচিত নয়। দেখ!—

এক গর্দভ চিৎকার করিয়া যেমন হত হইয়াছিল, তেমনি যে ব্যক্তি প্রভুর
হিতসাধনের ইচ্ছায় অনধিকার-চর্চা করে, সেও ঐরূপ দুর্গতি লাভ করে (১)। ২৯।

দমনকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ । করটকঃ কথয়তি ।

অস্তি বারাণশ্চাং কর্পূরপটো নাম রজকঃ । স চৈকদাভিনব-
বয়স্কয়া ভার্যয়া সহ চিরং কেলিং কৃত্বা নির্ভরং প্রমুপ্তঃ । তদনন্তরং
দ্রব্যানি হর্তুং তদ্গৃহং চোরঃ প্রবিষ্টঃ । তস্য প্রাপ্তগে গর্দভো
বদ্ধস্তিষ্ঠতি কুকুরশ্চোপবিষ্টোহস্তি । তং চোরমবলোক্য গর্দভঃ
স্থানমাহ—সথে ভবতস্তাবদয়ং ব্যাপারঃ । তৎ কিমিতি ত্বমুচৈঃ
শব্দং কৃত্বা স্বামিনং ন জাগরয়সি । কুকুরো ক্রতে—ভদ্র মম
নিয়োগস্য চর্চা ত্বয়া ন কর্তব্য্যা । ত্বমেব জানাসি যথাহমস্য গৃহ-
রক্ষাং करोमि । যতোহয়ং চিরান্নিবৃত্তো মমোপযোগং ন
জানাতি । তেনাধুনা মমাহারদানেহপি মন্দাদরঃ । বিনা বিধুর-
দর্শনং স্বামিনোহনুজীবিসু মন্দাদরা ভবন্তি । গর্দভো ক্রতে—
শৃণু রে বর্ষর !—

যাচতে কার্যকালে যঃ স কিং ভৃত্যঃ স কিং সূক্ষং ।

কুকুরো ক্রতে—

দমনক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? করটক বলিল,—বারাণসীপ্রদেশে
কর্পূরপট নামে এক রজক আছে । সে একদিন নবযুবতী ভার্য্যার সহিত অনেক
রাত্রি পর্য্যন্ত জীড়াকোতুক করিয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছিল । ইত্যবসরে তাহার
দ্রব্যাদি চুরি করিবার মানসে এক চোর তাহার গৃহে প্রবেশ করিল । তাহার
উঠানে এক গর্দভ বাঁধা ছিল । একটা কুকুরও তথায় বসিয়াছিল । সেই
চোরকে দেখিয়া গর্দভ কুকুরকে বলিল,—সথে ! এ কার্য ত তোমারি, তবে
তুমি কি জন্য চিৎকার করিয়া প্রভুকে জাগরিত করিতেছ না ? কুকুর
বলিল,—ভদ্র ! আমার কার্যের জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না । তুমি ত জান
যে আমি ইহার গৃহ রক্ষা করিয়া থাকি । কিন্তু এই ব্যক্তি বহুদিন আত্মস্বথে
মগ্ন থাকিয়া, আমার দ্বারা যে উপকার পায় তাহা একবার ভাবিয়াও দেখে
না, এবং সেইজন্যই আমার আহার দিতেও ইহার এত অযত্ন । ঠেকিয়া না
শিথিলে আর ভৃত্যগণের উপর প্রভুদের যত্ন হয় না । ইহা শুনিয়া গর্দভ
কহিল,—শোন ! রে বর্ষর !—

পড়িলে প্রভুর কার্য, স্বার্থ যেরা চায়, তাহাকে কি হিতকারী ভৃত্য বলা যায় ?
কুকুর কহিল,—

যো ন সম্ভাবয়েদ্ভৃত্যান্ কার্য্যকালে স কিং প্রভুঃ ॥৩০॥

কিঞ্চ । আশ্রিতানাং ভৃতৌ স্বামিসেবায়াং ধর্ম্মসেবনে ।

পুত্রস্যোৎপাদনে চৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ ॥ ৩১ ॥

ততো গর্দভঃ সকোপমাহ—আঃ পাপীয়াংস্তুং যঃ স্বামি-
কার্য্যোপেক্ষাং করোষি । ভবতু । যথা স্বামী জাগর্তি তথা ময়া
কর্তব্যম্ ।

যতঃ । পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কং জঠরেণ হতাশনম্ ।

স্বামিনং সর্ব্বভাবেন পরলোকমমায়য়া ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্ত্বা সোহতীব চিৎকারং কৃতবান্ । ততঃ স রজকস্তেন
চিৎকারেণ প্রবুদ্ধো নিদ্রাবিমর্দকোপাতুথায় গর্দভং লগুড়েন
তাড়য়ামাস । ততস্তেন তাড়নেন গর্দভঃ পঞ্চস্থং গতঃ । অতোহহং
ব্রবীমি—“পরাধিকারচর্চ্চাম্” ইত্যাদি । পশ্য—পশূনামশ্বেষণ-
মেবাস্মাকং নিয়োগঃ । অতঃ স্বনিয়োগশ্চেব চর্চ্চা ক্রিয়তাম্ ।
(বিমূশ্য) কিন্তুদ্য তয়াপি চর্চ্চয়া ন প্রয়োজনম্ । যত আবয়ো-

যথাকালে যে না করে ভৃত্যের পালন, হয় কি সেবার যোগ্য প্রভু সেই জন ৭৩০।

আরো দেখ!—

আশ্রিতপালন, আর প্রভুর সেবন, ধর্ম্মের সাধন, আর পুত্র-উৎপাদন ;

এ চারি বিষয়ে নাহি প্রতিনিধি চলি, নিজেই এ সব কার্য্য করিবে সকলে । ৩১ ।

তাহা শুনিয়া গর্দভ সক্রোধে কহিল,—আঃ পাপিষ্ঠ! তুই প্রভুর কার্য্যে অব-
হেলা করিলি! আচ্ছা, প্রভু যাহাতে জাগরিত হন আমিই তাহা করিতেছি ।
করণ,—

পৃষ্ঠদেশ দিয়া সেবা করিবে তপন, করিবে জঠরভাগে অগ্নির পোষন ;

পরলোক সেবিবে মমতা কাটাইয়া, প্রভুর করিবে সেবা দেহ প্রাণ দিয়া । ৩২ ।

গর্দভ ইহা বলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল । অনন্তর, রজক সেই
চিৎকারে জাগরিত হইল, এবং নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
গর্দভকে লগুড় প্রহার করিল । সেই প্রহারেই গর্দভ পঞ্চস্থ পাইল । এই জন্যই
আমি বলিতেছিলাম যে, যে ব্যক্তি অন্যধিকার চর্চ্চা করে তাহার সেই গর্দভের
ন্যায় দুর্গতি হয় । দেখ! কোথায় কোন্ শীকারের পণ্ড আছে তাহার অনুসন্ধান
করিতেই আমরা নিযুক্ত আছি । অতএব যে কার্য্যে আমাদের অধিকার, তাহারই

ভিক্ষিতশেষাহারঃ প্রচুরস্তিষ্ঠতি । দমনকঃ সুরোষমাহ—কথ-
মাহারমাত্রার্থী ভবান্ নৃপং সেবতে । এতদযুক্তমুক্তং ত্বয়া । যতঃ ।

স্বহৃদামুপকারকারণাদ্ দ্বিষতামপ্যপকারকারণাৎ ।

নৃপসংশ্রয় ইষ্যতে বুধৈর্জঠরং কো ন বিভর্তি কেবলম্ ॥৩৩॥

জীবিতে যস্য জীবন্তি বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ ।

সফলং জীবিতং তস্য আত্মার্থং কো ন জীবতি ॥ ৩৪ ॥

অপিচ । যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতু ।

কাকৌহপি কিং ন কুরুতে চক্ষুঃ। শ্বোদরপূরণম্ ॥ ৩৫ ॥

পশ্য । পঞ্চভির্ষাতি দাসত্বং পুরাণৈঃ কোহপি মানবঃ ।

কোহপি লক্ষৈঃ কৃতী কোহপি লক্ষৈরপি ন লভ্যতে ॥৩৬॥

যতঃ । মনুষ্যজাতৌ তুল্যায়াং ভৃত্যত্বমতিগর্হিতম্ ।

প্রথমো যো ন তত্রাপি স কিং জীবৎসু গণ্যতে ॥৩৭॥

চিন্তা কর। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু আজি পশুর অনুসন্ধান করিবারও আবশ্যক
নাই, কারণ, আমাদের ভোজनावশিষ্ট প্রচুর মাংস রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া
দমনক সক্রোধে কহিল,—কি! কেবল নিজের আহারের জন্যই তুমি রাজার
সেবা কর? তুমি এ অতি অন্যায়ে কথা কহিলে। যেহেতু,—

শত্রুর দমন আর পজন-পালন, এরি তরে রাজসেবা করে বিজ্ঞজন ;

নতুবা কেবলমাত্র উদরের তরে, কেবা বল এ জগতে ভার বোধ করে? । ৩৩।

ব্রাহ্মণ, সঙ্জন, আর আত্মীয়, বান্ধব, যাহার জীবনে শ্রাণ ধরে এরা সব ;

তাহারি জীবন ধন্য, নতুবা সংসারে, আপন উদর কে না পূরাইতে পারে?। ৩৪।

আরো,—

যে জন বাঁচিলে বাঁচে শত শত জন, তাহারি ত এ জগতে সার্থক জীবন ;

নহিলে, কেবলমাত্র উদর আপন, কাকেও কি ঠোঁটে করি না করে পূরণ?। ৩৫।

দেখ!—

পাঁচ পণ কড়িতেও মিলে কোনো জন, কাহাকেও রাখা যায় দিয়া লক্ষ পণ ;

আবার কাজের লোক আছেও এমন, নাহি রাখা যায় যারে দিয়া লক্ষ পণ। ৩৬।

কারণ,—

সবেই ত এক জাতি সবেই সমান, অতএব পরসেবা বড় অপমান ;

আবার তাহাতে যার প্রাধান্য না রয়, জীবন মরণ তার জানিহ নিশ্চয়। ৩৭।

তথা চোল্লম্ ।

বাজিবারণলোহানাং কাঠপাষাণবাসসাম্ ।
নারীপুরুষতোয়ানামস্তরং মহদস্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

তথাহি ।

স্বল্পনায়ু বসাবশেষমলিনং নিশ্চীংসমপ্যস্থিকম্
শ্বা লক্ষ্মা পরিতোষমেতি ন চ তৎ তস্য ক্ষুধাশান্তয়ে ।
সিংহো জন্মুকমঙ্কমাগতমপি ত্যক্ত্বা নিহন্তি দ্বিপম্
সর্বঃ কৃচ্ছ্ৰগতোহপি বাঞ্জতি জনঃ সত্বানুরূপং ফলম্ ॥ ৩৯ ॥
অপরং চ পশ্য সেব্যসেবকয়োরস্তরম্ ।

লাঙ্গ লচালনমধশচরণাবপাতম্
ভূমৌ নিপত্য বদনোদরদর্শনং চ ।
শ্বা পিণ্ডদস্য কুরুতে গজপুঙ্গবস্ত
ধীরং বিলোকয়তি চাটুশতৈশ্চ ভুঙ্ক্তে ॥ ৪০ ॥

পশিতেরা বলিয়া থাকেন যে,—

পুরুষ, বসনী, আর সলিল, প্রস্তর, শাড়ু, কাঠ, বস্ত্র, আর ঘোটক, কুঞ্জর ;
এ সবার প্রত্যেকের বজ্রাতি-ভিতর, পরস্পরে গুণে ভেদ জানিবে বিস্তর । ৩৮ ।
দেখ !—

স্নায়ু, বসী ও মাংসে বিরহিত এক খণ্ড মলিন অস্থি পাইলেও একটা কুকুরের
পরিতোষ হয়, অথচ তাহাতে তাহার ক্ষুধারও শান্তি হয় না । কিন্তু, সিংহের
কোলেও যদি শৃগাল অহ্লিসে, সিংহ তাহাকে পরিত্যাগ করিগা হস্তী বধ কবে ।
অতএব কষ্টে পড়িয়াও সকলে স্ব স্ব যোগ্যতার অনুরূপ জীপিকাশান্তের ইচ্ছা
করে । ৩৯ । (১)

দেখ ! একজন প্রধান ও একজন সামান্য ভৃত্যে কত প্রভেদ, —

কুকুর সাহার অন্ন প্রতিদিন খায়, তাহারে হেরিবামাত্র চরণে গোটিয় ;
হাঁ করিয়া লাজ্ঞ নাড়ে, আর কতমতে, আপনার অধীনতা জানায় সাক্ষাতে ;
কিন্তু দেখ ! রাজহস্তী ধীরভাবে চায়, কত যত্ন করে লোকে তাহার সেবায় । ৪০ ।

(১) মূলে ইহা গৌকে আছে, এজন্য ইহাতে গৌকনংখ্যা দেওয়া গেল । 'স্নায়ু'—অস্থিসংলগ্ন স্নায়ু
শিরাবিশেষ । 'বসী'—বেদ, অর্থাৎ চর্বি ।

কিঞ্চ । যজ্জীব্যতে ক্ষণমপি প্রার্থিতং মনুষ্যৈঃ
 বিজ্ঞানবিক্রমযশোভিরভজ্যমানম্ ।
 তন্নাম জীবিতমিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
 কাকোহপি জীবতি চিরায় বলিং চ ভুঙ্ক্তে ॥৪১॥(১)
 অপরং চ । অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ
 শ্রুতিবিষয়ৈর্বহুভির্বহিষ্কৃতস্য ।
 উদরভরণমাত্রকেবলেচ্ছাঃ
 পুরুষপশোশ্চ পশোশ্চ কো বিশেষঃ ॥ ৪২ ॥

করটকো ক্রতে—আবাং তাবদপ্রধানৌ । তদাপ্যাবয়োঃ কিম-
 নয়্যা বিচারণয়া । দমনকঃ পুনরাহ—কিয়তা কালেনামাত্যঃ প্রধা-
 নতামপ্রধানতাং বা লভেত ।

আরো দেখ !—

বিজ্ঞান, বিক্রম, যশ, করিয়া রক্ষণ, ক্ষণমাত্র এ জগতে বাঁচে যেই জন ;
 সার্থক জীবন তার, বিজ্ঞজনে কর, নতুবা কাকেও খেয়ে বেঁচেও ত নয় ।৪১। (১)
 আরো,—

হিতাহিত বোধ নাই কিছুমাত্র যার, পণ্ডিত সমাজে বারে করয়ে ধিক্কার ;

একমাত্র উদর-পূরণে যার জেদ, সে নর-পশুতে আর পশুতে কি ভেদ ? । ৪২ ।

করটক কহিল,—আমরা ত আর রাজার প্রধান মন্ত্রী নহি, তবে আমাদের
 এ সকল বিচারে প্রয়োজন কি ? । দমনক পুনরায় কহিল,—কিছুদিনের মধ্যেই ত
 একজন অমাত্য প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারে, আবার অধোগতিও লাভ
 করিতে পারে । কারণ,—

(১) কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত্ত্ব শ্লোকটি বেশি আছে, যথা,—

“যো নাত্মনে ন চ গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে

দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ বন্ধুবর্গে ।

কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যালোকে

কাকোহপি জীবতি চিরং চ বলিং চ ভুঙ্ক্তে” ॥

অনুবাদ ;—

আত্মা, গুরু, বন্ধু, ভৃত্য, দীন হৃৎখী জন, এ সব্বারে যেই জন না করে পালন ;
 কি কাজ সংসারে তার জীবন ধরিয়া, কাকেও ত পেটে খেয়ে রয়েছে বাঁচিয়া ।

যতঃ । ন কস্যচিৎ কশ্চিদিহ স্বভাবাৎ
ভবত্ব্যদারোহ্ভিমতঃ খলো বা ।
লোকে গুরুত্বং বিপরীততাং বা
স্বচেষ্টিতান্যেব নরং নয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ । আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা ।
নিপাত্যতে ক্লেণনাধস্তথা স্ত্রী গুণদোষয়োঃ ॥ ৪৪ ॥

তদভদ্র ! স্বয়ত্ত্বায়ত্তো হ্যাত্মা সৰ্ব্বস্য ।

যাত্যধোহধো ব্রজত্ব্যচ্চৈর্নরঃ সৈরেব কৰ্ম্মভিঃ ।

কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ ॥ ৪৫ ॥

করটকো বদতি—অথ ভবান্ কিং ব্রবীতি । দমনক আহ—
অয়ং তাবৎ স্বামী পিঙ্গলকঃ পানীয়মপীত্বা কুতোহপি ভয়াৎ
সচকিতং পরিবৃত্ত্যোপবিষ্টঃ । করটকো ক্রতে—কিং তত্র ত্বং
জানাসি । দমনকো বদতি—কিং প্রজ্ঞাবতামবিদিতমস্তি । উক্তং চ ।

শুধু শুধু কার কাছে কেবা পায় মান ? শুধু শুধু কেবা করে করে অপমান ?

এ জগতে যে যেমন করে আচরণ, তাহার মতন ফল লভে সেই জন । ৪৩ ।

আরো দেখ !—

অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি, সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি ;

পর্কতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়, নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময় । ৪৪ ।

অতএব ভদ্র ! আপনার উন্নতিসাধন সকলেরই নিজ যত্নের উপর নির্ভর করে ।

কারণ,—

কৰ্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি, কৰ্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি ;

নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক, উর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক (১) । ৪৫ ।

করটক কহিল,—তবে তুমি কি বলিতেছিলে বল ? । দমনক কহিল,—এই
রাজা পিঙ্গলক জল পান না করিয়া কোনও একটা ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কিনিস্য
আসিয়াছেন । করটক জিজ্ঞাসিল,—তুমি তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিলে ? ।
দমনক বলিল,—যাহাদের প্রজ্ঞা আছে তাহাদের কাছে কোন বিবয় অজ্ঞাত
থাকে ? কথিতও আছে যে,—

(১) 'কূপের খনক'—যে কুয়া কাটে । 'প্রাচীর-গঠক'—যে প্রাচীর গাখে ।

উদীরিতোহর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে

হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহস্তি দেশিতাঃ ।

অনুক্তমপ্যুহতি পণ্ডিতো জনঃ

পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

অপিচ । আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেক্ষয়া ভাষণেন চ ।

নেত্রবক্তৃ বিকারেন লক্ষ্যতেহস্তর্গতং মনঃ ॥ ৪৭ ॥

তদত্র ভয়প্রস্তাবেহহমেনং প্রজ্ঞাবলেনাত্মীয়ং করিষ্যামি ।

যতঃ । প্রস্তাবসদৃশং বাক্যং সদ্ভাবসদৃশং প্রিয়ম্ ।

আত্মশক্তিসমং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৪৮ ॥

করটকো বদতি—সখে ত্বং সেবানভিজ্ঞঃ । পশ্য ।

অনাত্মতো বিশেদ্ যস্ত অপৃষ্ঠো বহু ভাষতে ।

আত্মানং মন্যতে প্রীতং ভূপালস্য স দুর্শ্রুতিঃ ॥ ৪৯ ॥

দমনকো ক্রতে—ভদ্র কথমহং সেবানভিজ্ঞঃ । পশ্য ।

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন স্তন্দরং বাপ্যস্তন্দরম্ ।

যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেৎ তৎ তস্য স্তন্দরম্ ॥ ৫০ ॥

আরোহীরা যেই দিকে যাইতে বলিবে, অশ্ব হস্তী জন্তরাও সে দিকে চলিবে ; বলিলে বুঝিতে তাহা পণ্ডিতেও পারে, না বলিলে বুঝে যেই স্তম্ভী বলি তারে ; অন্যের ইঙ্গিত-জ্ঞান স্তম্ভীর লক্ষণ, নাহিলে, বলিয়া দিলে বুঝে সর্বজন । ৪৬ ।

আরো,—

আকারে, ইঙ্গিতে, বাক্যে, চলনে, চেষ্টিয় ; মুখ-নেত্র-ভাবান্তরে মন বুঝা যায় । ৪৭ ।

অতএব, প্রভুর এই ভয়ের ঘটনাতেই আমি প্রজ্ঞাবলে ইহঁাকে বশ করিয়া লইব । কারণ,—

প্রস্তাবের অনুরূপ বাহার বচন, সদ্ভাবের অনুরূপ নিষ্ঠ আচরণ ;

ক্ষমতার অনুরূপ ক্রোধ যার হয়, তাহাকে পণ্ডিত বলি' জানিবে নিশ্চয় । ৪৮ ।

করটক কহিল,—সখে ! তুমি রাজার মন যোগাইতে জান না । দেখ !—

না ডাকিলে সম্মুখে যে উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা না করিলেও বেশি কথা কয় ,

প্রভুর পরম প্রিয় ভাবে আপনাকে, দুর্বুদ্ধি সেবক বলি জানিবে তাহাকে । ৪৯ ।

দমনক কহিল,—ভাই ! আমি কি রাজার মন যোগাইতে জানি না ? দেখ !—

স্বভাবত স্তন্দর কুত্ৰসিত কিছু নাই ; যার যাহে রুচি, তার স্তন্দর তাহাই । ৫০ ।

অপরঞ্চ । यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन हि तं नरम् ।

अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्प्रवशं नयेत् ॥ ५१ ॥

অন্যচ্চ । কোহত্রেত্যহমিতি ক্রয়াৎ সম্যাগাদেশয়েতি চ ।

आज्जामवितथां कुर्याद् यथाशक्ति महीपतेः ॥ ५२ ॥

কিঞ্চ । অল্পেচ্ছুধৃতিমান্ প্রাজ্ঞশ্ছায়েবানুগতঃ সদা ।

आदिक्ते न विकल्पेत स राजवसतो वसेत् ॥ ५३ ॥

করটকো ক্রতে—কদাচিৎ স্বামনবসরপ্রবেশাদবমন্যতে স্বামী ।

দমনক আহ—অস্ত্যেবম্ । তথাপ্যনুজীবিনা স্বামিসান্নিধ্যমবশ্যং করণীয়ম্ । যতঃ ।

दोषभीतेरनारस्तु ७ कापुरुषलक्षणम् ।

कैरजीर्णत्वाद् भ्रातर्भोजनं परिहीयते ॥ ५४ ॥

পশ্য । আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যম্

विद्याविहीनमकुलीनमसङ्गतं वा ।

আরো,—

याहार ये भार, সেই ভাবে তার মনে ; পশি স্থপী, শীঘ্র তারে নিজ বশে আনে । ৫১

আরো,—

‘কে আছে এখানে?’ প্রভু ডাকিবে যধনি, ‘আমি আছি, কি হুকুম?’—বলিবে তখনি;
হুকুম পাইবামাত্র পালিবে যতনে, তবে ত সেবক তারে বলে বিজ্ঞানে । ৫২ ।

আরো,—

अग्ने तूष्ट, ধৈর্ঘ্যশীল, কর্যো বিচক্ষণ, জায়া তুল্য অহুগত সদা সর্বক্ষণ ;
যাহা আজ্ঞা তাই করে না করি’ বিচার, তাঁকেই জানিবে যোগ্য রাজার সেবার । ৫৩

করটক কহিল,—তুমি বিনা আস্থানে হঠাৎ প্রভুর সম্মুখে যাইলে তিনি যদি
অপমান করেন? দমনক কহিল,—হাঁ, এ কথা সত্য বটে, তথাপি প্রভুর
নিকটে ভৃত্যের উপস্থিত থাকা অবশ্য কর্তব্য । কারণ,—

দোষভয়ে কার্যো যে বা পরান্নুথ হয়, অতি কাপুরুষ সেই জানিহ নিশ্চয় ;

পাছে নাহি জীর্ণ হয় করিলে আহার, এই ভয়ে কে আহার করে পরিহার? । ৫৪ ।

আরো দেখ!—

যে জন রাজার সদা কাছে কাছে রয়, নিৰ্গুণ হ’লেও সেই প্রিয়পাত্র হয় ;

প্রায়েণ ভূমিপত্যঃ প্রমদালতাশ্চ

যঃ পার্শ্বতো বসতি তং পরিবেষ্টয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

করটকো ক্রতে—অথ তত্র গত্বা কিং বক্ষ্যসি । দমনক আহ—
শৃণু । কিমনুরক্তো বিরক্তো বা ময়ি স্বামীতি জ্ঞান্যামি তাবৎ ।
করটকো ক্রতে—কিং তজ্জ্ঞানলক্ষণম্ । দমনকো ক্রতে—শৃণু ।

দূরাদবেক্ষণং হাসঃ সংপ্রশ্নেষাদরো ভূশম্ ।

পরোক্ষেহপি গুণশ্লাঘা স্মরণং প্রিয়বস্তুষু ॥ ৫৬ ॥

তৎসেবকেহনুরক্তিশ্চ দানং প্রীতিবিবর্দ্ধনম্ ।

স্মরক্তেশ্বরচিহ্নানি দোষেহপি গুণসংগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্যচ্চ । কালযাপনমাশানাং বর্দ্ধনং ফলখণ্ডনম্ ।

বিরক্তেশ্বরচিহ্নানি জানীয়ান্নতিমান্ নরঃ ॥ ৫৮ ॥

এতজ্জ্ঞাত্বা যথা চায়ং মমায়ত্তো ভবিষ্যতি তদ্ বক্ষ্যামি । যতঃ ।

অপায়সন্দর্শনজাং বিপত্তিম্

উপায়সন্দর্শনজাং চ সিদ্ধিম্ ।

নৃপতি, অবলা, লতা, এ সকল, প্রায়, তারেই আশ্রয় করে পার্শ্বে বারে পায়। ৫৫।

করটক কহিল,—ভূমি তাঁহার কাছে গিয়া কি বলিবে? । দমনক বলিল,—
শুন! প্রভু আমার প্রতি অহুরক্ত কি বিরক্ত তাহাই অগ্রে জানিব। করটক
জিজ্ঞাসিল,—কি কি লক্ষণ দেখিয়া তাহা জানা যায়? । দমনক কহিল,
শুন!—

দূর হ'তে দৃষ্টিপাত, সহাস্য বদন, কুশল জিজ্ঞাসাকালে অত্যন্ত স্বতন ;

পাইলে উত্তম বস্ত, তাহারে স্মরণ, 'অসাক্ষাতে সদা তার গুণের কীর্তন। ৫৬।

সে সেবকে অহুরাগ সদা দেখা যায়, দানকালে তোষে তারে সুমিষ্ট কথায় ;

দোষ করিলেও গুণ করয়ে গ্রহণ, প্রভুর প্রীতির হয় এ সব লক্ষণ। ৫৭।

'দিব দিব' বলি' কাল করয়ে হরণ, আশার বর্দ্ধন করে না দেয় কখন ;

প্রভুর বিরক্তি হোলে এ সব লক্ষণ, বৃদ্ধিমান্ হয় যেই বুঝে সেই জন। ৫৮।

প্রভুর এই সকল লক্ষণ বুঝিয়া, যেক্রমে তাঁহাকে আমার হাতে আনিতে পারি,
সেইরূপ বলিব। কারণ,—

উপায় অপায় দুই দিক দেখাইয়া, বিপদ সম্পদ তারে দিবে বুঝাইয়া ;

মেধাবিনো নীতিবিধিপ্রযুক্তাম্

পুরঃ স্ফুরন্তীমিব দর্শয়ন্তি ॥ ৫৯ ॥

অপরঞ্চ । দোষা গুণা গুণা দোষা দোষা দোষা গুণা গুণাঃ ।

রক্তে বিরক্তে মধ্যস্থে স্বামিনি ত্রিবিধা গুণাঃ ॥ ৬০ ॥

করটকো ক্রতে—তথাপ্যপ্রাপ্তে প্রস্তাবেন বক্তুর্মহসি । যতঃ ।

অপ্রাপ্তকালবচনং বৃহস্পতিরপি ক্রবন্ ।

প্রাপ্নুয়াদ্ বুদ্ধ্যবজ্ঞানমবমানং চ শাস্ত্বতম্ ॥ ৬১ ॥

দমনকো ক্রতে—মিত্রে মা ভৈষীঃ । নাহমপ্রাপ্তাবসরং বচনং
বক্ষ্যামি । যতঃ ।

আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্যকালাত্যয়েষু চ ।

অপৃচ্চেনাপি বক্তব্যং ভূত্যেন হিতমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥

স্ববুদ্ধি করিবে হেন কৌশল বিস্তার, হাতে ভুলে দিবে যেন কার্যসিদ্ধি তার (১)।৫৯।
আরো,—

অমুরক্ত, বিরক্ত, মধ্যস্থ, এই তিন, প্রভুর লক্ষণ সদা বুঝিবে প্রবীণ ;

অমুরক্ত দোষে করে গুণ দরশন, গুণে দোষ দেখে সদা বিরক্ত যে জন ;

মধ্যস্থ প্রভুর কাছে সদা স্মবিচার, দোষে দোষ, গুণে গুণ, নিকটে তাহার । ৬০ ।

করটক কহিল,—তথাপি, তুমি, প্রকরণ না বুঝিয়া প্রভুকে কোনও কথা
কহিও না। কারণ,—

বৃহস্পতি, তিনিও না বুঝি প্রকরণ, কদাচ যদ্যপি কোনো বলেন বচন ;

নির্কোষ বলিয়া তাঁরে চিরকাল তরে, সর্বলোকে অবশ্যই উপহাস করে । ৬১ ।

দমনক কহিল,—মিত্রে ! তুমি সে জন্য ভয় করিও না। অবসর না বুঝিয়া
আমি কোনও কথা কহিব না। কারণ,—

প্রভুর বিপদ কিম্বা বিপথে গমন, কার্যকাল-ব্যতিক্রম করিলে দর্শন ;

জিজ্ঞাসা না করিলেও, এ সব সময়, হিতৈষী সেবক আঁসি হিত কথা কয় । ৬২ ।

(১) 'উপায় অপায়'—'উপায়' অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে। 'অপায়' অর্থাৎ এই উপায়
অবলম্বন না করিলে। প্রভুর কোনও ভয়ের কারণ ঘটিলে বুদ্ধিমান ভূতা নীতি-কৌশলে প্রভুকে
এইরূপ বুঝাইবে যে,—যদি আপনি আমার প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন করেন, তবে আপনার কাথা-
সিদ্ধি ও সম্পদ হাতে হাতে। আর যদি আপনি আমার প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন না করেন, তবে
আপনার কাথানাশ ও সর্বনাশ হাতে হাতে।

যদি চ প্রাপ্তাবসরোহপি ময়া মন্ত্ৰো ন বক্তব্যস্তদা মন্ত্রিত্বমেব
মমানুপপন্নম্। যতঃ।

কল্পয়তি যেন বৃত্তিং যেন চ লোকে প্রশস্যতে সত্ত্বিং।

স গুণস্তেন চ গুণিনা রক্ষ্যঃ সংবর্ধনীয়শ্চ ॥ ৬৩ ॥

তদ্ ভদ্র অনুজানীহি মাম্। পিঙ্গলকসমীপং গচ্ছাম্মি। কর-
টকো ক্রতে—শুভমস্ত। যথাভিপ্রেতমনুষ্ঠীয়তাম্।

গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।

শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ ॥ ৬৪ ॥

ততো দমনকো বিস্মিতইব পিঙ্গলকসমীপং গতঃ। অথ
দূরাদেব রাজ্ঞা দৃষ্টঃ সাদরং প্রবেশিতস্তং সাক্ষাৎ প্রণম্যোপবিষ্টঃ।
রাজাহ—চিরাদৃষ্টোহসি। দমনকো ক্রতে—যদ্যপি ময়া সেবকেন
শ্রীমদ্বেদপাদানাং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি তথাপি প্রাপ্তকালেহ-
নুজীবিনা সান্নিধ্যমবশ্যং কর্তব্যমিত্যাগতোহস্মি। যতঃ।

আর, এমন সুযোগ পাইয়াও যদি তাঁহাকে মন্ত্রণা না দি, তবে ত আমাব
মন্ত্রিত্বই বৃথা। কারণ, -

যে গুণ থাকিলে হয় জীবন ধারণ, সাধুগণ করে বশ বাহার কারণ;

গুণী জন সেই গুণ করিবে রক্ষণ, তাহার বৃদ্ধনে সদা করিবে বতন। ৬৩।

অতএব, মিত্র! তুমি অনুমতি কর, আমি পিঙ্গলকের সমীপে বাই। করটক
কহিল,—তোমার মঙ্গল হউক, অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আইস;—

যাও তবে ধন মান বিজয়ের তরে; শত্রুপক্ষ নাশি পুন ক্রিবে এস ঘরে। ৬৪।

তাহার পর, দমনক বিস্মিতভাবে পিঙ্গলকের সমীপে গমন করিল। রাজা
তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলে, সে বাইয়া তাঁহাকে
সাক্ষাৎ (১) প্রণাম করিয়া বসিল। রাজা পিঙ্গলক তাহাকে কহিল,—তোমাকে বহু-
কালের পর দেখিলাম। দমনক কহিল,—যদিও মাদৃশ সেবকে রাজশ্রীর কোনও
প্রয়োজন নাই, তথাপি, কার্যকাল উপস্থিত হইলে প্রভুর নিকটে থাকা অনুজীবীর
অবশ্য কর্তব্য, এই ভাবিয়া আসিলাম। কারণ,—

(১) 'সাক্ষাৎ প্রণাম'—হস্ত, পদ, জাম্বু, বক্ষ, মস্তক, নেত্র, বাক্য ও মন, এই আট অঙ্গ দ্বারা
প্রণাম।

দন্তস্য নির্ঘর্ষণকেন রাজন্ কর্ণস্য কণ্ডুয়নকেন বাপি ।

ত্বুণেন কার্য্যং ভবতীশ্বরাণাং কিমঙ্গবাক্ষিপাণিমতা নরেণ ॥ ৬৫ ॥

যদ্যপি স্বামিনা চিরাবধীরিতস্য মে বুদ্ধিনাশঃ শঙ্ক্যতে
তদপি ন । যতঃ ।

মণিলুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে ।

ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্যচ্চ । কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্য্যবৃত্তেঃ

বুদ্ধের্বিনাশো ন হি শঙ্কনীয়ঃ ।

অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতঃ

নাধঃ শিখা বাতি কদাচিদেব ॥ ৬৭ ॥

দেব তৎ সর্ব্বথা বিশেষজ্ঞেন স্বামিনা ভবিতব্যম্ ।

যতঃ । নির্বিশেষং যদা রাজা সমং সর্ব্বেষু বর্ত্ততে ।

তদোদ্যোগসমর্থানামুৎসাহঃ পরিহন্যতে ॥ ৬৮ ॥

দন্তের মার্জ্জনে কিম্বা কর্ণ-কণ্ডুয়নে, ত্বুণও ত প্রভুদের লাগে প্রয়োজনে ;

তবে নৃপ ! কি না পারে করিতে সে জন, বাক্ষক্তি হস্ত প্তদ যে করে ধারণ । ৬৫ ।

প্রভু যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, আমি বহুকাল আপনার নিকট অবজ্ঞাত
আছি বলিয়া আমার বুদ্ধিগুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহাও আশঙ্কা করা উচিত নয় ।
কারণ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন, আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;

ক্রয় বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়, কাচু কাচ গণ্য হয়, মণি মুণি হয় । ৬৬ ।

আরো,—

খাঁট করি রাখিলেও ধীরবুদ্ধি জনে, বুদ্ধি তার খাঁট হয়, না ভাবিও মনে ;

নীচু করি ধর যদি দীপ্ত হতাশন, শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন । ৬৭ ।

মহারাজ ! কে কেমন গুণের লোক, প্রভুর তাহা বিশেষরূপে জানা উচিত ।

কারণ,—

রাজা যদি সমভাবে দেখে সর্ব্বজনে, গুণের বিচার যদি নাহি করে মনে ;

তা হোলে, প্রকৃত গুণী কৃতী লোকগণ, উৎসাহবিরহে সদা থাকে ভগ্নমন । ৬৮ ।

আরো,—

- কিঞ্চ । ত্রিবিধাঃ পুরুষা রাজন্ উত্তমাদমমধ্যমাঃ ।
নিযোজয়েৎ তথৈবৈতাংস্ত্রিবিধেষেব কর্ম্মহু ॥ ৬৯ ॥
- যতঃ । স্থানএব হি যুজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ ।
ন হি চূড়ামণিঃ পাদে নূপুরো ন চ মূর্দ্ধনি ॥ ৭০ ॥
- অপিচ । কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো
যদি মণিল্পপুণি প্রণিধীয়তে ।
ন স বিরোতি ন চাপি বিশোভতে
ভবতি যোজয়িতুর্বচনীয়তা ॥ ৭১ ॥
- অন্যচ্চ । মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ ।
ন হি দোষো মণেরস্তি কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা ॥ ৭২ ॥
- পশ্য । বুদ্ধিমাননুরতোহয়মিহোভয়গুণো জনঃ ।
ইতি ভৃত্যবিচারজ্ঞো ভৃত্যেরাপূর্য্যতে নৃপঃ ॥ ৭৩ ॥

উত্তম মধ্যম আর অধমপ্রকার, ত্রিবিধ ভৃত্যের গুণ করিবে বিচার ;
বিচারিয়া যথাযোগ্য গুণ অহুসারে, নিজ কার্যে নরপতি নিয়োজিবে তারে । ৬৯ ।
আরো,—
যথাযোগ্য স্থানে ঠিক যদি রাখা যায়, ভৃত্য আর অলঙ্কার তবেই মানায় ;
মুকুটের মণি শোভা নাহি পায় পায়, পায়ের নূপুর শোভা না পায় মাথায় । ৭০ ।
আরো দেখুন !—
কনক ভূষণ মাঝে মণি শোভা পায়, সেই মণি যদি কেহ সীসায় বসায় ;
শোভে না বলিয়া মণি খেদ নাহি করে, যে জন বসায় তারে তবে নিন্দা করে । ৭১ ।
আরো,—
মুকুট-উপরে কাচে করিলে স্থাপন, করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ ;
মণির তাহাতে কিছু দোষ নাহি হয়, যে করে স্থাপন তারে মূর্খ হবে কয় । ৭২ ।
আরো দেখুন !—
এক ভৃত্য অহুরক্ত, অন্য বুদ্ধিমান, অপরে উত্তম গুণ আছে বিদ্যমান (১) ;
এরূপে ভৃত্যের গুণ যে করে বিচার, ভৃত্য হতে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয় তার । ৭৩ ।
কারণ,—

(১) 'উত্তম গুণ'—অভূক্তজ্ঞ ও বুদ্ধি। অর্থাৎ একাধারে যাহার বুদ্ধি ও অভূক্তজ্ঞ এই দুইটি গুণই থাকিবে রাজা তাহাকেই কাণ্ডে নিযুক্ত করিবেন ।

তথাহি । অশ্বঃ শস্ত্রং শাস্ত্রং বীণা বাণী নরশ্চ নারী চ ।

প্রাপ্য মনুষ্যবিশেষং ভবন্তি যোগ্যা অযোগ্যাশ্চ ॥ ৭৪ ॥

অন্যচ্চ । কিং ভক্তেনাসমর্থেন কিং শক্তেনাপকারিণা ।

ভক্তং শক্তং চ মাং রাজন্ নাবজ্ঞাতুং হুমহীসি ॥ ৭৫ ॥

যতঃ । অবজ্ঞানাদ্রোজে ভবতি মতিহীনঃ পরিজনঃ

ততস্তৎপ্রাধান্যাদ্ ভবতি ন সমীপে বুধজনঃ ।

বুদ্ধৈস্ত্যক্তে রাজ্যে নহি ভবতি নীতিগুণবতী

বিপন্নায়ান্ নীতো সকলমবশং সীদতি জগৎ ॥ ৭৬ ॥

অপরঞ্চ দেব ।

জনং জনপদা নিত্যমর্চয়ন্তি নৃপার্চিতম্ ।

নৃপেণাবমতো যস্ত স সর্বৈরবমন্যতে ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চ । বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তযুক্তং মনীষিভিঃ ।

রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনম্ ॥ ৭৮ ॥

শস্ত্র, শাস্ত্র, বাণী, বীণা, নর, নারী, হয়; পুরুষবিশেষে এরা যোগ্যায়োগ্য হয়(১)। ৭৪।

আরো,—

অসমর্থ ভক্ত ভৃত্যে কিবা ফলোদয়? সমর্থ অভক্ত ভৃত্য, সেও ভাল নয়;

হে নৃপ! সামর্থ্য ভক্তি আমাতেই রয়, আমায়ে অবজ্ঞা করা উচিত না হয়। ৭৫।

কারণ,—

নরপতি যদি সদা করে অপমান, তবে তার পরিজন হয় হতজ্ঞান;

হতবুদ্ধি পরিজন হয় যে রাজার, তার কাছে বিজ্ঞজনে নাহি আসে আর;

বিজ্ঞজনে যে রাজারে করে পরিহার, রাজনীতি ফলবতী না হয় তাহার;

বিফল সমস্ত নীতি হয় যে রাজার, তাহার সমস্ত রাজ্য হয় ছারখার। ৭৬।

আরো দেখুন মহারাজ!—

রাজার সম্মান-দৃষ্টি যাহার উপর, দেশের সকলে তারে করে সমাদর;

আর যারে নরপতি করে অবজ্ঞান, সে জন কোথাও আর নাহি পায় মান। ৭৭।

আরো,—

বালকেও বলে যদি উচিত বচন, বুদ্ধিমান লোকে তাহা করিবে গ্রহণ;

যে সময় নাহি হয় সূর্যের প্রকাশ, ক্ষুদ্র দীপে অন্ধকার করে না কি নাশ?। ৭৮।

(১) বাণী—বাক্য। হয়—অথ। শস্ত্র শাস্ত্র প্রভৃতি যোগ্য পুরুষের হাতে পড়িলেই উৎকর্ষ, এবং অযোগ্য পুরুষের হাতে পড়িলে অপকর্ষ লাভ করে।

পিঙ্গলকো ক্রতে—ভদ্র দমনক কিমেতৎ । ত্বমস্মাকং
 প্রধানামাত্যপুত্রঃ স্তুধীরিয়ন্তং কালং যাবৎ কুতোহপি পিশুন-
 বচনান্নাগতোহসি । ইদানীং যথাভিমতং ক্রহি । দমনকো ক্রতে—
 দেব পৃচ্ছামি কিঞ্চিৎ উচ্যতাং । উদকার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা
 কিমিতি বিস্মিতইবাবতিষ্ঠতে । পিঙ্গলকোহবদৎ—ভদ্রমুক্তং
 স্বয়া । কিন্তু এতদ্রহস্যং বক্তুমস্মাকং বিশ্বাসভূমিরস্তি ন কোহপি ।
 ত্বং তু তদ্বিধঃ । ততঃ শৃণু কথয়ামি । সম্প্রতি বনমিদমপূর্ব-
 সত্বাধিষ্ঠিতম্ । অতোহস্মাকং ত্যাজ্যম্ । তথা চ শ্রুতস্বয়াপ্য-
 পূর্বঃ শব্দো মহান্ । শব্দানুরূপেণ চ তস্য প্রাণিনো বলেনাপি
 স্তুমহতা ভবিতব্যম্ । দমনকো ক্রতে—দেব অস্তি তাবদয়ং মহান্
 ভয়হেতুঃ । স শব্দোহস্মাভিরপ্যাকর্ণিতঃ । কিন্তু স কিং মন্ত্রী
 যঃ প্রথমং মন্ত্রাভাবেন ভূপতিং ভূমিত্যাগং যুদ্ধোদ্যোগং বোপ-
 দিশতি । অপরং চ দেব অস্মিন্ কার্য্যসন্দেহে ভৃত্যানামুপযোগ-
 এব জ্ঞাতব্যঃ । যতঃ ।

পিঙ্গলক কহিল,—ভদ্র দমনক ! এ কি ? তুমি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর পুত্র,
 পরম স্তবুদ্ধি, তুমি কোনও ছষ্টলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এতদিন আমার
 নিকট আইস নাই । এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ তাহা বল ? । দমনক কহিল—
 দেব ! কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন । প্রভু জলপানার্থী হইয়াও
 জল পান না করিয়া যেন বিস্মিতভাবে রহিয়াছেন কেন ? । পিঙ্গলক কহিল,—
 ভালই বলিলে, কিন্তু এ গোপনীয় কথা বলা যায় এরূপ বিশ্বাসপাত্র কেহই নাই ;
 তুমি কিন্তু সেইরূপ বিশ্বাসপাত্র, অতএব বলিতেছি শুন । সম্প্রতি এক অপূর্ব
 জন্ত আসিয়া এই বন অধিকার করিয়াছে । অতএব এস্থান আমাদের ত্যাগ
 করাই উচিত । আর তুমিও তাহার অদ্ভুত ভীষণ শব্দ শুনিয়া থাকিবে ।
 তাহার শব্দ যেরূপ ভীষণ, তাহার বলও সেইরূপ হইবে । দমনক কহিল,—দেব !
 এ অতি ভয়েরই কারণ বটে ; ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ আমরাও শুনিয়াছি । কিন্তু তাঁহাকে
 কি মন্ত্রী বলা যায় ? যিনি প্রথমে মন্ত্রণা না করিয়াই রাজাকে স্থানত্যাগ করিতে
 অথবা রণসজ্জা করিতে পরামর্শ দেন । আরো দেখুন মহারাজ ! এই প্রকার কার্য্য-
 সঙ্কট উপস্থিত হইলেই ত ভৃত্যগণের উপযোগিতা পরীক্ষা করা উচিত । কারণ,—

বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সঙ্ঘস্য চাত্মনঃ ।

আপন্নিকষপাষণে নরো জানাতি সারতাম্ ॥ ৭৯ ॥

সিংহো ক্রতে—ভদ্র মহতী শঙ্কা মাং বাধতে । দমনকঃ স্বগত-
মাহ—অন্থথা রাজ্যস্বখং পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গন্তুং কথং মাং
সম্ভাষসে । প্রকাশং ক্রতে—দেব যাবদহং জীবামি তাবদ্ ভয়ং ন
কর্তব্যম্ । কিন্তু করটকাদয়োহপি আশ্বাস্যস্তাম্ । যস্মাদাপৎ-
প্রতীকারায় দুর্লভঃ পুরুষসমবায়ঃ । ততস্তৌ দমনককরটকৌ
রাজ্ঞা মহাপ্রসাদেন পূজিতৌ ভয়প্রতীকারং প্রতিজ্ঞায় চলিতৌ ।
করটকৌ গচ্ছন্ দমনকমাহ—সথে কিং শক্যপ্রতীকারোহয়ং ভয়-
হেতুরশক্যপ্রতীকারো বেতি ন জ্ঞাত্বা ভয়োপশমং প্রতিজ্ঞায় কথ-
ময়ং মহাপ্রসাদৌ গৃহীতঃ । যতোহনুপকুর্বাণো ন কস্যাপি উপা-
য়নং গৃহ্নীয়াৎ বিশেষতো রাজ্ঞঃ । পশ্য ।

আপনার দারা বন্ধু ভৃত্য পরিজন, কিরূপ প্রকৃতি কার যোগ্যতা কেমন ;

সঙ্ঘটে পড়িলে লোক বুঝিবে তখন, নিকষপাষণে বুঝে স্ববর্ণ যেমন (৩) । ৭৯ ।

সিংহ কহিল,—ভদ্র ! বিষম শঙ্কায় আমাকে অভিভূত করিতেছে । দমনক
মনে মনে কহিল,—তাহা না হইলে, রাজ্যস্বখ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার কথা
আমাকে বলিবেন কেন ? । প্রকাশে কহিল,—মহারাজ ! যতক্ষণ আমি জীবিত
আছি ততক্ষণ ভয় করিবেন না । কিন্তু করটক প্রভৃতিকেও আশ্বাস প্রদান করুন ।
কেন না, বিপদের প্রতীকারার্থে আশ্বায়গণের সম্মিলন দুর্লভ হইয়া থাকে ।

অনন্তর, রাজা সেই করটক ও দমনককে বহুমূল্য রাজপ্রসাদ দানে সম্মানিত
করিলে, তাহার। সেই ভয়ের প্রতীকারার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল ।
করটক যাইতে যাইতে দমনককে কহিল,—সথে ! এই ভয়-কারণের প্রতীকার
করা আমাদের সাধ্য বা অসাধ্য, ইহা না জানিয়াই তুমি কিরূপে ভয়শাস্তির
প্রতিজ্ঞা করিয়া, এই বহুমূল্য রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিলে ? কারণ, যে ব্যক্তি যাহার
কোনও উপকার করিতে পারিবে না, সে তাহার নিকট কোনও উপহার লইবে
না ; তাহ আবার রাজার উপহার । দেখ !—

(১) 'নিকষপাষণ'—কষ্টিপাথর । কষ্টিপাথরে কবিত্তা দেখিলে যেমন সোণার দোষজন্য বুঝা যায়,
বিপদের সময় পরীক্ষা করিলেই তেমনি কে কেমন আশ্বায় তাহা বুঝা যায় ।

যস্য প্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে ।

মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সৰ্বতেজোময়ো হি সঃ ॥ ৮০ ॥

তথাহি । বালোইপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ ।

মহতী দেবতা হ্যেযা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৮১ ॥

দমনকো বিহস্যাহ—মিত্র তৃষ্ণীমাস্যাতাম্ । জাতং ময়া ভয়-
 কারণম্ । বলীবর্দেন নর্দিতম্ । বৃষভাশ্চাস্মাকং তক্ষ্যাঃ কিং
 পুনঃ সিংহস্য । করটকো ক্রতে—যদ্যেবং তদা স্বামিত্রাসস্ত্রৈব
 কিং নাপনীতঃ' । দমনকোহবদৎ—যদি স্বামিত্রাসস্ত্রৈব মূচ্যতে
 তদা কথময়ং মহাপ্রসাদলাভঃ স্যাৎ ।

অপরঞ্চ । নিরপেক্ষো ন কর্তব্যো ভূত্যেঃ স্বামী কদাচন ।

নিরপেক্ষং প্রভুং কৃত্বা ভূত্যঃ স্যাৎ দধিকর্ণবৎ ॥ ৮২ ॥

যাঁহার প্রসাদে ভবে লক্ষ্মীলাভ হয়, যাঁর পরাক্রমে লোকে লভয়ে বিজয় ;
 পড়িলে যাঁহার কোপে মরণ নিশ্চয়, জানিবে সে নরপতি সৰ্বতেজোময় (১)। ৮০।
 বালক হ'লেও রাজা, তাঁহারে দেখিয়া, তুচ্ছজ্ঞান না করিবে মনুষ্য ভাবিয়া ;
 যদিও দেখিছ তাঁর মনুষ্য-আকার, জানিবে তাঁহারে সৰ্ব দেবতার সার (২)। ৮১।

দমনক হাস্য করিয়া কহিল,—মিত্র ! তুমি চূপ করিয়া থাক । আমি প্রভুর
 ভয়ের কারণ বুঝিয়াছি । একটা বলদ ডাকিয়াছিল । বৃষ ত জানামাদেরই ভক্ষ্য, সে
 যে সিংহের ভক্ষ্য তাহা বলা বাঁহুল্য । করটক বলিল,—যদি তাহাই হয়, তবে প্রভুর
 ভয় কেন তখনই দূর করিলে না ? । দমনক কহিল,—প্রভুর ভয় যদি তখনই দূর
 করিতাম, তবে কি এই মহামূল্য রাজপ্রসাদ পাইতাম ? । আরো কথিত আছে
 যে,—

প্রভুর বাবৎ রহে ভূত্যে প্রয়োজন । তাবৎ ভূত্যের হয় জীবিকা-অর্জন ;

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—ইন্দ্র, বায়ু, বসু, সূৰ্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের, এই আট লোক-
 পালের সারাংশ লইয়া ব্রহ্মা রাজাকে নির্দ্বাণ করেন । একজন রাজা 'সৰ্বতেজোময়'—অর্থাৎ ঐ
 সকল দেবতার ভেঙ্গে তিনি সৰ্বদাই তেজস্বী । (মহু, ৭ম অধ্যায়, ৪, ৫, ৬, ৭, শ্লোক দেখ) ।

(২) 'সৰ্বদেবতার সার'—অর্থাৎ প্রধান দেবতা । রাজা আট লোকপালের সারাংশ উৎপন্ন ।
 এইজন্য তিনি বয়সে শিশু হইলেও তাঁহাকে নররূপী প্রধান দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে । দেবতাকে
 অভক্তি করিলে বৈষ্ণব, রাজাকে অভক্তি করিলেও সেইরূপ অধর্ষজনিত দুর্ঘট্ট কমে । (মহু, ৭ম অধ্যায়,
 ১১, ১২, শ্লোক) ।

করটকঃ পৃচ্ছতি — কথমেতৎ । দমনকঃ কথয়তি । অস্ত্যন্তরা-
পথে অৰ্কুদশিখরনাম্নি পৰ্বতে দুৰ্দান্তো নাম মহাবিক্রমঃ সিংহঃ ।
তস্য পৰ্বতকন্দরমধিশয়ানস্য কেসরাগ্রং মুষিকঃ কশ্চিৎ প্রত্যহং
ছিন্তি । স সিংহঃ কেসরাগ্রং লুণং বুদ্ধ্বা কুপিতো বিবরাস্তর্গতং
মুষিকমলভমানোহ্চিস্তয়ৎ । কিং বিধেয়মত্র । ভবত্বেবং শ্রায়তে ।

ক্ষুদ্রশক্রভবেদ্ যস্ত বিক্রমাম্বেব লভ্যতে ।

তমাহস্তং পুরস্কার্যঃ সদৃশস্তস্য সৈনিকঃ ॥ ৮৩ ॥

ইত্যালোচ্য তেন গ্রামং গত্বা দধিকর্ণনামা বিড়ালো মাংসা-
দ্যাহারেণ সন্তোষ্য প্রবত্বাদানীয় স্বকন্দরে স্থাপিতঃ । ততস্তদুয়া-
মুষিকো বহিন্ নিঃসরতি । তেনাসৌ সিংহোহক্ষতকেসরঃ সুখং
স্থপিতি । মুষিকশব্দং যদা যদা শৃণোতি তদা তদা তং
বিড়ালং মাংসাহারদানেন সবিশেষং সংবর্দ্ধয়তি । অথৈকদা সঃ

সেই প্রয়োজন ভূতা না রাখিলে আর, দধিকর্ণ বিড়ালের দশা হয় তার (১) ৮২।

করটক জিজ্ঞাসা করিল,—সে কিরূপ ? দমনক কহিল,—উত্তরে অৰ্কুদশিখর
নামক পৰ্বতে দুৰ্দান্ত নামে এক অতি পরাক্রান্ত সিংহ বাস করে। সে যখন
গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকিত, এক মুষিক প্রত্যহ আসিয়া তাহার কেশরের
অগ্রভাব ছেদন করিত। মুষিক তাহার কেশরাগ্র ছেদন করে জানিয়া, সিংহ
কুপিত হইল। কিন্তু মুষিক গর্তে লুক্কায়িত হওয়ার তাহাকে ধরিতে না পারিয়া
ভাবিল,—এ বিষয়ে কি করা কর্তব্য ? আচ্ছা, এরূপ গুনিয়াছি যে,—

শক্র যদি হয় কারো অতি ক্ষুদ্রতর, বিক্রম নাহিক খাটে যাহার উপর ;

তাহার সদৃশ যোদ্ধা করি আহরণ, তাহার সাহায্যে তারে করিবে দমন । ৮৩ ।

সিংহ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, গ্রামে গিয়া, দধিকর্ণ নামক এক
বিড়ালকে মাংসাদি আহার দানে সন্তুষ্ট করিয়া, পরম যত্নে আনিয়া নিজ গুহায়
স্থাপন করিল। তদবধি সেই বিড়ালের ভয়ে মুষিক আর বাহির হইত না।
সিংহও অক্ষতকেশরে সুখে নিদ্রা যাইত। সিংহ যখনই মুষিকের সাড়া পাইত,
তখনই মাংসাহারদানে সেই বিড়ালকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিত। অনন্তর

(৯) অর্থাৎ—প্রভু যদি বুঝেন যে,—এ ভূত্যে আমার আর কোন বার্থ নাই, তখন তিনি তাহার
প্রতি অবহ্ন করিতে থাকেন। অতএব বুঝিমান ভূত্য প্রভুর বার্থ-সম্বন্ধটি বজায় রাখিবে, নহিলে দধি-
কর্ণ বিড়ালের স্তায় তাহার বৃত্তিলোপ হইবে।

মূষিকঃ ক্ষুধাপীড়িতো বহিঃ সঞ্চরংস্তেন মার্জ্জারেন প্রাপ্তো ব্যাপা-
 দিতঃ খাদিতশ্চ । অনস্তরং স সিংহো যদা কদাচিদপি মূষিক-
 শব্দং ন শুশ্রাব তদোপযোগ্যভাবাৎ তস্য বিড়ালস্যাহারদানে
 মন্দাদরো বভূব । অতোহহং ব্রবীমি—“নিরপেক্ষো ন কর্তব্যঃ”
 ইত্যাদি । ততো দমনককরটকৌ সঞ্জীবকসমীপং গতো । তত্র
 করটকস্তরুতলে সাটোপমুপবিষ্ঠঃ । দমনকঃ সঞ্জীবকসমীপং
 গত্বাহব্রবীৎ—অরে বৃষভ এষোহহং রাজ্ঞা পিঙ্গলকেনারণ্যরক্ষার্থং
 নিযুক্তঃ । সেনাপতিঃ করটকঃ সমাজ্ঞাপয়তি—সত্বরমাগচ্ছ
 নোচেদস্মাদরণ্যাদ্ রম্যপসর । অন্যথা তে বিরুদ্ধং ফলং ভবিষ্যতি ।
 ন জানে ক্রুদ্ধঃ স্বামী কিং বিধাস্যতি । তৎ শ্রুত্বা সঞ্জীবকশচায়াৎ
 যতঃ ।

আজ্ঞাভঙ্গে নরেন্দ্রাণাং ব্রাহ্মণানামনাদরঃ ।

পৃথক্ শয্যা চ নারীগামশত্ৰুবিহিতো বধঃ ॥ ৮৪ ॥

একদিন সেই মূষিক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাহির হইলে, বিড়াল দেখিতে পাইয়া তাহার
 প্রাণসংহার করিয়া ভক্ষণ করিল । অনস্তর, সিংহ যখন দেখিল যে সেই মূষিকের
 শব্দ আর কখনও শুন্য যায় না, তখন আর বিড়ালের দ্বারা কোনও উপকার নাই
 বুঝিয়া, তাহার আহারদানে যত্নহীন হইল । এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম,—
 ‘প্রভুর যাবৎ রহে তৃত্যে প্রয়োজন’—ইত্যাদি ।

অনস্তর, দমনক ও করটক সঞ্জীবকের নিকট গমন করিল । করটক তথায়
 তরুতলে সর্পে উপবেশন করিল । দমনক সঞ্জীবকের সম্মুখে যাইয়া কহিল,—
 অরে বৃষ ! মহারাজ পিঙ্গলক আমাকে অরণ্যরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন । সেনাপতি
 করটক তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন, সত্বর আইস । যদি না আইস, এই বন হইতে
 দূর হও । নহিলে তোমার পক্ষে বিপরীত ফল ফলিবে । জ্ঞানি না প্রভু রাগিলে
 কি করিবেন । তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক করটকের নিকট আগমন করিল । কারণ,—
 যে জন রাজার আজ্ঞা না করে পালন, ব্রাহ্মণের প্রতি যেই করে অবতন ;

যে নারী পতির সনে না করে শয়ন, বিনা অস্ত্রে আত্ম-হত্যা করে সেই জন (১) ॥ ৮৪ ॥

(১) লোকে অস্ত্রাদি দ্বারা ই আত্মহত্যা করিয়া থাকে । আত্মহত্যা মহাপাপ । রাজার লঙ্ঘন,
 ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধা ও নারীর পতির সহিত শয়নে অভক্তি, এইগুলি বিনা অস্ত্রে আত্মহত্যা, অর্থাৎ আত্ম-
 হত্যার দ্বার মহাপাপ ।

ততো দেশব্যবহারানভিজ্ঞঃ সঞ্জীবকঃ সভয়মুপসৃত্য সাক্ষাৎ-
পাতং করটকং প্রণতবান্ । তথা চোক্তম্ ।

মতিরেব বলাদগরীয়সী যদভাবে করিণামিয়ং দশা ।

ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ করিণো হস্তিপকাহতঃ রুগন্ ॥৮৫॥

অথ সঞ্জীবকঃ সশঙ্কমাহ—সেনাপতে কিং ময়া কর্তব্যং তদ-
ভিধীয়তাম্ । করটকো ক্রতে—বৃষভ যদ্যত্র কাননে স্থাতুমিচ্ছা-
বর্ত্ততে তদা দেবপাদারবিন্দং গত্বা প্রণম । সঞ্জীবকো বদতি—
তদভয়বাচং প্রযচ্ছ, গচ্ছামি । করটকো ক্রতে—শূণু রে বলীবর্দ
অলমনয়া শঙ্কয়া । যতঃ ।

প্রতিবাচমদন্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভূজে ।

অনুহুকুরুতে ঘনধ্বনিং ন হি গোমায়ুরুতানি কেসরী ॥৮৬॥

অনন্তর, দেশাচারে অনভিজ্ঞ সেই সঞ্জীবক, সভয়ে করটকের সম্মুখীন হইয়া
তাহাকে সাক্ষাৎ প্রণাম করিল । কথিতও আছে যে,—

বল হ'তে বৃদ্ধি বড় জানিবে সবাই, হস্তীর এ দশা দেখ ! বৃদ্ধি নাই তাই ;

হস্তি-পৃষ্ঠে মাহুতের ডিণ্ডিম-বাজনা, বাজিয়া করিছে যেন ইহাই ঘোষণা (১) ॥৮৫॥

পরে সঞ্জীবক সভয়ে কহিল,—হে সেনাপতে ! আমাকে কি করিতে হইবে
বলুন । করটক বলিল,—ওরে বৃষ ! যদি তোর এ বনে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে,
তবে গিয়া মহারাজের পাদপদ্মে পতিত হ । সঞ্জীবক কহিল,—তবে আমায় অভয়
দান করুন, আমি বাইতেছি । করটক কহিল,—শোন্ রে বলদ ! তোকে সে ভয়
করিতে হইবে না । কারণ,—

চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণে গালি দিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তারে কিছু না বলিল ;

মেঘের ডাকের সঙ্গে যে করে গর্জন, সে সিংহ শৃগাল-শব্দে গর্জে কি কখন ? (২) ॥৮৬॥

(১) 'ডিণ্ডিম'—এক প্রকার বাজনা । ইহা বাজাইয়া লোকে রাজ্যজ্ঞা প্রভৃতি সর্বত্র ঘোষণা করে ।
একজন মাহুত হস্তি-পৃষ্ঠে বসিয়া ডিণ্ডিম বাজাইতেছে, তাই কবি বলিতেছেন,—ডিণ্ডিম সুনি জগতে
ইহাই ঘোষণা করিতেছে যে,—বল হইতে বৃদ্ধি বড় ; দেখ । একজন কৃত্ত মনুষ্য বৃদ্ধিকৌশলে প্রকাণ্ড
হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতেছে ।

(২) মূল শ্লোক মাথ-কবির শিশুপালবধ কাব্যের ষোড়শ সর্গে আছে । যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়-সভায়
শ্রীকৃষ্ণ নৃসিংহে অর্ব্য পাইলেন দেখিয়া, চেদিগতি শিশুপাল ক্রোধাক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তর গালি দিল ।
শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর করিলেন না । শ্রীকৃষ্ণ কেন যে শিশুপালের কথায় উত্তর করেন নাই, তাহাই
এখানে সাত্যকি শিশুপালের দূতকে বলিতেছেন ।

অপরঞ্চ ।

তৃণানি নোম্মূলয়তি প্রভঞ্জনো যুদ্‌নি নীচৈঃ প্রণতানি সৰ্ব্বতঃ ।

সমুচ্ছিতানৈব তরুন্ প্রবাধতে মহান্মহত্যেব কৰোতি বিক্রমম্ ॥৮৭॥

ততস্তৌ সঞ্জীবকং নাতিদূরে সংস্থাপ্য পিঙ্গলকসুমীপং গতো ।
ততো রাজ্ঞা সাদরমালোকিতৌ প্রণম্যোপবিষ্টৌ । রাজাহ—অপি
দৃষ্টঃ সঃ । দমনকো ক্রতে—দেব দৃষ্টঃ । যদ্বেবেনাকর্গিতং তৎ
তর্থেব । মহাবলোহসৌ দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি । তৎ সজ্জীভূয়োপ-
বিশ্যতাম্ । কিন্তু শব্দমাত্রাৎ ন ভেতব্যম্ । তথা চোক্তম্ ।

শব্দমাত্রায় ভেতব্যমজ্ঞাত্বা শব্দকারণম্ ।

শব্দহেতুং পরিজ্ঞায় কুট্টিনী গৌরবং গতা ॥ ৮৮ ॥

আরো দেখ!—

চারি দিকে অবনত ক্ষুদ্র যুদ্ব ঘাস, না উপাড়ে সে সবারে প্রবল বাতাস ;
বড় বড় গাছ কিন্তু করয়ে বিনাশ, মহতেই মহতের বিক্রম প্রকাশ । ৮৭ ।

অনন্তর, তাহার সঞ্জীবককে অনতিদূরে রাখিয়া পিঙ্গলকের নিকট গমন করিল । তাহার পর, রাজা তাহাদিগকে সাদরে দর্শন করিলে, তাহার প্রণাম করিয়া বসিল । পিঙ্গলক জিজ্ঞাসিল,—কেমন ! তাহাকে দেখিয়াছ ? । দমনক বলিল,—মহারাজ ! তাহাকে দেখিয়াছি । মহারাজ তাহার শব্দ শুনিয়া যাহা ভাবিয়াছেন, সে ঠিক তাই বটে । সে অতিশয় বলবান, মহারাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে । আপনি সজ্জীভূত হইয়া বসুন । কিন্তু তাহার শব্দ শুনিয়াই ভয় পাইবেন না । এরূপ কথিত আছে যে,—

শব্দমাত্র শুনিয়াই নাহি পাবে ভয়, শব্দের কারণ অগ্রে করিবে নির্ণয় ;

শব্দের কারণ অগ্রে করিয়া সন্ধান, কুট্টিনী সবার কাছে পাইল সম্মান । ৮৮ । (১)

(১) ৮৮ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বে, কোনও কোনও পুস্তকে একটী শ্লোক বেশি আছে । নিম্নে তাহা অনুবাদের সহিত এদন্ত হইল ;—

“অস্তসা ভিদ্যতে সেতুস্তথা মস্ত্রোহপ্যরক্ষিতঃ ।

পৈশুণ্যাদ্ ভিদ্যতে স্নেহো বাগ্ভির্ভেদ্যো হি কাতরঃ” ॥

অনুবাদ,—

ভয় হয় সেতু তাহে জন প্রবেশিলে, মন্ত্রণা ভাঙ্গিয়া যায় প্রকাশ হইলে ;

খলভায় ভয় হয় স্নেহের বন্ধন, কথ্যতেই ভয়মন হয় ভীর জন ।

রাজাহ—কথমেতৎ । দমনকঃ কথয়তি । অস্তি শ্রীপর্বত-
 মধ্যে ব্রহ্মপুরাখ্যং নগরম্ । তত্র শৈলশিখরে ঘণ্টাকর্ণো নাম
 রাক্ষসঃ প্রতিবসতীতি জনপ্রবাদঃ শ্রুয়তে । একদা ঘণ্টামাদায়
 পলায়মানঃ কশিচৎ চৌরো ব্যাঞ্ছোণ ব্যাপাদিতঃ । তৎপানি-
 পতিতা ঘণ্টা বানরৈঃ প্রাপ্তা । তে বানরাস্তাং ঘণ্টামনুক্ষণং
 বাদয়ন্তি । ততো নগরজনৈর্মনুষ্যঃ খাদিতো দৃষ্টঃ প্রতিক্ষণং
 ঘণ্টারাবশ্চ শ্রুয়তে । অনন্তরং ঘণ্টাকর্ণঃ কুপিতো মনুষ্যান্
 খাদতি ঘণ্টাং চ বাদয়তি ইত্যুক্ত্বা জনাঃ সর্বৈ নগরাৎ পলা-
 যিতাঃ । ততঃ করালয়া নাম কুট্টিন্যা বিমুশ্যা—অনবসরোহয়ং
 ঘণ্টাবাদঃ, তৎ কিং মর্কটা ঘণ্টাং বাদয়ন্তি, ইতি স্বয়ং বিজ্ঞায় রাজা
 বিজ্ঞাপিতঃ—দেব যদি কিয়ঙ্কনোপক্ষয়ঃ ক্রিয়তে তদাহমেনং
 ঘণ্টাকর্ণং সাধয়ামি । ততো রাজা ভুঞ্চেৎ তস্যৈ ধনং দত্তম্ ।
 কুট্টিন্যা চ মণ্ডলং কৃত্বা তত্র গণেশাদিপূজাগৌরবং দর্শয়িত্বা স্বয়ং

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? । দমনক কহিল,—শ্রীপর্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুর
 নামে এক নগর আছে । তথায় পর্বতশিখরে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস
 করে, লোকে এরূপ বলাবলি করিত । একদা এক চোর ঘণ্টা চুরি করিয়া পলাই-
 তেছিল, এমন সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল । একদল বানর
 তাহার হস্তপতিত সেই ঘণ্টা দেখিতে পাইল । বানরেরা ঘণ্টা লইয়া সর্বক্ষণ
 বাজাইত । এদিকে, সেই নগরের লোকেরা দেখিল যে, একটা মনুষ্যকে
 কে ভক্ষণ করিয়াছে, আর ঘণ্টার শব্দও শুনা যাইতেছে । তখন, সকলে বলিতে
 লাগিল যে,—ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিতেছে ও ঘণ্টা
 বাজাইতেছে । এইরূপ বলিয়া সমস্ত লোক নগর হইতে পলায়ন করিল ।
 অনন্তর, করাল নামে এক কুট্টিনী মনে মনে বিবেচনা করিল,—অসময়ে
 এরূপ ঘণ্টা বাজিবে কেন ? তবে বুঝি বানরেরাই এইরূপে ঘণ্টা বাজাই-
 তেছে । সে স্বয়ং তাহা অনুসন্ধান করিয়া, রাজাকে গিয়া কহিল,—
 মহারাজ ! যদি কিছু অর্থ ব্যয় করেন, তবে আমিই ঘণ্টাকর্ণকে সংহার
 করিতে পারি । রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধনদান করিলেন । কুট্টিনীও
 মণ্ডলরেখা রচনা করিয়া, তন্মধ্যে গণেশাদি দেবতার পূজার আড়ম্বর

বানরপ্রিয়ফলাশ্রাদায় বনং প্রবিশ্য ফলান্ধাকীর্ণানি । ততো ঘণ্টাং
পরিত্যজ্য বানরাঃ ফলাসক্তা বভূবুঃ । কুট্টিনী চ ঘণ্টাং গৃহীত্বা
নগরমাগতা সকললোকপূজ্যাহভবৎ । অতোহহং ত্রবীমি—
“শকমাত্রান্ন ভেতবাম্” ইত্যাদি ।

ততঃ সঞ্জীবকমানীয় দর্শনং কারিতবন্তৌ । পশ্চাৎ স তত্রৈব
বনে চিরমতিপ্রণয়েন নিবসতি । অথ কদাচিৎ তস্য সিংহস্য
ভ্রাতা স্তরূকর্ণো নাম সিংহঃ সমায়াতঃ । তস্যাতিথ্যং কৃত্বা সমুপ-
বেশ্য পিঙ্গলকঁস্তুদাহারায় পশূন্ হস্তং চলিতঃ । অত্রান্তরে সঞ্জী-
বকৌ বদতি—দেব অদ্য হতমৃগাণাং মাংসানি ক । রাজাহ—
দমনককরটকৌ জানীতঃ । সঞ্জীবকৌ ক্রতে—জ্ঞায়তাং কিমস্তি
নাস্তি বা । সিংহো বিহস্যাহ—নাস্ত্যেব তৎ । সঞ্জীবকৌ ক্রতে—
কথমেতাবন্মাংসং তাভ্যাং খাদিতম্ । রাজাহ—খাদিতং ব্যয়ি-

দেখাইল (১) । অনস্তর বানরের লোভনীয় কতকগুলি ফল স্বহস্তে লইয়া বন-
মধ্যে গিয়া, সেই ফলগুলি তথায় ছড়াইয়া দিল । তাহাতে বানরেরা ঘণ্টা ফেলিয়া
সেই ফলভক্ষণে আসক্ত হইল । কুট্টিনীও সেই স্মরণে ঘণ্টা লইয়া জগরে আসিল,
এবং সমস্ত লোকে তাহার পূজা করিতে লাগিল । এইজন্যই আমি বলিতে-
ছিলাম যে,—“শকমাত্র গুনিয়াই নাহি পাবে ভয়”—ইত্যাদি ।

অনস্তর, তাহারা সঞ্জীবককে লইয়া গিয়া রাজার সহিত দেখা করাইয়া দিল ।
পরে, সেই সিংহ ও বৃষ পরম সম্ভাবে সেই বনে বহুদিনাবধি বাস করিতে লাগিল ।
অনস্তর একদিন সেই সিংহের ভ্রাতা স্তরূকর্ণ নামক এক সিংহ তথায় আগমন
করিল । পিঙ্গলক তাহাকে অভ্যর্গনা করিয়া এবং যথার্থোপায় আসনে বসাইয়া,
তাহার ভোজনার্থে পণ্ড মারিতে চলিল । ইত্যবসরে সঞ্জীবক কহিল,—মহারাজ !
আজি যে সকল পণ্ড মারিয়াছিলেন, সে সকলের মাংস কোথায় গেল ? রাজা
কহিল,—তাহা দমনক ও করটক বলিতে পারে । সঞ্জীবক বলিল,—জানুন দেখি,
তাহা আছে কি না । সিংহ হাস্য করিয়া কহিল,—তাহা নিশ্চয়ই নাই । সঞ্জীবক
কহিল,—এতটা মাংস তাহারা কিরূপে খাইল ? রাজা বলিল,—খাইয়াছে, বিলাই-

(১) হরিদ্রাদি পঞ্চবর্ণের শুঁড়া ষায়া মণ্ডলাকার রেখা পাতিয়া, তন্মধ্যে গণেশাদি দেবতার আবা-
হন করিয়া পূজা করিতে হয় । ধূর্তা কুট্টিনী দেবতার প্রসাদে রাক্ষস মারিবে, ইহা জানাইবার জন্য
ঐরূপ পূজার ছল করিল ।

তম্ অবধীরিতং চ । প্রত্যহমেঘ ক্রমঃ । সঞ্জীবকো ক্রতে—
কথং শ্রীমদেবপাদানামগোচরেণৈবং ক্রিয়তে । রাজাহ—মদীয়-
গোচরেণৈব ক্রিয়তে । সঞ্জীবকো ক্রতে—নৈতছুচিতম্ । তথা-
চোক্তম্ ।

নানিবেদ্য প্রকুব্বীত ভর্তুঃ কিঞ্চিদপি স্বয়ম্ ।

কার্য্যমাপৎপ্রতীকারাদন্যত্র জগতীপতে ॥ ৮৯ ॥

অন্যচ্চ । কমণ্ডলুপমোহমাত্যস্তনুত্যাগো বহুগ্রহঃ ।

নৃপতে কিংক্ষণে মূর্খো দরিদ্রঃ কিংবরাটকঃ ॥ ৯০ ॥

স হমাত্যঃ সদা শ্রেয়ান্ যঃ কাকিণ্যপি বর্দ্ধয়েৎ ।

কোষঃ কোষবতঃ প্রাণাঃ প্রাণাঃ প্রাণা ন ভূপতেঃ ॥ ৯১ ॥

যাছে, ফেলিয়া দিয়াছে । প্রত্যহই এইরূপ করিয়া থাকে । সঞ্জীবক জিজ্ঞাসিল,—
তাহারা কি রাজশ্রীকে না জানাইয়াই এইরূপ করে ? । রাজা বলিল,—আমাকে
না বলিয়াই এইরূপ করে । সঞ্জীবক কহিল,—তাহাদের এরূপ করা বড় অন্যায় ।
কথিতও আছে যে,—

প্রভু যিনি ধরাপতি বিনা তাঁর অনুমতি

নিজে কিছু না করিবে তাঁর ;

না বলিয়া ভৃত্য তাঁরে নিজেও করিতে পারে,

শুদ্ধ তাঁর বিপদ-উদ্ধার । ৮৯ ।

আরো,—

রাজমন্ত্রী কমণ্ডলু-সমান হইবে, লইবে বিস্তর, কিন্তু অতি অল্প দিবে ;

সময়ের মূল্য কি বুঝিবে মুঢ় জন ? কড়ির মর্যাদা কিবা জানিবে নির্দন ? (১) ৯০ ।

কড়িটিও যেই জন বাঁচাইয়া চলে, রাজার হিতৈষী মন্ত্রী তাহাকেই বলে ;

রাজার রাজ্যের প্রাণ অর্থই কেবল, অর্থ বিনা নৃপতির বাঁচিয়া কি ফল ? ৯১ ।

(১) 'কমণ্ডলু-সমান'—অলাবু, মুক্তিকা বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত সন্ন্যাসীদের জলপাত্রকে কমণ্ডলু বলে । কমণ্ডলুর পেট মোটা ও গলা সরু বলিয়া তাহাতে অনেক জল ধরে, কিন্তু ঢালিতে গেলে অল্প অল্প জল পড়ে । রাজমন্ত্রী কমণ্ডলু-সমান হইবে, অর্থাৎ প্রজার কাছে শুবিয়া আদায় করিয়া রাজ্যকে বর্ধ করিবে ; কিন্তু ব্যয় করিবার সমগ্র বুঝিয়া স্থজিয়া অল্প অল্প ব্যয় করিবে । যে ব্যক্তি সময়ের সন্ধান জানে না, সেরূপ মুর্থকে, "এবং যে কখনও টাকা দেখে নাই, টাকার মর্যাদাও বুকে না, সেরূপ দরিদ্রকে মন্ত্রী করিবে না ।

কিঞ্চাশ্চৈর্ন কুলাচারৈঃ সেব্যতামেতি পুরুষঃ ।

ধনহীনঃ স্বপিতৃশ্চাপি ত্যজ্যতে কিংপুনঃ পঠৈঃ ॥ ৯২ ॥

এতচ্চ রাজ্ঞঃ প্রধানদূষণম্ । পশ্য ।

অতিব্যয়োহনপেক্ষা চ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ ।

মোষণং দূরসংস্থানং কোষব্যসনমুচ্যতে ॥ ৯৩ ॥

যতঃ । কিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্জয়া ।

শ্রমণায়তএবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৯৪ ॥

তদাকর্ণ্য স্তরূকর্ণো ক্রতে—শৃণু ভ্রাতঃ—চিরাশ্রিতাবেতৌ
দমনককরটকৌ সন্ধিবিত্রহকার্য্যাধিকারিণৌ কদাচিদর্থাধিকারে ন
নিযুক্তব্যৌ । অপরং চ নিয়োগিপ্রস্তাবে ময়া যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতং
তৎ কথয়ামি ।

আরো,—

থাকুক সহস্র তার ভাল কুলাচার, ধন বিনা কেবা বল ! সেবা করে তার ;

গৃহিনীও করে ত্যাগ ছুরাইলে ধন, কেন না করিবে ত্যাগ তারে অন্য জন ? ৯২।

রাজার পক্ষে এগুলি বড়ই দোষের কথা । দেখুন !—

অতিব্যয়, অযতন, অধর্ম্মে অর্জন, অপলাপ, আর ধন দূরেতে স্থাপন ;

জানিবে এ সব রাজ-কোষের ব্যসন (১), যতনে এ সব দোষ করিবে বর্জন ৯৩।

কারণ,—

না বুঝিয়া আর যে করে স্বেচ্ছায়

তাড়াতাড়ি ধনব্যয় ;

কুবেরের ন্যায় ধন যদি পায়

শেষে সে কাঙাল হয় । ৯৪ ।

তাহা শুনিয়া স্তরূকর্ণ কহিল,—শুন ভাই ! তোমার পুরাতন ভৃত্য এই
দমনক ও করটক সন্ধি ও বিগৃহের কার্যে নিযুক্ত আছে, ইহাদের উপর ধনের
ভার দেওয়া উচিত নয় । কিরূপ লোককে ধনাধিকারে নিযুক্ত করিতে হইবে,
তদ্বিধরে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুন !—

(১) 'অপলাপ'—বকল করা । 'দূরেতে স্থাপন'—অর্থাৎ ঠিক দরকারের সময় পাওয়া কঠিন হয়
এমন স্থানে ধন রাখা । 'কোষের ব্যসন'—অর্থাৎ এই সকল দোষে রাজ্যের ধনাগার নষ্ট হয় ।

ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বন্ধুর্নাধিকারে প্রশস্যতে ।
 ব্রাহ্মণঃ সিদ্ধমপ্যর্থং কৃচ্ছেৎপি ন যচ্ছতি ॥ ৯৫ ॥
 নিযুক্তঃ কত্রিয়ো দ্রব্যে খড়্গং দর্শয়তে ধ্রুবম্ ।
 সর্বার্থং গ্রাসতে বন্ধুরাক্রম্য জ্ঞাতিভাবতঃ ॥ ৯৬ ॥
 অপরাধেহপি নিঃশঙ্কো নিয়োগী চিরসেবকঃ ।
 স স্বামিনমবজ্জায় চরেচ্চ নিরবগ্রহঃ ॥ ৯৭ ॥
 উপকর্তাধিকারাঢ্যঃ স্বাপরাধং ন মন্যতে ।
 উপকারং ধ্বজীকৃত্য সর্বমেব বিলুম্পতি ॥ ৯৮ ॥
 উপাংশুক্ৰীড়িতোহমাত্যঃ স্বয়ং রাজায়তে যতঃ ।
 অবজ্জা ক্রিয়তে তেন সদা পরিচয়াদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৯ ॥
 অন্তর্দৃষ্টিঃ ক্রমায়ুক্তঃ সর্বানর্থকরঃ কিল ।
 শকুনিঃ শকটারশ্চ দৃষ্টান্তাবত্র ভূপতে ॥ ১০০ ॥

না দিবে ধনের ভার ব্রাহ্মণের করে ; থাকিতেও দিতে তার হাত নাহি সরে । ৯৫।
 কত্রিয়কে ধন-ভার দেওয়া ভাল নয়, কেন না সে পদে পদে খড়্গহস্ত হয় ;
 ধন-ভার দেও যদি জ্ঞাতির উপরে, জ্ঞাতি বোলে আপনি*সে সব গ্রাস করে । ৯৬।
 পুরাতন ভৃত্যে যদি দেও ধন-ভার, দোষ করিলেও শঙ্কা নাহি হয় তার ;
 আপন প্রভুরে মান্য নাহি করে আর, অবাধে আপন মনে করে স্বেচ্ছাচার । ৯৭।
 উপকারী জনে যদি দাও ধন-ভার, তবে সে নিজের দোষ নাহি গণে আর ;
 নিজকৃত উপকার করিয়া গণন, তাহারি দোহাই দিয়া হরে সব ধন । ৯৮।
 গুপ্ত আমোদের সঙ্গী যে হয় রাজার, তার হাতে রাজা নাহি দিবে ধন-ভার ;
 নিজে সে রাজার ন্যায় প্রভুত্ব খাটায়, রাজার বয়স্য বোলে না মানে রাজার । ৯৯।
 বাহিরে সাধুতা যার শঠতা ভিতরে, রাজার সেরূপ মন্ত্রী সর্বনাশ করে ;
 কপট শকুনি মন্ত্রী আর শকটার (১), এই দুই মহারাজ ! দৃষ্টান্ত তাহার । ১০০।

(১) 'শকুনি'—কুরুরাজ দুর্যোধনের মাতুল ও মন্ত্রী। কপট শকুনির কুমন্ত্রণা শুনিয়া শেষে দুর্ঘর্ষ ১-ধনের সর্বনাশ হইয়াছিল। 'শকটার'—নন্দ রাজার মন্ত্রী। চাণক্য যখন কুরু হইয়া নন্দবংশ সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন কৃতস্ব শকটার গোপনে চাণক্যের বড় বজ্রে বোগা বিয়া প্রভুর সর্বনাশ করিয়াছিল।

সদায়ত্যাগনাথ্যঃ স্যাৎ সমৃদ্ধঃ সৰ্ব্ব এব হি ।

সিদ্ধানাময়মাদেশ ঋদ্ধিশ্চিত্তবিকারিণী ॥ ১০১ ॥

প্রাপ্তার্থগ্রহণং দ্রব্যপরীবর্তোহনুরোধনম্ ।

উপেক্ষা বুদ্ধিহীনত্বং ভোগোহমাত্যস্য দূষণম্ ॥ ১০২ ॥

নিয়োগ্যর্থগ্রহোপায়ো রাজ্ঞাং নিত্যপরীক্ষণম্ ।

প্রতিপত্তিপ্রদানং চ তথা কৰ্ম্মবিপর্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

নাপীড়িতা বমস্ত্যুচ্চৈরন্তঃসারং মহীপতে ।

দুষ্টব্রণা ইব প্রায়ো ভবন্তি হি নিয়োগিনঃ ॥ ১০৪ ॥

যে ভৃত্য আপন হস্তে বহু ধন পায়, ন্যায়-পথে তারে আর রাখা নাহি যায় ;
 ধনের সঙ্গেই ঘটে বুদ্ধি বিপর্যায়, সিদ্ধের আদেশ ইহা কভু মিথ্যা নয় (১)। ১০১।
 রাজ-ধন হাতে পেলে বে করে গ্রহণ, একের বদলে যেই রাখে অন্য ধন (২) ;
 আত্মীয়ের উপরোধ যে করে রক্ষণ, প্রভুর স্বার্থের প্রতি যার অযতন ;
 যে চায় নিজের সুখ, বুদ্ধি নাহি যার, সে অমাত্যে রাজা নাহি দিবে ধন-ভার। ১০২।
 বাহাদেয় হস্তে থাকে অন্ন-ব্যয়-ভার, নিত্যই দেখিবে রাজা কার্য্য সে সবার ;
 তুমিবে সম্মানে যাহে তারা তুষ্ট রয়, মাঝে মাঝে করিবে পদের বিনিময় (৩) ;
 নরপতি এইরূপ করিয়া উপায়, রীতিমত নিজ অর্থ করিবে আদায়। ১০৩।
 দুষিত ব্রণের ন্যায় কর্ম্মচারিগণ ; নাহি দেয় সারটুকু বিনা নিপীড়ন (৪)। ১০৪।

(১) 'সিদ্ধের আদেশ'—যাঁহারা তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং বাহাদেয় কথা কদাচ মিথ্যা হয় না, তাঁহাদিগকে 'সিদ্ধ' বলে। তাঁহারা বলেন যে,—হাতে ধন পাইলেই লোকের মন বিকুড়িয়া যায়, আর তারে ঠিক পথে রাখা যায় না। অতএব যে কর্ম্মচারীর হস্তে রাজার ধনসার থাকিবে, রাজা সদা সাবধানে তাহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(২) 'একের বদলে'—যে মন্ত্রী রাজভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য দ্রব্য আশ্রয় করিয়া তাহার বদলে অল্প মূল্যের সেই প্রকার কোনও দ্রব্য সেই স্থানে রাখে।

(৩) কোনও কর্ম্মচারীকে একই পদে ও একই স্থানে চিরদিন রাখিবে না। সময়ে সময়ে সেই পদে অল্প লোক দিয়া তাহাকে অল্প পদে নিযুক্ত করা উচিত ; নহিলে কর্ম্মচারীদের অশ্রয় কর্ম্ম ধরা পড়ে না।

(৪) যে কোঁড়ার ভিতর বধ রস সঞ্চিত থাকে, তাহাকে 'দুষিত ব্রণ' বলে। খুব জ্বারে না টুপিলে যেমন কোঁড়ার ভিতরের সার টুকু বাহির করা যায় না, তেমনি পীড়াপীড়ি না করিলে কর্ম্মচারীদের নিকট রাজ্যের সব টাকা নিঃশেষে আদায় হয় না, তাহারা আসলটুকু গোপন করিবার চেষ্টা করে।

মুহূর্ণিয়োগিনো বোধ্যা বহুধারা মহীপতেঃ ।

সকুৎ কিং পীড়িতং স্নানবস্ত্রং মুঞ্জেদ্ বহুদকম্ ॥ ১০৫ ॥

এতৎ সর্বং জ্ঞাত্বা যথাবসরং ব্যবহর্তব্যম্ । পিপ্সলকো ক্রতে
—অস্তি তাবদেবম্ । কিন্তু এতৌ সর্বথা ন মম বচনকরৌ । স্ত্রক-
কর্ণো ক্রতে—এতৎ সর্বথানুচিতম্ । যতঃ ।

আজ্ঞাভঙ্গকরান্ রাজা ন ক্ষম্যেত স্ততানপি ।

বিশেষঃ কো নু রাজ্ঞশ্চ রাজ্ঞশ্চিত্রগতস্য চ ॥ ১০৬ ॥

অন্যচ্চ । স্ত্রকস্য নশ্চতি যশো বিষমস্য মৈত্রী
নর্চৈন্দ্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্মঃ ।

নিপীড়িত কর যত স্নানার্জ বসন, ততই তাহার জল নিঃসরে যেমন ;

তেমনি যতই রাজা কারবে পীড়ন, ততই নিয়োগিগণে দেয় তাঁরে ধন(১)।১০৫।

এই সকল বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, রাজা কর্মচারীদের উপর যখন বেকরূপ
ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা করিবেন । পিপ্সলক কহিল,—হাঁ এ সকল কথা সত্য
বটে, কিন্তু দমনক ও করটক কোনমতেই আমার আজ্ঞা পালন করে না । স্ত্রককর্ণ
কহিল,—এ বড়ই দোষের কথা । কারণ,—

আপন পুত্রেও যদি না মানে আদেশ, তাহাকেও রাজা না করিবে দয়ালেশ ;

রাজার আজ্ঞাই যদি রক্ষা নাহি পায়, কি ভেদ তাহায় আর চিত্রিত রাজ্য ?(২)।১০৬।

আরো,—

গর্বিত হইলে তার যশ লোপ পায়, বিরুদ্ধ আচারে লোক বহুতা হারায় ;

ইন্দ্রিয় কুপথে গেলে কুলমান যায়, স্বার্থপর হ'লে তার ধর্ম লোপ পায় ;

না-থাকে বিদ্যার ফল থাকিলে ব্যসন(৩), নাহি থাকে কোনো সুখ হইলে কুপণ ;

(১) স্নান করিয়া ভিজা কাপড় বার বার বত জোরে নিঙুড়াইবে ততই তাহার জল বাহির হইতে
থাকিবে ; সেইরূপ রাজা নিয়োগী অর্থাৎ কর্মচারীদেরকে যতই পীড়ন করিবেন, ততই তাহাদের নিকট
হইতে তাহার টাকা আদায় হইবে ।

(২) 'চিত্রিত রাজ্য'—চিত্রশটে অঙ্কিত রাজ্য ও জীয়ন্ত রাজ্য কিছুই ইতরবিশেষ থাকে না,
অর্থাৎ—রাজার আজ্ঞা রক্ষা না হইলে, অচেতন চিত্রপুস্তলিকার ন্যায় তাহার থাকা আর না থাকা
সমান্ ।

(৩) 'থাকিলে ব্যসন'—অর্থাৎ কোনপ্রকার দেশার-বশীভূত হইলে । সুরাপান, জুয়াখেলা,
বেশ্যাদি জ, দিবানিজ্ঞা প্রভৃতিকে ব্যসন বলে ।

বিদ্যাফলং ব্যসনিनः रूपणस्य सौख्यम्

राज्यं प्रमत्तमचिवस्य नराधिपस्य ॥ ১০৭ ॥

বিশেষতশ্চ ।

তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শক্রভ্যো নৃপবল্লভাৎ ।

নৃপতির্নিজলোভাচ্চ প্রজা রক্ষেৎ পিতেব হি ॥ ১০৮ ॥

ভ্রাতঃসর্বথাশ্চদ্বচনং ক্রিয়তাম্ । ব্যবহারোহপ্যস্মাভিঃ কৃত-
এব । অয়ং শস্যভক্ষকঃ সঞ্জীবকো ভোজনাধিকারে নিযুক্ত্যতাম্ ।
এতদ্বচনাৎ তথানুষ্ঠিতে সতি তদারভ্য পিঙ্গলকসঞ্জীবকয়োঃ সর্ব-
বন্ধুপরিত্যাগেন মহতা স্নেহেন কালোহতিবর্ততে । ততোহনু-
জীবিনামপ্যাহারদানে শৈথিল্যদর্শনাদমনককরটকাবশ্যোন্মৎ চিন্ত-
য়তঃ । তদাহ দমনকঃ—মিত্রে কিমিত্রে বিধেয়ম্ । আত্মকৃতোহয়ং
দোষঃ । স্বয়ংকৃতোহপি দোষে পরিদেবনমপ্যনুচিতম্ । তথা
চোক্তম্ ।

আম্ন যে রাজার মন্ত্রী করে স্বেচ্ছাচার, নিশ্চয় তাহার রাজ্য হয় ছারখার । ১০৭।
বিশেষতঃ—

রাজার নিযুক্ত লোক, প্রিয়পাত্র ঠাঁর, বিপক্ষ, তস্কর, আর লোভ আপনার ;

এ সব হইতে রাজা পিতার সমান, সদাই আপন প্রজা করিবেন ত্রাণ (১) । ১০৮।

ভ্রাতঃ! আমিও রাজকার্য্য করিয়া থাকি। অতএব এসকল বিষয়ে
আমার উপদেশমত কার্য্য কর। এই সঞ্জীবক শস্যভোজী, ইহারই হস্তে ভক্ষ্য-
দ্রব্যের ভার দেও। স্তরূকর্ণের কথায় তাহাই অনুষ্ঠিত হইলে, তদবধি পিঙ্গলক ও
সঞ্জীবক সমস্ত বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে পরম প্রণয়ে কালাযাপন করিতে
লাগিল। অনন্তর, আশ্রিত সেবকগণেরও আহারদানে অবস্থ দেখিরা দমনক ও
করটক পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দমনক কহিল,—মিত্রে! এখন এবিষয়ে
কর্তব্য কি? এ দোষ ত আমার নিজেরই; নিজে দোষ করিয়া অহুতাপ করাও
অহুচিত। কথিতও আছে যে,—

(১) 'রাজার নিযুক্ত' ইত্যাদি—যে সকল কর্তব্যরী রাজস্ব আদায় বা শাস্তিরক্ষা প্রভৃতিতে
নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাপীড়ন করে। রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া যে সেই সাহসে লোকের উপর অত্যাচার
করে। 'বিপক্ষ'—বৈদেশিক শত্রু প্রভৃতি। 'আপনার লোভ'—অর্থাৎ রাজার নিজের লোভ। রাজা
নিজে লোভী হইলে প্রজার কষ্টের নীমা থাকে না।

স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা বন্ধাত্মানং চ দূতিকা ।

আদিৎসুশ্চ মণিঃ সাধুঃ স্বদোষাদ্দুঃখিতা ইমে ॥১০৯॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । দমনকঃ কথয়তি । অস্তি কাঞ্চনপুরনাম্নি নগরে বীরবিক্রমো নাম রাজা । তস্য ধর্মাধিকারিণা কশ্চিন্নাপিতো বধ্যভূমিং নীয়মানঃ কন্দর্পকেতুনাম্না পরিব্রাজকেন সাধুদ্বিতীয়েন নায়াং বধ্যঃ ইত্যুক্ত্বা বস্ত্রাঞ্চলে ধৃতঃ । রাজপুরুষা উচুঃ—কিমিতি নায়াং বধ্যঃ । স আহ—শ্রয়তাম্ । “স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা” ইত্যাদি পুনঃ পঠতি । স্তং আছঃ—কথমেতৎ । পরিব্রাজকঃ কথয়তি । অহং সিংহলদ্বীপস্য ভূপতে-র্জীমূতকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম । একদা কেলিকাননাবস্থিতন ময়া পোতবণিঙ্গুখাৎ শ্রুতম্—যদত্র সমুদ্রমধ্যে চতু-

স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর ছুর্গতি ঘটিল, আপনারি বান্ধি দূতী বিপাকে পড়িল ;
মণির লোভেতে সাধু সর্বস্ব হারায়, আপনারি কন্দর্পদোষে এরা কষ্ট পায় (১)।১০৯
করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? । দমনক বলিতে লাগিল । কাঞ্চনপুর নামক নগরে বীরবিক্রম নামে এক রাজা আছেন । তাঁহার ধর্মাধিকারী (২) এক নাপিতকে বধ্যভূমিতে (৩) লইয়া যাইতেছে, এমন সময় কন্দর্পকেতু নামক এক পরিব্রাজক এক সাধুর সহিত (৪) তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—এ ব্যক্তি অপরাধী নহে, ইহাকে হত্যা করিও না ; ইহা বলিয়া তিনি নাপিতের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন । রাজপুরুষেরা (৫) জিজ্ঞাসা করিল,—এ ব্যক্তি কি জন্ত বধ্যযোগ্য নহে ? । পরিব্রাজক বলিলেন,—শ্রবণ কর । ইহা বলিয়া তিনি,—“স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর ছুর্গতি ঘটিল”—এই শ্লোকটি পুনরায় পাঠ করিলেন । রাজপুরুষেরা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? । পরিব্রাজক কহিলেন । আমি সিংহলের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র, আমার নাম কন্দর্পকেতু । আমি একদিন কেলিকাননে (৬)

(১) একখানি চিত্রপটে এক বিদ্যাধরীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত ছিল, সেই চিত্রিত বিদ্যাধরীর নাম ‘স্বর্ণরেখা’ । ‘সাধু’—সাধু; সদাগর, বণিক্, শিল্পী । ‘দূতী’—কুটনী ।

(২) ‘ধর্মাধিকারী’—রাজ্যের বিচারকার্যে নিযুক্ত জজ, মাজিস্ট্রেট বা পুলিশের অধ্যক্ষ প্রভৃতি ।

(৩) ‘বধ্যভূমি’—রাজ্যজায় যে স্থানে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয় ।

(৪) ‘পরিব্রাজক’—সন্ন্যাসী, অবধূত । ‘সাধু’—সদাগর ।

(৫) ‘রাজপুরুষ’—রাজকর্মচারী; পুলিশ বা আদালতের লোক ।

(৬) ‘কেলিকানন’—বাগান, কুঙ্গরা, সৈটকখানা বাটী, প্রভৃতি বিহারের স্থান ।

দর্শ্যামাভিভূতকল্পতরুতলে রত্নাবলীকিরণকর্করূপপার্য্যক্ষে স্থিতা
সর্কালঙ্কারভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কণ্ঠা কাচিদ্ দৃশ্যতে
ইতি । ততোহহং তং পোতবণিজমাদায় পোতমারুহ্য তত্র গতঃ ।
অনন্তরং তত্র গত্বা ময়া তথৈব সা অবলৌকিতা । ততস্তল্লাবণ্য-
গুণাক্ষেণ তৎপশ্চাময়াপি ঝম্পো দত্তঃ । তদনন্তরং কনকপত্নং
প্রাপ্য স্ববর্ণপ্রাসাদে তথৈব সা পর্য্যঙ্কস্থা বিদ্যাধরীভিরভিনব-
র্যৌবনাভিরূপাস্যামান্য ময়াবলৌকিতা । তয়াপ্যহং দূরাদেব
দৃষ্ট্বা সখীং শ্রুত্বাপ্য সাদরং সম্ভাষিতঃ । ততস্তৎসখ্যা চ ময়া
পৃষ্ঠয়া সমাখ্যাতম্—এষা কন্দর্পকেলিনান্নো বিদ্যাধরচক্রবর্তিনঃ
পুত্রী রত্নমঞ্জরী নাম । অনয়া প্রতিজ্ঞাতম্—যঃ কনকপত্নং

অবস্থান করিতেছি এমন সময় একজন পোতবণিক্ (১) আসিয়া কহিল যে,—
চতুর্দশীর দিন এই সমুদ্র হইতে একটি কল্পবৃক্ষ (২) উথিত হয় ; ঐ বৃক্ষের তলে,
বিবিধ মণিমাণিক্যের প্রভায় সুরঞ্জিত বিচিত্র পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া, সর্কালঙ্কারে
ভূষিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক রমণী বীণাবাদন করিয়া থাকেন, এরূপ
দেখিয়াছি। অনন্তর আমি সেই পোতবণিককে সঙ্গে লইয়া তরী আরোহণে
সেই স্থানে যাত্রা করিলাম । তথায় গিয়া দেখিলাম,—পোতবণিক যেক্রপ
বালিয়াছিল, ঐ নারী ঠিক সেইরূপই বটে । আমি সেই রমণীর রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ
হইয়া সমুদ্রজলে ঝম্প দিয়া, সেই নারীর সঙ্গে সঙ্গে নিমগ্ন হইলাম । অনন্তর দেখি-
লাম,—এক স্ববর্ণময়ী পুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । দেখিলাম,—তথায়
স্বর্ণের অট্টালিকার মধ্যে সেই কণ্ঠা সেইরূপ পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছে, আর
চতুর্দিকে নবযুবতী বিদ্যাধরীর তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে । কণ্ঠাও দূর হইতে
আমাকে দেখিয়ামাত্র সহচরী পাঠাইয়া পরম সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল ।
আমি সেই সহচরীকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল,—ইনি কন্দর্পকেলিনামক বিদ্যা-
ধরচক্রবর্তীর (৩) কন্যা, ইহার নাম রত্নমঞ্জরী । ইনি এই পণ করিয়াছেন যে,—

(১) ‘পোতবণিক্’—যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করে ।

(২) ‘কল্পবৃক্ষ’—স্বরপতি ইন্ড্রের নন্দনবনের বৃক্ষবিশেষ । কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা চায়,
তাহাই পায় ।

(৩) ‘বিদ্যাধরচক্রবর্তী’—বিদ্যাধরজাতীয় রাজমণ্ডলের অধীশ্বর । ‘বিদ্যাধর’—দেবযোনিবিশেষ ।
যক্ষ ও অপ্সরা হইতে এই জাতির উৎপত্তি ।

স্বচক্ষুযাগত্য পশ্যতি সএব মাং পরিণেষ্যতীতি । তদিমাং গন্ধর্কবিধানেন পরিণয়তু ভবান্ । অথ বৃত্তে গন্ধর্কবিবাহে তত্র তয়া সহাহং রমমাণশ্চিরং তিষ্ঠামি । ততঃ একদা রহসি তয়োক্তম্—স্বামিন্ স্বেচ্ছয়া সর্কর্মিদমুপভোক্তব্যম্ । কিন্তু এষা চিত্রগতা স্বর্ণরেখা নাম বিদ্যাধরী ন কদাচিৎ স্পর্শক্ৰিয়া । পশ্চাদুপজাতকৌতুকেন সা স্বর্ণরেখা হস্তেন ময়া স্পৃষ্ঠা । তয়া চ চিত্রগতয়াপ্যহং তথা কৃৎস্না চরণপদ্যেনাহত আগত্য স্বরাষ্ট্রে পতিতঃ । অতো দুঃখার্ভোহহং প্রব্রজিতঃ পৃথিবীং পরিভ্রমন্ ইমাং নগরীমনুপ্রাপ্তঃ । অত্র চাঁতিক্রান্তে দিবসে গোপগৃহে স্তপ্তঃ সন্নপশ্যম্ । প্রদোষসময়ে স গোপো গোষ্ঠাদাগতঃ স্ববধুং দূত্যা সহ মন্ত্রয়ন্তীমপশ্যৎ । ততস্তাং গোপীং তাড়য়িত্বা স্তস্তে বন্ধা

“যে ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া স্বচক্ষে এই স্ববর্ণপুরী দর্শন করিবে, তাহাকেই বরমালা দিব” । অতএব আপনি ইহাঁকে গন্ধর্কবিধানে (১) বিবাহ করুন । অনস্তর গন্ধর্কবিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, আমি তথায় তাহার সহিত পরমানন্দে বহুদিন অতিবাহিত করিলাম । একদিন বিদ্যাধরনন্দিনী গোপনে আমাকে কহিল,—নাথ ! আপনি এস্থানের সমস্ত বস্তুই ইচ্ছামত উপভোগ করুন, কেবল এই যে চিত্রপটে স্বর্ণরেখানাম্নী বিদ্যাধরী চিত্রিত রহিয়াছে, এইখানি কদাচ স্পর্শ করিবেন না । একদা নিতান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি সেই চিত্রপটখানি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম । যেমন স্পর্শ করিলাম, অমনি সেই চিত্রিত প্রতিমূর্তি আমাকে এরূপ পদাঘাত করিল যে, আমি একেবারে নিজ রাজ্যে আসিয়া পতিত হইলাম । অনস্তর, আমি সেই বিদ্যাধরনন্দিনীর বিরহশোকে সংসার ত্যাগ করিয়া এইরূপ সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াইতেছি ।* পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । এস্থানে গত দিবস এক গোপের আলয়ে বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম,—গোপ গোষ্ঠ হইতে সন্ধ্যার সময় বাটাতে আসিল । আসিয়া দেখিল,—তাহার স্ত্রী এক দূতীর সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছে । তদর্শনে সে স্ত্রীকে প্রহার করিল এবং তাহাকে স্তস্তে (২) বন্ধন

• (১) বর ও কস্তা পরস্পরের প্রতি প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বেছে পুষ্কক বরণ করিলে, তাহাকে ‘গন্ধর্কবিধানে’ বিবাহ বলে ।

(২) ‘স্তস্ত’—ঘরের খাম বা খুঁটি ।

স্বপ্নঃ । ততোহর্করাভ্রেহস্য নাপিতস্য বধুদৃতী পুনস্তাং গোপী-
মুপেতা বদৎ—তব বিয়োগানলদন্ধোহসৌ স্মরশরজর্জরিতো
মুম্বুর্বিব বর্ততে । (১) তদহমাত্মানমত্র বন্ধা তিষ্ঠামি । স্বং তত্র
গত্বা তং সন্তোষ্য সহরমাগচ্ছ । তথানুষ্ঠিতে সতি স গোপঃ
প্রবুদ্ধোহবদৎ—ইদানীং জারাস্তিকং কথং ন যাসি । ততো যদা
সা দৃতী ন কিঞ্চিদ্ ক্রতে তদা—‘দর্পাশ্রম বচনস্যোত্তরমপি ন
দদাসি’—ইত্যুক্ত্বা প্রকুপ্য কর্তরিকামাদায় তস্যান্তেন নাসিকা
ছিন্না । তথা কৃত্বা পুনঃ স্বপ্তো গোপো নিদ্রামুপগতঃ । অথাগত্য

করিয়া রাখিয়া আপনি গিয়া শয়ন করিল । অনন্তর ছই প্রহর রাতে এই নাপি-
তের পত্নী সেই দৃতী পুনরায় গোপীর নিকট আসিয়া বলিল,—তোমার নায়ক
তোমার বিরহানলে দগ্ধ ও কামশরপ্রহারে জর্জরিত হইতেছে । তাহার
প্রাণ যায় । (১) তুমি শীঘ্র গিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আইস,
অ মি ততক্ষণ এই স্তম্ভে আমাকেই বন্ধন করিয়া রাখি । অনন্তর সেইরূপ
অনুষ্ঠিত হইলে পর, সেই গোপ আগরিত হইয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—
কোই এখনও যে তুই তোর উপপতির কাছে যাস্ নাই ? এই কথায় সেই দৃতী
যখন কোনও উত্তর দিল না, তখন গোপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—‘কি ! তোর
এত বড় আশ্পর্কা ! আমার কথার উত্তর দিলি না’—ইহা বলিয়া কাতারি
আনিয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিল । পত্নীবোধে দৃতীর নাসিকা ছেদন করিয়া,

(১) ইহার পর কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত অংশটুকু বেশি আছে, যথা ;—

“তথা চোক্তম্,—

রজনীকরনাথেন খণ্ডিতে তিমিরে নিশি ।

যুনাং মনাংসি বিব্যাধ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মনোভবঃ” ॥

তস্য তাদৃশীমবস্থা মবলোক্য পরিক্লিষ্টমনাস্ত্বামনুবর্তিতু-
মাগতা” ।

অনুবাদ,—

কথিতও আছে যে,—

বিনাশিয়া নিশাকর নিশার আঁধার, আলোকিত করে যবে জগত্ত সংসার ;

বিরহী যুবার মন বাছিয়া বাছিয়া, জর জর করে কাম বিধিয়া বিধিয়া ।

আমি তাহার সেইরূপ অবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তোমাকে অনুন্নয়
করিতে আসিলাম ।

সা গোপী দূতীমৃচ্ছৎ—কা বার্তা । দূতী উবাচ—পশ্য মম মুখমেব বার্তাং কথয়তি । অনস্তরং সা গোপী তথৈবাত্মানং বন্ধাবস্থিতা । দূতী ছিন্ননাসিকাং গৃহীত্বা নিজগৃহং প্রবিশ্য স্থিতা । ততঃ প্রভাতে তেন নাপিতেন ক্ষুরভাণ্ডং যাচিতা সতী সা তস্মৈ ক্ষুরভাণ্ডমদত্বা ক্ষুরমেকং প্রাদাত্ । ততোহয়ং নাপিতঃ প্রকুপিতঃ ক্ষুরং দূরাদেব গৃহে প্রক্ষিপ্তবান্ । অথ কৃত্তার্তনাদেয়ং—‘বিনাপ-
রাধেনানেন মম নাসিকা ছিন্না’—ইত্যুক্ত্বা ধর্মাধিকারিদমীপ-
মেনমানীতবতী । সা চ গোপী তেন গোপেন পুষ্কোবাচ—অরে
পাপ কো মাং মহাসতীং বিরূপয়িত্বুং সমর্থঃ । মম ব্যবহারমকৌ
লোকপালা এব জানন্তি । যতঃ ।

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোহনলশ্চ

দ্যোভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ ।

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সঙ্ক্ষে

ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥১১০॥

গোপ পুনরায় নিদ্রা যাইল । অনস্তর গোপী আসিয়া দূতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—
সংবাদ কি ? দূতী কহিল,—আমার মুখ দেখিলেই সংবাদ জানিতে পারিবো ।
অনস্তর, গোপী পূর্বমত, আপনাকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া রহিল, দূতীও আপনার
ছিন্ন নাসিকাটি লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল । অনস্তর, প্রাতঃকালে নাপিত
যখন স্ত্রীকে ক্ষুরভাঁড় আনিয়া দিতে কহিল, তখন নাপিতপত্নী সেই দূতী সমগ্র ক্ষুর-
ভাঁড় না দিয়া কেবল একখানি ক্ষুর দূর হইতে স্বামীর নিকট ফেলিয়া দিল । স্ত্রীর
এইরূপ ব্যবহারে নাপিত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্ষুর লইয়া দূর হইতে গৃহমধ্যে নিক্ষেপ
করিল । নাপিতপত্নী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; এবং বলিতে
লাগিল,—দেখ ! এ বিনা অপরাধে আমার নাক কাটিল । সে এই বলিয়া, বিচারাল-
য়ে গমন পূর্বক স্বামীকে বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিল । এ দিকে সেই
গোপ পুনরায় উঠিয়া গোপীকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, গোপী কহিল,—ওরে
প্রাপিষ্ঠ ! কার সাধ্য আমার ন্যায় পরম সতীকে অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহীন করিতে পারে !
আমি যে কত বড় সতী, অষ্ট লোকপালই তাহার সাক্ষী আছেন । কারণ ;—
আদিত্য, চন্দ্রমা, আর যম, হতাশন, দিবাক্ষ রাত্রি, হুই সন্ধ্যা, সলিল, পবন ;

ততোহহং যদি মহাসতী নিজস্বামিনং বিহায় নান্যং মনসাপি
 চিন্তয়ামি তদা ছিন্নাপি মম নাসিকা অচ্ছিন্নাস্তি । ততো যাবদসৌ
 গোপঃ প্রদীপমানীয় তস্য মুখং পশ্যতি তাবদক্ষতং মুখমবলোক্য
 তচ্চরণয়োঃ পতিতঃ । যোহয়মাস্তে সাধুঃ এতদ্বৃত্তাস্তমপি শৃণুত ।
 অয়ং স্বগৃহান্নিগতো দ্বাদশতিবর্ষৈর্মলয়োপকণ্ঠাদিমাং নগরীমনু-
 প্রাপ্তঃ । অত্র চ বেশ্যাগৃহে স্তপ্তঃ । তত্র কুট্টিন্যা গৃহদ্বারি
 স্থাপিতস্য কাষ্ঠঘটিতবেতালস্য মুক্তি রত্নমেকমুৎকৃষ্টমাস্তে । তৎ
 দৃষ্ট্বার্থনুকেনেন সাধুনা রাজীবুথায় তত্র হস্তো দত্তঃ । তদৈব
 তেন বেতালেন সূত্রসঞ্চারিতেন বাহুভ্যাং পীড়িতঃ সম্ভার্তনাদং
 চকার । পশ্চাদুথায় কুট্টিন্যোক্তম্—পুত্র মলয়োপকণ্ঠাদাগ-
 তোহসি । স্তৎ সর্বরত্নানি প্রযচ্ছ । নো চেদনেন ন ত্যক্তব্যোহসি ।
 ইথমেবায়ং চেটকং । ততোহনেন সর্বরত্নানি সমর্পিতানি ।

স্বর্গ, মর্ত্য, ধর্ম, আর আপন হৃদয়, মনুষ্যকর্মের সদা সাক্ষী এরা হয়। ১১০।

অতএব আমি যদি যথার্থ সতী হই, যদি মনে জানেও পতি ভিন্ন আর
 কাহাকে না ভাবিয়া থাকি, তবে এই দণ্ডেই আমার কাটা নাক জোড়া লাগুক ।
 অনন্তর সেই গোপ যখন প্রদীপ জালিয়া আনিল, তখন দেখিল যে, তাহার মুখে
 আঘাতের চিহ্নও নাই । তখন সে পত্নীর পদতলে নিপতিত হইল । আর আমার
 সঙ্গে এই যে সাধুকে দেখিতেছ, হাঁর বৃত্তাস্তও শ্রবণ কর । ইনি, বার
 বৎসর হইল, বাটা হইতে বহির্গত হইয়া, এক্ষণে মলয়াচলের নিকট হইতে এই
 নগরে উপস্থিত হইয়াছেন । ইনি এই স্থানের এক বেশ্যাগৃহে শয়ন করিয়া-
 ছিলেন । কুট্টিনী সেই গৃহের দ্বারদেশে একটা কাষ্ঠনির্মিত বেতালমূর্ত্তির মস্তকে
 একখানি উৎকৃষ্ট মণি রাখিয়া দিয়াছে । সেই মণিটি দেখিয়া ইনি লোভান্বিত
 হইলেন, এবং খানিক রাজে উঠিয়া তাহাতে হস্ত প্রদান করিলেন । সেই মূর্ত্তিটি
 একরূপ কলে বাঁধা ছিল যে, তাহাতে হস্তদিবামাজেই তাহা ছই বাহ প্রসারিত
 করিয়া হাঁকে জড়াইয়া ধরিল । তাহার বাহুপেষণে নিপীড়িত হইয়া ইনি
 আর্তনাদ করিতে লাগিলেন । তখন কুট্টিনী উঠিয়া বলিল,—বৎস ! তুমি
 মলয়াচল হইতে অনেক রত্ন আনিয়াছ, সেগুলি সমস্ত ইহাকে প্রদান কর,
 নতুবা এ কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া দিবে না । এই বেতালটা এইরূপই
 করিয়া থাকে । তাহার পর, ইনি আপনার সমস্ত ধনরত্ন তাহাকে সমর্পণ করি-

অধুনা চায়মপি হৃতসৰ্বস্বোহস্মান্ন মিলিতঃ । এতৎ সৰ্বং শ্ৰুত্বা
রাজপুরুষৈৰ্ণ্যায়ে ধৰ্ম্মাধিকারী প্রবৰ্ত্তিতঃ । অনস্তরং তেন নাপিত-
বধূমুণ্ডিতা । গোপী শাসিতা । কুট্টিনী দণ্ডিতা । সাধোধৰ্ণানি চ
প্রদত্তানি । অতোহহং ত্রবীমি—“স্বৰ্ণরেখামহং স্পৃক্ষু” —ইত্যাদি ।
অতঃ স্বয়ং কৃতোহয়ং দোষঃ । অত্র বিলপনমনুচিতম্ । ক্ষণং
বিমূশ্য—মিত্র সহসৈব যথানয়োঃ সৌহার্দং ময়া কারিতং তথা
ভেদোহপি কাৰ্য্যঃ । যতঃ ।

অতথ্যান্যপি তথ্যানি দৰ্শয়ন্তি হি পেশনাঃ ।

সমে নিম্নান্নতানীব চিত্রকৰ্ম্মবিদো জনাঃ ॥ ১১১ ॥

অপরঞ্চ । উৎপন্নেষপি কাৰ্য্যেষু মতিৰ্যস্য ন হীয়তে ।

স নিস্তরতি দুৰ্গাণি গোপী জারদ্বয়ং যথা ॥ ১১২ ॥

লেন । এক্ষণে ইনিও হৃতসৰ্বস্ব হইয়া আমার সঙ্গী হইয়াছেন । এই সমস্ত
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া রাজপুরুষেরা বিচারপতির দ্বারা স্থবিচার করাইল ।* বিচারে
নাপিতবধুর মস্তকমুণ্ডন হইল, গোপপত্নীর বিলক্ষণ শাসন হইল, কুট্টিনী গুরুতর
দণ্ড পাইল, এবং সাধু আপনার সমস্ত ধন রত্ন ফিরিয়া পাইল । এইজন্যই আমি
বলিতেছিলাম যে,—“স্বৰ্ণরেখা ছুঁয়ে মোর দুৰ্গতি হইল—” ইত্যাদি । অতএব
এ আমার নিজেরই দোষ, এ বিষয়ে অনুতাপ করা অনুচিত । অনস্তর, দমনক
ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—মিত্র ! আমি যেমন না বুঝিয়া প্রভুর সহিত
সঞ্জীবকের বন্ধুতা ঘটাইয়াছি, তেমনি নিজ বুদ্ধিকৌশলে এ উভয়ের মধ্যে বন্ধু-
বিচ্ছেদও ঘটাইতে পারি । কারণ,—

সমতল পটে পটু চিত্রকরগণ, উচু নীচু চিত্র আঁখি দেখায় যেমন ;

তেমনি কৌশলে যেই হয় বিচক্ষণ, সত্যকেও মিথ্যা করি দেখায় সে জন (১)।১১১।

আরো,—

যোগায় যাহার বুদ্ধি কাজের বেলায়, সকল সঙ্কট সেই কাটাঁইয়া যায় ;

উপস্থিত-বুদ্ধি-বলে গোপী আপনার, দুই উপপতি হ'তে পাইল নিস্তার ।১১২।

(১) চিত্রপটখানি সমতল হইলেও যেমন নিপুণ চিত্রকর তাহার উপর উচু নীচু দৃশ্য সকল অবি-
কল আঁকিয়া দেখাইতে পারে, তেমনি চতুর লোকে সত্যকেও মিথ্যা করিয়া বুঝাইতে পারে । অর্থাৎ
এই সঞ্জীবক বাস্তবিক নির্দোষ হইলেও আমি প্রভুর নিকট ইহাকে ঘোর বিজ্ঞোহী বলিয়া প্রতিপন্ন
করিব ।

করটকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ । দমনকঃ কথয়তি । অস্তি
দ্বারবত্যাং পূৰ্ঘ্যাং কস্যচিদ্ গোপস্য বধূর্বন্ধকী । সা গ্রামস্য
দণ্ডনায়কেন তৎপুত্রেণ চ সহ রমতে । তথা চোক্তম্ ।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ ।

নাস্তকঃ সৰ্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ১১৩ ॥

অশ্লচ্চ । ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া ।

ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ বিষমাঃ সৰ্ব্বথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

যতঃ । গুণাশ্রয়ং কীর্তিযুতং চ কাস্তম্

পতিং রতিজ্ঞং সধনং যুবানম্ ।

বিহায় শীঘ্রং বনিতা ব্রজন্তি

নরাস্তরং শীলগুণাদিহীনম্ ॥ ১১৫ ॥

অপরঞ্চ । ন তাদৃশীং প্রীতিমুপৈতি নারী

• বিচিত্রশয্যাং শয়িতাপি কামম্ ।

করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? । দমনক কহিল । দ্বারকাপুরীতে কোনও
গোপের এক কুলটা পত্নী ছিল । সে সেই গ্রামের দণ্ডনায়ক (১) এবং তাহার
পুত্র, উভয়কেই রতি দান করিত । কথিতও আছে যে,—

যত কাষ্ঠ দহে অগ্নি তত আরো জ্বলে, যত নদী পড়ে তাহে সিন্ধু নাহি টলে ;

যত প্রাণী মারে যম তৃপ্তি নাহি পায়, যতই পুরুষ জুঠে নারী আরো চায় (২) ॥ ১১৩ ॥

আরো,—

সেবায়, সারল্যে, কিম্বা দানে বা সম্মানে ; শস্ত্রে কিম্বা শাস্ত্রে নারী বশ নাহি মানো ॥ ১১৪ ॥

কারণ,—

ধনবান্ গুণবান্ যশস্বী তরুণ, প্রাণয়ী সূন্দর অতি রতিতে নিপুণ ;

হেন পতি ছাড়ি নারী যায় তার কাছে, রূপ গুণ আদি যায় কিছুই না আছে ॥ ১১৫ ॥

আরোও,—

বিচিত্র শয়নে নিজ পতি সনে

নাহি স্মৃথ পায় তত ;

(১) 'দণ্ডনায়ক'—ম্যাজিস্ট্রেট, সহরকোতোয়াল বা প্রধান চৌকিদার ।

(২) এই শ্লোক ও পরবর্তী শ্লোকগুলি কেবল কুলটা নারীর পক্ষেই অভিপ্রেত ।

যথা হি দুর্বাদিবিকীর্ণভূমৌ

প্রয়াস্তি সৌখ্যং পরকান্তসঙ্গাৎ ॥ ১১৬ ॥

অথ সা কদাচিৎ দণ্ডনায়কস্বভেন সহ রমমাণা তিষ্ঠতি ।
অত্রান্তরে দণ্ডনায়কোহপি রস্তুঃ তত্রাগতঃ । তন্মায়ান্তং দৃষ্ট্বা
তৎপুত্রং কুশূলে নিক্ষিপ্য দণ্ডনায়কেন সমং তথৈব ক্রীড়িতবতী ।
অনন্তরং তস্য ভর্তা গোপো গোষ্ঠাৎ সমাগতঃ । তমালোক্য
গোপেয়োক্তম্—দণ্ডনায়ক স্বং লগুড়ং গৃহীত্বা কোপং দর্শয়ন্ সত্বরং
যাহি । তথানুষ্ঠিতে সতি স গোপস্তত্রাগত্য ভার্যাং পৃষ্ঠবান্—
কেন কারণেন দণ্ডনায়কঃ সমাগতোহত্র । সা ক্রতে—অয়ং
কেনাপি কারণেন পুত্রস্যোপরি ক্রুদ্ধঃ । স চ পলায়মানোহত্রাগত্য
প্রবিষ্টিঃ । ময়া কুশূলে নিক্ষিপ্য রক্ষিতঃ । তৎপিত্রা চান্বিষ্যতাত্র
গৃহে ন দৃষ্টঃ । অতোহয়ং কুপিতএব গচ্ছতি । ততঃ সা তৎপুত্রং
কুশূলাদবতার্য্য দর্শিতবতী । তথা চোক্তম্ ।

পড়ি দুর্বা-বনে

পরকান্ত সনে

নারী সুখ পায় যত । ১১৬ ।

অনন্তর একদিন সেই গোপী দণ্ডনায়কের পুত্রের সহিত বিহারে আসক্ত আছে,
এমন সময় দণ্ডনায়কও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই
গোপী দণ্ডনায়কের পুত্রকে ধানের আধারে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডনায়কের সহিত
সেইরূপ বিহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহার স্বামী গোপ গোষ্ঠ
হইতে বাটীতে আসিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়াই গোপী কহিল,—দণ্ডনায়ক!
তুমি লগুড় লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাও। সে সেইরূপ
করিলে, গোপ ভার্য্যাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি জন্য দণ্ডনায়ক এখানে
আসিয়াছিলেন?। গোপী কহিল,—উনি কোনও কারণে আপন পুত্রের উপর
ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সে ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।
আমি তাহাকে ঐ ধানের ভিতর ফেলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। উহার পিতা
উহাকে এই গৃহে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইল না, তাই ঐরূপ ক্রোধভরে
চলিয়া বাইতেছে। অনন্তর, গোপপত্নী দণ্ডনায়কের পুত্রকে ধান্যাধার হইতে
নামাইয়া স্বামীকে দেখাইল। কথিতও আছে যে,—

আহারো বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা ।

ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাক্ষিগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৭ ॥

অতোহহং ত্রবীমি—“উৎপন্নেষপি কার্যোয়ু” —ইত্যাদি ।
করটকো ক্রতে—অস্ত্যেবম্ । কিন্তুনয়োর্মহান্ নৈসর্গিকঃ স্নেহঃ
কথং ভেদয়িতুং শক্যঃ ।

দমনক আহ—উপায়শ্চিস্তনীয়ঃ । তথা চোক্তম্ ।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ ।

কাক্যা কনকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পো নিপাতিতঃ ॥ ১১৮ ॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । দমনকঃ কথয়তি । কস্মিংশ্চিৎ
তরৌ বায়সদম্পতী নিবসতঃ । তয়োশ্চাপত্যানি তরুকোটরাব-
স্থিতেন কৃষ্ণসর্পেণ খাদিতানি । ততঃ পুনর্গর্ভবতী বায়সী বায়স-
মাহ—স্বামিন্ ত্যজ্যতাময়ং তরুঃ । অত্র যাবৎ কৃষ্ণসর্পঃ তাবৎ
আবয়োঃ সন্ততিঃ কদাচিদপি ন ভবিষ্যতি । যতঃ ।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চেচাত্তরদায়কঃ ।

সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥

পুরুষের দুই গুণ নারীর আহার, পুরুষ হইতে বুদ্ধি চারি গুণ তার ;

পুরুষের ছয় গুণ হৃদয়ের বল, পুরুষের আট গুণ স্ত্রীর কামানল । ১১৭ ।

এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“যোগায় বাহার বুদ্ধি কাজের বেলায়”—
ইত্যাদি । করটক কহিল,—হাঁ এ কথা সত্য বটে, কিন্তু ইহাদের উভয়ের অতি
অকৃত্রিম প্রণয়, কিরূপে ভেদ ঘটাইবে ? দমনক কহিল,—একটা উপায় করিতে
হইবে । কথিতও আছে যে,—

বলে যান পায়ে লোক কোশলে তা পারে ; কালসর্প মারে কাকী স্নবর্ণের হারে । ১১৮

করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? দমনক কহিল । এক বৃক্ষে কাক ও
কাকী বাস করে । সেই বৃক্ষের কোটরে এক কালসর্প ছিল, সে তাহাদের শাবক
গুলি ভক্ষণ করিত । অনন্তর, বায়সীর পুনরায় গর্ভ হইলে, সে বায়সকে বলিল,—
নাথ ! এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করুন । এ বৃক্ষে যাবৎ কালসর্প থাকিবে তাবৎ
আমাদের সম্ভান কদাচ রক্ষা পাইবে না । কারণ ;—

মিত্র যার শঠ, চুষ্টা ভার্য্যা যার ধরে, ভৃত্য যার সমান উত্তর সদা করে ;

বায়সো ক্রতে—প্রিয়ে ন ভেতব্যম্ । বারং বারং ময়ৈতস্য
মহাপরাধঃ সোঢ়ঃ । ইদানীং পুনর্ন ক্ৰান্তব্যঃ । বায়স্যাহ—কথমনেন
বলবতা কৃষ্ণসর্পেণ সার্কং ভবান্ বিগ্রহীতুং সমর্থঃ স্যাৎ । বায়সো
ক্রতে—অলমনয়া চিস্তয়া । যতঃ ।

বুদ্ধির্ষস্য বলং তস্য নিবুদ্ধেস্ত কুতো বলম্ ।

পশ্য সিংহো মদোনন্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ ॥১২০॥

বায়স্যাহ—কথমেতৎ । বায়সঃ কথয়তি । অস্তি মন্দরনান্নি
পর্বতে দুর্দাস্তো নাম সিংহঃ । স চ সর্বদা পশুনাং বধং বিদধান-
এবাস্তে । ততঃ সর্বৈবঃ পশুভির্মেলকং কৃত্বা স সিংহো বিজ্ঞপ্তঃ—
দেব কিমর্থং সর্বপশুবধঃ ক্রিয়তে । যদি প্রসাদো ভবতি তদা
বয়মেব ভবদাহারার্থং প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপঢ়োকয়ামঃ । সিংহে-
নোক্তম্—যদ্যেতদভিমতং ভবতাম্ তর্হি ভবতু তৎ । ততঃ
প্রভৃতি প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপকল্পিতং ভক্ষয়ন্মাস্তে । অথ কদা-
চিৎ কস্যাপি বৃদ্ধশশকস্য বারঃ সমায়াতঃ । ততঃ সোহ্ চিস্তয়ৎ ।

আর বার সর্প সনে এক ঘরে বাস, নিশ্চয় জানিবে তার নিকটে বিনাশ । ১১৯ ।

বায়স কহিল,—প্রিয়ে! ভয় করিও না । আমি বার বার ঐ সর্পের দারুণ
অত্যাচার সহ করিয়াছি । এক্ষণে আর উহাকে ক্রমা করিব না । তাহা শুনিয়া
বায়সী কহিল,—তুমি কিরূপে ঐ ছয়স্ত কালসর্পকে দমন করিবে? বায়স
কহিল,—সে বিষয়ে কোনও শঙ্কা করিও না, কেন না,—

বুজি যার বল তার জানিবে নিশ্চয়, কোথা তার বল? যার বুদ্ধি নাহি রয় ;
দুর্বল শশক এক নিজ বুদ্ধিবলে, দারুণ দুর্জয় সিংহে মারিল কোশলে । ১২০ ।

বায়সী জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ? বায়স কহিল । মন্দর পর্বতে দুর্দাস্ত নামে
এক সিংহ ছিল । সে সর্বদাই পশু বধ করিত । অনন্তর, সমস্ত পশুগণ মিলিত
হইয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল,—মহারাজ! কি কারণে সমস্ত পশু সংহার
করিতেছেন? আমরা আপনার ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যহ এক একটি পশু উপহার
দিব । সিংহ বলিল,—যদি ইহাই তোমাদের অভিপ্রায় হয় তবে তাহাই হইবে ।
তদবধি সিংহ প্রতিদিন এক একটি করিয়া পশু উপহার পাইয়া ভোজন করিত ।
অনন্তর একদা এক বৃদ্ধ শশকের বাইবার দিন উপস্থিত হইল । সে ভাবিল,—

ত্রাসহেতোর্বিনীতিস্তু ক্রিয়তে জীবিতাশয়া ।

পঞ্চত্বং চেদ্ গমিষ্যামি কিং সিংহানুনয়েন মে ॥১২১॥

তশ্চান্দং মন্দমুপগচ্ছামি । ততঃ সিংহোহপি ক্ষুধাপীড়িতঃ
কোপাৎ তমুবাচ—কুতস্ত্বং বিলম্বাদাগতোহসি । শশকোহব্রবীৎ—
দেব নাহমপরাধঃ । আগচ্ছন্ পথি সিংহান্তুরেণ বলাদ্ধৃতঃ ।
তস্যাগ্রে পুনরাগমনায় শপথং কৃত্বা স্বামিনং নিবেদয়িতুমাত্রা-
গতোহস্মি । সিংহঃ সকোপমাহ—সত্বরং গত্বা দর্শয় মে কাসৌ
দুরাত্মা তিষ্ঠতি ॥ ততঃ শশকস্তং গৃহীত্বা গভীরকূপসমীপং গতঃ ।
তত্রাগত্য—স্বয়মেব পশ্যতু স্বামী—ইত্যুক্ত্বা তস্মিন্ কূপজলে
তস্যেব সিংহস্য প্রতিবিম্বং দর্শিতবান্ । ততোহসৌ ক্রোধাধ্বাতো
দর্পাৎ তস্যোপরি আত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্বং গতঃ । অতোহহং
ব্রবীমি—“বুদ্ধির্ঘস্য”—ইত্যাদি । বায়স্যাহ—শ্রুতং ময়া । সংপ্রতি
যথাকর্তব্যং ক্রহি । বায়সোহবদৎ—প্রিয়ে অত্রাসম্মে সরসি রাজ-

সঙ্কটে পড়িয়া লোক প্রাণের আশায়, ভীষণ শত্রুর কাছে মিনতি জানায় ;

নিতান্ত আমারে যদি মরিতেই হয়, কি হেতু সিংহেরে তবে করি অনুনয় ? ॥১২১॥

অতএব আমি বিলম্ব করিয়া গমন করি । এদিকে সিংহও ক্ষুধায় অত্যন্ত
কাতর ছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র মহাক্রোধে কহিল,—তুই কি জন্য এত বিলম্ব
করিয়া আসিলি ? শশক কহিল,—মহারাজ ! আমার কোনও অপরাধ নাই ।
আসিতে আসিতে পথে আমাকে আর এক সিংহ বলপূর্বক ধরিয়া রাখিল । আমি
'তাহার নিকট পুনরায় আসিবার জন্য শপথ করিয়া, প্রভুকে এই বিষয় জানাইতে
আসিয়াছি । সিংহ' সক্রোধে কহিল,—কোথায় সেই দুরাত্মা ? আমাকে শীঘ্র
লইয়া গিয়া দেখাও । অনন্তর শশক সিংহকে সঙ্গে লইয়া এক গভীর কূপের
নিকট উপস্থিত হইল । তথায় গিয়া সিংহকে কহিল,—প্রভো ! এই আপনি
স্বচক্ষে আসিয়া দেখুন । ইহা বলিয়া সে সেই কূপজলে সেই সিংহেরই প্রতিবিম্ব
দেখাইল । সিংহ তাহা দেখিয়া রোমে ক্ষীভ হইয়া মহাদর্পে যেমন সেই কূপমধ্যে
বম্প দিয়া পড়িল অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম
যে,—“বুদ্ধি যার বল তার”—ইত্যাদি ।

বায়সী কহিল,—এ কথা ত জনিলাম, এক্ষণে কি কর্তব্য তাহা বল । বায়স

পুত্রঃ প্রত্যহমাগত্য স্নাতি । স্নানসময়ে তদঙ্গাবতারিতং তীর্থ-
শিলানিহিতং কনকসূত্রং চক্ষুঃ ধূত্বানীয়াস্মিন্ কোটরে ধারয়ি-
য্যসি । অথ কদাচিৎ কনকসূত্রং দৃষদি সংস্থাপ্য স্নাতুং জলং
প্রবিষ্টে রাজপুত্রে বায়স্য তদনুষ্ঠিতম্ । অথ কনকসূত্রানুসরণ-
প্রবৃত্তেঃ রাজপুরুষৈঃ তত্র তরুকোটরে নিরূপ্যমাণঃ কৃষ্ণসর্পো
ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং ব্রবীমি—“উপায়েন হি যচ্ছক্যম্”-
ইত্যাদি । করটক আহ—যদ্যেবং তদা গচ্ছ । শিবাস্তে সন্ত
পস্থানঃ । ততো দমনকঃ পিঙ্গলকসমীপং গতা প্রণম্যোবাচ—দেব
অত্যাহিতং মন্যমানো নিবেদয়িতুমাগতঃ । যতঃ ।

আপদ্যুন্মার্গমনে কার্যকালাত্যয়েষু চ ।

কল্যাণবচনং জ্ঞেয়াদপৃষ্ঠোহপি হিতো নরঃ ॥১২২॥

অন্যচ্চ । ভোগস্য ভাজনং রাজা মন্ত্রী কার্যস্য ভাজনম্ ।

রাজকার্যপরিধ্বংসী মন্ত্রী দোষণে লিপ্যতে ॥১২৩॥

কহিল,—প্রিয়ে! ঐ নিকটবর্তী সরোবরে রাজপুত্র প্রতিদিন আসিয়া স্নান করেন।
তিনি স্নান করিবার সময় অঙ্গ হইতে স্বর্ণের হার খুলিয়া ঘাটের প্রান্তরে রাখিয়া
যেমন জলে নামিবেন, তুমি অমনি সেই হারছড়াটি ঠোটে করিয়া আনিয়া এই
সর্পের কোটরে রাখিয়া দিবে। অনস্তর একদিন রাজপুত্র প্রান্তরের উপর হার
রাখিয়া স্নান করিতে নামিলে বায়সী সেই হার লইয়া সর্পকোটরে রাখিল। রাজ-
ভৃত্যরাও সেই স্বর্ণহারের অনুসরণক্রমে সেই বৃক্ষকোটরে গিয়া অনুসন্ধান করায়
সেই কালসর্পকে দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। এই জন্যই আমি
বলিতেছিলাম যে,—“বলে যা না পারে লোক কোশলে তা পারে”—ইত্যাদি।
করটক কহিল,—যদি এইরূপ করাই স্থির হয়, তবে তুমি গমন কর, তোমার পথ
বিদ্বশ্ন্য হউক। অনস্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,
—মহারাজ! অত্যন্ত অমঙ্গল বুঝিয়া জানাইতে আসিয়াছি। কারণ,—
প্রভুর বিপদ কিম্বা বিপথে গমন, কার্যকাল ব্যতিক্রম করিলে দর্শন;
জিজ্ঞাসা না করিলেও এ সব সময়, গুনাইবে হিত কথা হিতৈষী যে হয়। ১২২।
আরো,—
রাজভোগে নরপতি সময় হরিবে, রাজকার্য বাহা কিছু মন্ত্রী ভা করিবে;
রাজকার্যে যদি হয় বিপত্তি ঘটন, রাজার মন্ত্রী তাহে দোষের ভাজন। ১২৩।

অমাত্যানামেষ ক্রমঃ ।

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্তনম্ ।

ন তু স্বামিপদাবাপ্তিপাতকেচ্ছোরূপেক্ষণম্ ॥১২৪॥

পিঙ্গলকঃ সাদরং ক্রতে—অথ ভবান্ কিং বক্তু মিচ্ছতি । দমনক আহ—দেব সঞ্জীবকস্তবোপরি অসদৃশব্যবহারী লক্ষ্যতে । তথা চান্নংসন্নিধানে শ্রীমদ্বেবপাদানাং শক্তিভ্রয়নিন্দাং কৃত্বা রাজ্যমেবাভিলষতি । এতৎ শ্রুত্বা পিঙ্গলকঃ সভয়ং সাস্চর্য্যং তুষণীং স্থিতঃ । দমনকঃ পুনরাহ—দেব সর্বাামাত্যপরিত্যাগং কৃত্বা এক-এবায়াং যত্নয়া সর্বাধিকারে নিযুক্তঃ স এব মহান্ দোষঃ । যতঃ ।

অতুচ্ছিতে মন্ত্রিণি পার্থিবে চ বিকৃত্য পাদাবুপতিষ্ঠতে শ্রীঃ ।

সা জ্ঞীষ্যতাবাদসহা ভরস্য তয়োর্দ্বয়োরেকতরং জহাতি ॥১২৫॥

মন্ত্রিগণের ইহাই বিধি যে,—

যদি প্রাণ যায়, যদি মাথা দিতে হয়, বরঞ্চ তাহাও ভাল জানিবে নিশ্চয় ;

তথাপি, প্রভুর পদে লোভ যে করিবে, মন্ত্রী সেই হুরাআরে ক্ষমা না করিবে ॥১২৪॥

পিঙ্গলক সাদরে জিজ্ঞাসিল,—তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর ? দমনক কহিল,—এই সঞ্জীবকের দেখিতেছি আপনার উপর অতি বিপরীত ব্যবহার । কেন না এ আমাদের নিকটে মহারাজের রাজশক্তিভ্রয়ের (১) নিন্দা করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভয়ে ও বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিল । দমনক পুনরায় কহিল,—মহারাজ ! সকল মন্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আপনাই ত উহাকে সমস্ত কার্যের অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছেন । একরূপ করা বড়ই দোষের কথা । কারণ,—

অত্যন্ত উন্নত-মন্ত্রী আর নরপতি, উভয়েই রাজ-লক্ষ্মী করয়ে বসতি ;

শেষে সে অবলা লক্ষ্মী উভয়ের ভর, সহিতে না পারি করে একেতে নির্ভর(২) ॥১২৫॥

(১) 'রাজশক্তিভ্রয়'—রাজার তিনটি শক্তি,—প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি । রাজার নিজের প্রত্যেক 'প্রভুশক্তি' বলে ; রাজার ও রাজকর্মচারিগণের অটল অধ্যবসায়কে 'উৎসাহশক্তি' বলে, এবং রাজার ও মন্ত্রিগণের স্থনিপুণ মন্ত্রণাকৌশলকে 'মন্ত্রশক্তি' বলে ।

(২) যে রাজার মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, রাজলক্ষ্মী সেই রাজা ও সেই মন্ত্রীকে প্রথমতঃ তুল্যরূপে আশ্রয় করে । লক্ষ্মীদেবী অবলা জাতি ; অবলা জাতি সহজেই দুর্বলা ; এজন্য দুই-জনের ভার সহিতে না পারিয়া, শেষে বার ক্ষমতা অধিক হয়, লক্ষ্মী তাহারই সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হয় । অর্থাৎ মন্ত্রী অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইলে শেষে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয় ।

অপরং চ ।

একং ভূমিপতিঃ কৰোতি সচিবং রাজ্যে প্রধানং যদা

তং মোহাচ্ছ্রুয়তে মদঃ স চ মদালস্যেন নির্ভিদ্যতে ।

নির্ভিন্নস্য পদং কৰোতি হৃদয়ে তস্য স্বতন্ত্রস্পৃহা

স্বাতন্ত্র্যস্পৃহয়া ততঃ স নৃপতেঃ প্রাণান্তিকং ক্রুহ্যতি ॥১২৬॥

তথা চোক্তম্ ।

বিষদিগ্নস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য চ ।

অমাত্যস্য চ দুৰ্ভস্য মুলাদুষ্করণং স্তম্ভম্ ॥ ১২৭ ॥

কিং চ । যঃ কুর্যাৎ সচিবায়ত্তাং শ্রিয়ং তদ্যসনে সতি ।

সোহন্ধবজ্জগতীপালঃ সীদেৎ সঞ্চারকৈর্বিনা ॥ ১২৮ ॥

স চ সৰ্ব্বকার্যেষু স্বেচ্ছাতঃ প্রবর্ততে । তদত্র স্বামী প্রমাণম্ ।

এতচ্ছাহং জানামি কার্যতঃ ।

ন সোহস্তি পুরুষো লোকে যো ন কাময়তে শ্রিয়ম্ ।

পরশ্চ যুবতীং রম্যাং সাকাঙ্ক্ষং বাঙ্কতে ন কঃ ॥১২৯॥

আরো,—

রাজ্য যদি একজন অমাত্যের করে, সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করে ;
সে অমাত্য হয়ে মত্ত অভিমান-ভরে, নিজেই স্বাধীন হতে অভিলাষ করে ;
রাজদ্রোহী হয়ে শেষে স্বাধীনতা তরে, নৃপতির ধন প্রাণ সকলি সে করে । ১২৬ ।

আর ইহাও কথিত আছে যে,—

বিচলিত দন্ত, অার বিষাক্ত আহার, আর যে অমাত্য অতি দুষ্ট হুরাচার ;
সমূলে নির্মূল যদি কর এ সকল, তবেই জানিবে তাহে নিজের মঙ্গল । ১২৭ ।

আরো,—

যে করে মন্ত্রীর করে লক্ষ্মী সমর্পণ, তার সে মন্ত্রীর কোনো ঘটিলে ব্যসন ;
কে দেখাবে পথ আর, সে রাজা তখন, দিশেহারা হয়ে মরে অন্ধের মতন । ১২৮ ।
আর, সেই সঞ্জীবক সকল কার্যেই যথেষ্টাচার করিতেছে । অতএব এ বিষয়ে
প্রভুই কর্তা । আর আমিও ইহা বিশেষরূপে জানি যে,—

রাজলক্ষ্মী ভূজিবারে লোভ যার নাই, এ ভবে তেমন সাধু দেখিতে না পাই ;
হেরিয়া সুরূপা অতি পরের যুবতি, কার না লালসা বল ! হয় তার প্রতি ? ॥১২৯॥

সিংহো বিমুশ্যাৎ—ভদ্র যদ্যপ্যেবম্, তথাপি সঞ্জীবকেন সহ
মম মহান্ স্নেহঃ । পশ্য,—

কুর্ক্বন্নপি ব্যলীকানি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়এব সঃ ।

অশেষদোষদুষ্কৌহপি কায়ঃ কস্যন বল্লভঃ ॥১৩০॥

অন্যচ্চ । অপ্রিয়ান্যপি কুর্বাণো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়এব সঃ ।

দঙ্ঘমন্দিরসারেহপি কস্য বহুবানাদরঃ ॥১৩১॥

দমনকো বদতি—দেব স এবাহতিদোষঃ । যতঃ ।

যস্মিন্বেবাহিকং চক্ষুরারোপয়তি পার্থিবঃ ।

সুতেহমাতেহপ্যুদাসীনে স লক্ষ্ম্যাশ্রীয়তে জনঃ ॥১৩২॥

শুণু দেব,—

অপ্রিয়স্যপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ ।

বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তে রমন্তে তত্র সম্পদঃ ॥১৩৩॥

সিংহ চিন্তা করিয়া কহিল,—ভদ্র ! সঞ্জীবক মৃত্যু সত্য এরূপ হইলেও আমি
তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি । দেখ!—

অশেষ অনিষ্ট যদি করয়ে সাধন, তথাপি অপ্রিয় নাহি হয় প্রিয় জন ;

নিজ দেহে থাকে যদি অশেষ দুষণ, তথাপি সে দেহে কে না করয়ে যতন ? ॥১৩০॥

আরো,—

যদ্যপিও করে অতি মন্দ আচরণ, তথাপি প্রিয়ই থাকে প্রিয় যেই জন ;

অগ্নি দেখ ! ঘর বাড়ী করে ছারখার, তথাপি অগ্নির প্রতি অনাদর কার ? ॥১৩১॥

দমনক কহিল,—মহারাজ ! তাহাই ত দোষের কথা । কেন না,—

পুত্র, মন্ত্রী, উদাসীন (১), বাহারি উপরে, নরপতি অতিরিক্ত কৃপাদৃষ্টি করে ;

ক্রমশঃ তাহার কাছে পাইয়া প্রেশন্ন, অবশেষে আপনারা রাজ্যেশ্বর হয় ॥১৩২॥

মহারাজ ! শুনুন ।

অপ্রিয় হ'লেও পথ্য (২) যে করে গ্রহণ, পরিণামে সুখ তার না হয় খণ্ডন ;

হিতবক্তা আর শ্রোতা মিলিবে যথায়, লক্ষ্মীর বিরাজ সদা হেরিবে তথায় ॥১৩৩॥

(১) 'উদাসীন'—অপরিচিত কিবা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি ।

(২) 'পথ্য'—অর্থাৎ বাহা পরিণামে মঙ্গলকর, তাহা 'অপ্রিয়' অর্থাৎ আপাতত অস্বীকৃতকর বোধ
হইলেও গ্রহণ করিবে ।

ত্বয়া চ মূলভৃত্যান্নপাম্যাহয়মাগস্তকঃ পুরস্কৃতঃ । এতচ্চাহনু-
চিতং কৃতম্ । যতঃ ।

মূলভৃত্যাপরাধেন নাগস্তূনু প্রতিপালয়েৎ ।

নাহতঃ পরতরোহন্যোহস্তি রাজ্যভেদকরো যতঃ ॥১৩৪॥

সিংহো ক্রতে — মহদাশ্চর্য্যম্ । যন্ময়া অভয়বাচং দস্ত্বা আনীতঃ
সংবর্দ্ধিতশ্চ তৎ কথং মহ্যং দ্রুহ্যতি । দমনকো বদতি — দেব, —

হুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোহপি নিত্যশঃ ।

শ্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্ ॥১৩৫॥

অপরঞ্চ । শ্বেদিতো মর্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।

মুক্তে দ্বাদশভির্বার্ষৈঃ শ্বপুচ্ছঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥১৩৬॥

অন্যচ্চ । বর্দ্ধনং বাহুধ সন্মানঃ খলানাং প্রীত্যে কৃতঃ ।

ফলন্ত্যমৃতসেকেহপি ন পথ্যানি বিষক্রমাঃ ॥ ১৩৭ ॥

অতোহহং ব্রবীমি, —

আপনি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে ত্যাগ করিয়া এই আগস্তক (১) ব্যক্তিকে
এতদূর বিশ্বাস করিয়া অন্যায় করিয়াছেন । কারণ,—

অপরাদী হয় যদি পুরাতন দাস, তারে ছাড়ি আগস্তকে করিলে বিশ্বাস ;

তার চেয়ে অবিচার কিবা আছে আর, রাজার রাজ্যই তাহে হয় ছারখার । ১৩৪।

সিংহ কহিল,—এ বড় আশ্চর্য্য ! আমি যখন অভয় দিয়া তাহাকে আনিয়াছি
এবং যত্নে প্রতিপালন করিতেছি, তখন সে কি কারণে আমার বিদ্রোহী হইতেছে ? ।

দমনক কহিল—মহারাজ !

যতই কর না তারে যতনে পালন, হুর্জন শ্বভাব নাহি ছাড়ে কদাচন ;

যতই মর্দন কর দিয়া তেল জল, কুকুরের পুচ্ছ কতু না হয় সরল । ১৩৫ ।

আরো,—

তাপে সৈঁকে তেলে জলে করিল মর্দন, আর তাহা দড়ি দিয়া করিল বন্ধন ;

দ্বাদশ বৎসর পরে দড়ি খুলে দিল, কুকুরের পুচ্ছ সেই বাঁকাই রহিল । ১৩৬ ।

আরো,—

পালনে সন্মানে তুষ্ট নাহি হয় খল ; বিশ্ববৃক্ষে স্রুধাসেকে না ফলে সফল । ১৩৭।

এইজন্যই আমি বলিতেছি যে,—

(১) 'আগস্তক'—যাহার কুল শীল প্রভৃতি কিছুই জানা নাই ; অপরিচিত ব্যক্তি ।

অপৃচ্ছৌহপি হিতং ক্রীয়াৎ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্ ।
এষএব সতাং ধর্মো বিপরীতমতোহন্যথা ॥ ১৩৮ ॥

তথা চোক্তম্ ।

স স্নিক্খৌহকুশলাম্বিবারয়তি যন্তুৎ কৰ্ম্ম যন্নির্ম্মলম্ ।

সা স্ত্রী যাহনুবিধায়িনী স মতিমান্ যঃ সন্তিরভ্যর্চ্যতে ।

স্না স্ত্রীর্থা ন মদং কৰোতি স স্তুথী যন্তুষ্ণয়া মুচ্যতে ।

তন্মিত্রং যদকৃত্রিমং স পুরুষো যঃ খিদিয়তে নেন্দ্রিয়ৈঃ ॥১৩৯॥

যদি সঞ্জীবকব্যসনার্দিতো বিজ্ঞাপিতোহপি স্বামী ন নিবর্ততে

তদা ভৃত্যস্য ন দোষঃ ।

তথা চ ।

নৃপঃ কামাসক্তো ন গণয়তি কার্য্যং ন চ হিতম্

যথেক্টং স্বচ্ছন্দঃ প্রবিচরতি মত্তো গজ্জইব ।

ততো মানধ্বাতঃ স পততি যদা শোকগহনে

তদা ভৃত্যে দোষান্ ক্রিপতি ন নিজং বেভ্যবিনয়ম্ ॥১৪০॥

যে জন মঙ্গল যার করিবে কামনা, সে তারে যাচিয়া গিয়া দিবে সুমঙ্গলা ;

এই ত সাধুর ধর্ম জানিবে নিশ্চয়, অন্যথা করিলে তাহে ধর্ম নষ্ট হয় । ১৩৮ ।

কথিতও আছে যে,—

হিতকারী সেই, যেই হরে অমঙ্গল, কর্ম্ম সেই, যাহা অতি পবিত্র নির্ম্মল ;

পত্নী সেই, পরিত্রিত্ত ভূষিতে যে জানে, বুদ্ধিমান সেই, সাধুগণে যারে মানে ;

লক্ষ্মী সেই, যাহে মনে সন্ততা না হয়, স্তুথী সেই, যার চিত্তে তৃষ্ণা নাহি রয় ;

মিত্র সেই, অকৃত্রিম প্রণয় বাহার, সেই ত পুরুষ, যার রিপু বশে রয় (১) । ১৩৯ ।

আর যদি সঞ্জীবক হইতে এই বিপদের আশঙ্কা আপনাকে জানাইলেও

আপনি না গুণেন, তবে আর তাহাতে এ ভৃত্যের কোনও অপরাধ নাই । কারণ,—

অভিमानে হরে অন্ধ নরপত্তিগণ, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় না মানে বারণ ;

কার্য্যাকার্য্য হিতাহিত না করে বিচার, অবাধে আপন মনে করে স্বেচ্ছাচার ;

নিজ দোষে পড়ি শেষে বিপদ-সাগরে, না মানে আপন দোষ, ভৃত্যে দোষী করে । ১৪০ ।

পিল্লকঃ স্বগতম্,—

ন পরস্যাহপবাদেন পরেষাং দণ্ডমাচরেৎ ।

আত্মনাহবগমং কুত্বা বধূয়াৎ পূজয়েত বা ॥ ১৪১ ॥

তথা চোক্তম্ ।

গুণদোষাবনিশ্চিত্য বিধিনা গ্রহনিগ্রহৌ ।

স্বনাশায় যথা ন্যস্তো দর্পাৎ সর্পমুখে করঃ ॥ ১৪২ ॥

প্রকাশং ক্রতে—তদা সঞ্জীবকঃ কিং প্রত্যাदिश्याताम् । দমনকঃ সসম্ভ্রমমাহ—দেব মা মৈরং তাবৎ । মন্ত্রভেদো জায়তে । তথা চোক্তম্ ।

মন্ত্রবীজমিদং গুপ্তং রক্ষণীয়ং তথা যথা ।

মনাগপি ন ভিদ্দ্যেত তদভিন্নং ন প্ররোহতি ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ । আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্তব্যস্য চ কৰ্ম্মণঃ ।

ক্ষিপ্ৰমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্ ॥ ১৪৪ ॥

পিল্লক মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—

পর-মুখে অপবাদ করিয়া শ্রবণ, কাহাকেও দণ্ড নাহি দিবে কদাচন ; •

নিজে তার দোষগুণ করিয়া সন্ধান, বাঁধ কিছা পূজ তারে যে হয় বিধান । ১৪১ ।

কথিতও আছে যে,—

ন্যায়মতে দোষ গুণ না করি বিচার, • যে রাজা নিগ্রহ কিছা করে পুরস্কার ;

নিশ্চয় সে আপনারি বিনাশের তরে, সর্পমুখে নিজ হস্ত নিজে দান করে । ১৪২ ।

অনন্তর প্রকাশে কহিল,—তবে কি সঞ্জীবককে এস্থান হইতে অপসারিত করিব ? । দমনক ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না মহারাজ ! তাহা করিবেন না, তাহাতে মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে । কথিতও আছে যে,—

মন্ত্রণা বীজের ন্যায় করিবে রক্ষণ, যাহে তাহা ভগ্ন নাহি হয় কদাচন ; •

ভাঙ্গা বীজে না জনমে অকুর যেমন, ভাঙ্গিলে সে মন্ত্রণাও ফলে না তেমন(১) । ১৪৩ ।

আরো,—

আদান প্রদান আদি কর্তব্য বিষয়, অবিলম্বে এ সকল করিবে নিশ্চয় ;

(১) 'ভাঙ্গা বীজ'—যে বীজ ভাঙ্গা অর্থাৎ অখণ্ড নহে, তাহা হইতে যেমন চারা গজায় না, তেমনি গুপ্ত মন্ত্রণা ভাঙ্গিলে অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলে, তাহা হইতেও আর কোনও ফল হয় না । এজন্য বীজের ব্যায় মন্ত্রণাও অতি সাবধানে রক্ষা করিবে ।

তদবশ্যং সমারদ্ধং মহতা যত্নেন সম্পাদনীয়ম্ ।

কিঞ্চ । মন্ত্ৰো যোধইবাহধীরঃ সৰ্ব্বাঙ্গৈঃ সংবৃত্তৈরপি ।

চিরং ন সহতে স্তত্বুং পরেভ্যো ভেদশঙ্কয়া ॥ ১৪৫ ॥

যদ্যসৌ দৃষ্টদোষোহপি দোষাৎ নিবর্ত্য সন্ধাতব্যস্তদভীবাহ-
নুচিতম্ । যতঃ ।

সকৃদুচ্চং তু যো মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি ।

স যুত্ব্যমেব গৃহ্নাতি গৰ্ভমশ্বতরী যথা ॥ ১৪৬ ॥

শীঘ্রই এ সব যদি নাহি করা যায়, সময় ইহার সব রসটুকু খায় (১) । ১৪৪ ।

অতএব এই উপস্থিত বিষয় অতি সাবধানে সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ,—
মন্ত্রণা যদিও সৰ্ব্ব অঙ্গে গুপ্ত হয়, অধিক বিলম্ব তাহা হির নাহি রয় ;

রণক্ষেত্রে ভয়শীল সৈনিকের প্রায়, পর হ'তে ভেদ-শঙ্কা জানিবে তাহার (২) । ১৪৫ ।

আর সঙ্গীবেকর দোষ স্পষ্ট দেখিয়াও যদি উহাকে ঐ দোষের কার্য হইতে
নিবারণপূর্বক পূর্ববৎ উহার সহিত সংপ্রীতি রাখেন, তাহাও অত্যন্ত অল্পচিত ।

কারণ,—

বহুত্ব বারেক্ যার সনে ভেদে যায়, পুনরায় যে তাহারে জোড়া দিতে চায় ;

অশ্বতরী গৰ্ভ ধরে মরিতে যেমন, সে তেমনি আপনার ঘটায় মরণ (৩) । ১৪৬ ।

(১) দেনা পাওনা প্রভৃতি কর্তব্য কর্ম যত শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করিবে, ততই তাহাতে লাভ
জানিবে, এবং যতই তাহাতে কালবিলম্ব হইবে, ততই তাহার লাভের অংশটুকু সময়ে ক্ষয় পাইবে এবং
ক্রমশঃ তাহাতে ক্ষতি হইতে থাকিবে ।

(২) মূল শ্লোকটি 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে । ইহার তাৎপর্য্য এই—একজন
ভীন্ন বোদ্ধার 'সৰ্ব্ব অঙ্গ' অর্থাৎ হস্ত পদ বক্ষ মস্তক প্রভৃতি অবয়ব, 'গুপ্ত' অর্থাৎ অসি চর্ম বর্ম প্রভৃতি
দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও, সে ব্যক্তি যেমন, 'পর হইতে' অর্থাৎ বিপক্ষের অন্ত্র দ্বারা, 'ভেদ-শঙ্কা' অর্থাৎ নিজ-
শরীর বিদীর্ণ হইবার ভয় করে, এবং সেইজন্য সেই ভীন্ন বোদ্ধা যেমন রণক্ষেত্রে অধিকক্ষণ বিলম্ব হইলে
হির থাকিতে পারে না, তেমনি, মন্ত্রণাও 'সৰ্ব্ব অঙ্গে', অর্থাৎ মন্ত্রণার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা,—(১)
সহায়, (২) সাধনোপায়, (৩) দেশ ও কালের বিভাগ, (৪) বিপক্ষের প্রতীকার, এবং (৫) কার্যসিদ্ধি ;
এই পাঁচটি অঙ্গে, সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইলেও, তাহাতে 'পর হইতে' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা, 'ভেদ-শঙ্কা'
অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয় আছে, এজন্য, সেই মন্ত্রণার অনুরূপ কার্যে বিলম্ব ঘটিলে, সে
মন্ত্রণাও অধিক দিন হির থাকে না, অর্থাৎ কোনো না কোনো দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং একবার
প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর তাহা সফল হয় না ।

(৩) 'অশ্বতরী'—ঘোটকীর গর্ভে গর্ভভের দ্বারা যে মাটি খচর জন্মে তাহাকে অশ্বতরী বলে ।
অশ্বতরীর গর্ভ হইলেই যক্ষ্ম হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে ।

সিংহো ক্রতে—জায়তাং তাবৎ কিমস্মাকমসৌ কর্তুং সমর্থঃ ।

দমনক আহ—দেব,—

অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ ।

পশ্য টিট্টিভমাজ্জেন সমুদ্রো ব্যাকুলীকৃতঃ ॥ ১৪৭ ॥

সিংহঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । দমনকঃ কথয়তি । সমুদ্রতীরে টিট্টিভদম্পতী নিবসতঃ । তত্র চান্নপ্রসবা টিট্টিভী ভর্তারমাহ—
নাথ ! প্রসবযোগ্যস্থানমন্নিষ্যতাম্ । টিট্টিভোহবদৎ—প্রিয়ে নন্নিদ-
মেব স্থানং প্রসবযোগ্যম্ । সা ক্রতে—সমুদ্রবেলয়া প্লাব্যতে স্থান-
মেতৎ । সোহত্রবীৎ—ভদ্রে কিমহং নির্বলঃ, যৎ মম গৃহাবস্থিতানি
অগুণি সমুদ্রেণাপহর্ভব্যানি । টিট্টিভী বিহস্যাহ—নাথ ! ত্বয়া
সমুদ্রেণ চ মহদস্তরম্ । অথবা,—

হুঃখমাত্মা পরিচ্ছেত্তুম্বেব যোগ্যো ন বেতি বা ।

অস্তীদৃগ্ যস্য বিজ্ঞানং স কৃচ্ছেহপি ন সীদতি ॥১৪৮॥

সিংহ কহিল,—আমার অনিষ্ট করিতে উহার কতদূর শক্তি, তাহা অগ্রে জ্ঞাত
হওয়া উচিত । দমনক কহিল,—মহারাজ !

কিরূপ উপায় তার কিরূপ সহায় (১), না জানিলে শক্তি তার বুঝা নাহি যায় ;
সহায়ের বলে দেখ ! অতি ক্ষুদ্রতর, টিট্টিভ (২) সিন্ধুকে শেষে করিল ফাঁপর । ১৪৭ ।

সিংহ জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? দমনক কহিল । সমুদ্রতীরে টিট্টিভ ও টিট্টিভী
বাস করিত । অনস্তর টিট্টিভীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সে স্বামীকে কহিল,—
নাথ ! আমার প্রসবের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করুন । টিট্টিভ কহিল,—কেন ? এই
স্থানই ত প্রসবের উপযুক্ত । টিট্টিভী কহিল,—সমুদ্রের তরঙ্গে এই স্থান প্লাবিত
হইয়া থাকে । টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে ! আমি কি এতই অক্ষম যে আমার গৃহের
অণু সকল সমুদ্রে অপহরণ করিবে । টিট্টিভী হাস্য করিয়া কহিল,—নাথ ! তোমায়
ও সমুদ্রে বিস্তর প্রভেদ । অথবা,—

আপনার বলাবল বুঝিয়া যে জন, বিপদ উদ্ধার তরে করয়ে যতন ;

সেকরূপ স্খুবুদ্ধি লোক, হ'লেও ব্যসন, তাহে অবসন্ন নাহি হয় কদাচন । ১৪৮ ।

(১) 'সহায়'—লোকবল বা অর্থবল ।

(২) 'টিট্টিভ'—একপ্রকার পক্ষী ; টিটি পাখী ।

অপিচ । অনুচিতকৰ্ম্মারম্ভঃ স্বজনবিরোধো বলীয়সা স্পৰ্দ্ধা ।

প্রমদাজনবিখ্যাসো যুতোর্ছা'রাগি চহ্মারি ॥ ১৪৯ ॥

ততঃ স্বামিবচনাৎ সা তত্রৈব প্রসূতা । এতৎ সৰ্ব্বং শ্রুত্বা সমু-
দ্রেণাহপি তচ্ছক্তিজ্ঞানার্থিনা তদগুণ্যপহৃতানি । ততস্তু টিট্টিভী
শোকাক্তা ভৰ্ত্তারমাহ—নাথ কৰ্ম্মাপতিতম্ । অগুণি মে নষ্ঠানি ।
টিট্টিভোহবদৎ—প্রিয়ে মা ভৈষীঃ । ইতু্যক্ত্বা পক্ষিগাং মেলকং কৃত্বা
পক্ষিস্বামিনো গরুড়স্য সমীপং গতঃ । তত্র গত্বা তেন নিজাগুনাং
বিনাশকথা নিবেদিতা । ততো গরুড়ত্বা তদ্বচনমাকৰ্ণ্য প্রভূৰ্ভগ-
বান্ নারায়ণঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুবিজ্ঞপ্তঃ । স সমুদ্রেমগুদানায়-
দিদেশ । ততো ভগবদাজ্ঞাং মৌলৌ নিধায় সমুদ্রেস্তাশ্চগুণি সম-
র্পিতবান্ । অতোহহং ব্রবীমি—“অস্মাপ্তিভাবমজ্ঞাত্বা”—ইত্যাদি ।
রাজাহ—কথমসৌ জ্ঞাতব্যো দ্রোহবুদ্ধিরিতি । দমনকঃ পুনরাহ—

আরো,—

যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে কভু নাহি সাজে, যে জন সহসা হাত দেয় সেই কাজে ;
স্বজন-বিরোধ হেই করে অকারণে, স্পৰ্দ্ধা করে যেই জন প্রবলের সনে ;
ছটা রমণীর প্রতি বিশ্বাস যাহার, তাদের শিয়রে খোলা যমের ছয়ার । ১৪৯ ।

অনন্তর স্বামীর কথায় টিট্টিভী সেই স্থানেই প্রসব করিল । সমুদ্রও এই বৃত্তান্ত
জানিতে পারিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার অণ্ডগুলি অপহরণ
করিল । তাহাতে টিট্টিভী শোকে অতিভূত হইয়া স্বামীকে কহিল,—নাথ ! দেখুন কি
দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল ! আমার সমস্ত অণ্ডই বিনষ্ট হইল । টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে !
কোনও ভয় নাই । ইহা বলিয়া সে সমস্ত পক্ষিগণকে সমবেত করিয়া পক্ষিরাজ গরু-
ড়ের নিকট গমন করিল, এবং তাঁহার নিকট গিয়া নিজ অণ্ড সকলের অপহরণের কথা
নিবেদন করিল । অনন্তর গরুড় সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী
প্রভু ভগবান্ নারায়ণকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপন করায়, তিনি সমুদ্রকে সেই অণ্ডগুলি
প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন । অনন্তর, সমুদ্র নারায়ণের আদেশ শিরোধার্য
করিয়া সেই সকল অণ্ড টিট্টিভকে প্রত্যর্পণ করিল । এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম
যে,—“কিরূপ উপায় তার কিরূপ সহায়”—ইত্যাদি । সিংহ জিজ্ঞাসিল,—ও বে
আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ? দমনক পুন-

—যদাহসৌ শৃঙ্গাগ্রপ্রহরণাভিমুখশ্চকিতইবাগচ্ছতি তদা জ্ঞাস্যতি
স্বামী । এবমুক্ত্বা সঞ্জীবকসমীপং গতঃ । তত্র গতশ্চ মন্দং মন্দ-
মুপসর্পনং বিশ্মিতমিবাশ্বানমদর্শয়ৎ । ততঃ সঞ্জীবকেন সাদরমুক্তম্
—ভদ্ৰ দমনক কুশলং তে । দমনকো ক্রতে—অনুজীবিনাং কুতঃ
কুশলম্ । যতঃ ।

সম্পত্তয়ঃ পরাধীনাঃ সদা চিন্তমনিবৃত্তম্ ।

স্বজীবিতেহপ্যবিশ্বাসস্তেষাং যে রাজসংশ্রয়াঃ ॥ ১৫০ ॥

অন্যচ্চ ।

কোহর্থান্ প্রাপ্য ন গর্বিবতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোহস্তং গতঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো বাহস্তি রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ ।
কঃ কালস্য ভুজাস্তরং ন চ গতঃ কোহর্থী গতৌ গৌরবম্
কো বা দুর্জজনবাণুরাস্ত্ৰ পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥১৫১॥

রায় কহিল,—সঞ্জীবক যখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শৃঙ্গাগ্র উদ্যত করিয়া প্রহার করিবার
জন্য সম্মুখে আসিবে, তখনই প্রভু জানিতে পারিবেন । দমনক ইহা বলিয়া, সঞ্জী-
বকের নিকট গমন করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে যাইয়া নিতান্ত বিস্মিত-
ভাবে রহিল । সঞ্জীবক তাহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই দমনক ! তোমার
মঙ্গল ত ? দমনক কহিল,—যাহারা পরের আশ্রিত, তাহাদের আর মঙ্গল কোথায় ?
কারণ,—

নিজের বিতব পরাধীন সব,
সদ্বাই অস্থখী মন ;
জীবনে সংশয় সদান্তার হয়,
রাজাশ্রিত যেই জন (১) । ১৫০ ।

আরো,—

কে বা না গর্বিবত হয় পাইলে সম্পদ ? কে কোথা বিষয়ী লোক আছে নিরাপদ ?
নারীর কুহকে কে না প্রতারিত হয় ? কে বা লভে চিরদিন রাজার শ্রণয় ?
ছুরস্ত কালের হস্ত কে বল ! এড়ায় ? যাচিলে পরের কাছে কে বা মান পায় ?
খেলের চাতুরী-জালে পতিত হইয়া, কে বা কোথা নিরাপদে যায় কাটাইয়া ? । ১৫১ ।

(১) 'রাজাশ্রিত'—রাজার সেবক ।

সঞ্জীবকেনোক্তম্—সখে ক্রহি কিমেতৎ । দমনক আহ—কিং
ত্রবীমি মন্দভাগ্যঃ । পশ্য, —

মজ্জমপি পয়োরার্শৌ লক্ষ্ণা সর্পাবলম্বনম্ ।

ন মুঞ্চতি ন চাদস্তে তথা মুঞ্চোহস্মি সম্প্রতি ॥১৫২॥

যতঃ । একত্র রাজবিশ্বাসো নশ্যত্যন্যত্র বান্ধবঃ ।

কিং করোমি কু গচ্ছামি পতিতো দুঃখমাগরে ॥১৫৩॥

ইত্যুক্ত্বা দীর্ঘং নিঃশ্বস্যোপবিষ্টঃ । সঞ্জীবকো ক্রতে—মিত্রে
তথাপি হুবিস্তরং মনোগতং কথ্যতাম্ । দমনকঃ স্ননিভৃতমাহ—
যদ্যপি রাজবিশ্বাসোহন্যস্মৈ ন কথনীয়ঃ তথাপি ভবানস্মদীয়-
প্রত্যয়াদাগতঃ স্থিতশ্চ । তস্ময়া পরলোকার্থিনাহবশ্যং তব হিত-
মাখ্যেয়ম্ । শৃণু । অয়ং স্বামী তবোপরি বিকৃতবুদ্ধীরহস্যেবমুক্তবান্
—সঞ্জীবকমেব হত্বা স্বপরিবারং তর্পর্যামি । এতৎ শ্রুত্বা সঞ্জীবকঃ

সঞ্জীবক জিজ্ঞাসা করিল,—সখে! বল! কি হইয়াছে? । দমনক কহিল,—
আর বলিব কি? আমি বড়ই দুর্ভাগ্য! দেখ!—

অকুল সমুদ্রে মাঝে নিমগ্ন যে হয়, সে যদি সম্মুখে পায় ভূজঙ্গ আশ্রয় (১);

না পারে ধরিত্তে কিসা ছাড়িতে যেমন, উভয় সঙ্কটে মুগ্ধ আমিও তেমন ॥১৫২॥
কারণ,—

বলিলে, বিনষ্ট হয় রাজার বিশ্বাস, না বলিলে, বান্ধবের হয় প্রাণনাশ;

এ বড় বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি হার! কি করিব কোথা যাব? না দেখি উপায় ॥১৫৩॥

ইহা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বসিল। সঞ্জীবক কহিল,—মিত্র!
গোপনীয় হইলেও আমাকে তোমার মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বল। দমনক সঙ্কো-
পনে কহিল,—রাজা যাহা বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন, তাহা যদিও কাহারও নিকট
বলা উচিত নয়, তথাপি, তুমি যখন আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়াই এখানে
আসিয়াছ এবং রহিয়াছ, তখন আমি পরকালের দিকে চাহিয়া অবশ্যই তোমার
হিত কহিব। শুন,—তোমার উপর প্রভুর মনের ভাব অতি বিকৃত। তিনি
গোপনে আমার এই কথা বলিলেন যে,—‘সঞ্জীবকের প্রাণ সংহার করিয়া নিজ
পরিবারবর্গকে তৃপ্ত করিব’। তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক অত্যন্ত বিষম হইল। দমনক

(১) নিকটে যদি একটি সর্প দেখিতে পায়, এবং তন্নিম্ন আশ্রয় করিবার আর কিছুই না পায়।

পরং বিষাদমগমং । দমনকঃ পুনরাহ—অলং বিষাদেন । প্রাপ্তকাল-
কার্যমনুষ্ঠীয়তাম্ । সঞ্জীবকঃ ক্ষণং বিমুশ্যাৎ—স্বৰ্ভু খন্দিদমু-
চ্যতে, -

• দুর্জনগম্যা নার্যাঃ প্রায়ৈণাহপাত্ৰভৃদভবতি রাজা ।

কৃপণানুসারি চ ধনং দেবো গিরিজলধিবর্ষী চ ॥ ১৫৪ ॥

তথা চ । নীচমাশ্রয়তে লক্ষ্মীরকুলীনং সরস্বতী ।

অপাত্ৰং ভজতে নারী গিরৌ বর্ষতি বাসবঃ ॥ ১৫৫ ॥

স্বগতম্ । কিমিদম্ এতন্নিচেষ্টিতং ন বা ইতি এতদ্ব্যবহারাৎ
নির্নেতুং ন শক্যতে । যতঃ ।

কশ্চিদাশ্রয়সৌন্দর্য্যাদ্বত্তে শোভামসজ্জনঃ ।

প্রমদালোচনন্যস্তং মলীমসমিবাহঞ্জনম্ ॥ ১৫৬ ॥

পুনরায় কহিল,—বিষাদে কোনও কল নাই । এ সময় বাহা কর্তব্য, তাহারই
অনুষ্ঠান কর । সঞ্জীবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—ইহা যথার্থই বলিয়া
থাকে যে,—

দুর্জনেই লভে প্রায় রমণী রতন, রাজারাই করে প্রায় অপাত্ৰ পোষণ,

কৃপণের হাতে প্রায় পড়ে গিয়া ধন, ভূধরে সাগরে প্রায় মেঘের বর্ষণ । ১৫৪ ।

আরো,—

লক্ষ্মীদেবী যান প্রায় নীচের ভবনে, ভারতী ভজেন প্রায় হীনবংশ জনে (১) ;

সুন্দরীর প্রেম প্রায় কুরুপের সনে, ইন্দ্রের বর্ষণ প্রায় মহীধরগণে (২) । ১৫৫ ।

অনন্তর সঞ্জীবক মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—বোধ হয় এই দমনকই এই
অনর্থেরই মূল, কিন্তু ইহাঙ্গ ব্যবহার দেখিয়া ত তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না ।

কারণ,—

আশ্রয়ের গুণে শোভা দুর্জনেও পায় ; নারীর নয়নে কাল কজ্জলের প্রায় (৩) । ১৫৬

(১) 'ভারতী'—বিদ্যা । 'হীনবংশ জনে'—অধমজাতীয় ব্যক্তিকে ।

(২) 'মহীধরগণে'—পর্কত সকলে । ইন্দ্রদেব শস্যক্ষেত্রে বারি বর্ষণ না করিয়া প্রায় পাহাড়
পর্কতেই বৃষ্টি করিয়া থাকেন ।

(৩) কাজল অত্যন্ত কালো হইলেও তাহা যেমন সুন্দরী স্ত্রীর চক্ষে থাকিলে সুন্দর দেখায়,
তেমনি, অত্যন্ত দুষ্ট লোকও 'আশ্রয়ের গুণে'—অর্থাৎ বড় লোকের নিকট থাকিলে, তাহাকেও উজলোক
বলিয়া জ্ঞান হয় ।

তত্র বিচিন্ত্যোক্তম্—কৰ্ণং কিমিদমাপতিতম্ । যতঃ ।
 আরাধ্যমানো নৃপতিঃ প্রযত্নান্ন তোষমায়াতি কিমত্র চিত্রম্ ।
 অয়ং ত্বপূৰ্ব্বঃ প্রতিমা বিশেষো যঃ সেব্যমানো রিপুতামুপৈতি ॥১৫৭॥
 তদয়মশক্যার্থঃ প্রযত্নঃ । যতঃ ।

নিমিত্তমুদ্दिश्य हि यः प्रकूप्यति क्रुवः स तस्याहपगमे प्रसीदति ।
 अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तुं परितोषयिष्यति ॥१५८॥

किं मयाहपकृतं राज्ञः । अथवा निर्निमित्तापकारिणो हि भवन्ति
 राज्ञानः । दमनको क्रूते—एवमेतत् । शू ।

বিজ্ঞেঃ স্নিগ্ধৈরুপকৃতমপি হ্বেষ্যতামেতি কশ্চিৎ

সাক্ষাদনৈরুপকৃতমপি প্রীতিমেবোপযাতি ।

চিত্রং চিত্রং কিমপি চরিতং নৈকভাবাশ্রয়ানাম্

সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥ ১৫৯ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিল,—হায় ! এ কি সর্বনাশ উপস্থিত হইল ! দেখ !—
 শ্রাণপণে রাজার করিলে আরাধন, কি আশ্চর্য্য ! তুষ্ট নাহি হয় তার মন ;
 রাজা এক অপকৃত প্রতিমা-স্বজন ! পূজিলেও শত্রুভাব করয়ে ধারণ (১) । ১৫৭।

আর এ বিষয়ে কোনও চেষ্টা করাও নিষ্ফল । যেহেতু,—

কারণ পাইলে রুষ্ট হয় সেই জন, কারণ যাইলে শাস্ত হয় তার মন ;
 পর প্রতি ঘেষ যে বা করে অকারণ, তাহারে করিতে শাস্ত পারে কোন জন? ১৫৮।

আমি রাজার কি অনিষ্ট করিয়াছি ? । অথবা রাজারা এইরূপ অকারণেই
 অপকার করিয়া থাকে । দমনক কহিল,—হাঁ তুমি সত্যই বলিয়াছ । শুন !—

বিজ্ঞ ভক্ত বন্ধু হ'তে পেয়ে উপকার, কোনো প্রভু তারি প্রতি করে অত্যাচার ;
 আর যে সাক্ষাতে করে অনিষ্ট সাধন, কারো বা তাহারি প্রতি তুষ্ট থাকে মন ;
 কখন কি ভাবে রয়, স্থির নহে মতি, কি আশ্চর্য্য ! অপকৃত প্রভুদের গতি ! ;
 অতএব পর-সেবা কি বিষম দায় ! যোগীরাও এর তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায় । ১৫৯।

আরো,—

(১) কালী, দুর্গা, শিব, প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করিলে তাঁহার। প্রসন্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু
 রাজা এক সৃষ্টিছাড়া দেবতার মূর্ত্তি ; কেন না, রাজার আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন না হইয়া' বরং
 অনিষ্টই করিয়া থাকেন ।

অন্যচ্চ । কৃতশতমসংস্কৃ নক্ষত্রং স্তভাষিতশতং চ নক্ষত্রবুধেষু ।

বচনশতমবচনকরে বুদ্ধিশতমচেতনে নক্ষত্রম্ ॥ ১৬০ ॥

কিঞ্চ । চন্দনতরুযু ভুজঙ্গা জলেযু কমলানি তত্র চ গ্রাহাঃ ।

গুণঘাতিনশ্চ পিশুনা ভোগে ন স্তথান্যাবিঘ্নানি ॥১৬১॥

অন্যচ্চ ।

মূলং ভূজঙ্গৈঃ কুম্ভমানি ভূঙ্গৈঃ শাখাঃ প্লবঙ্গৈঃ শিখরাণি ভল্লৈঃ ।

নাস্ত্যেব তচ্চন্দনপাদপস্য যম্মাশ্রিতং দুক্ষতরৈঃ কুপঙ্গৈঃ ॥১৬২॥

দমনকো ক্রতে,—অয়ং তাবৎ স্বামী বাঙ্গাধুরোর্বিষহৃদয়ো ময়া
জ্ঞায়তে । যতঃ ।

দূরাভুচ্ছিতপাণিরার্জনয়নঃ প্রোৎসারিতাঙ্গাসনঃ

গাঢ়ালিঙ্গনতৎপরঃ প্রিয়কথাপ্রশ্নেষু দত্তাদরঃ ।

অস্তগূঢ়বিষো বহির্মধুময়শ্চাতীব মায়াপটুঃ

কো নামাহয়মপূর্বনাটকবিধির্ঘঃ শিক্ষিতো দুর্জ্ঞানৈঃ ॥১৬৩॥

অসতের উপকার করহ অশেষ, দুর্শ্রুতি জনেরে শত দাও উপদেশ ;

অবাধ্যেরে শত বার করহ আদেশ, অবোধেরে জ্ঞান দাও অশেষ বিশেষ ;

এ সব অপাত্রে চেষ্টা যতই করিবে, কিছুতেই কিছুমাত্র ফল না কলিবে । ১৬০ ।

আরো,—

সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষে থাকে বিষধর, কমলশোভিত জলে ছুট জলচর ;

গুণীর গুণেও থাকে খল হ'তে ভয়, এ ভবে ভোগের বস্তু বিঘ্ন-ছাড়া নয় । ১৬১ ।

আরো,—

মূলে আছে বিষধর, কুম্ভমে ভ্রমর, আগায় তল্লুক, আর শাখায় বানর ;

অতএব চন্দনের হেন অঙ্গ নাই, যথায় ছুট্টের সঙ্গ দেখিতে না পাই । ১৬২ ।

দমনক কহিল,—এক্ষণে জানিলাম যে, এই রাজার মুখে মধু কিন্তু হৃদয়ে বিষ ।

কারণ,—

দূর হ'তে দেখিলেই ছুটি বাছ তুলি, আসন হইতে উঠি' করে কোলাকুলি ;

সজল নয়নে কত প্রিয় কথা বলে, হৃদে বিষ, মুখে যেন অমৃত উথলে ;

ঠিকু যেন নট সাজি' করে অভিনয় (১), অপূর্ব খেলের মায়া কপটতাময় ! । ১৬৩ ।

. (১) নটেরা যেমন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সাজিয়া তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গী ও হাব ভাব প্রকাশ করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে, তেমনি খলেরাও বাহিরে লোকের কাছে নানাপ্রকার সৌন্দর্য প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে ।

তথাহি । পোতো ছুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোহঙ্ককারাগমে
 নির্বাতে ব্যজনং মদাহ্ণকরিণাং দর্পোপশান্তৈশ্চ শৃণিঃ ।
 ইখং তদ্ভূবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃত্বা
 মন্যে দুর্জনচিত্তব্রুহিহরণে ধাতাহপি ভয়োদ্যমঃ ॥ ১৬৪ ॥
 সঞ্জীবকঃ স্বগতম্—কষ্টং ভোঃ কথমহং শস্যভক্ষকঃ সিংহেন
 ব্যাপাদয়িতব্যঃ । যতঃ ।

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্ ।

তয়োর্বিবাদো মন্তব্যো নোত্তমাধময়োঃ কচিৎ ॥ ১৬৫ ॥

পুনর্বিচিন্ত্যাহ—কেনাহয়ং রাজা মমোপরি বিকারিতঃ, ন
 জানে । ভেদমুপগতাদ্রোহঃ সদা ভেতব্যম্ । যতঃ ।

মস্ত্রিণা পৃথিবীপালচিত্তং বিঘটিতং কচিৎ ।

বলয়ং স্ফটিকস্যেব কো হি সঙ্কাতুমীশ্বরঃ ॥ ১৬৬ ॥

আরো দেখ !

তরী আছে তরিতে ছুস্তর পারাবার, দীপের হয়েছে স্ফটি হরিতে আঁধার ;
 অনিলের অভাব ব্যজনে হয় দূর, অক্ষুশে দস্তীর দর্প হয়ে যায় চূর (১) ;
 একপে এমন কিছু না হেরি ধরায়, যার তরে বিধাতা না করেছে উপায় ;
 কেবল দুর্জন-চিত্ত বশ করিবার, উপায় বিধানে বিধি মানিয়াছে হার । ১৬৪ ।

সঞ্জীবক মনে মনে ভাবিল,—উঃ ! কি কষ্ট ! আমি গোবেচারী কেবল শস্ত্রমাত্র
 ভোজন করি, সিংহ কি দোষে আমার বধ করিবে ?

বলে বিস্তে উভয়েই সমান যথায়, সেই স্থলে পরস্পরে যুদ্ধ শোভা পায় ;
 নতুবা ক্ষুদ্রের যুদ্ধ বলীর সহিত, নিতান্ত বিরুদ্ধ তাহা জানিবে নিশ্চিত । ১৬৫ ।

পুনরায় চিন্তা করিয়া কহিল,—জানি না, কে আমার উপর রাজার একপ
 মনোবিকার ঘটাইল । আর রাজার মন যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাঁহাকে
 সর্কদাই শকা করা কর্তব্য । কারণ,—

স্ফটিকের বালা যদি ভগ্ন হয়ে যায়, সে যেমন জোড়া নাহি যায় পুনরায় ;

তেমনি মস্ত্রীর প্রতি নৃপতির মন, যারেক ভাঙ্গিলে আর না হয় মিলন । ১৬৬ ।

আরো,—

(১) 'তরী'—নৌকা । 'পারাবার'—সমুদ্র । 'অক্ষুশ'—লোহার ডালশ । 'দস্তী'—হস্তী । বাধার
 ডালশ মারিলে ছুট হস্তী শান্ত হয় ।

অন্যচ্চ । বজ্রং চ রাজতেজশ্চ দ্বয়মেবাহতিভীষণম্ ।

একমেকত্র পততি পতত্যান্যৎ সমন্ততঃ ॥ ১৬৭ ॥

তৎ সংগ্রামে মৃত্যুরেবাজ্জীয়তামিদানীম্ । তদাজ্ঞানুবর্তনম-
যুক্তম্ । যতঃ ।

মৃতঃ প্রাপ্নোতি বা স্বৰ্গং শক্রং হস্তা স্থখানি বা ।

উদ্ধাবপি হি শূরাণাং গুণাবেতো সুদুর্লভৌ ॥ ১৬৮ ॥

যুদ্ধকালশচাহয়ম্ ।

যত্রাহযুদ্ধে ধ্রুবং মৃত্যুযুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ ।

তমেব কালং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৬৯ ॥

যতঃ । অযুদ্ধে হি যদা পশ্যেন্ন কিঞ্চিক্তিতমান্ননঃ ।

যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ত্রিয়তে রিপুণা সহ ॥ ১৭০ ॥

জয়ে চ লভতে লক্ষ্মীং মরণেহপি সুরাস্তনাম্ ।

ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে ॥১৭১॥

নৃপতির ক্রোধ, আর বজ্রের পতন, এ উভয় অতিশয় জানিবে ভীষণ,
বজ্রের পতনে হয় একের মরণ, নৃপতির কোপে কিন্তু সবংশে নিধন ॥ ১৬৭ ॥

অতএব এক্ষণে যুদ্ধ করিয়াই প্রাণত্যাগ করি, আর উঁহার আরাধনা করা
উচিত নহে। কারণ,—

মরণে দেবত্বপদ, জয়ে লক্ষী ফল, ছুটিই বীরের পক্ষে পরম মঙ্গল (১) ॥ ১৬৮ ॥

আর ইহাই প্রকৃত যুদ্ধের সময়। কারণ,—

যুদ্ধ না করিলে যথা মৃত্যুই নিশ্চয়, যুদ্ধ যদি কর, তবে জীবন-সংশয় ;

• হইবে একরূপ স্থলে যুদ্ধে আশ্রয়ান, পশ্চিতগণের ইহা জানিবে বিধান ॥ ১৬৯ ॥

কারণ,—

যুদ্ধ করিলেও যাহা, না করিলে তাই, কিছুতেই জীবনের কোনো আশা নাই ;

অবশ্য একরূপ স্থলে করিবে সমর, শত্রু সনে যুঝিয়া ত্যজিবে কলেবর ॥ ১৭০ ॥

লক্ষ্মীলাভ হয় রণে হইলে বিজয়, মরিলে অঙ্গরা সনে স্বর্গে গতি হয় ;

ক্ষণস্থায়ী এই দেহ ভাবি দেখ ! মনে, কি ভয় ! কি ভয় ! তবে মরণে বা রণে ? ॥১৭১॥

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়। অতএব বীরপুরুষের
পক্ষে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা বা জয়লাভ করা দুটিই পরম মঙ্গলের বিষয় ; কেন না, প্রাণত্যাগ করিলে
তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়, আবার যুদ্ধে জয় করিলেও তাহাতে ধন, রত্ন, রাজপদ অস্বত্ব লাভ হইয়া থাকে ।

এতচ্চিস্তয়িত্বা সঞ্জীবক আহ—ভো মিত্র কথমসৌ মাং
জিঘাংসুরিতি জ্ঞাতব্যঃ। দমনকোক্রতে—যদাহসৌ স্তরুর্কর্ণঃ সমুদ্ধত-
লাঙ্গুলঃ সমুন্নতচরণো বিবৃতাশ্যস্তাং পশ্যতি তদা ত্বমপি স্ববিক্রমং
দর্শয়িষ্যসি । যতঃ ।

বলবানপি নিস্তেজাঃ কস্য নাইভিভবাম্পদম্ ।

নিঃশঙ্কং দীয়তে লোকৈঃ পশ্য ভস্মচয়ে পদম্ ॥১৭২॥

কিন্তু সর্বমিদং স্তুগুণমনুষ্ঠাতব্যম্ । নো চেৎ ন ত্বং নাইহম্ ।
ইত্যুক্ত্বা দমনকঃ করটকসমীপং গতঃ । করটকেনোক্তম্—কিং
নিষ্পন্নম্ । দমনকেনোক্তম্—নিষ্পন্নোহনয়োরন্যোভেদঃ । কর-
টকোক্রতে—কোহত্র সন্দেহঃ । যতঃ ।

বন্ধুঃ কো নাম দুষ্ঠানাং কুপ্যেৎ কো নাইতিষাচিতঃ ।

কো ন দূপ্যতি বিভ্ভেন কুকৃত্যে কো ন পণ্ডিতঃ ॥১৭৩॥

এইরূপ ভাবিয়া সঞ্জীবক কহিল,—মিত্র ! তিনি আমার বধার্থী, ইহা কিরূপে
জানিব ? দমনক কহিল,—যখন তিনি দুই কাণ খাড়া করিয়া, লাঙ্গুল উদ্ধে তুলিয়া
চরণ উন্নত করিয়া, মুখব্যাদান পূর্বক তোমার দিকে চাহিবেন, তখন তুমিও নিজ
পরাক্রম প্রকাশ করিতে ছাড়িও না । কারণ,—

বলবান্ ব্যক্তি যদি তেজোহীন হয়, কারো কাছে আর তার মান নাই রয় ;

তার সাক্ষী, অগ্নি যদি হয়ে যায় ছাই, চরণে দলন তারে করয়ে সবাই (১) ॥১৭২॥

তুমি এ সমস্ত কথা অতি গোপনে রাখিও ; প্রকাশ হইলে তোমারও রক্ষা
নাই, আমারও রক্ষা নাই । তাহার পর দমনক করটকের নিকট গমন করিল ।
করটক জিজ্ঞাসিল,—কেমন ? কার্য সম্পন্ন হইল ত ? দমনক কহিল,—
হাঁ, উহাদের স্তম্ভভেদ ঘটাইয়াছি । করটক কহিল,—ইহাতে আর সন্দেহ কি ?
কেন না,—

খলের প্রকৃত বন্ধু কে আছে ধরায় ? রাগাইলে রাগ নাই করে কে কোথায় ?

ধনে কার নাই হয় গর্বের উন্নয় ? মন্দ কর্মে পরিপক কে বা নাই হয় ? ॥১৭৩॥

(১) যেমন জলস্ত অগ্নিকে কেহই পদে দলন করিতে পারেনা, তেমনি তেজস্বী ব্যক্তিকেও কেহ
অপমান করিতে সাহস করে না । অগ্নি ছাই হইলে যেমন তাহাকে সকলেই পদে দলন করিতে
পারে, নিস্তেজ ব্যক্তিকেও তেমনি সকলেই অপমান করিয়া থাকে ।

অন্যচ্চ । দুর্ভেদঃ ক্রিয়তে ধূর্তৈঃ শ্রীমানাভ্যবিরুদ্ধয়ে ।

কিং নাম খলসংসর্গঃ কুরুতে নাশ্রয়াশবৎ ॥ ১৭৪ ॥

ততো দমনকঃ পিঙ্গলকসমীপং গত্বা,—দেব সমাগ্নতোহসৌ
পাপাশয়ঃ তৎ সজ্জীভূয় স্বীয়তাম্—ইত্যুক্ত্বা পূর্বোক্তাকারং
কারয়ামাস । সজ্জীবকোহপ্যাগত্য তথাবিধং বিকৃতাকারং সিংহং
দৃষ্ট্বা স্বানুরূপং বিক্রমং চকার । ততস্তমোঃ প্রবৃত্তে মহাহবে
সজ্জীবকঃ সিংহেন ব্যাপাদিতঃ । অথ পিঙ্গলকঃ সজ্জীবকং সেবকং
ব্যাপাদ্য বিশ্রান্তঃ সশোকইবাসীনঃ, ক্রতে চ,—কিং ময়া দারুণং
কৰ্ম্ম কৃতম্ । যতঃ ।

পটৈঃ সমুজ্যতে রাজ্যং স্বয়ং পাপস্য ভাজনম্ ।

ধর্শ্নাতিক্রমতো রাজা সিংহো হস্তিবধাদিব ॥ ১৭৫ ॥

অপরঞ্চ ।

ভূম্যেকদেশস্য গুণান্বিতস্য ভৃত্যস্য বা বুদ্ধিমতঃ প্রণাশঃ ।

ভৃত্যপ্রণাশো মরণং নৃপাণাং নষ্ঠাহপি ভূমিঃ স্থলভা ন ভৃত্যাঃ ॥ ১৭৬ ॥

আরো,—

যে জন সৌভাগ্যবান্ হয় এ ধরায়, স্বার্থলোভে ধূর্ত্ত তাকে কুকৰ্ম্ম শিখায় ;

খলের সংসর্গে কি না করে অপকার ? জলস্ত অগ্নির ন্যায় কঁরে ছারখার । ১৭৪ ।

তাহার পর দমনক সিংহের নিকট গমন করিয়া কহিল,—দেব ! সেই পাপাত্মা
আসিতেছে, অতএব সজ্জীভূত হইয়া থাকুন । ইহা কহিয়া সে সিংহকে সেইরূপে
সজ্জিত করিয়া রাখিল । সজ্জীবকও আসিয়া সিংহকে সেইরূপ বিকটাকার দেখিয়া
স্বথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিল । অনন্তর উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধিলে, সজ্জীবক
সিংহের হস্তে নিহত হইল । পিঙ্গলক সেবক সজ্জীবককে সংহারপূৰ্ব্বক শ্রান্তি দূর
করিয়া, বিষমভাবে বসিল, এবং বলিতে লাগিল,—আমি কি নিদারুণ কার্য্য করি-
লাম ! কারণ,—

রাজার রাজ্যের সুখ অন্যে ভোগ করে, রাজা শুধু পর তরে পাপ কোরে মরে ;

সিংহ দেখ ! হস্তী মারি করে না ভক্ষণ, কেবল বধের পাপ করে অকারণ । ১৭৫ ।

আরো,—

স্থলকর ভূমিখণ্ড যদি হয় নষ্ট, সুবুদ্ধি ভূক্ত্যের নাশে ততোধিক কষ্ট ;

ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হ'লে মিলে পুনরায়, স্বেযোগ্য সেবক কিন্তু পাওয়া নাহি যায় । ১৭৬ ।

দমনকো ক্রতে,—স্বামিন্ কোহয়ং নূতনো ন্যায়ঃ, যদরাতিং
হত্বা সস্ত্যাপঃ ক্রিয়তে । তথা চোক্তম্ ।

পিতা বা যদি বা ভ্রাতা পুত্রো বা যদি বা স্ত্রুহৎ ।

প্রাণচ্ছেদকরা রাজা হস্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৭৭ ॥

অপিচ । ধর্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞো নৈকান্তকরণো ভবেৎ ।

ন হি হস্তস্থমপ্যর্থং ক্রমাবান্ রক্ষিতুং ক্রমঃ ॥ ১৭৮ ॥

কিং চ । ক্রমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণম্ ।

অপরাধিবু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণম্ ॥ ১৭৯ ॥

অপরঞ্চ । রাজ্যালোভাদহঙ্কারাদিচ্ছতঃ স্বামিনঃ পদম্ ।

প্রায়শ্চিত্তং হি তত্রৈকং জীবোৎসর্গো ন চাহপরম্ ॥ ১৮০ ॥

অন্যচ্চ । রাজা যুগী ব্রাহ্মণঃ সর্বভক্ষঃ

স্ত্রী চাহবশা দুপ্রকৃতিঃ সহায়ঃ ।

প্রেম্যঃ প্রতীপোহধিকৃতঃ প্রমাদী

ত্যাগ্যা অমী যশ্চ কৃতং ন বেত্তি ॥ ১৮১ ॥

দমনক কহিল,—প্রভো! এ কি অদ্ভুত কথা! যে আপনি শত্রুকে বধ কারয়া
শোকপ্রকাশ করিতেছেন! শাস্ত্রকারেরা বলেন যে,—

পিতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু, হউক যে জন, যদিপি বধিতে চায় রাজার জীবন;

যে রাজা মঙ্গল ইচ্ছা করে আপনার. অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিবে তাহার। ১৭৭।

আরো,—

ধর্ম-অর্থ-কাম-তত্ত্বে জ্ঞান যার রয়, অতিরিক্ত ক্রমাশীল সে কভু না হয়;

অতিরিক্ত ক্রমাগুণ যে জন দেখায়, ঠেলে সে হাতের লক্ষ্মী আপনার পায়। ১৭৮।

আরো,—

শত্রু মিত্র উভয়েই ক্রমাপ্রদর্শন, কেবল মূনির পক্ষে জানিবে ভূষণ;

বিনোহী শত্রুর প্রতি ক্রমাপ্রদর্শন, নৃপতির পক্ষে তাহাঁ বড়ই দূষণ। ১৭৯।

আরো,—

লোভে কিম্বা মদে মত্ত হইয়া যে জন, প্রভুর সাম্রাজ্য চায় করিতে হরণ;

সে পাপীর পক্ষে বিধি কিবা আছে আর, মৃত্যুই কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তার। ১৮০।

আরো কথিত আছে যে,—

যে বিশ্র নাহিক করে খাদ্যের বিচার, যে নৃপতি হয় অতি দয়ার আধার;

বিশেষতশ্চ । সত্যাহ্নতা চ পুরুষা প্রিয়বাদিনী চ
 হিংস্রা দয়ালুরপি চার্হপর্য বদান্যা ।
 নিত্যব্যয়া প্রচুররত্নধনাগমা চ
 বারান্ধনেব নৃপনীতিরনেকরূপা ॥ ১৮২ ॥

ইতি কপটবচনেন দমনকেন সস্তোষিতঃ স্বাং প্রকৃতিমাপন্নঃ
 পিঙ্গলকঃ সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ । দমনকঃ প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা
 রাজানমাহ,—বিজয়ত্রাং মহারাজঃ, শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্, ইত্যুক্তা ।
 যথাসুখমবস্থিতঃ ।

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—সুহৃদ্ভেদঃ শ্রুতস্তাবদ্ববদ্বিঃ । রাজপুত্রো উচুঃ,
 —ভবৎপ্রসাদাৎ শ্রুত্বা সুখিনো বয়ম্ । বিষ্ণুশর্ম্মাহুব্রবীৎ—অপর-
 মপীদমস্তু,—

সুহৃদ্ভেদস্তাবদ্ ভবতু ভবতাং শত্রুনিলয়ে
 খলঃ কালাকৃষ্ণঃ প্রলয়মুপসর্পহরহঃ ।

প্রতিকূল ভূত্য, আর অকৃতজ্ঞ জন, কর্ম্মচারী স্বকর্তব্যে নাহি যার মন ;
 চপলা গৃহিণী, আর সহায় দুর্জ্ঞান, এ সবার সহবাস করিবে বর্জন । ১৮১ ।

বিশেষতঃ,—

কভু কয় সত্য কথা, কভু মিথ্যা কয়, কভু কয় মিষ্ট কথা, কভু বা নির্দয় ;
 কভু হিংসা করে, কভু হয় দয়াধান, কভু অর্থ হরে, কভু করে অর্থ দান ;
 নিত্য করে ব্যয়, নিত্য বহু উপার্জন, রাজনীতি বচরূপী, বেশ্যার মতন । ১৮২ ।

দমনক এইরূপ নাম্না কপট কথার প্রবন্ধে মনস্তপ্তি করিলে, পিঙ্গলক প্রকৃতিস্থ
 হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল । দমনক অত্যন্ত আফ্লাদিত হইয়া পশুরাজকে
 কহিল,—মহারাজ ! চিরবিজয়ী হউন, সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক । ইহা বলিয়া
 সে তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিল ।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—সুহৃদ্ভেদের কথা শুনিলে ত ? রাজপুত্রেরা কহিলেন,—
 আপনার প্রসাদে শুনিয়া সুখী হইলাম । বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আরো আমি
 এই আশীর্বাদ করি যে,—

ঐ জগতে তোমাদের যত শত্রুচয়, সুহৃদ্ভেদে সবে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয় ;
 আর যত খলমতি দুর্জ্ঞান পামর, অহরহ তারা যেন যায় বমধর ;

জনো নিত্যং ভূয়াৎ সকলসুখসম্পত্তিবসতিঃ

কথারামে রম্যে সততমিহ বালোহপি রমতাম্ ॥১৮৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুশর্মকৃতে-হিতোপদেশে সুহৃদ্ভেদো নাম
দ্বিতীয়ঃ কথাসংগ্রহঃ ।

সকল সৌভাগ্য-সুখ লভি' বার মাস, প্রজাবন্দে সদানন্দে করে যেন বাস ;

এ 'হিতোপদেশ'-কথা অতি সুললিত, শুনিয়া শিশুও যেন হয় পুলকিত । ১৮৩ ।

ইতি হিতোপদেশে সুহৃদ্ভেদ নামক দ্বিতীয় কথাসংগ্রহ ।

॥ শিবমস্ত ॥

হিতোপদেশঃ ।

বিগ্রহঃ ।

পুনঃ কথাবস্তকালে রাজপুত্রৈরুক্তম্,—আর্য্য রাজপুত্রো বয়ম্, তদ্ বিগ্রহং শ্রোতুং নঃ কুতূহলমস্তি । বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—যদেব ভবদ্ভ্যো রোচতে তৎ কথয়ামি । বিগ্রহঃ শ্রয়তাম্ । যস্যাহয়মাদ্যঃ শ্লোকঃ ।

হংসৈঃ সহ ময়ূরাণাং বিগ্রহে ভুল্যবিক্রমে ।

বিখ্যাস্য বক্ষিতা হংসাঃ কাটকৈঃ স্থিত্বাহরিমন্দিরে ॥ ১ ॥

রাজপুত্রো উচুঃ—কথমেতৎ । বিষ্ণুশর্ম্মা কথয়তি । অস্তি কপূর্-
দ্বীপে পদ্মকেলিনামধেয়ং সরঃ । তত্র হিরণ্যগর্ত্তো নাম রাজহংসঃ
প্রতিবসতি । স চ সর্বৈর্জলচরৈঃ পক্ষিভির্মিলিত্বা পক্ষিরাজ্যেহভি-
ষিক্তঃ । যতঃ ।

বিগ্রহ ।

বিষ্ণুশর্ম্মা যখন পুনরায় গল্প আরম্ভ করেন, তখন রাজপুত্রেরা কহিলেন,—
গুরো ! আমরা রাজপুত্র; অতএব যুদ্ধের বিষয় শুনিতে আমরা কুতূহলী হইয়াছি ।
তাহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—তোমাঙ্গের অভিলষিত বিষয় কহিতেছি ।
যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ কর । তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

হংস আর ময়ূরের সংগ্রাম ভূয়ল, বল বীর্য্যে দুই পক্ষ ছিল সমতুল ;

শক্রগৃহে পশি' কাক জনমি' বিশ্বাস, শেষে হংসদলে ঘটাইল সর্বনাশ । ১ ।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি প্রকার ? । বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন ।
কপূর্দ্বীপে পদ্মকেলি নামে এক সরোবর আছে । সেই সরোবরে হিরণ্যগর্ভ নামে
এক রাজহংস বাস করে । সমস্ত জলচর পক্ষীরা মিলিত হইয়া সেই রাজহংসকে
পক্ষিরাজ্যে অভিষেক করিল । কারণ,—

যদি ন স্যাম্নরপতিঃ সম্যঙ্ নৈতা ততঃ প্রজা ।

অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব ॥ ২ ॥

অপরঞ্চ । প্রজাং সংরক্ষতি নৃপঃ সা বর্দ্ধয়তি পার্ধিবম্ ।

বর্দ্ধনাদ্রক্ষণং শ্রেয়স্তদভাবে সদপ্যসৎ ॥ ৩ ॥

একদাহসৌ রাজহংসঃ স্তবিত্তীর্ণকমলপর্য্যাকে স্থখাসীনঃ পরি-
বারপরিবৃত্তিষ্ঠতি । ততঃ কুতোহপি দেশাদাগত্য দীর্ঘমুখো নাম
বকঃ প্রণম্যোপবিক্ষেঃ । রাজোবাচ—দীর্ঘমুখ দেশান্তরাদাগতো-
হসি । বার্তাং কথয় । স ক্রতে—দেব অস্তি মহতী বার্তা । তামা-
খ্যাতুকামএব সত্বরমাগতোহহম্ । শ্রয়তাম্ । অস্তি জম্বুদ্বীপে
বিদ্যো নাম গিরিঃ । তত্র চিত্রবর্ণো নাম ময়ূরঃ পক্ষিরাজো
নিবসতি । তস্যাহনুচরৈরহং দন্ধারণ্যমধ্যে চরম্বলোকিতঃ

স্থপথে সকলে চলে যাহার শাসনে, সেই নরপতি যদি না থাকে ভুবনে ;
তবে কর্ণধার-হীন তরণীর প্রায়, এ লোকসমাজ সব রসাতলে যায় (১) । ২ ।

আরো,—

বিধিমতে রাজা, প্রজা করিবে পালন, প্রজাও রাজার বল করিবে বর্দ্ধন ;

বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষা জানিবে প্রধান, রক্ষা না হইলে থাকা না থাকা সমান । ৩ ।

একদিন সেই রাজহংস নিজ পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া স্তবিত্ত পদ্মময়
পর্য্যাকে (২) পরম স্থখে বসিয়া আছে, এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোনও
দেশ হইতে তথায় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বসিল । রাজা রাজহংস তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে দীর্ঘমুখ! তুমি ত বিদেশ হইতে আসিলে, সংবাদ কি
বল ? সে বহিল,—মহারাজ! বিশেষ সংবাদ আছে, তাই বলিবার জন্যই ঘুরা
করিয়া আসিলাম । বলিতেছি শ্রবণ করুন । জম্বুদ্বীপে বিদ্যা নামে এক পক্ষিত
আছে । তথায় চিত্রবর্ণ নামে এক পক্ষিরাজ ময়ূর বাস করে । আমি তথাকার এক
দন্ধ অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় সেই রাজার কতকগুলি অনুচর
আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে হে তুমি ? কোথা হইতে আসিলে ?

(১) 'কর্ণধারহীন'—বে নৌকার মাঝি নাই । মাঝি না থাকিলে নৌকার যেমন দুর্গতি হয়,
রাজা না থাকিলে, লোকসমাজেরও তেমন দুর্গতি হয় ।

(২) 'পদ্মময় পর্য্যাক'—'পর্য্যাক' অর্থাৎ পালঙ, ষাট ইত্যাদি, 'পদ্মময়'—পদ্ম দ্বারা নির্মিত ।

পৃষ্ঠশ্চ,—কল্পম্, কুতঃ সমাগতোহসি । ততো ময়োক্তম্—কপূর-
দ্বীপস্য রাজচক্রবর্তিনো হিরণ্যগর্ভস্য রাজহংসস্যাহলুচরোহহম্ ।
কৌতুকাৎ দেশান্তরং দ্রষ্টুমাগতোহস্মি । তৎ শ্রুত্বা পক্ষিভি-
রুক্তম্,—অনয়োঃ দেশয়োঃকো দেশো ভদ্রতরো রাজা বা । ততো
ময়োক্তম্—আঃ কিমেবম্ উচ্যতে । মহদন্তরম্ । যতঃ কপূরদ্বীপঃ
স্বর্গ এব, রাজা চ দ্বিতীয়ঃ স্বর্গপতিঃ । কথং বর্ণয়িতুং শক্যতে ।
অত্র মরুস্থলে পতিতা যুয়ং কিং কুরুথ । আগচ্ছত, অস্মদ্দেশে
গম্যতাম্ । ততস্তদ্বচনমাকর্ষ্য সর্বে সকোপা বভূবুঃ । তথা চোক্তম্ ।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্ ।

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে ॥ ৪ ॥

অন্যচ্চ । বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যো নাহবিদ্যাংস্ত কদাচন ।

বানরানুপদিশ্যাহজ্ঞান্ স্থানভ্রষ্টা যযুঃ খগাঃ ॥ ৫ ॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ । দীর্ঘমুখঃ কথয়তি । অস্তি নশ্মদা-
তীরে পর্বতোপত্যকায়াং বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ । তত্র নির্মিত-

তাহাতে আমি কহিলাম,—কপূরদ্বীপের মহারাজচক্রবর্তী রাজহংস হিরণ্যগর্ভের
আমি অলুচর । কৌতুহলবশতঃ বিদেশ দেখিতে আসিয়াছি । ইহা শুনিয়া তাহারা
কহিল,—তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশ এ ছয়ের মধ্যে কোন্ দেশ ভাল ?
কোন্ রাজাই বা ভাল ? তাহাতে আমি কহিলাম,—আঃ ! কার সঙ্গে কার কথা !
বিস্তর প্রভেদ ! কেন না, আমাদের কপূরদ্বীপ স্বর্গ, এবং আমাদের রাজাও
দ্বিতীয় স্বর্গপতি হইল । কি সাধ্য যে কথায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি । তোমরা কি
জন্য এ মরুভূমে পড়িয়া আছ ? আইস ! আমাদের দেশে চল । আঘার এই কথা
শুনিয়া তাহারা সকলেই আমার উপর খড়াহস্ত হইল । কথিতও আছে যে,—
হুঃশীল জনেরে যদি শিখাও স্ননীত, হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত ;
হুঙ্কপান করে যদি বিষধরগণ, তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন । ৪ ।

আরো,—

সুজ্ঞানেই হয় উপদেশের ভাজন, উপদেশযোগ্য কভু না হয় কুজন ;

বাণরগণেরে করি উপদেশ দান, পক্ষিগণ পলাইল ছাড়ি নিজ স্থান । ৫ ।

রাজা লিজ্জাগিলেন,—সে কি প্রকার ? দীর্ঘমুখ—কহিল । নশ্মদানদীর তীরে

নীড়ক্রোড়ে পক্ষিগঃ স্নেহেন নিবসন্তি । অথৈকদা বর্ষাহু নীলপটলৈ-
রিব জলধরপটলৈরারুতে নভস্তলে ধারাসারৈর্মহতী বৃষ্টির্বভূব ।
ততো বানরাংস্তরুতলেহবস্থিতান্ শীতার্ভান্ কম্পমানানবলোক্য
কুপয়া পক্ষিভিরুক্তম্—ভো ভো বানরাঃ শৃণুত ।

অস্মাভিনির্মিতা নীড়াশ্চক্ষুঃস্বাত্মাহুতৈস্তৃণৈঃ ।

হস্তপাদাদিসংযুক্তা যুগ্মং কিমবসীদথ ॥ ৬ ॥

তৎ শ্রুত্বা বানরৈর্জাতামর্ষেরালোচিতম্—অহো নির্বাতনীড়-
গর্ভাবস্থিতাঃ স্তম্বিনঃ পক্ষিণোহস্মান্ নিন্দন্তি । তদ্ভবতু তাবদ্
বৃষ্টিরুপশমঃ । অনস্তরং শাস্ত্রে পানীয়বর্ষে তৈর্বানরৈর্বৃক্ষমারুহ্য
সর্বৈ নীড়া ভয়াঃ । তেষাং পক্ষিণাম্ অগুণি চাহধঃ পাতিতানি ।
অতোহহং ব্রবীমি—“বিদ্বানেবোপদেকব্যঃ”—ইত্যাদি । রাজোবাচ,
—তদা পক্ষিভিঃ কিমুক্তম্ । দীর্ঘমুখঃ কথয়তি । ততঃ পক্ষিভিঃ

এক পর্বতের উপত্যকায় (১) এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ (২) আছে । পক্ষীরা সেই
বৃক্ষে বাসা নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পরম স্নেহে বাস করে । অনস্তর একদিন বর্ষা-
কালে নীলপুঞ্জের ঞায় নিবিড় জলধরপুঞ্জ গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, মূলধারায়
অতি ঘোরতর বৃষ্টি হুইতে লাগিল । সেই বৃক্ষের পক্ষীরা দেখিল,—একদল বানব
তরুতলে বসিয়া ভিজিতেছে, এবং শীতার্ভ হইয়া কাঁপিতেছে । তাহা দেখিয়া পক্ষীরা
দয়া করিয়া কহিল,—ওহে বানরগণ ! শুন,—

ঠোটে মাত্র ভৃগু আনি বাকি বাসস্থান, দুর্বল বিহঙ্গ মোরা করি অবস্থান ;

কিস্ত তোমাদের হস্ত পদ বুদ্ধি বল, সকলি থাকিতে কেন হতেছ বিকল ? । ৬ ।

তাহা শুনিয়া বানরেরা ভাবিল,—অহো ! এই পক্ষীদেব বাসার মধ্যে ঝড় জল
প্রবেশ করিতে পারে না, ইহারা তন্মধ্যে স্নেহে আছে বলিয়া আমরাদিককে নিন্দা
করিতেছে । আচ্ছা ! বৃষ্টি একবার ধামিলেই ইহার প্রতিকূল দিতেছি । অন-
স্তর বৃষ্টি ধামিলে বানরগণ বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত পক্ষীর বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিল,
এবং তাহাদের ডিঙ্কগুলি ফেলিয়া দিল । তাই বলিতেছিলাম যে,—“স্নেহনেই
হয় উপদেশের ভাজন”—ইত্যাদি । রাজা জিজ্ঞাসিল,—তাহার পর সেই পক্ষীরা

(১) 'উপত্যকা'—পর্বতের সরিহিত স্থান ।

(২) 'শাল্মলী'—শিমুল গাছ ।

কোপাত্তম্,—কেনাহসৌ রাজহংসঃ কৃতো রাজা । ততো ময়োপ-
জাতকোপেনোক্তম্,—অয়ং তে ময়ূরঃ কেন রাজা কৃতঃ । তৎ শ্রোত্বা
তে পক্ষিণো মাং হস্তমুদ্যতাঃ । ততো ময়াহপি স্ববিক্রমো দর্শিতঃ ।
যতঃ ।

অন্যদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা লজ্জব যোষিতঃ ।

পরাক্রমঃ পরিভবে বৈষাত্যং সুরতেষিব ॥ ৭ ॥

রাজা বিহস্যাহ ।

আত্মনশ্চ পরেষাং চ যঃ সমীক্ষ্য বলাবলম্ ।

অন্তরং নৈব জানাতি স তিরস্ক্রিয়তেহরিভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্যচ্চ । সূচিরং হি চরমিত্যং ক্ষেত্রে শস্যমবুদ্ধিমান্ ।

দ্বীপিচর্ম্মপরিচ্ছন্নো বাগ্দোষাদ্ গর্দভো হতঃ ॥ ৯ ॥

বকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । রাজা কথয়তি । অস্তি হস্তিনাপুরে
বিলাসো নাম রজকঃ । তস্য গর্দভোহতিভারবহনাদ্ভূর্কালো মুমূর্শু-

তোমায় কি বলিল ? । দীর্ঘমুখ কহিল,—পক্ষীরা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—তোমাদের
ঐ রাজহংসকে কে রাজা করিল ? । তাহা শুনিয়া আমারও ক্রোধ হইল, আমিও
কহিলাম,—তোমাদের ঐ ময়ূরকে কে রাজা করিল ? । তাহা শুনিয়া সেই সকল
পক্ষী আমাকে মারিতে উদ্যত হইল । তখন আমিও নিজ পরাক্রম প্রকাশ
করিলাম । কারণ,—

রমণীর লজ্জাশুণ ভূষণ যেমন, পুরুষের ক্ষমাশুণ তেমনি ভূষণ ;

কিন্তু লজ্জা রতিকালে সাজে না যেমন, ক্ষমাও যুদ্ধের কালে সাজে না তেমন(১) । ৭।

রাজা রাজহংস হাস্য করিয়া কহিল,—

আত্ম-বল পর-বল না বুঝে যে জন, শত্রুহস্তে শাস্তি তার হয় বিলক্ষণ । ৮ ।

আরো,—

সুখে ছিল শস্যক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি, কেহ না যেসিত কাছে ব্যাঘ্র মনে করি ;

নির্কোষ গর্দভ যেই ছাড়িল চিংকার, অমনি কুষক তারে করিল সংহার । ৯ ।

বক জিজ্ঞাসা করিল, সে কি প্রকার ? । রাজহংস কহিল । হস্তিনানগরে বিলাস
নামে এক রজক আছে । তাহার গর্দভ অতিরিক্ত ভার বহন করিয়া ক্রমে দুর্বল

(১) 'মূল সংস্কৃত শ্লোকটি মাথকবির শিশুপালবধ কাব্যের ২য় সর্গে আছে ।

রিবাহভবৎ । ততস্তেন রজকেনাহসৌ ব্যাঘ্রচৰ্ম্মণা প্রচ্ছাদ্যাহরণ্য-
সমীপে শস্যক্ষেত্রে মোচিতঃ । ততো দূরাভ্রমবলোক্য ব্যাঘ্রবুদ্ধ্য
ক্ষেত্রপতয়ঃ সত্বরং পলায়ন্তে । অথ কেনাহপি শস্যরক্ষকেণ ধূসর-
কম্বলকৃততনুত্রাণেন ধনুঃকাণ্ডং সজ্জীকৃত্যাহবনতকায়েন একান্তে
স্থিতম্ । তং চ দূরাদৃষ্ণ্বা গর্দভঃ পুষ্টাঙ্গো যথেষ্টশস্যভক্ষণজাত-
বলো গর্দভোহয়মিতি মত্বোচ্চৈঃ শব্দং কুর্বাণস্তদভিমুখং ধাবিতঃ ।
ততস্তেন শস্যরক্ষকেণ চিৎকারশব্দাৎ গর্দভোহয়মিতি জ্ঞাত্বা লীল-
য়ৈব ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং ব্রবীমি—“সুচিরং হি চরমিত্যম্”-
ইত্যাদি । দীর্ঘমুখে ক্রতে । পশ্চাত্তৈঃ পক্ষিভিরুক্তম্,—অরে
পাপ দুষ্টি বক অস্মাকং ভূমৌ চরন্ অস্মাকং স্বামিনমধিক্ষিপসি ।
তন্ন ক্ষম্ভব্যমিদানীম্ । ইতু্যক্ত্বা সর্বে মাং চঞ্চুভির্হত্বা সকোপা
উচুঃ,—পশ্য রে মূৰ্খ স হংসস্তব রাজা সর্বথা মূঢ়ঃ, তস্য রাজ্যাধি-
কারো নাস্তি । যতঃ একান্ততো মূঢ়ঃ করতলগতমপ্যর্থং রক্ষিতু-

ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল । অনস্তর রজক সেই গর্দভকে ব্যাঘ্রচৰ্ম্মে আচ্ছাদিত
করিয়া বনের নিকট এক শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল । ক্ষেত্রস্বামীরা দূর হইতে
তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া বেগে পলায়ন করিত । অনস্তর এক
শস্যরক্ষক কৃষক ধূসরবর্ণ কম্বল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া, ধনুর্বাণ
সুসজ্জিত করিয়া সেই শস্যক্ষেত্রের এক নিভৃত স্থানে অবনত ভাবে অবস্থান
করিতে লাগিল । সেই ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাবৃত গর্দভ স্বচ্ছন্দে শস্য ভোজন করিয়া
বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও ছুট্ট পুট্ট হইয়াছিল । সে দূর হইতে ঐ কৃষককে দেখিয়া তাহাকে
স্বজাতি ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল ।
শস্যরক্ষকও তর্খন তাহাকে গর্দভ বলিয়া জানিতে পারিল, এবং অনায়াসে
তাহাকে বধ করিল । এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“সুখে ছিল শস্য-
ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম পরি”-ইত্যাদি । দীর্ঘমুখ কহিল,—তাহার পর সেই পক্ষীরা
বলিল,—অরে পাপিষ্ঠ দুষ্টি বক ! তুই আমাদেরই ভূমিতে বিচরণ করত আমাদেরই
মহারাজকে গালি দিতেছিল্ ! ইহা আমরা কখনই সহ্য করিব না । ইহা বলিয়া
সকলে আমাকে চঞ্চু দ্বারা প্রহার করিয়া ক্রোধে কহিল,—দেখ্ রে মূৰ্খ ! তোদের
রাজা সেই রাজহংস নিতান্ত নিস্তেজ, অতএব তাহার রাজপদেই অধিকার নাই,
কারণ, অত্যন্ত নিস্তেজ ব্যক্তি, লক্ষী হস্তগত হইলেও তাহা রক্ষা করিতে পারে

মক্ষমঃ । কথং স পৃথিবীং শাস্তি । রাজ্যং বা তস্য কিম্ । হং চ
কুপমণ্ডুকস্তেন তদাশ্রয়ণমুপদিশসি । শৃণু ।

সেবিতব্যো মহাবক্ষঃ ফলচ্ছায়ীসম্বিতঃ ।

যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥ ১০ ॥

অন্যচ্চ । হীনসেবা ন কর্তব্য্য কৰ্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ ।

পয়োহপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অজা সিংহপ্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্ ।

রামমাসাদ্য লক্ষ্মায়াং লেভে রাজ্যং বিভীষণঃ ॥ ১২ ॥

অন্যচ্চ । মহানপ্যল্লতাং যাতি নিগুণে গুণবিস্তরঃ ।

আধারাধেয়ভাবেন গজেন্দ্রইব দর্পণে ॥ ১৩ ॥

না । অতএব সেরূপ ব্যক্তি কিরূপে পৃথিবী শাসন করিবে ? । আর তাহার রাজ্যই
বা কি ? । তুই নাকি কুপমণ্ডুক (১), তাই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ
দিতেছি। শ্রবণ কর,—

ফল আর ছায়া যাহে আছে এ উভয়, সেই তরুণের সবে করিবে আশ্রয় ;

দৈবাৎ যদিও ফল না করে ধারণ, স্থশীতল ছায়া তার কে করে বারণ ? । ১০ ।

আরো,—

থাকিলে নির্মূল জল শৌণ্ডিকের করে, তাহাকেও সুরা গুণি সবে স্বর্ণা করে ;

অতএব নীচের সংস্রব কিছু নয়, সূর্যকালে মহতের লইবে আশ্রয় (২) । ১১ ।

সিংহ যদি রুপা করি' বিতরে আশ্রয়, অজাও অরণ্যে চরে হইয়া নির্ভয় ;

ত্রীরামের পদাশ্রয় করিয়া গ্রহণ, লক্ষ্মার রাজত্ব দেখ ! লেভে বিভীষণ । ১২ ।

আরো,—

'নিগুণ জনের যদি লভয়ে আশ্রয়, গুণবান্ বড় লোক সেও খাঁট হয় ;

(১) 'কুপমণ্ডুক'—যে মণ্ডুক অর্থাৎ ভেক ক্ষুদ্র কুপমণ্ডোই চিরকাল বাস করে, অন্য কোন ভাল
জলাশয় কখনও দেখে নাই, আপনায় সেই ক্ষুদ্র কুপটিকেই সর্বোৎকৃষ্ট জলাশয় বলিয়া জ্ঞান করে,
সেই ভেককে 'কুপমণ্ডুক' বলে । ঐরূপ, যে ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল নিজের
সামান্য দেশ বা সামান্য জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকেও লোকে উপহাস করিয়া
'কুপমণ্ডুক' বলে ।

(২) 'শৌণ্ডিকের করে'—শুঁড়ির হস্তে । শুঁড়ির হস্তে জল থাকিলেও লোকে যেমন তাহা মদ
বলিয়া জ্ঞান করে, তেমনি ইতরলোকের সঙ্গে ভদ্রলোক থাকিলেও সকলে তাহাকে ইতরলোক
বলিয়াই জ্ঞান করে । অতএব ভদ্রলোক ইতরের কোনও প্রকার সংস্রবে কদাচ থাকিবে না ।

বিশেষতশ্চ ।

ব্যপদেশেহপি সিদ্ধিঃ স্যাৎশক্তে নরাধিপে ।

শশিনো ব্যপদেশেন বসন্তি শশকাঃ স্তম্ভম্ ॥ ১৪ ॥

ময়োক্তম্,—কথমেতৎ । পক্ষিণঃ কথয়ন্তি । কদাচিদবর্ষাষপি
বৃষ্টিরভাবাৎ তৃষার্তো গজযুথো যুথপতিমাহ,—নাথ কোহভ্যুপায়ো-
হস্ম্যাকং জীবনায় । নাস্তি ক্ষুদ্রজন্তুনাং নিমজ্জনস্থানম্ । বয়ং চ
নিমজ্জনাভাবাদন্ধাইব ক যামঃ কিং বা কুর্মঃ । ততো হস্তিরাজো
নাতিদূরং গত্বা নিম্মলং ব্রুদং দর্শিতবান্ । ততো দিনেষু গচ্ছৎসু
তন্তীরস্থিতশশকা গজযুথপাদাহতিভিশ্চূর্ণিতাঃ । অনস্তরং শিলী-
মুখো নাম শশকশ্চিলুয়ামাস,—অনেন গজযুথেন পিপামাকুলিতেন
প্রত্যহমত্রাগন্তব্যম্ । অতো বিনষ্টমস্মৎকুলম্ । ততো বিজয়ো
নাম বৃদ্ধশশকোহবদৎ,—মা বিবীদত, প্রতীকারো ময়া কর্তব্যঃ ।

দর্পণে গজেন্দ্র-মূর্ত্তি ক্ষুদ্রই দেখায়, সকলে আদর্শমত দোষগুণ পায় (১) । ১৩ ।

বিশেষত—

প্রবলপ্রতীপ যদি নরপতি হয়, নাম করিলেও তাঁর দূরে যার ভয় ;

শশাকের নাম করি শশক সকলে, নির্ভয় হইয়া বাস করিল কুশলে । ১৪ ।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—সে কিরূপ ? । পক্ষীর কহিল । একদা বর্ষাকালেও
বৃষ্টি না হওয়ায় হস্তিগণ তৃষ্ণার্ত হইয়া যুথপতিকে নিবেদন করিল,—প্রভো !
আমাদের জীবনরক্ষার উপায় কি ? ক্ষুদ্র জন্তুরও অবগাহনের স্থান নাই । আমরা
অবগাহনের অভাবে যাতনায় অন্ধপ্রায় হইয়াছি, কোথা যাই, কি বা করি ? ।
অনস্তর গজরাজ অনতিদূরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া একটি নিম্মল সরোবর
দেখাইয়া দিল । দিন দিন সেই গজযুথের পদাঘাতে সেই সরোবরের তীরবর্তী
শশকেরা চূর্ণিত হইতে লাগিল । অনস্তর শিলীমুখ নামে এক শশক মনে মনে
চিন্তা করিল,—এই তৃষ্ণার্ত হস্তীর দল প্রত্যহই এই স্থানে আসিবে । অতএব
দেখিতেছি আমরা সবংশেই বিনষ্ট হইলাম । অনস্তর বিজয় নামে এক বৃদ্ধ শশক
তাহাকে বলিল,—তোমরা হতাশ হইও না, আমি ইহার প্রতীকার করিব । সে

(১) হস্তীর আকার অতি প্রকাণ্ড হইলেও তাহা যেমন ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে
ক্ষুদ্র দেখায়, তেমনি ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে থাকিলে বড়লোকও ক্ষুদ্রের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ আশ্রয়ের
দোষ বা গুণ অনুসারে বস্তু বা ব্যক্তি দোষ বা গুণ প্রাপ্ত হয় ।

ইতি প্রতিজ্ঞায় চলিতঃ । গচ্ছতা চ তেনালোচিতম্,—কথং ময়া
গজযুথপনিকটে গত্বা বক্তব্যম্ । যতঃ ।

স্পৃশন্নপি গজো হস্তি জিহ্বন্নপি ভুজঙ্গমঃ ।

পালয়ন্নপি ভূপালঃ প্রহসন্নপি দুর্জ্জনঃ ॥ ১৫ ॥

অতোহহং পর্বতশিখরমারুহ্য যুথনাথমভিবাদয়ামি । তথাহনু-
ষ্ঠিতে সতি যুথনাথ উবাচ,—কস্তুম্, কুতঃ সমায়াতঃ । স ক্রতে,—
দূতোহহং ভগবতা চন্দ্রেণ ভবদন্তিকং প্রেষিতঃ । যুথপতিরাহ,—
কার্যমুচ্যতাম্ । বিজয়ো বদতি ।

উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু দূতো বদতি নান্যথা ।

সদৈবাহবধ্যভাবেন যথার্থস্য হি বাচকঃ ॥ ১৬ ॥

তদহং তদাজ্ঞয়া ব্রবীমি, শৃণু,—যদেতে শশকশচন্দ্রসরোরক্ষকা-
স্ত্বয়া নিঃসারিতাঃ তন্ন যুক্তং কৃতম্ । যতো রক্ষকান্তে শশকা
মদীয়াঃ । অতএব মে শশাক্ষ ইতি প্রসিদ্ধিঃ । এবমুক্তবতি দূতে

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল। সে যাইতে যাইতে ভাবিল,—আমি
কিরূপে গজযুথপতির কাছে গিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করি। কারণ,—
করী আসি করে যদি অঙ্গের স্পর্শন, গুধুট আঘাণ যদি করে সর্পগণ;
যতনেও রাজা যদি করেন পালন, হাসিয়া মিষ্টও যদি কহে দুষ্টজন;
তথাপি প্রাণের শঙ্কা জানিবে তাহার, এদের মনের ভাব বুঝা নাহি যায় (১)। ১৫।

অতএব আমি পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া যুথনাথকে প্রণাম জানাই। সে ঐরূপ
করিলে, যুথপতি কহিল,—কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? শশক কহিল,—
আমি দূত, ভগবান্ চন্দ্র আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। যুথপতি
কহিল,—কি কার্যে আসিয়াছ বল? শশক কহিল,—

কাটিতে গেলেও তাহে ত্যজি প্রাণভয়, নির্ভয় হৃদয়ে দূত সত্য কথা কয়। ১৬।

অতএব আমি তাঁহারই আদেশ আপনাকে জানাইতেছি গুনুন,—“এই চন্দ্র-
সরোবরের রক্ষক শশকদিগকে উন্মূলিত করিয়া তুমি ভাল কাজ করিতেছ না।
কার্ত্তন, সরোবরেরক্ষক ঐ সকল শশক আমারই পরিজন, এইজন্যই আমি ‘শশাক্ষ’

(১) হস্তী, সর্প, রাজা ও দুর্জ্জন, ইহারা যতই স্পৃহাসর ভাব প্রকাশ করুক ইহাদের চরিত্রে কদাচ
বিশ্বাস করিবে না, কেন না ইহারা হঠাৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

যুথপতির্ভয়াদিদমাহ,—দেব ! ইদমজ্ঞানতঃ কৃতম্ । পুনর্ন গমি-
 যামি । দূত উবাচ,—তদত্র সরসি ভগবন্তং চন্দ্রমসং কোপাৎ
 প্রকম্পমানং প্রণম্য প্রসাদ্য চ গচ্ছ । ততস্তেন রাত্রৌ নীছা তত্র
 জলে চঞ্চলং চন্দ্রবিম্বং দর্শয়িত্বা স যুথপতিঃ প্রণামং কারিতঃ ।
 দেব অনেনাহজ্ঞানাদপরাধঃ কৃতঃ, তৎ ক্ষম্যতাম্, ইত্যুক্ত্বা তেন
 শশকেন স যুথপতিঃ প্রস্থাপিতঃ । অতোহহং ব্রবীমি,—“ব্যপ-
 দেশেহপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ”—ইত্যাদি । ততো ময়োক্তম্,—স এবাহস্মৎ-
 প্রভুরাজহংসো মহাপ্রতাপোহতিসমর্থঃ । ত্রৈলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং
 তত্র যুজ্যতে কিং পুনরাজ্যমিতি । তদাহং তৈঃ পক্ষিভিঃ,—দুষ্ক
 কথমস্মদুর্মো চরসি—ইত্যভিধায় চিত্রবর্ণস্য রাজ্ঞঃ সমীপং নীতঃ ।
 ততো রাজ্ঞঃ পুরতো মাং প্রদর্শ্য তৈঃ প্রণম্যোক্তম্,—দেব অব-
 ধীয়তাম্ । এষ দুষ্কবকোহস্মদ্রেশে চরন্নপি দেবপাদান্ অধি-
 ক্ষিপতি । রাজাহ,—কোহয়ং কৃতঃ সমায়াতঃ । তে উচুঃ,—

এই নামে জগতে বিখ্যাত । দূতের মুখে ঐ কথা শুনিয়া যুথপতি ভীত হইয়া
 কহিল,—দেব ! আমি না জানিয়াই এ কার্য করিয়াছি, আর কদাচ ঐ স্থানে
 গমন করিব না । দূত কহিল,—ভগবান্ চন্দ্র কোপে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া
 এই সরোবরেই অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক প্রসন্ন করিয়া
 গমন করুন । অনন্তর সে রাত্রিকালে যুথপতিকে সঙ্গে লইয়া সেই সরোবরের
 জলে চঞ্চল চন্দ্রবিম্ব দেখাইল এবং তাহাকে প্রণাম করাইয়া কহিল,—দেব !
 এ অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করিয়াছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করুন । শশক ইহা
 বলিয়া সেই যুথপতিকে বিদায় করিল । এই জন্যই বলিতেছিলাম,—
 “প্রবলপ্রতাপ যদি নরপতি হয়”—ইত্যাদি । তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—
 জ্ঞানীদের মহারাজ সেই রাজহংসই প্রবলপ্রতাপ ও অত্যন্ত উপযুক্ত পাত্র, সামান্য
 রাজ্যের ত কথাই নাই, তিনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইবার যোগ্য । তখন সেই
 পক্ষীরা কহিল,—ওরে দুষ্ক ! তুই কার আজ্ঞায় আমাদের অধিকারে ভ্রমণ
 করিতেছিস্ ? ইহা বলিয়া আমাকে চিত্রবর্ণ রাজার নিকট লইয়া গেল । অনন্তর
 রাজার সম্মুখে আমাকে উপস্থিত করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—দেব !
 অবধান করুন, এই দুষ্ক বক আমাদেরই দেশে ভ্রমণ করিতেছে, অথচ মহারাজেরই
 নিন্দা করিতেছে । রাজা কহিলেন,—এ কে ? কোথা হইতে আসিয়াছে ? ।

হিরণ্যগর্ভনাম্নো রাজহংসস্যাহনুচরঃ কপূ'রদ্বীপাদাগতঃ । অথাহংস-
গৃধ্ৰেণ মস্ত্রিণা পৃষ্ঠঃ,—কস্তত্র মুখ্যো মস্ত্রীতি । ময়োক্তম্,—সর্ব-
শাস্ত্রার্থপারগঃ সর্বজ্ঞো নাম চক্রবাকঃ । গৃধ্রো ক্রতে,—যুজ্যতে
স্বদেশজোহসৌ । যতঃ ।

স্বদেশজং কুলাচারে বিশুদ্ধমুপধাশুচিম্ ।

শাস্ত্রজ্ঞমব্যসনিং ব্যভিচারবিবর্জিতম্ ॥ ১৭ ॥

অধীতব্যবহারাসং খ্যাতং মৌলং বিপশ্চিতম্ ।

অর্থস্যোৎপাদকং সম্যগ্ বিদধ্যাম্মস্ত্রিণং নৃপঃ ॥ ১৮ ॥

অত্রাহন্তরে শুকেনোক্তম্,—দেব কপূ'রদ্বীপাদয়ো লঘুদ্বীপা
জম্বুদ্বীপান্তর্গতাএব, তত্রাহপি দেবপাদানামেবাধিপত্যম্ । ততো
রাজাহপ্যুক্তম্,—এবমেব । যতঃ ।

রাজা মত্তঃ শিশুশৈচব প্রমদা ধনগর্বিতঃ ।

অপ্রাপ্যমপি বাঙ্কন্তি কিং পুনর্লভ্যমেব যৎ ॥ ১৯ ॥

তাহারা কহিল,—এ ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ নামক রাজহংসের অনুচর, কপূ'রদ্বীপ হইতে
আসিয়াছে । পরে গৃধ্র মস্ত্রী আমার জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের রাজার প্রধান মস্ত্রী
কে ? আমি কহিলাম,—অশেষ শাস্ত্রার্থের পারদর্শী সর্বজ্ঞ নামক চক্রবাক । গৃধ্র
কহিল,—হাঁ সে ব্যক্তি যখন রাজার স্বদেশীয়, তখন মস্ত্রিপদের উপযুক্ত বটে । কারণ,—
কূলে শীলে সর্বমতে বিশুদ্ধ নির্মল, পুরুষানুক্রমে অতি বিশ্বাসের স্থল ;
ব্যভিচার নাহি যার না আছে ব্যসন, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রতিষ্ঠাভাজন ;
সমস্ত শাসনতন্ত্রে অতি বিচক্ষণ, সুকৌশলে সর্ব অর্থ যে করে সাধন ;
ঐরূপ স্বদেশবাসী সুপাত্র যে জন, তাহাকেই মস্ত্রিপদে করিবে বরণ । ১৭ । ১৮ ।

ইত্যবসরে শুক রাজাকে কহিল,—দেব ! কপূ'রদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ
সকল এই জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত, ঐ সকল দ্বীপেও মহারাজের অধিকার আছে ।
তাহাতে রাজা কহিলেন,—হাঁ সত্যই বলিয়াছ । কারণ,—

নরপতি, মত্ত লোক, আর শিশুজন, ঐখর্যে গর্বিত ব্যক্তি, আর নারীগণ ; (১)

অসাধ্যোও ইচ্ছা এয়া করে বার বার, সাধ্য বাহা তার কথা কি বলিব আর । ১৯ ॥

(১) রাজা, উন্নত ব্যক্তি, বালক ও স্ত্রীলোক, ইহারা দুর্লভ বস্তুও পাইবার জন্য কামনা করে ।
অতএব আমি যখন রাজা, তখন যে ঐ অনার্যসভা কপূ'রদ্বীপ অধিকার করিতে কামনা করিব
তাহা আশ্চর্য্য নহে ।

ততো ময়োক্তম্,—যদি বচসৈব তত্রাহপি শ্রীমদ্বেদপাদানা-
মাধিপত্যং সিধ্যতি তদা জম্বুদ্বীপেহপি অস্মৎপ্রভোঃ হিরণ্যগর্ভস্য
স্বাম্যমস্তি । শুক উবাচ,—কথমত্র নির্গয়ঃ । ময়োক্তম্,—সংগ্রাম-
এব । রাজ্ঞা বিহস্যোক্তম্,—স্বস্বামিনং গত্বা সঞ্জীকুরু । তদা
ময়োক্তম্,—স্বদূতোহপি প্রস্থাপ্যতাম্ । রাজাহ,—কঃ প্রযাতু
দৌত্যেন । যতঃ এবজুতো দূতঃ কার্য্যঃ ।

ভক্তো গুণী শুচির্দক্ষঃ প্রগল্ভোহব্যসনী ক্ষমী ।

ব্রাহ্মণঃ পরমশ্রদ্ধো দূতঃ স্যাৎ প্রতিভানবান্ ॥২০॥

গৃধ্রো বদতি,—সন্ত্যেব দূতা বহবঃ । কিন্তু ব্রাহ্মণএব দূতঃ
কর্তব্যঃ । যতঃ ।

প্রসাদং কুরুতে ভর্তুঃ সম্পত্তিং নাইতিবাঞ্জতি ।

কালিমা কালকূটস্য নাইপৈতীশ্বরসঙ্গমাৎ ॥ ২১ ॥

তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—যদি কেবল মুখের কথাতেই সে স্থানেও
মহারাজের আধিপত্য সিদ্ধ হয়, তবে এই জম্বুদ্বীপেও আমাদের প্রভু হিরণ্যগর্ভের
আধিপত্য আছে । শুক কহিল,—এ বিষয়ের কিরূপে মীমাংসা হয় ? আমি
কহিলাম,—যুদ্ধ দ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারে । রাজা হাস্য করিয়া কহি-
লেন,—তবে তুমি গিয়া তোমাদের রাজাকে রণসজ্জা করিতে বল । তখন আমি কহি-
লাম,—তবে আপনিও নিজ দূতকে প্রেরণ করুন । রাজা কহিলেন,—দৌত্যকার্য্যে
কে যাইবে ? কারণ দূতের এই সকল গুণ থাকা উচিত ;—

প্রভুক্ত, গুণবান্, বিশুদ্ধহৃদয়, কোনোরূপ ব্যসনের অধীন যে নয় ;

স্বদক্ষ, স্ববক্তা, আর ক্ষমাগুণযুক্ত, পূর-মর্শ জানে যার ক্ষমতা অদ্ভুত ;

স্বধীর, প্রতিভাশালী, জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ, দূতকার্য্যে উপযুক্ত হয় সেই জন (১) । ২০ ।

গৃধ্র কহিল,—এরূপ গুণসম্পন্ন অনেকেই আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকেই দূত করা
কর্তব্য । কারণ,—

ব্রাহ্মণে প্রভুর তুষ্টি করয়ে সাধন, প্রভুর ঐশ্বৰ্য্যে নাহি করে আকিঞ্চন ;

কালকূট শিব-কঠ সদা শোভা করে, শিবের গুভ্রতা কিন্তু কভু নাহি হয়ে (২) । ২১ ।

(১) 'বাসন'—স্বরাপান দূতক্রীড়া প্রভৃতি নেশা । 'পরমর্শজানে'—পরের মনেস্ত ভাব বুঝিতে ।

(২) যিনি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন, তিনিই রাজার দৌত্যকার্য্যের উপযুক্ত ; কারণ, প্রকৃত
ব্রাহ্মণসন্তান স্বভাবতই মোভশূন্য হইয়া থাকেন ; তিনি রাজার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও, রাজার সম্পত্তি

রাজাহ,—ততঃ শুকএব ব্রজতু । শুক ভ্রমেবাহ্মেন সহ তত্র
 গৃহ্না অস্মদভিলষিতং ক্রুহি । শুকোহবদৎ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ।
 কিস্ত্বয়ং দুর্জ্ঞনো বকঃ । দুর্জ্ঞনেন সহ ন ব্রজামি । তথাহ্যুক্তম্ ।
 খলঃ কৰোতি দুৰ্ব্ভং নুনং ফলতি সাধুষু ।
 দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ ॥ ২২ ॥
 অপরঞ্চ । ন স্নাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জ্ঞনেন সমং কচিৎ ।

কাকসঙ্গাদ্বতো হংসস্তিষ্ঠন্ গচ্ছংশ্চ বর্তকঃ ॥ ২৩ ॥

রাজোবাচ,—কথমেতৎ । শুকঃ কথয়তি । অস্ত্যাজ্জয়িনীবত্ননি
 প্রান্তরে মহান্ পিপ্ললবৃক্ষঃ । তত্র হংসকাকৌ নিবসতঃ । কদাচিৎ

রাজা কহিলেন,—তবে শুকই গমন করুক (১) । শুক ! তুমিই ইহার সহিত সে
 স্থানে যাইয়া আমার অভিপ্রায় বল । শুক বলিল,—বে আজ্ঞা মহারাজ ! । কিন্তু
 এই বক অতি দুর্জন, আমি দুর্জনের সহিত কোথাও যাইব না । কথিতও আছে যে,—
 দুর্জন আপন দোষে মন্দ কর্ম করে, ফল তার ফলে গিয়া সাধুর উপরে ;
 রাবণ রামের সীতা করিল হরণ, বিনা দোষে সমুদ্রের হইল বন্ধন । ২২ ।

আরো,—

দুর্জনের সঙ্গে না থাকিবে কদাচন, তার সঙ্গে কোথাও না করিবে গমন ;
 কাকসঙ্গে থাকি হংস ত্যজিল জীবন, বর্তক মরিল সঙ্গে করিয়া গমন (২) । ২৩ ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার ? শুক কহিল । উজ্জয়িনীর পথে
 এক প্রান্তরে একটি প্রকাণ্ড পিপ্ললবৃক্ষ (৩) আছে । সেই বৃক্ষে এক রাজহংস ও
 এক কাক বাস করিত । এক পথিক একদিন গ্রীষ্মকালে পরিশ্রান্ত হইয়া সেই

হরণ করেন না, তিনি রাজকার্য সাধন করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতেই চেষ্টা করেন, অথচ নিজে যে
 দরিদ্র সেই দরিদ্রই চিরকাল থাকেন । ইহার দৃষ্টান্ত কালকূট বিষ । দেখ ! কালকূট বিষ সমুদ্র-
 মন্থনকালে পবিত্র সুধাসাগর হইতে উৎপন্ন, অতএব উহা সৎসজাত ব্রাহ্মণের ন্যায় । ঐ কৃষ্ণবর্ণ
 কালকূট সর্বদা সর্বদেবের মহাদেবের কণ্ঠদেশকে শোভিত করিতেছে, অথচ তাঁহাব রক্ত-গিরি-সদৃশ
 অতুষ্ণ শুভ্রবর্ণ নিজে হরণ করিতেছে না, নিজে বে কৃষ্ণবর্ণ সেই কৃষ্ণবর্ণই চিরকাল রহিয়াছে ।

(১) মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন, পক্ষিজাতির মধ্যে শুকপক্ষীও তেমনি, এইজন্য এস্থলে
 শুকপক্ষী দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইল ।

(২) দুষ্ট কাকের সঙ্গে ছিল বলিয়া এক ধর্ম্মিক রাজহংস হত হইয়াছিল, এবং দুষ্ট কাকের সঙ্গে
 গমন করিয়াছিল বলিয়া এক বর্তক অর্থাৎ তারই পক্ষী হত হইয়াছিল ।

(৩) 'পিপ্ললবৃক্ষ'—অর্থ গাছ ।

শ্রীম্মসময়ে পরিশ্রান্তঃ কশ্চিৎ পথিকস্তত্র তরুতলে ধনুঃকাণ্ডং
 নিধায় স্থপ্তঃ । ততঃ কণাস্তরে তন্মুখাদ্বৃক্ষচ্ছায়াম্ভিগতা । অনস্তরং
 সূর্যাতেজসা তন্মুখং ব্যাপ্তবলোক্য কৃপয়া পুণ্যাত্মনা পাংপরহিতেন
 তৎপিপ্ললবৃক্ষস্থিতেন হংসরাজেন পক্ষৌ প্রসার্য্য পুনস্তন্মুখে ছায়া
 কৃতা । ততো নির্ভরনিদ্রাস্থখিনা পথি ভ্রমণাকূলেন পরিশ্রান্তেন
 পাস্থেন মুখব্যাদানং কৃতম্ । অনস্তরং স্বভাবদৌর্জন্যাৎ পরস্বথ-
 মসহিষ্ণুঃ স কাকস্তস্য মুখে পুরীষোৎসর্গং কৃত্বা পলায়িতঃ । ততো
 বাবদগাবুখায় উৰ্দ্ধ্বং নিরীক্ষতে তাবৎ তেনাহবলোকিতো হংসঃ
 কাণ্ডেন হতঃ । অতোহহং ব্রবীমি,—“ন স্বাতব্যম্”—ইত্যাदि ।
 তথাহি ।

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ ।

কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

দেব বর্তকবার্তামপি কথয়ামি । একঃ কাকো বৃক্ষশাখায়াং
 স্থপিতি । বর্তকশ্চাহধস্তাদ্ ভূমৌ নিবসতি । একদা সর্বে পক্ষিণো

বৃক্ষতলে ধনুর্কাণ রাখিয়া ছায়ায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল । তাহার মুখে
 বৃক্ষের যে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা কিছুক্ষণ পরেই সরিয়া গেল । অনস্তর, তাহার
 মুখে রোদ্ৰ লাগিতেছে দেখিয়া সেই বৃক্ষবাদী পুণ্যাত্মা নিষ্পাপ রাজহংস দয়ার্দ্ৰ-
 চিত্তে আপনার পাখা দুইটি বিস্তার করিয়া পুনরায় তাহার মুখে ছায়া প্রদান
 করিল । পথভ্রমণে পাস্থ নিতান্ত ক্লান্ত ছিল, এজন্য পরম সুখে গাচ নিদ্রা যাইতে
 যাইতে মুখব্যাদান করিল । পথিক মুখব্যাদান করিবামাত্র পরস্বথেষ্ট্রী সেই
 ছঃশীল কাক পথিকের মুখে মলত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল । তাহাতে পথিকের
 নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সে তথায় সেই রাজহংসকে দেখিতে পাইয়া বাণ দ্বারা তাহার
 শ্রাণসংহার করিল । এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, দুর্জনের সহিত সহবাস
 করিবে না । কথিতও আছে যে,—

দুর্জনের সহবাস করহ বর্জন, সাধুসঙ্গে সদা কাল করহ হরণ ;

সংসারের অনিত্যতা করহ স্মরণ, অহোরাত্র পুণ্যকর্ম কর আচরণ । ২৪ ।

মহারাজ ! বর্তকের কথাও বলিতেছি শুন । এক কাক বৃক্ষশাখায় বাস করে,
 আর একটি বর্তকপক্ষী বৃক্ষতলে বাস করে । একদা স্তম্ভ পক্ষীরা ভগবান্ গরুড়ের

ভগবতো গরুড়স্য যাত্রাপ্রসঙ্গেন সমুদ্রতীরং প্রচলিতাঃ । তত্র কাকেন সহ বর্তকশ্চলিতঃ । অথ গচ্ছতো গোপালস্য মস্তকাবস্থিতভাণ্ডং বারংবারং তেন কাকেন দধি খাদ্যতে । ততো যাবদসৌ দধিভাণ্ডং ভূমৌ নিধায় উর্দ্ধমবলোকতে তাবৎ তেন-কাকবর্তকৌ দৃষ্টৌ । ততস্তেন খেদিতঃ কাকঃ পলায়িতঃ । বর্তকঃ স্বভাবনিরপরাধো মন্দগতিস্তেন প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং ব্রবীমি,—“ন গস্তব্যম্”—ইত্যাদি । ততো ময়োক্তম্—ভ্রাতঃ শুক কিমেবং ব্রবীষি । মাং প্রতি যথা শ্রীমদ্বেবপাদ্যন্তথা ভবানপি । শুকো ক্রতে,—অস্ত্যেবম্ । কিন্তু ।

দুর্জনে রুচ্যমানানি সস্তিতানি শ্রিয়াণ্যপি ।

অকালকুসুমানীব ভয়ং সংজনয়ন্তি হি ॥ ২৫ ॥

যাত্রা-মহোৎসব উপলক্ষে (১) সমুদ্রতীরে গমন করিতে লাগিল । বর্তক সেই কাকের সহিত তথায় চলিল । এক গোপ মস্তকে দধির ভাণ্ড লইয়া বাইতেছিল । কাক বারংবার তাহার মস্তকস্থিত দধিভাণ্ড হইতে দধি খাইতে লাগিল । তাহাতে গোপ সেই দধিভাণ্ড মাটিতে নামাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবারাত্র সেই কাক ও বর্তককে দেখিতে পাইল । সে তাড়া দিবারাত্র কাক পলাইয়া গেল । বর্তক স্বভাবতঃ অতি নিরীহ ও আন্তে আন্তে গমন করে, এজন্য গোপ তাহাকেই ধরিয়া বধ করিল । এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—দুর্জনের সহিত কোথাও বাইবে না । পরে আমি কহিলাম,—ভাই শুক ! আপনি আমার বিষয়ে ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন ? আমার নিকট মহারাজও যেমন আপনিও তেমনি । শুক কহিল,—হাঁ তাহা সত্য বটে, কিন্তু,—

হেঁসেও দুর্জনে যদি শ্রিয় কথ্য কয়, অকাল-কুসুম-সম সেও শুভ নয় (২) । ২৫ ।

(১) শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও রথযাত্রা প্রভৃতিতে যেমন মনুষ্যানকলে মিলিত হইয়া মহোৎসব করিয়া থাকে, মনে কর যেন পক্ষীরাও তেমনি পক্ষিরাজ গরুড়দেবের যাত্রা উপলক্ষে সমুদ্রতীরে মিলিত হইয়া মহোৎসব করিয়া থাকে ।

(২) ‘অকাল-কুসুম’—অসময়ের ফুল ফুটিলে তাহা দেশের বা গৃহস্থের পক্ষে অতি কুলক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে ।

“স্তুকুতানি প্রয়ন্তে তত্র দেশস্য বিক্রমঃ । অকালে ফলপূম্পাণি দেশবিক্রমকারণম্” ॥ (মৎস্যপুরাণ ।)

অসময়ের পুষ্প যেমন আপাততঃ দেখিতে মনোহর হইলেও তাহাতে ঘোর অমঙ্গল ঘটয়া থাকে, দুর্জনের সহায় মিষ্ট বচনও তেমনি আপাততঃ শ্রীতিকর হইলেও পরিণামে ওদ্বারা ঘোর অনিষ্ট হয় ।

হুর্জনঃ চ তব বাগ্‌ব্যাপারাদেব প্রত্যক্ষীকৃতম্ । যদনয়ো-
 ছূ'পালয়োৰ্বিগ্রহে ভবদ্বচনমেব নিদানম্ । পশ্য ।

প্রত্যক্ষেইপি কৃতে দোষে মূৰ্খঃ সান্ত্বেন তুষ্যতি ।

রথকারো নিজাং ভার্য্যাং সজারাং শিরসাহকরোৎ ॥২৬॥

রাজোবাচ,—কথমেতৎ । শুকঃ কথয়তি । অস্তি শ্রীনগরে
 মন্দমতির্নাম রথকারঃ । স চ স্বভার্য্যাং বন্ধকীং জানাতি । কিন্তু
 জারেণ সমম্ব একস্থানে স্বচক্ষুমান পশ্যতি । ততোহসৌ রথকারো-
 হহমন্যং গ্রামং গচ্ছামি ইতুক্ত্বা প্রচলিতঃ । স কিয়দূরং গত্বা
 নিভৃতং পুনরাগত্য স্বগৃহে খট্টাতলে পতিত্বা স্থিতঃ । অথ মম ভর্তা
 গ্রামান্তরং গত ইতু্যপজাতবিশ্বাসয়া তদ্বধ্বা জারঃ সন্ধ্যাকাল-
 এবাহুতঃ । পশ্চাৎ তেন জারেণ সমং তস্যাং খট্টায়াং নির্ভরং
 ক্রীড়ন্তী খট্টাধঃস্থিতস্য স্বামিনঃ কিঞ্চিদঙ্গস্পর্শাৎ স্বামিনং মায়া-
 বিনং বিজ্ঞায় সা বিষণ্ণাভবৎ । ততো জারেণোক্তম্,—কিমিতি

আর তুমি যে হুর্জন, তাহা তোমার কথাতেই প্রমাণ হইয়াছে, কেন না, কেবল
 তোমার কথার জন্যই এই দুই রাজার মধ্যে অকারণ বিরোধ ঘটিতেছে। দেখ!—
 স্বচক্ষেও হেরি দোষ করে যদি রোষ, তোষামোদে মূৰ্খ পুন পায় পরিতোষ ;
 মূৰ্খ এক রথকার (১) ভুলিয়া কথায়, উপপতি সহ ভার্য্যা করিল মাথায়। ২৬।

রাজা কহিলেন,—সে কিরূপ ? শুক বলিল। শ্রীনগরে মন্দমতি নামে এক
 রথকার বাস করে। সে আপন ভার্য্যাকে কুলটা বলিয়া জানিত, কিন্তু কখনও
 তাহাকে উপপতির সহিত একসঙ্গে থাকিতে স্বচক্ষে দেখে নাই। এক দিন সেই
 রথকার ক্রীকে বলিল,—আমি অদ্য অন্য স্থানে গমন করিতেছি। সে ইহা বলিয়া
 বাটী হইতে যাত্রা করিল। কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই পুনরায় গোপনে বাটীতে
 ফিরিয়া আসিয়া শয়নগৃহের খাটের নীচে লুকাইয়া রহিল। তাহার স্ত্রীর মনে
 দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পতি অন্য গ্রামে গিয়াছে। এজন্য সে সে দিন
 আপন উপপতিকে সন্ধ্যাকালেই আসিতে কহিল। অনন্তর সে যখন খাটের উপর
 উপপতিকে লইয়া রতিক্রীড়ায় মত্ত হইল, তখন খাটের নীচে তাহার পতির অঙ্গে
 নিজের অঙ্গ স্পর্শ হওয়াতেই বুঝিতে পারিল যে, তাহার পতি কপটতা করিয়া
 লুকাইয়া আছে। তাহাতে সেই নারী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। তাহার উপপতি

(১) 'রথকার'—ছতার, যে রথ নির্মাণ করে।

ময়া সহাহদ্য নির্ভরং ন রমসে । বিস্মিতেব প্রতিভাসি । অথ
তয়োক্তম্,—যোহসৌ মে প্রাণেশ্বরঃ যেন মমাকৌমারং সখ্যম্,
সৌহদ্য গ্রামান্তরং গতঃ । তেন বিনা সকলজনপূর্ণোহপ্যয়ং
গ্রামো মাং প্রত্যরণ্যবৎ প্রতিভাতি । কিং ভাবি, তত্র পরস্থানে
কিং খাদিতবান্, কথং বা প্রসুপ্তঃ, ইত্যস্মদ্ধৃদয়ং বিদীৰ্য্যতে ।
জারেণোক্তম্—তৎ কিম্ এবংবিধা স্নেহভূমিঃ স তে ভর্তা কলহ-
কারঃ । বন্ধকী ক্রতে,—রে বর্ষবর কিং ব্রবীষি । শৃণু ।

পরুমাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা বা ক্রুদ্ধচক্ষুষা ।

সুপ্রসন্নমুখী ভর্তুঃ সা নারী ধর্মভাজনম্ ॥ ২৭ ॥

অপরং চ । নগরস্থো বনস্থো বা পাপো বা যদি বা শুচিঃ ।

যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যচ্চ । ভর্তা হি পরমং নার্যা ভূষণং ভূষণৈর্বিনা ।

এষা বিরহিতা তেন শোভনাহপি ন শোভতে ॥ ২৯ ॥

জিজ্ঞাসিল,—আজি তুমি আমার সহিত নির্ভরে বিহার করিতেছ না যে? আর
এরূপ বিস্মিত হইয়াই বা রহিলে কেন? অনন্তর সেই স্ত্রী উত্তর করিল,—বালা-
বধি যাহার সহিত আমার প্রণয়, আমার সেই প্রাণেশ্বর পতি, আজি অন্য গ্রামে
গিয়াছেন। এই গ্রাম সমস্ত লোকজনে পরিপূর্ণ থাকিলেও আজি তাঁহার বিহনে অর-
ণ্যের স্থায় আমার জ্ঞান হইতেছে। অঁহা! তিনি পরস্থানে রহিলেন! তথায়
তাঁহার কি হইল! কি আহার করিলেন! কোথায় বা শয়ন করিলেন! এই
সকল ছুর্ভাবনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। উপপতি কহিল,—তবে কি
স্বামীর উপর তোমার এত ভালবাসা? সে না তোমার সহিত কুলহ করে?।
কুলটা কহিল,—ওরে বর্ষর! ও কি বলিতেছিস? শোন!—

পতি যদি ক্রোধচক্ষে চাহে বারে বার, নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে করে তিরস্কার;
তথাপি বদন যার সুপ্রসন্ন রয়, ধার্মিকা রমণী তারে জানিবে নিশ্চয়। ২৭।

• আরো,—

পতি যদি নগরে বা অরণ্যেও রয়, সাধু কিম্বা অতি বড় মহাপাপী হয়;
তার প্রতি যে নারীর অচলা ভকতি, পরম ঐশ্বর্যময় স্বর্গে তার গতি। ২৮।

আরো,—

পতিই নারীর পক্ষে ভূষণের সার, যাহে শোভা পায় নারী বিনা অলঙ্কার;

স্বং চ জারঃ পাপমতির্মনোলোলাং পুষ্পতাম্বুলসদৃশঃ কদাচিৎ
সেব্যসে। স চ মে স্বামী মাং বিক্রেতুং দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বা
দাতুং সমর্থঃ। কিং বহুনা, তস্মিন্ জীবতি জীবামি, তন্মরণে
চাহনুমরণং করিষ্যামি। ইত্যেষ মে নিশ্চয়ঃ।

যতঃ। তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।

তাৎকালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারং যাহনুগচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

অশুচ। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাতুঙ্করতে বলাৎ।

তদ্বদ্ ভর্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥

অপরঞ্চ। চিতৌ পরিষজ্য বিচেতনং পতিম্

প্রিয়া হি যা মুঞ্চতি দেহমাত্মনঃ।

কৃত্বাহপি পাপং শতলক্ষমপ্যসৌ

পতিং গৃহীত্বা সুরলোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥

থাকিলেও রূপ আর শত অলঙ্কার, পতির বিরহে হয় সকলি আঁধার। ২৯।

তুই ত পাপিষ্ঠ উপপতিমাত্র, কেবল মনের চাঞ্চল্যবশতই পুষ্প ও তাম্বুলের
ক্রায় তোরিে কখনও কখনও ভোগ করি। তিনিই আমার প্রাণপতি, তিনি আমাকে
বিক্রয় করিতেও পারেন, দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দান করিতেও পারেন। অধিক কি
বলিব, তিনি জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকিব এবং তাঁহার মরণে আমি
সহমরণে প্রাণত্যাগ করিব, ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প। কারণ,—

যে সহগমন করে পতির মরণে, তাহাকেই সতী নারী বলে সর্বজনৈ;

সাড়ে তিন কোটি লোম নরদেহে রয়, তত বর্ষ স্বর্গে তার বসতি নিশ্চয় (১)। ৩০।

আরো,—

বাহির করিয়া সর্প গর্তমধ্য হ'তে, 'সাপুড়িয়া তার সনে খেলে নানামতে;

তেমনি সন্ধটে করি পতির উদ্ধার, সতী নারী তার সনে করয়ে বিহার (২)। ৩১।

আরো,—

চিত্তানলে পতি-দেহ করি আলিঙ্গন, যে নারী আপন দেহ করে বিসর্জন;

(১) এহলে সাড়ে তিন কোটি উপলক্ষ্য মাত্র, ইহা দ্বারা অনন্ত কাল বুঝাইতেছে; অর্থাৎ সহন্যতা
পতিব্রতা নারী অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিয়। থাকেন।

(২) সাপুড়িয়া যেমন গর্তের ভিতর হইতে প্রাণপণ বন্ধে সর্পকে বাহির করিয়া তাহার সহিত
খেলা করে, সতীও তেমনি সুপথ বা বিপদ হইতে প্রাণপণ বন্ধে পতিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত
ধর্ম অর্থ ও কাম ভোগ করিয়া থাকেন।

যতঃ । যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বাহনুমতে পিতুঃ ।

তং শুশ্রাষেত জীবন্তং সংস্থিতং চ ন লজ্জয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ সৰ্ব্বং শ্রুত্বা মন্দমতিঃ স রথকারঃ—ধনোহহং যস্মৈ-
তাদৃশী ভার্য্যা স্নেহবতী প্রিয়বাদিনী ইতি মনসি নিধায় তাং
খট্টাং স্ত্রীপুরুষসহিতাং মুর্দ্ধি ধৃত্বা সানন্দং নর্তিতবান্ । অতোহহং
ত্রবীমি,—“প্রত্যক্ষেহপি কৃতে দোষে”—ইত্যাদি । ততোহহং তেন
রাজ্ঞা যথাব্যবহারং সম্পূজ্য প্রস্থাপিতঃ । শুকোহপি মম পশ্চা-
দাগচ্ছন্নাস্তে । এতৎ সৰ্ব্বং জ্ঞাত্বা যথাকার্য্যমনুসন্ধীয়তাম্ । চক্র-
বাকো বিহস্যাহ,—দেব বকেন তাবৎ দেশান্তরং গত্বা যথাশক্তি
রাজকার্য্যমনুষ্ঠিতম্ । কিন্তু স্বভাব এষ মূর্খাণাম্ । যতঃ ।

শতং দদ্যাম্ বিবদেদिति বিজ্ঞস্য সন্মতম্ ।

বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমিতি মূর্খস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

রাজাহ—অলমেনোহতীতোপালন্তেন । প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাম্ ।

চক্রবাকো ক্রতে—দেব বিজনে ত্রবীমি । যতঃ ।

কোটি কোটি মহাপাপে বিমুক্ত হইয়া, সে যায় অমরধামে পতিকে লইয়া । ৩২ ।

কারণ,—

পিতা কিম্বা পিতার আজ্ঞায় সহোদরে, অবলারে য়ার করে সম্প্রদান করে ;

নারী তাঁরে চিরকাল যতনে সেবিবে, মরিলেও তাঁহা ভিন্ন অস্ত্রে না ভাবিবে । ৩৩

স্ত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া সেই রথকার মনে মনে ভাবিল,—আহা ! আমার
গৃহিণী এমন প্রণয়িনী ও প্রিয়বাদিনী ! আমার কি সৌভাগ্য ! সেই মন্দবুদ্ধি
এইরূপ ভাবিয়া, স্ত্রীপুরুষ-সমেত সেই খাট মাথায় করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে
লাগিল । এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম,—“স্বচক্ষে দেখিয়া দোষ করে যদি
‘রোষ’—ইত্যাদি । অনন্তর সেই রাজা যথারীতি আমার সংকার করিয়া আমাকে
বিদায় দিলেন । শুকও আমার সমভিব্যাহারে এইস্থানে আসিয়াছেন । অতএব
এই সমস্ত জানিয়া এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় তাহা অবধারণ করুন । চক্রবাক হাস্য
করিয়া কাহল,—মহারাজ ! বক বিদেশে গিয়া বিলক্ষণ রাজকার্য্য সাধন করি-
য়াছে ! অথবা মূর্খের স্বভাবই এই যে,—

শত শত স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বীকার, বিজ্ঞজন বিবাদ করেন পরিহার ;

আর যারা মূর্খলোক তারা অকারণে, বিবাদে প্রবৃত্ত হয় অপরের সনে । ৩৪ ।

বর্ণাকারপ্রতিধ্বানৈর্নেত্রবক্ত্রবিকারতঃ ।

অপূহন্তি মনো ধীরাস্তস্মাদ্ৰহসি মন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ততো রাজা মন্ত্রী চ স্থিতৌ তত্র । অন্যেহন্যত্র গতাঃ । চক্র-
বাকো ক্রতে,—দেব অহমেবং জানামি—কম্যাহপ্যস্মিমিয়োগিনঃ
প্রেরণয়া বকেনেদমনুষ্ঠিতম্ । যতঃ ।

বৈদ্যানামাতুরঃ শ্রেয়ান্ ব্যসনী যো নিয়োগিনাম্ ।

বিদুষাং জীবনং মূৰ্খঃ সহন্বো নৃপতের্জনঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজাহব্রবীৎ,—ভবতু, কারণমত্র পশ্চামিরূপণীয়ম্ । সম্প্রতি
যৎ কর্তব্যং তদ্ব্রুহি । চক্রবাকো ক্রতে—দেব প্রণিধিস্তাবৎ তত্র
যাতু । ততস্তদনুষ্ঠানং বলাবলং চ জানীমঃ । তথাহি ।

রাজা কাহল,—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর তিরস্কার করিয়া কি
ফল ? এক্ষণে যাহা কর্তব্য তাহাই স্থির কর । চক্রবাক কহিল,—মহারাজ !
নির্জনে বুলিব । কারণ,—

আকার অথবা বর্ণ করি দরশন, কিন্তু প্রতিধ্বনিমাত্র করিয়া শ্রবণ ;

অথবা নেত্রের কিম্বা মুখের বিকারে, বুদ্ধিমান মনোভাব বুদ্ধিবारे পারে ;

অতএব সন্দোপনে অতি সাবধানে, মন্ত্রণা করিবে যাহে অন্যে নাহি জানে । ৩৫ ।

অনন্তর কেবল রাজা ও মন্ত্রী তথায় রহিল, আর সকলেই সে স্থান হইতে উঠিয়া
গেল । তখন চক্রবাক মন্ত্রী রাজাকে কহিল,—মহারাজ ! আমার জ্ঞান হয় যে
আমাদেরই কোনও কর্মচারীর মন্ত্রণায় বক এই বিবাদ ঘটাইয়াছে । কারণ,—

রোগী যদি মিলে তবে বৈদ্য লভে ধন, প্রভুর ব্যসনে কর্মচারীর অর্জন ;

মূৰ্খলোক পণ্ডিতের জীবিকা-কারণ, অভিযোগী হ'লে প্রজা রাজা লভে ধন (১৩৬)

রাজা কহিল,—যাহা হউক, এ দিব্যের কারণ পশ্চাৎ নিরূপণ করা যাইবে ;
এক্ষণকার কর্তব্য কি তাহা বল ? চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! অগ্রে তথায় চর
গমন করুক, তাহার দ্বারাই বিপক্ষের কার্যসকল ও বলাবল জানিতে পারা
যাইবে । কারণ,—

(১) 'রোগী যদি মিলে' ইত্যাদি—অর্থাৎ রোগী থাকিলেই চিকিৎসকের জীবিকা চলে । প্রভু
কুক্ৰিয়ার আসক্ত বা বিপদে পতিত হইলেই তাহার কর্মচারীর উপার্জনের বিলক্ষণ সুযোগ হয় ।
মূৰ্খলোক আছে বলিয়াই পণ্ডিতের জীবিকা চলে । প্রজাদের পরস্পর বিবাদ অর্থাৎ আদালতে মামলা
মকদ্দমা হয় বলিয়াই রাজার প্রচুর অর্থলাভ হয় । অতএব আমাদেরই কোনও দুই কর্মচারী মহা-
রাজের সহিত ময়ূররাজের এই বিবাদ বাধাইয়া সেই সুযোগে নিজে অর্থলাভের উপায় করিতেছে ।

ভবেৎ স্বপররাষ্ট্রাণাং কার্য্যাকার্য্যাবলোকনে ।

চারশচক্ষুর্মহীভর্তুর্য়স্য নাস্ত্যন্ধ এব সং ॥ ৩৭ ॥

স চ দ্বিতীয়ং বিশ্বাসপাত্রং গৃহীত্বা যাতু । তেনাহসৌ স্বয়ং
তত্রাহবস্থায় দ্বিতীয়ং তত্রত্যমস্ত্রকার্য্যং স্ননিভূতং নিশ্চিত্য নিগদ্য
প্রস্থাপয়তু । তথা চোক্তম্ ।

তীর্থাশ্রমস্তরস্থানে শাস্ত্রবিজ্ঞানহেতুনা ।

তপস্বিব্যঞ্জনোপেতৈঃ স্বচরৈঃ সহ সংবদেৎ ॥ ৩৮ ॥

গূঢ়চারশচ যো জলে স্থলে চরতি । ততোহুসাবেব বকো
নিযুক্ত্যতাম্ । এতাদৃশএব কশ্চিদ্ বকো দ্বিতীয়ত্বেন প্রযাতু ।
তদগৃহলোকাশচ রাজদ্বারে তিষ্ঠন্তু । কিন্তু দেব এতদপি স্তম্ভপুস্ত্র-
ষ্ঠাতব্যম্ । যতঃ ।

যট্ কর্ণো ভিদ্যতে মস্ত্রস্তথা প্রাপ্তশচ বার্তয়া ।

ইত্যাঙ্গনা দ্বিতীয়েন মস্ত্রঃ কার্য্যো মহীভূতা ॥ ৩৯ ॥

নিজ রাজ্য আর পর রাজ্যের বিষয়, কার্য্যাকার্য্য-নিরূপণ যাহা হ'তে হয় ;
একমাত্র সেই চর রাজার নয়ন, সে নয়ন বিনা অন্ধ হয় নৃপগণ (১) । ৩৭ ।

সেই গূঢ়চরও আমাদের আর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাউক ।
সে স্বয়ং তথায় গূঢ়ভাবে থাকিয়া বিপক্ষের মন্ত্রণাকার্য্য অবগত হইয়া তাহা ঐ
বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা এখানে প্রেরণ করুক । কথিতও আছে যে,—

তপস্বীর বেশে চর প্রচ্ছন্ন হইয়া, থাকিবে আশ্রমে তীর্থে দেবালয়ে গিয়া ;

ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ছলে যাইয়া তথায়, নরপতি নিযুক্ত হইবে মন্ত্রণায় । ৩৮ ।

আর যে ব্যক্তি জলে ও স্থলে গতিবিধি করিতে পারে তাহাকেই গূঢ়চর করা
উচিত । অতএব এই বককেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করুন । আর এইরূপ বিশ্বাসপাত্র
আর একটি বক ইহার সঙ্গে গমন করুক, এবং সেই বকের গৃহের পরিবারবর্গকে
রাজভবনে আনিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখুন (২) । কিন্তু মহারাজ ! একাধাও অতি
সন্দোপনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে । কারণ,—

একাকী মন্ত্রীর সনে বিরলে বসিয়া, মন্ত্রণা করিবে রাজা সতর্ক হইয়া ;

(১) চরই রাজাদের একমাত্র চক্ষুরূপ, কেন না, চর না থাকিলে রাজারা আপনাদের ও
পরের রাজ্যঘটিত নিগূঢ় বৃত্তান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকে ।

(২) অর্থাৎ তাহার দ্বী পুত্রকে আটক করিলে সে ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না ।

অপরঞ্চ । মন্ত্রভেদে হি যে দোষা ভবন্তি পৃথিবীপতেঃ ।

ন শক্যাস্তে সমাধাতুমিতি নীতিবিদাং মতম্ ॥ ৪০ ॥

রাজা বিম্বশ্যোবাচ—প্রাপ্তস্তাবন্ময়োত্তমঃ প্রণিধিঃ । মন্ত্রী
ক্রতে—দেব তদা সংগ্রামে জরোহপি প্রাপ্তঃ । অত্রাহস্তরে প্রতী-
হারঃ প্রবিশ্য প্রণম্যোবাচ—দেব জম্বুদ্বীপাদাগতো দ্বারি শুক-
স্তিষ্ঠতি । রাজা চক্রবাকমালোকতে । চক্রবাকেণোক্তম্—আবাসে
গত্বা তাবৎ তিষ্ঠতু । পশ্চাদানীয় দ্রুতব্যঃ । যথাজ্ঞাপয়তি দেব-
ইত্যভিধায় প্রতীহারঃ শুকং গৃহীত্বা গতঃ । রাজাহ—বিগ্রহস্তাব-
দুপস্থিতঃ । চক্রবাকো ক্রতে—দেব তথাপি সহসা বিগ্রহো ন
বিধিঃ । যতঃ ।

স কিং ভৃত্যঃ স কিং মন্ত্রী য আদাবেব ভূপতিম্ ।

যুদ্ধোদ্যোগং স্বভৃত্যাগং নির্দিশত্যবিচারিতম্ ॥ ৪১ ॥

তৃতীয় ব্যক্তির কাণে যদি তাহা যায়, অথবা যদ্যপি তার বার্তা কেহ পায় ;
তবেই জানিবে তাহা প্রকাশ হইবে, প্রকাশ হইলে আর ফল না ফলিবে । ৩৯ ।
নৃপতির গুপ্ত মন্ত্র হ'লে প্রকাশিত, তাহে যে সকল দোষ হয় সংঘটিত ;
কিছুতেই আর তার নাহি প্রতীকার, এ কথা বলেন সব নীতিশাস্ত্রকার । ৪০ ।

রাজা চিন্তা করিয়া বলিল,—আমি একটি অতি উৎকৃষ্ট গুচর পাইয়াছি ।
মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ ! তবে আপনার যুদ্ধে জয়লাভও নিশ্চিত । এই সময়
প্রতীহারী (১) আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ ! জম্বুদ্বীপ হইতে শুক
আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন । চক্রবাক কহিল,—এক্ষণে তাঁহাকে উপযুক্ত
বাসস্থানে লইয়া যাও, পশ্চাৎ তাঁহাকে সভার আনাইয়া দেখা করা যাইবে । 'যে
আজ্ঞা মহারাজ !' ইহা বলিয়া প্রতীহারী শুককে লইয়া প্রস্থান করিল । রাজা
কহিল,—যুদ্ধই তবে নিশ্চয় ঘটিল । চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! তথাপি সহসা
যুদ্ধ করা বিধি নহে । কারণ,—

করিতে সময় কিম্বা ছাড়িতে স্বদেশ ; অগ্রেই রাজ্যে বেই দেয় উপদেশ,
পূর্বাগর যেই জন না করে বিচার, সে কভু মন্ত্রীর বোগ্য না হয় রাজ্যর । ৪১ ।

অপরঞ্চ । বিজেতুং প্রযতেতাহরীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ।

অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুদ্ধামানয়োঃ ॥ ৪২ ॥

অংগচ্চ । সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্ ।

সাধিতুং প্রযতেতাহরীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ॥ ৪৩ ॥

যতঃ । সৰ্ব্বএব জনঃ শূরো হ্যনাসাদিতবিগ্রহঃ ।

অদৃষ্টপরসামর্থ্যঃ সঙ্গর্পঃ কো ভবেন্নহি ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ । ন তথোথাপ্যতে গ্রাবা প্রাণিভির্দারুণা যথা ।

অল্লোপায়ান্মহাসিদ্ধিরেতন্মস্ত্রফলং মহৎ ॥ ৪৫ ॥

কিন্তু বিগ্রহমুপস্থিতং বিলোক্য ব্যবহ্রিয়তাম্ । যতঃ ।

আরো,—

কোন পক্ষে পরাজয় কোন পক্ষে জয়, সমরে ইহার কিছু নাহিক নিশ্চয় ;

অতএব যুদ্ধ না করিবে কদাচন, অস্ত্ররূপে শত্রুজয়ে করিবে যতন । ৪২ ।

আরো,—

সাম, দান, ভেদ, এই তিনটি উপায়, ব্যস্ত বা সমস্তভাবে করিয়া সহায় (১) ;

শত্রুজয়ে নরপতি করিবে যতন, সমরে প্রযুক্ত না হইবে কদাচন । ৪৩ ।

কারণ,—

ভীষণ সমরে নাহি ঠেকে যতক্ষণ, ততক্ষণ শূর বীর হয় সৰ্ব্বজন ;

না হেরিয়া বিপক্ষের বিক্রম সমরে, ঘরে বোসে কেবা বল ! দর্প নাহি করে ? ৪৪

আরো—

অনেকে ধরিয়া যাহা কষ্টেতে তুলিবে, সে শিলা কাঠের চাড়ে সহজে উঠিবে ;

সামান্য কৌশলে যদি বৃড় কাজ হয়, মন্ত্রণার নিপুণতা তাহাকেই কয় । ৪৫ ।

কিন্তু, যুদ্ধ উপস্থিত ভাবিয়াই এখন হইতে তাহার উদ্যোগ করনু । কারণ,—

(১) 'সাম, দান, ভেদ' ইত্যাদি,—সাম, দান, ভেদ ও বিগ্রহ, রাজার এই চারিটি উপায় আছে ।

'সাম' অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা শত্রুর কোপ শাস্তি করা । ভূমি, ধন প্রভৃতি দান করিয়া শত্রুর সহিত বিবাদ ভঙ্গন করাকে 'দান' কহে । শত্রুপক্ষের গৃহবিচ্ছেদ অর্থাৎ ঘরাঘরি বিবাদ বর্জন করিয়া স্বার্থাসিদ্ধি করাকে 'ভেদ' বলে । 'বিগ্রহ' অর্থাৎ যুদ্ধ । উন্নথো রাজা সাধাপক্ষে কদাচ যুদ্ধরূপ উপায় অবলম্বন করিবে না । সাম, দান ও ভেদ, এই তিনটি, 'ব্যস্ত' অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, অথবা 'সমস্তভাবে' অর্থাৎ তিনটিই এককালে প্রয়োগ করিবে । অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায় এক এক করিয়া যথাকালে প্রয়োগ করিবে, অথবা আবশ্যক হইলে তিনটিই এককালে প্রয়োগ পূর্বক শত্রুদমনে যত্ন করিবে ।

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ ।

তদ্বনীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥

অপরঞ্চ । মহতো দূরভীরুত্বমাসনে শূরতা গুণঃ ।

বিপত্তৌ হি মহান্ লোকে ধীরত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৪৭ ॥

অন্যচ্চ । প্রত্যাহঃ সৰ্বসিদ্ধীনামুদ্ভাপঃ প্রথমঃ কিল ।

অতিশীতলমপ্যস্তঃ কিং ভিনন্তি ন ভূতলম্ ॥ ৪৮ ॥

বিশেষতশ্চ দেব মহাবলোহসৌ রাজা চিত্রবর্ণঃ । যতঃ ।

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্ ।

হস্তিনা সহ যুদ্ধং হি নরাণাং মৃত্যু্যমাবহেৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্যচ্চ । স মূৰ্খঃ কালমপ্রাপ্য যোহপকর্ভরি বর্ততে ।

কলির্বলবতা সার্কং কীটপক্ষোদগামো যথা ॥ ৫০ ॥

কৃষিকার্য্যে এক দিনে ফল নাহি মিলে, ফল তাহে ফলে, কালে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি জানিবে রাজনীতির কৌশল, ক্ষণমাত্রে নাহি ফলে, কালে দেয় ফল । ৪৬

আরো,—

সুদূরে স্নিপদ-শঙ্কা যতক্ষণ রয়, বড় লোকে ততক্ষণ তাহে ভীত হয় ;

সম্মুখে বিপদ কিন্তু হ'লে উপস্থিত, ধৈর্য্য আর বীর্য্যগুণ দেখায় ঝরিত । ৪৭ ।

আরো,—

মনের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়, সৰ্বসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয় ;

কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত, শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত (১) । ৪৮ ।

বিশেষতঃ মহারাজ ! ঐ রাজা চিত্রবর্ণ অতি প্রবলপ্রভাপ । অতএব,—

দুর্বল জনের যুদ্ধ বলীর সহিত, শাস্ত্রের বিধান তাহা নহে কদাচিত ;

মানুষ যদ্যপি যুদ্ধে হস্তীর সহিত, মানুষের মৃত্যু তাহে জানিবে নিশ্চিত । ৪৯ ।

আরো,—

পিপীড়ার পাথা উঠে মৃত্যুর কারণ, প্রবলের সহ যুদ্ধ জানিবে তেমন (২) ;

(১) 'মনের উত্তাপ'—ভয়, ক্রোধ বা অভিমান প্রভৃতির দ্বারা মনের উত্তেজনা । যেমন মাটি অত্যন্ত গরম হইলে তাহা ঠাণ্ডা জলেও ফাটিয়া যায়, তেমনি মন অত্যন্ত গরম হইলেও তাহা সামান্য কারণেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ; অতএব অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কোনও কাৰ্য্য করিবে না, স্থির ও ধীরভাবে বিবেচনাপূৰ্ব্বক মঙ্গল কাৰ্য্য করিবে ।

(২) পিপীড়ার পাথা উঠিলে সে যেমন তাহার মৃত্যুর লক্ষণ, প্রবলের সহিত দুর্বলের যুদ্ধও তেমনি দুর্বলের মৃত্যুর লক্ষণ ।

কিঞ্চ । কৌশ্লং সঙ্কোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ ।

প্রাপ্তকালস্ত নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রুরসর্ববৎ ॥ ৫১ ॥

শৃগু দেব । মহত্যল্লোহপ্যুপায়জ্ঞঃ সমমেব ভবেৎ ক্ষমঃ ।

• সমুন্মূলয়িত্বুং বৃক্ষাংস্তৃণানীব নদীরয়ঃ ॥ ৫২ ॥

অতো দূতোহয়ং শুকোহত্রাশ্বাস্য তাবদ্ধ্রিয়তাং যাবদ্ভূগং
সজ্জীক্রিয়তে । যতঃ ।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ ।

শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্ভূগং বিধীয়তে ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ । অহুর্গো বিষয়ঃ কস্য নাহরেঃ পরিভবাম্পদম্ ।

অহুর্গোহনাশ্রয়ো রাজা পোতচ্যুতমনুস্যবৎ ॥ ৫৪ ॥

অকালে (১) বিপক্ষ যেই করে আক্রমণ, নিতান্ত নিরোধে তাকে বলে সর্বজন । ৫০ ।

আরো,—

সঙ্কোচ স্বীকার করি' কূর্ষের মতন, অসময়ে বিপক্ষের সহিবে পীড়ন (২) ;

সময় পাইয়া পরে সঙ্কোচ ত্যজিয়া, ভীষণ সর্পের ন্যায় উঠিবে গর্জিয়া । ৫১ ।

শুন মহারাজ !—

যেমন নদীর বেগ হইলে প্রবল, তৃণ তরু সমভাবে দেয় রসাতল ;

তেমনি প্রবল যেই নীতির প্রভাবে, ছোট বড় শত্রু সেই নাশে সমভাবে । ৫২ ।

অতএব যতক্ষণ আমাদের দুর্গ যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত না হয়, ততক্ষণ বিপক্ষের দূত
এই শুককে গিষ্ঠ কথায় ভুলাইয়া এ স্থানে রাখুন । কারণ,—

একমাত্র যোদ্ধা যদি দুর্গমধ্যে রয়, শতক বিপক্ষ সেই করে পরাজয় ;

এক শত যোদ্ধা যদি দুর্গমধ্যে রয়, অযুত বিপক্ষ সেই করে পরাজয় ;

• দুর্গই রাজার সর্বপ্রধান আশ্রয়, দুর্গের ব্যবস্থা অগ্রে করিবে নিশ্চয় । ৫৩ ।

আরো,—

• নাহি থাকে যে রাজার দুর্গের আশ্রয়, তাকে আসি কে না বল ! করে পরাজয় ?

সমুদ্রে তরণী-ভ্রষ্ট মনুষ্য যেমতি, দুর্গ-ভ্রষ্ট হ'লে নষ্ট হয় নরপতি । ৫৪ ।

• (১) 'অকালে'—অর্থাৎ আপনায় সজাবল বিবেচনা না করিয়া ।

(২) কচ্ছপ যেমন নিজ মস্তক ও পদাদি সমস্ত সঙ্কুচিত করিয়া শরীরের মধ্যেই লুকাইয়া রাখে, তেমনি নীতিজ্ঞ রাজাও যতদিন উপযুক্ত সময় না বুধিবে ততদিন শত্রুর অশেষ অত্যাচার সহিয়াও শত্রুর প্রতি ক্রোধ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিবে ; পরে সময় পাইলেই কালসর্পের স্থায় ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক বৈরনির্ঘাতন করিবে ।

দুর্গং কুর্য্যান্মহাখাতমুচ্চপ্রাকারসংযুতম্ ।

সযজ্ঞং সজলং শৈলসরিষ্মরুবনাশ্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

বিস্তীর্ণতাহতিবৈষম্যং রসধান্যেধুসংগ্রহঃ ।

প্রবেশশচাহপসারশচ সপ্তৈতা দুর্গসম্পদঃ ॥ ৫৬ ॥

রাজাহ—দুর্গানুসন্ধানে কো নিযুক্ত্যতাম্ । চক্রবাকো ক্রতে ।

যো যত্র কুশলঃ কার্যে তং তত্র বিনিযোজয়েৎ ।

কার্যেষ্বদৃষ্টকর্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোহপি বিমুহ্যতি ॥ ৫৭ ॥

তদাহুয়তাং সারসঃ । তথাহনুষ্ঠিতে সতি সমাগতং সারসমব-
লোক্য রাজোবাচ—সারস জ্বং সত্বরং দুর্গমনুসন্ধেহি । সারসঃ
প্রণম্যোবাচ—দেব দুর্গং তাবদিদমেব চিরাৎ স্ননিরূপিতমাস্তে
মহৎ সরঃ । কিন্তুতন্মধ্যদ্বীপে ভক্ষ্যবস্তুনাং সংগ্রহঃ ক্রিয়তাম্ ।

দুর্গের চৌদিকে রবে দুর্জর প্রাকার, দুস্তর পরিখা রবে মণ্ডল আকার ;
দুর্গমধ্যে যুদ্ধবস্ত্র, জলের আধার, সজ্জিত রাখিবে সদা বিচিত্র আকার ;
গিরি নদী মরু বনে বাহা সুরক্ষিত, সে দুর্গ সুদৃঢ় অতি জানিবে নিশ্চিত (১) । ৫৫।
অতি সুল্লিস্কৃত হবে দুর্গ-আয়তন, অভেদ্য করিয়া তার করিবে গঠন ;
রস, ধান্য, কাঠ আদি রাখিবে সঞ্চিত (২), প্রবেশ নির্গম পথ হবে সুরক্ষিত । ৫৬।

রাজা কহিল,—দুর্গের অনুসন্ধানে কাহাকে নিযুক্ত করা যায় ? । চক্রবাক
কহিল,—

যেই কার্যে বিচক্ষণ হয় সেই জন, করিবে তাহাকে সেই কার্যে নিয়োজন ;
শাস্ত্রজ্ঞ হ'লেও লোকে হতবুদ্ধি হয়, কার্যে তার অভ্যাস যদ্যপি নাহি রয় । ৫৭ ।
অতএব এ কার্যের জন্য সারসকে আহ্বান করুন । , অনস্তর রাজার আহ্বানে
সারস উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে কহিল,—সারস ! তুমি অবিলম্বে গিয়া দুর্গের
অনুসন্ধান কর । সারস প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ ! এই সুদীর্ঘ সরোবরই ত
আমাদের বহুকালের জানা শুনা দুর্গ রহিয়াছে । কিন্তু এই সরোবরের মধ্যস্থিত
দ্বীপমধ্যে খাদ্যদ্রব্যসকলের সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে । কারণ,—

(১) 'প্রাকার'—প্রাচীর । 'পরিখা'—দুর্গের চারিদিকের খাল অর্থাৎ গড়খাই । 'যুদ্ধবস্ত্র'—অস্ত্র-
শস্ত্র । 'জলের আধার'—জলাশয় । যে দুর্গ চারিদিকে পর্বত, নদী, মরুভূমি বা অরণ্য দ্বারা বেষ্টিত
থাকে তাহা অতি সুদৃঢ় হয় অর্থাৎ শত্রুরা তাহা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না ।

(২) 'দুর্গ-আয়তন'—দুর্গের পরিমর । 'রস'—গুড়, চিনি, যুত, তৈল, লবণ প্রভৃতি ভক্ষ্যসামগ্রী ।

যতঃ । ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুভমঃ সৰ্বসংগ্রহাৎ ।

নিষ্কিণ্ডং হি মুখে রত্নং ন কুৰ্ব্যাৎ প্রাণধারণম্ ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ । খ্যাতঃ সৰ্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ ।

গৃহীতং চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়াতে ॥ ৫৯ ॥

রাজাহ—সত্ত্বরং গত্ত্বা সৰ্বমনুষ্ঠীয়তাম্ । পুনঃ প্রবিশ্য প্রতী-
হারো ক্রতে—দেব সিংহলদ্বীপাদাগতো মেঘবর্ণো নাম বায়সঃ
সপরিবারো দ্বারি বর্ততে । স চ দেবপাদান্ দ্রেক্ষুমিচ্ছতি ।
রাজাহ—কাকঃ প্রাজঃ বহুদৃশা চ । তদ্বতি সংগ্রাহ্যঃ । চক্র-
বাকো ক্রতে—দেব অস্ত্যেব্যম্ । কিন্তুস্বদ্বিপক্ষঃ কাকঃ স্থলচরঃ ।
তেনাস্বদ্বিপক্ষপক্ষে নিযুক্তঃ কথং সংগ্রহ্যতে । তথা চোক্তম্ ।

আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষেষু যো রতঃ ।

স পরৈর্হন্যতে মূঢ়ো নীলবর্ণশৃগালবৎ ॥ ৬০ ॥

ধান্যের সংগ্রহ আগে করিবে যতনে, ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহিক ভুবনে ;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়, ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায় । ৫৮ ।

আরো,—

যতনে লবণ আনি করিবে সঞ্চয়, সকল রসের শ্রেষ্ঠ লবণ নিশ্চয় ;

যতই মসলা কেন কর না প্রদান, ব্যঞ্জন লবণ বিনা গোময়-সমান (১) । ৫৯ ।

রাজা কহিল,—তবে তুমি শীঘ্র গিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখ । প্রতীহারী
পুনরায় আসিয়া কহিল,—মহারাজ ! মেঘবর্ণ নামে এক বায়স সিংহলদ্বীপ হইতে
সপরিবারে আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে । সে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে চায় । রাজা কহিল,—কাকজাতি অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, অতএব তাহাকে
সহায় করা কর্তব্য । চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু
আমরা স্থলচর, কাক স্থলচর, এ কারণে সে স্বভাবতই আমাদের শত্রু, স্ততরাং
আমাদের শত্রুপক্ষেই তাহার নিযুক্ত হওয়া সম্ভব । অতএব তাহাকে কিরূপে
সহায় করা যায় ? কথিতও আছে যে,—

যে মূঢ় স্বপক্ষ ছাড়ি শত্রুপক্ষ চায়, মরে সেই নীলবর্ণ শৃগালের প্রায় । ৬০ ।

(১) 'গোময়-সমান'—অর্থাৎ লুণ না দিলে তরকারি গোবরের স্থায় বিধাৎ লাগে ।

রাজোবাচ,—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি। শৃগালঃ কশিচৎ
 স্বেচ্ছয়া নগরোপাস্তে ভ্রমন্ নীলীভাণ্ডে নিপতিতঃ। পশ্চাদুখাতু-
 মসমর্থঃ প্রাতরাহ্নানং মৃতবৎ সন্দর্শ্য স্থিতঃ। অথ নীলীভাণ্ডস্বামিনা
 মৃত ইতি জ্ঞাত্বা তস্মাৎ সমুখাপ্য দূরে নীলীভাসৌ পরিত্যক্তঃ।
 ততোহসৌ বনং গত্বাহ্নানং নীলবর্ণমবলোক্যাহচিস্তয়ৎ—অহ-
 মিদানীমুভমবর্ণঃ। তদাহ্নানঃ কিমুৎকৰ্ষং ন সাধয়ামি। ইত্যালোচ্য
 শৃগালানাং হুয় তেনোক্তম্—অহং ভগবত্যা বনদেবতয়া স্বহস্তেনা-
 হরণ্যরাজ্যে সর্কৌষধিরসেনাহভিষিক্তঃ। পশ্যন্তু মম বর্ণম্। তদ-
 দ্যারভ্যাহস্মিন্নরণ্যেহস্মদাজ্জয়া ব্যবহারঃ কার্যঃ। শৃগালাশ্চ তং
 বিশিষ্টবর্ণমবলোক্য সাক্ষাৎপাতং প্রণম্যোচুঃ—যথাজ্ঞাপয়তি
 দেবঃ। ইত্যনেন ক্রমেণ সর্কৌষধরণ্যবাসিসু তস্যাদিপত্যং বভূব।

রাজা কহিল,—সে কি প্রকার? মন্ত্রী বলিল। এক শৃগাল স্বেচ্ছাক্রমে নগর-
 প্রাস্তে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নীলের ভাণ্ডে (১) পতিত হইল। সে তাহা
 হইতে উঠিতে না পারিয়া প্রাতঃকালে ঠিক যেন মরিয়াছে এই ভাবে পড়িয়া
 রহিল। অনন্তর সেই নীল-ভাণ্ডের স্বামী তাহাকে মৃত স্থির করিয়া ভাণ্ড হইতে
 তাহাকে তুলিয়া সুদূরে তাহাকে ফেলিয়া আসিল। শৃগালও তখন বনমধ্যে
 প্রবেশ করিয়া আপনাকে নীলবর্ণ দেখিয়া ভাবিল,—আমার বর্ণ এক্ষণে অতি অপ-
 রূপ হইয়াছে। অতএব এমন চমৎকার বর্ণ পাইয়াও কেন না নিজের উন্নতি
 সাধন করি। সে এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত শৃগালকে ডাকিয়া কহিল,—ভগবতী
 বনদেবতা আসিয়া স্বহস্তে আমার মস্তকে সমস্ত ঔষধির রস সেচন পূর্বক (২)
 আমায় অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমার আশ্চর্য্য বর্ণ দেখ!। অতএব
 আজি হইতে আমারই আজ্ঞামত সমস্ত বিচারকার্য্য চলিবে। শৃগালেরাও তাহার
 সেই অপূর্ব বর্ণ দেখিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজের যে
 আজ্ঞা। এইরূপে ক্রমে সমস্ত অরণ্যবাসিগণের উপর তাহার আধিপত্য হইল।

(১) 'নীলের ভাণ্ডে'—নীল রঙে পূর্ণ টব বা গামলা। রজকেরা কাপড় ছোপাইবার জন্য নীল রঙ
 তুলিয়া গামলায় রাখিয়া দেয়।

(২) 'সমস্ত ঔষধির রস সেচন পূর্বক'—রাজ্যাভ্যেকের সময় সমস্ত পুণ্যতীর্থের এবং সমস্ত
 ঔষধির জল প্রভৃতি দ্বারা রাজাকে স্নান করাইতে হয়।

ততস্তেন স্বজ্ঞাতিভিরাবৃতেনাধিক্যং সাধিতম্ । ততস্তেন সিংহ-
ব্যাত্তাদীনুভমপরিজনান্ প্রাপ্য সদসি শৃগালানবলোক্য লজ্জ-
মানেনাহবজ্জয়া সজ্ঞাতয়ঃ সৰ্ব্বে দূরীকৃতাঃ । ততো বিষন্নান্ শৃগালা-
নবলোক্য কেনচিদ্ বৃদ্ধশৃগালে নৈতৎ প্রতিজ্ঞাতম্—মা বিষীদত ।
যদনেনাহনীতিজ্ঞেন বয়ং মৰ্ম্মজ্ঞাঃ পরিভূতাঃ তদ্ যথাহয়ং নশ্যতি
তন্ময়া বিধেয়ম্ । যতোহত্র ব্যাত্তাদিয়ৌ বর্ণমাত্রবিপ্রলন্ধাঃ
শৃগালমজ্ঞাত্বা রাজানমিমং মন্বন্তে তদ্ যথাহয়ং পরিচীয়েতে তৎ
কুরূত । তত্রৈবমনুষ্ঠেয়ং যথা বদামি । সৰ্ব্বে সন্ধ্যাসময়ে তৎসন্নি-
ধানে মহারাবমেকদা করিষ্যথ । ততস্তং শব্দমাকর্ণ্য জাতিস্বভাবাৎ
তেনাহপি শব্দঃ কর্তব্যঃ । যতঃ ।

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্মাৎ তস্মাহসৌ ছুরতিক্রমঃ ।

স্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাহশ্মাত্যুপানহম্ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর সে নিজ জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রভূত করিতে লাগিল । কিছুদিন পরে
সিংহ ব্যাত্ত প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ পশুগণ তাহার পারিষদ হওয়ায়, সে শৃগালগণের
সহবাস লজ্জাকর ভাবিয়া সমস্ত জ্ঞাতিগণকে সভা হইতে দূরীভূত করিল ।
ইহাতে শৃগালগণ অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ায়, এক বৃদ্ধ শৃগাল তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞা
করিয়া বলিল,—তোমরা দুঃখিত হইও না ; আমরা উহার জাতি, উহার মৰ্ম্মের
কথা জানি ; ঐ নীতিজ্ঞানশূন্য শৃগাল যখন আমাদিগকেই অপমান করিল, তখন
যাহাতে উহার বিনাশ হয় তাহা অবশ্যই করিব । এখানে এই সকল ব্যাত্তাদি পশুরা
কেবল উহার বর্ণেই প্রতারিত হইয়া উহাকে রাজা বলিয়া মনে করিতেছে, উহাকে
শৃগাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না । অতএব যাহাতে উহার প্রকৃত পরিচয়
সকলে জানিতে পারে তাহা করিতে হইবে । এ বিষয়ে আমি যাহা বলি তাহা
কর । সন্ধ্যাকালে উহার নিকটে যাইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া ডাকিতে থাক ।
তোমাদের ডাক শুনিলে ঐ শৃগালও অমনি জাতীয় স্বভাব অনুসারে ডাকিতে
থাকিবে । কারণ,—

নীচ যদি উচ্চ পদে করে আরোহণ, তথাপি সে নাহি ছাড়ে স্বভাব আপন ;

কুকুর যদি পায় রাজসিংহাসন, চৰ্ম্মের পাছুকা তবু করিবে লেহন । ৬১ ।

ততঃ শব্দাদভিজ্ঞায় ব্যাখ্যেণ হস্তব্যঃ । তথাহ্নুষ্ঠিতে সতি
তদ্ বৃত্তম্ । তথা চোক্তম্ ।

ছিত্রং মর্শ্ব চ বীর্য্যং চ সর্ব্বং বেত্তি নিজ্জো রিপুঃ ।

দহত্যস্তর্গতশৈব শুক্লবৃক্ষমিবাহনলঃ ॥ ৬২ ॥

অতোহহং ব্রবীমি,—“আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য”—ইত্যাদি ।
রাজাহ—যদ্যপ্যেবম্ তথাপি দৃশ্যতাং তাবৎ অয়ং দূরাদাগতঃ ।
তৎসংগ্রহে বিচারঃ কর্তব্যঃ । চক্রবাকো ক্রতে—দেব প্রণিধি-
স্তাবৎ প্রহিতো দুর্গং চ সজ্জীকৃতম্ । অতঃ শুকোহপ্যালোক্য
প্রস্থাপ্যতাম্ । কিন্তু ।

নন্দং জঘান চাণক্যস্তীক্ষ্ণদূতপ্রয়োগতঃ ।

তদ্দূরান্তরিতং দূতং পশ্চেদ্ বীরসমম্বিতঃ ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর উহার ডাক শুনিয়াই উহাকে চিনিতে পারিয়া ব্যাঘ্র উহার প্রাণসংহার
করিবে । অনন্তর শৃগালেরা ঐ পরামর্শ অহুসারে কার্য্য করিলে ঠিক তাহাই
ঘটিল । কথিতও আছে যে,—

মর্শ্বকর্ণা, বলাবল, গৃহের দূষণ, এ সব সন্ধান জানে আপনার জন ;

বনের আঙুনে বন পোড়ায় যেমন, আত্মীয় হইলে শত্রু মজায় তেমন (১) । ৬২।

এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—“যে মূঢ় স্বপক্ষ ছাড়ি শত্রুপক্ষ চায়”—ইত্যাদি ।
রাজা কহিল,—যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি উহার সহিত অন্তত সাক্ষাৎ করা
উচিত, কেননা ও বহুদূর হইতে আসিয়াছে । উহাকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করিবার
বিষয় পশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখা যাইবে । চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! গুচর
প্রেরিত হইয়াছে এবং দুর্গও সজ্জীকৃত হইয়াছে । অতএব এক্ষণে শুকের সহিত
দেখা করিয়া তাহাকে বিদায় করুন । কিন্তু,—

কুপটে দারুণ দূত করিয়া প্রেরণ, চাণক্য নন্দের প্রাণ করিল হরণ (২) ;

অতএব সজে লয়ে নিজ রক্ষিণ, দূরে থাকি দূতে রাজা দিবে দরশন । ৬৩ ।

(১) ঘরের লোকে ঘরের সমস্ত গুপ্ত সন্ধান জানে ; এজন্য ঘরের লোকে শত্রু হইলে সে অধা-
রাসেই সর্ব্বনাশ করিতে পারে, যেমন বৃক্ষের আঙুনেই সমস্ত বৃক্ষ দহ্ন করে । এ কথা এসিদ্ধও
আছে যে,—‘ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট’ ।

(২) ‘নন্দ’—ইনি নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন । চাণক্য একদা নন্দকর্তৃক অপমানিত হইয়া
ইহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন । চাণক্য কপট দূত দ্বারা নন্দের প্রাণসংহার ও বিবিধ কৌশলে

ততঃ সভাং কৃত্বাহুতঃ শুকঃ কাকোহপি । শুকঃ কিঞ্চিদুন্নত-
শিঁরা দত্তাসনে সমুপবিশ্য ক্রতে—ভো হিরণ্যগর্ভ হ্যাং রাজাধি-
রাজঃ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণঃ সমাজ্ঞাপয়তি । যদি জীবিতেন শ্রিয়া বা
প্রয়োজনমস্তি তদা সত্বরমাগত্যাহস্মচ্চরণে প্রণম । নো চেদব-
স্থাতুং স্থানান্তরং পরিচিস্তয় । এতৎ শ্রুত্বা রাজা সকোপমাহ—
আঃ সভায়ামস্মাকং ন কোহপি বিদ্যতে যএনং গলহস্তয়তি । তত-
উথায় মেঘবর্ণো ক্রতে—দেব সমাজ্ঞাপয় হন্নি চৈনং দুষ্কশুকম্ ।
মন্ত্রী ক্রতে—ভদ্র মৈবম্ । শৃণু তাবৎ ।

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধৰ্ম্মম্ ।

ধৰ্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যৎ ছলমভুম্পৈতি ॥ ৬৪ ॥

যতো ধৰ্ম্মো হ্যেষঃ ।

দূতো স্নেচ্ছোহপ্যবধ্যঃ স্যাদ্রাজা দূতমুখো যতঃ ।

উদ্যতেষপি শস্ত্রেষু দূতো বদতি নাইন্থথা ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর রাজা সভা করিয়া শুককে তথায় আনয়ন করিল, এবং কাককেও তথায়
আহ্বান করিল। শুক মস্তক কিঞ্চিং উন্নত করিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া কুহিল,—
ওহে হিরণ্যগর্ভ ! শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ চিত্রবর্ণ তোমার এই আজ্ঞা করিতে-
ছেন,—যদি তোমার রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া
আমার চরণে প্রণত হও । নতুবা, তুমি রাজ্য ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলাইবার চেষ্টা
কর । রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—আঃ ! আমার এ সভায় কি কেহই
নাই যে এ বেটাকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করে ! । তাহা শুনিয়া মেঘবর্ণ নামক সেই
কাক উঠিয়া বলিল,—মহান্নাজ ! একবার আজ্ঞা করুন, আমিই এই দুষ্ট শুক বেটার
প্রাণসংহার করি । মন্ত্রী কহিল,—মহাশয় ! ওরূপ কথা আর বলিবেন না । শুধু—
সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়, বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধৰ্ম নাহি কয় ;
ধৰ্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়, কপটতা যাহে তাহা সত্য কভু নয় । ৬৪ ।

ইহাই রাজধৰ্ম যে,—

দূতগণ রাজাদের মুখতুলা হয়, স্নেচ্ছ হইলেও দূত কভু বধ্য নয় ;

বধিতে গেলেও তারে ভয় না করিবে, নির্ভয় হৃদয়ে দূত সত্যই কহিবে । ৬৫ ।

নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া খৃষ্টীয় শতকের ৩২২ বৎসর পূর্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে
স্থাপিত করেন, এবং স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিত্ব করেন ।

অন্যচ্চ । স্বাপকর্ষং পরোৎকর্ষং দূতোক্তৈশ্মন্যতে তু কঃ ।

সদৈবাহবধ্যভাবেন দূতঃ সর্বং হি জল্পতি ॥ ৬৬ ॥

ততো রাজা কাকশ্চ প্রকৃতিমাপন্নঃ । শুকোহপ্যুখায় চলিতঃ ।
পশ্চাচ্চক্রবাকেণানীয় প্রবোধ্য কনকালঙ্কারাদিকং দত্ত্বা স্প্রে-
ষিতঃ স্বদেশং যযৌ । ততো বিক্র্যাচলং গত্বা রাজানং চিত্রবর্ণং
প্রণতবান্ । তমালোক্য চিত্রবর্ণো রাজাহ—শুক কা বার্তা ।
কীদৃশোহসৌ দেশঃ । শুকো ক্রতে—দেব সংক্ষেপাদিয়ং বার্তা ।
সংপ্রতি যুদ্ধোদ্যোগঃ ক্রিয়তাম্ । দেশশ্চাহসৌ কপূরদ্বীপঃ
স্বর্গৈকদেশঃ কথং বর্ণয়িতুং শক্যতে । ততঃ সর্বান্ শিষ্টানাং
রাজা মন্ত্রয়িতুমপবিষ্টঃ । আহ চ—সংপ্রতি যৎ কর্তব্যং তৎ
ক্রত । বিগ্রহঃ পুনরবশ্যং কর্তব্যঃ । তথা চোক্তম্ ।

অসম্ভৃতা দ্বিজা নষ্ঠাঃ সম্ভৃতািব পার্থিবাঃ ।

সলজ্জা গণিকা নষ্ঠা নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৬৭ ॥

আরো,—

শত্রুর সম্মান আর নিজ অপমান, দূতের কথায় কোথা কেবা করে জ্ঞান ? ;

সদাই অবধ্যভাবে দূত কথা কয়, দূতের উপরে ক্রোধ উচিত না হয় (১) । ৬৬ ।

মন্ত্রীর এই সকল কথায় রাজা ও কাক প্রকৃতিস্থ হইল । শুকও সভা হইতে
উঠিয়া প্রস্থান করায় চক্রবাক তাহাকে আনিয়া সাস্থনা করিল, এবং স্বর্গালঙ্কার
প্রভৃতি রাজপ্রসাদ প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে স্বদেশে প্রস্থান করিল ।
শুক বিক্র্যাচলে গমন করিয়া নিজ প্রভু ময়ুররাজ চিত্রবর্ণের চরণে প্রণাম করিল ।
শুককে প্রত্য্যগত দেখিয়া রাজা চিত্রবর্ণ কহিল,—শুক ! সংবাদ কি ? সে দেশ
কিরূপ ? ! শুক কহিল,—মহারাজ ! সংক্ষেপে সংবাদ এই যে আপনাকে রণসজ্জা
করিতে হইবে, আর সেই কপূরদ্বীপ যেন স্বর্গপ্রদেশ, তাহার ঐশ্বর্য আমি বর্ণনা
করিতে অক্ষম । ইহা শুনিয়া রাজা সমস্ত সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণকে আহ্বানপূর্বক মন্ত্রণা
করিতে বাসিল । রাজা কহিল,—এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা বল ? যুদ্ধ ত অবশ্যই
করিতে হইবে । কথিতও আছে যে,—

অসম্ভৃষ্টা ব্রাহ্মণের না ঘুচে ছর্গতি, সম্ভৃষ্ট রাজার কভু না হয় উন্নতি ;

(১) দূত নিজ প্রভুর আজ্ঞাবাহকমাত্র, এক্ষণ সে স্বয়ং নিরপরাধ ও অবধ্য । দূত প্রভুর আজ্ঞায়
আসিয়া অন্ত রাজাকে হাজার গালি দিলেও, তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করা রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ।

দূরদর্শী নাম গৃধ্রো মন্ত্রী ক্রতে—দেব ব্যসনিতয়া বিগ্রহো ন
বিধিঃ । যতঃ ।

মিত্রামাত্যসহায়শ্চ যদা স্যাদৃঢ়ভক্তয়ঃ ।

শত্রুণাং বিপরীতাশ্চ কর্তব্যো বিগ্রহস্তদা ॥ ৬৮ ॥

অন্যচ্চ । ভূমির্শিখ্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ম্ ।

যদৈতন্নিশ্চিতং ভাবি কর্তব্যো বিগ্রহস্তদা ॥ ৬৯ ॥

রাজাহ—মম বলানি তাবদবলোকয়তু মন্ত্রী । তদৈতেষামুপ-
যোগো জ্ঞায়তাম্ । এবমাহুয়তাং মোহুর্ভিকঃ । স শুভলগ্নং যাত্রার্থং
বিদধাতু । মন্ত্রী বদতি—দেব তথাপি সহসা যাত্রাকরণমযুক্তম্ ।
যতঃ । বিশস্তি সহসা মূঢ়া যেহবিচার্য্য দ্বিম্বলম্ ।

খড়্গধারাপরিষঙ্গং লভন্তে তে স্ননিশ্চিতম্ ॥ ৭০ ॥

‘লজ্জাশীলা গণিকার (১) অন্ন নাহি মিলে, কুলনারী মারা যায় লজ্জা তেয়াগিলে ।৬৭
দূরদর্শী নামক সেই গৃধ্র মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ ! যুদ্ধে অনেক বিপদ আছে,
সহজে যুদ্ধ করা বিধি নহে । কারণ,—

আপনার পাত্র, মিত্র, প্রজা, সৈন্যগণ, অতিমাত্র অম্বরক্ত থাকিবে যখন ;

শত্রুপক্ষে ঠিক তার হবে বিপরীত (২), তবে শত্রুসনে যুদ্ধ জানিবে বিহিত । ৬৮ ।

অপিচ,—

ভূমি, মিত্র, কিম্বা ধন, এ তিন কারণে, প্রবৃত্ত হইবে রাজা শত্রুসহ রণে (৩) ;

যখন এ ফললাভ বুঝিবে নিশ্চিত, তখন বিগ্রহ হয় শাস্ত্রের বিহিত । ৬৯ ।

রাজা কহিল,—মস্ত্রিন্ ! তুমি আমার সৈন্ত সকল পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা
হইলেই তাহাদের বলাবল্ল বুঝিতে পারিবে । আর যুদ্ধযাত্রার শুভলগ্ন স্থির করি-
বার জন্য দৈবজ্ঞকে আহ্বান কর । মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ ! তথ্যপি সহসা যুদ্ধ-
যাত্রা উচিত নহে । কারণ,—

আত্ম-বল পর-বল না ভাবিয়া মনে, সহসা যে মূঢ়গণ পশে গিয়া রণে ;

নিশ্চয় জানিবে তারা মৃত্যুর কারণ, খরসান রূপাণ করয়ে আলিঙ্গন । ৭০ ।

(১) ‘গণিকা’—বেশ্যা ।

(২) ‘শত্রুপক্ষে ঠিক তার বিপরীত’—অর্থাৎ শত্রু রাজার পাত্র, মিত্র, প্রজা ও সৈন্ত সকলেই যখন
আপন রাজার উপর অত্যন্ত বিরক্ত থাকে ।

(৩) অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে যদি নিশ্চয়ই ভূসম্পত্তি লাভ করা যায়, বা মহোপকারী বন্ধুকে লাভ

রাজাহ—মস্ত্রিন্ মমোৎসাহভঙ্গং সৰ্ব্বথা মা কৃথাঃ । বিজিগীষু-
ৰ্বথা পরভূমিমাক্রামতি তথোপদিশ । গৃধ্রোহত্রবীৎ—দেব তৎ
কথয়ামি । কিন্তু তৎ অনুষ্ঠিতমেব ফলপ্রদম্ । তথা চোক্তম্ ।

কিং মস্ত্রেণাহননুষ্ঠানে শাস্ত্রবৎ পৃথিবীপতেঃ ।

ন হ্যৌষধিপরিক্রানাদ্ ব্যাধেঃ শাস্তিঃ কচিদ্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

রাজাদেশশ্চাহনতিক্রমণীয় ইতি যথাক্রমং নিবেদয়ামি ।
শৃণু দেব ।

নদ্যজিবনভূর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং নৃপ ।

তত্র তত্র চ সেনানীর্থায়াদ্ ব্যূহীকৃতৈর্বলৈঃ ॥ ৭২ ॥

বলাধ্যক্ষঃ পুরো যাযাৎ প্রবীরপুরুষান্বিতঃ ।

মধ্যে কলত্রং স্বামী চ কোষঃ ফল্গু চ যদ্ বলম্ ॥ ৭৩ ॥

রাজা কহিল,—মস্ত্রিন্! এই যুদ্ধবিষয়ে কদাচ আমার উৎসাহ ভঙ্গ
করিও না। বিজিগীষু রাজা (১) যেরূপে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করে আমাকে
তাহাই উপদেশ দেও। গৃধ্র কহিল,—মহারাজ! বলিতেছি শুনুন। কিন্তু তদনুরূপ
কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে সে সকল উপায় ফলপ্রদ হয় না। কথিতও আছে যে,—

অনুষ্ঠান বিনা কিবা ফল মন্ত্রণায়? ঔষধের নামে কত্ রোগ কি পলায়? (২) ৥৭১

মহারাজের আজ্ঞা অনুমত্বনীয়, অতএব আমি ঐ সকল উপায় শাস্ত্রানুসারে
বলিতেছি। মহারাজ! শুনুন।

নদ, নদী, দুর্গ, কিম্বা পর্বত, কানন, যে যে স্থানে আছে কোনো শঙ্কার কারণ ;
সে সে স্থানে সেনাপতি করিবে গমন, ব্যূহ সাজাইয়া সঙ্কে লয়ে সৈন্যগণ ৥ ৭২ ৥
বলাধ্যক্ষ (৩) সর্ব্ব অগ্রে করিবে গমন, সঙ্কেতে চলিবে তার মহাবীরগণ ;

করা যায়, অথবা বহু ধন লাভ করা যায়, তবেই রাজা যুদ্ধ করিবে, নতুবা অনর্থক যুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে
না, কেন না যুদ্ধে অকারণ নরহত্যা ও স্বপক্ষের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে।

(১) 'বিজিগীষু'—যে রাজা নিজ অধিকার, প্রভুত্ব বা কীর্ত্তি বিস্তার করিবার জন্য অন্য রাজাকে
জয় করিতে প্রযুক্ত হয়।

(২) যেমন রোগের প্রকৃত ঔষধ হিঁর করিলেই রোগশাস্তি হয় না, সেই ঔষধ যথানিয়মে সেবন
করিতে হয়, তেমনি কোনও বিষয়ের মন্ত্রণা হিঁর করিলেই সেই বিষয়টি সফল হয় না, সেই মন্ত্রণা
অনুসারে কার্য্য করিতে হয়।

(৩) 'বলাধ্যক্ষ'—বাহার উপর সৈন্তের তত্ত্বাবধানের ভার, সেনাপতির সহকারী।

পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্চা অশ্বানাং পার্শ্বতো রথাঃ ।
 রথানাং পার্শ্বতো নাগা নাগানাং চ পদাতয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
 পশ্চাৎ সেনাপতির্যায়াৎ খিন্নানাশ্বাসয়ঙ্কনৈঃ ।
 মল্লিভিঃ স্তভটেষুক্তঃ প্রতিগৃহ্য বলং নৃপঃ ॥ ৭৫ ॥
 সমেয়াদ্ বিষমং নাগৈর্জলাঢ্যং সমহীধরম্ ।
 সমমশ্বের্জলং নৌভিঃ সর্ষভৈব পদাতিভিঃ ॥ ৭৬ ॥
 হস্তিনাং গমনং প্রোক্তং প্রশস্তং জনদাগমে ।
 তদন্যত্র তুরঙ্গাণাং পত্নীনাং সর্ষভৈব হি ॥ ৭৭ ॥
 শৈলেষু দুর্গমার্গেষু বিধেয়ং নৃপরক্ষণম্ ।
 স্বযোধৈ রক্ষিতম্যাহপি স্বপনং যোগিনিদ্রয়া ॥ ৭৮ ॥
 নাশয়েৎ কর্ষয়েচ্ছত্রুন্ দুর্গকণ্টকমর্দনৈঃ ।
 পরদেশপ্রবেশে চ কুর্যাদাটবিকান্ পুরঃ ॥ ৭৯ ॥

রাজা, ভার্য্যা, কোষ (১) আর দুর্কল বে জ্ঞান, মধ্যভাগে রাখি তার করিবে রক্ষণ । ৭৩।
 হুই পার্শ্বে অশ্বারোহী করিবে গমন, তার পার্শ্বে গমন করিবে রথিগণ ;
 রহিবে রথীর পার্শ্বে মাতঙ্গ সকল, চলিবে তাহার পার্শ্বে পদাতিকদল । ৭৪ ।
 খিন্ন (২) সৈন্যগণে দিয়া আশ্বাসবচন, পশ্চাতে সেনানী ধীরে করিবে গমন ;
 দল বল মজ্জী আর মহাবীরগণ, সঙ্গে লয়ে রাজা শেষে করিবে গমন । ৭৫ ।
 শৈলে জলে সমাকীর্ণ উচ্চ নীচ স্থান, হস্তী লয়ে সে সকলে করিবে প্রয়াণ ;
 নৌকা চালাইবে জলে, অথ সমতলে (৩), সর্ষভই চালাইবে পদাতিক দলে । ৭৬।
 প্রশস্ত হস্তীর যাত্রা বর্ষার সময়, বর্ষা ফুরাইলে অশ্বযাত্রা শুভ হয় ;
 যে সময়ে যে যে স্থানে হবে প্রয়োজন, পট্টাতিক সর্ষভকালে করিবে গমন । ৭৭ ।
 পর্কটে, দুর্গম পথে, সঙ্কটের স্থানে, রাজাকে করিবে রক্ষা অতি সাবধানে ;
 হইলেও সুরক্ষিত নিজ সৈন্যগণে, যোগী ভুল্য নিদ্রা রাজা যাবে সচেতনে (৪) । ৭৮।
 সমস্ত কণ্টক দুর্গ করি' বিমর্দন, উৎখাত করিবে রাজা শত্রুসৈন্যগণ ;

(১) 'কোষ'—ধনাগার, প্রয়োজনমত ব্যয়ের উপযোগী অর্থ ।

(২) 'খিন্ন'—ভয়ে, পথভ্রমে বা অন্তবিধ কষ্টে পীড়িত ।

(৩) 'অথ সমতলে'—অর্থাৎ সমতল স্থলভাগে অথসৈন্য চালাইবে ।

(৪) যাহারা যোগ অভ্যাস করে তাহারা কদাচ গাঢ় নিদ্রা যায় না, সজাগ হইয়া নিদ্রা যায়, রাজ্যও বিপদের আশঙ্কা হলে যোগীর জ্ঞান সজাগ হইয়া নিদ্রা যাইবে ।

যত্র রাজা তত্র কোষো বিনা কোষং ন রাজতা ।

স্বভটেভ্যস্ততো দদ্যাৎ কোহি দাতুর্ন যুধ্যতে ॥ ৮০ ॥

যতঃ । ন নরস্য নরো দাসঃ কিন্তু বিভস্য ভূপতে ।

গৌরবং লাঘবং চাহপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥ ৮১ ॥

অভেদেন চ যুধ্যেষু রক্ষেষুচ পরস্পরম্ ।

ফলশ্চ সৈন্যং চ যৎ কিঞ্চিন্মধ্যে ব্যুহস্য কারয়েৎ ॥ ৮২ ॥

পদাতীংশ্চ মহীপালঃ পুরোহনীকস্য যোজয়েৎ ।

উপরুধ্যাহরিমাসীত রাষ্ট্রং চাহস্যোপপীড়য়েৎ ॥ ৮৩ ॥

শ্রন্দনাশ্চৈঃ সমে যুধ্যতাহনুপে নৌদ্বিপৈস্তথা ।

বৃক্ষশ্চান্নাবৃতে চাটৈরসিচর্শ্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৮৪ ॥

দুষয়েচ্চাহস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্ ।

ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারান্ পরিখাস্তথা ॥ ৮৫ ॥

আটবিক সৈন্যাগণে করি অগ্রসর, প্রবেশ করিবে শত্রু-রাজ্যের ভিতর (১) । ৭৯ ।

যথা রাজা তথা যেন রাজকোষ রয়, কোষ বিনা রাজার রাজত্ব নাহি হয় ;

তুষ্টিবে স্ববোধগণে সদা অর্থ দিয়া, সকলেই যুদ্ধ করে অর্থের লাগিয়া । ৮০ ।

মহুষ্যের দাস কভু মহুষ্য না হয়, মহুষ্য অর্থের দাস জানিবে নিশ্চয় ;

এ ভবে গৌরব যত অর্থের প্রভাবে, অগৌরব যত কিছু অর্থের অভাবে । ৮১ ।

একপ্রাণ হয়ে সবে করিবে সমর, একপ্রাণ হইয়া রক্ষিবে পরস্পর ;

দেখিবে যে সব সৈন্য অসার দুর্বল, রাখিবে ব্যূহের মধ্যস্থলে সে সকল । ৮২ ।

নরপতি আপনার পদাতিক দল, ব্যূহমুখে নিয়োজিত করিবে সকল ;

শত্রুদুর্গ অবরোধ করিয়া রহিবে, নানারূপে শত্রুরাজ্য পীড়ন করিবে । ৮৩ ।

যুষ্টিবে নৌকায় গজে জলাকীর্ণ স্থলে, অশ্রে রথে সংগ্রাম করিবে সমতলে ;

ধনু, শর, অসি, চর্ম্ম করিয়া ধারণ, বৃক্ষশ্চান্নাবৃত স্থলে করিবেক রণ । ৮৪ ।

তৃণ, কাষ্ঠ, অন্ন, পান, যা কিছু দেখিবে, শত্রুর সে সব দ্রব্য দূষিত করিবে ;

তড়াগাদি জলাশয়, পরিখা, প্রাকার, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব দিবে ছারেখার । ৮৫ ।

(১) 'কটক'—কৃত্র শত্রু, পথের বিঘ্ন বিপত্তি। কোনও কোনও মূল পুস্তকে 'কটক' স্থলে 'কটক' এই পাঠ আছে। 'কটক' অর্থাৎ সেনানিবেশ ছাউনি। 'আটবিক'—অরণ্যবাসী অসভ্য জাতি। ইহার বন জঙ্গল পর্ব্বত প্রভৃতি দুর্গম স্থান সকলের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। ইহার রাজার বৃত্তি ভোগ করে, রাজা অপরিচিত দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিলে ইহার অশ্রে অশ্রে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় ।

বলেষু প্রমুখো হস্তী ন তথাহৃশো মহীপতেঃ ।

নিজৈরবয়বৈরেব মাতঙ্গোহৃক্ষীযুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৬ ॥

বলমশ্বশচ সৈন্যানাং প্রাকারো জঙ্গমো মতঃ ।

তস্মাদনশ্বাধিকো রাজা বিজয়ী স্থলবিগ্রহে ॥ ৮৭ ॥

তথা চোক্তম্ ।

যুধ্যমাণা হয়ারুঢ়া দেবানামপি দুর্জয়াঃ ।

অপি দূরস্থিতা যেষাং বৈরিণো হস্তবর্তিনঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রথমং যুদ্ধকারিত্বং সমস্তবলপালনম্ ।

দিগ্ভাগাণাং বিশোধিত্বং পত্তিকর্ম্ম প্রচক্ষতে ॥ ৮৯ ॥

স্বভাবশূরমস্ত্রজ্ঞমবিরক্তং জিতশ্রমম্ ।

প্রসিদ্ধক্ষত্রিয়প্রায়ং বলং শ্রেষ্ঠতমং বিদুঃ ॥ ৯০ ॥

রাজার সৈন্যের মধ্যে হস্তীই প্রধান, অশ্ব রথ পাত্তি নহে হস্তীর সমান ;

আটটি অঙ্গই তার আট প্রহরণ, অকাতরে যুদ্ধে তাহে দুর্জয় বারণ (১) । ৮৬ ।

সুদৃঢ় প্রাকার তুল্য অশ্বসেনাগণ, স্থলপথে সর্বত্রই করয়ে রক্ষণ ;

প্রবল তুরগবল আছে যে রাজার, স্থলযুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ তার (২) । ৮৭ ।

যাত্রার সময় করে অশ্ব-আরোহণে, দেবতাও নাহি পারে তাহাদের সনে ;

অত্যন্ত দূরেও যদি বিপক্ষেরা রয়, সহজেই তাহাদের হস্তগত হয় । ৮৮ ।

যাত্রার অগ্রেই নিজ সৈন্য সমুদয়, সযতনে অবেক্ষণ করিবে নিশ্চয় ;

পদাতিক সেনাদল করিয়া গমন, পথের কণ্টক বত করিবে শোধন (৩) । ৮৯ ।

কঠোর কষ্টেও বাহা অচল অটল, শৌর্য্যশীল, অহুরক্ত, শস্ত্রে সুকুশল ;

আয় বাহে বহুসংখ্য ক্ষুদ্রবীর রয়, সর্বশ্রেষ্ঠ সেনা তাহা নীতিশাস্ত্রে কয় । ৯০ ।

(১) 'পত্তি'—পদাতিকসৈন্য। 'আটটি অঙ্গই তার' ইত্যাদি,—শুণ্ড, দুই দস্ত, চারি পদ, এবং মস্তক, এই আট অঙ্গই হস্তীর আটটি অস্ত্রের স্বরূপ, অর্থাৎ হস্তী নিজের এই আটটি অঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে ।

(২) 'সুদৃঢ় প্রাকার তুল্য'—প্রাকার অর্থাৎ দুর্গের চারিধারের সুদৃঢ় প্রাচীর। দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর যেরূপ দুর্গস্থ সৈন্যকে রক্ষা করে, স্থলযুদ্ধে অশ্বসৈন্যও সেইরূপ চারিধারে বেষ্টিত থাকিয়া মধ্যস্থিত সৈন্যদিগকে রক্ষা করে। দুর্গের প্রাকার অচল, কিন্তু অশ্বসৈন্যরূপ প্রাকার আবশ্যকমত চলিতে পারে, এজন্য মূলে অশ্বসৈন্যকে 'জঙ্গম প্রাকার' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। 'জঙ্গম'—গতিশীল, অর্থাৎ বাহা হস্তীকাদি নিশ্চিত প্রাকারের নাম অচল নহে ।

(৩) 'পথের কণ্টক' অর্থাৎ গমনপথের বিঘ্নজনক বন প্রদল গভূতি বাহা কিছু আছে সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থান সুগম করিবে ।

যথা প্রভুকৃতান্মানাদ্ যুধ্যন্তে ভূবি মানবাঃ ।
 ন তথা বহুভির্দৈর্ভৈর্দ্রবিণৈরপি ভূপতেঃ ॥ ৯১ ॥
 বরমল্লবলং সারং ন বহ্বী মুণ্ডমণ্ডলী ।
 কুর্য্যাদসারভঙ্গো হি সারভঙ্গমপি স্ফুটম্ ॥ ৯২ ॥
 অপ্রসাদোহনধিষ্ঠানং দেয়াংশহরণং চ যৎ ।
 কালযাপোহপ্রতীকারস্তত্র বৈরাগ্যকারণম্ ॥ ৯৩ ॥
 অপীড়য়ন্ বলং শত্রুন্ জিগীষুরভিষণয়েৎ (ক) ।
 স্ত্বখসাধ্যং দ্বিষাং সৈন্যং দীর্ঘযানপ্রপীড়িতম্ ॥ ৯৪ ॥
 দায়াদাদপরো মন্ত্রী নাহস্তি ভেদকরো দ্বিষাম্ ।
 তস্মাদ্ভূত্থাপয়েদ্ যত্নাদ্ দায়াদং তস্মা বিদ্বিষঃ ॥ ৯৫ ॥

আপনি নৃপতি যদি বাড়াইয়া মান, সবার হৃদয়ে করে উৎসাহ-বিধান ;
 তবে তাহে সৈন্যগণ যুঝিবে যেমন, বহু ধন দিলেও না যুঝিবে তেমন । ৯১ ।
 বিস্তর অসার সৈন্য থাকা ভাল নয়, অল্প সৈন্য সেও ভাল দক্ষ যদি হয় ;
 কেন না অসার সৈন্য ভঙ্গ দিলে রণে, সুদ্ধক্ষ সৈন্যও ভঙ্গ দেয় তার সনে । ৯২ ।
 প্রভু যদি সৈন্য নাহি করে অবেক্ষণ, প্রসন্নতা যদি নাহি করে প্রদর্শন ;
 সৈন্যের লভ্যাংশ যদি করয়ে হরণ, সময়ে কর্তব্য যদি না করে পালন ;
 বিপদে সবারে যদি না করে রক্ষণ, তবে অহুরক্ত নাহি থাকে সৈন্যগণ । ৯৩ ।
 পথ-কষ্টে সৈন্য যদি নিপীড়িত হয়, সহজে বিপক্ষ তারে করে পরাজয় ;
 অতএব নিজ সৈন্য না করি পীড়ন, শত্রুসেনা জিগীষু করিবে আক্রমণ । ৯৪ ।
 দায়াদ গৃহের ভেদ ঘটায় যেমন, অন্য জনে নাহি পায়র সে কার্য্য তেমন ;
 অতএব বিপক্ষের যাহারা দায়াদ, ঘটাবে তাদের সনে তাহার বিবাদ (১) । ৯৫ ।

(ক) ‘অভিষণয়েৎ’—সেনয়া সহ শত্রুসমীপে গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ । “যৎ সেনয়াহ-ভিগমনম্ অরৌ তদভিষণনম্” ইত্যমরঃ ।

(১) পুত্র, জাতা বা অন্ত্যস্ত জাতি, অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিধর বিভবের কোনও প্রকার উত্তরাধিকার-সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে ‘দায়াদ’ বলে । ঈর্ষায় ও বিষয়লোভে দায়াদের সহজেই ধনীর গৃহ-শত্রু হইয়া থাকে । শত্রুপক্ষীয় রাজার এই সকল দায়াদকে গোপনে প্রমোজন দেখাইয়া তাহার ঐতিকূলে উত্তেজিত করিবে, কারণ শত্রুর পুত্র, জাতা ও জাতি প্রভৃতি আত্মীয়গণকে গোপনে হাত করিতে পারিলে সেই শত্রুকে আক্রমণ ও জয় করা অতি সহজ হয় ।

সক্ষায় যুবরাজেন যদি বা মুখ্যমন্ত্রিণা ।

অন্তঃপ্রকোপনং কার্যমভিযোক্তুঃ স্থিরাভূনঃ ॥ ১৬ ॥

ক্রুরং মিত্রং রণে চাহপি ভঙ্গং দস্তাহভিঘাতয়েৎ ।

অথবা গোত্রহাকৃত্যা তন্মুখ্যাশ্রিতবন্ধনাৎ ॥ ১৭ ॥

স্বরাষ্ট্রং বাসয়েদ্রাজা পরদেশাপহারণাৎ ।

অথবা দানমানাভ্যাং বাসিতং ধনদং হি তৎ ॥ ১৮ ॥

অথবা কিং বহুনোদিতেন ।

আত্মোদয়ঃ পরপ্লানির্দ্বয়ং নীতিরিতীয়তী ।

তদুরীকৃত্য কৃতিভির্বাচম্পত্যং প্রতায়তে ॥ ১৯ ॥

রাজ্ঞা বিহস্তোক্তম্—সর্বং সত্যমেতৎ । কিন্তু ।

যুবরাজে কিম্বা মন্ত্রিবরে ভাঙ্গাইয়া, স্বপক্ষে আনিবে দৃঢ় কৌশল করিয়া ;

এরূপে শত্রুর গৃহে ঘটাইয়া ভেদ, জিগীষু বিপক্ষরাজে করিবে উচ্ছেদ (১) ১৬।

যে মিত্র সমরে করে শঠতা প্রকাশ, রণে ভঙ্গ দিয়াও করিবে তারে নাশ ;

তাহার গোধন আদি করিবে হরণ, তাহার স্বপক্ষগণে করিবে বন্ধন (২) ১৭।

দানে মানে ছলে বলে করি আনয়ন, স্বদেশে শত্রুর প্রজা করিবে স্থাপন ;

স্বরাজ্যে প্রজার বাস যতই হইবে, রাজার রাজ্যের আগ ততই বাড়িবে । ১৮।

অথবা আর অধিক কি বলিব, সার কথা এই যে,—

নিজের উদয় আর বিপক্ষের ক্ষয়; সমস্ত নীতির মর্ম্ম এ ছই বিষয় ;

এই ছই সার কথা করি' অঙ্গীকার, কৃতিগণ করে নিজ বাঞ্ছিতা বিস্তার । ১৯।

রাজ্ঞা হাস্য করিয়া কছিল,—এ কথা সত্য বটে । কিন্তু,—

(১) জ্যেষ্ঠপুত্র বা তদভাবে অন্য কোনও উত্তরাধিকারী, যিনি বৃদ্ধ রাজার জীবদ্দশায় রাজকাৰ্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'যুবরাজ' বলে । অনেক স্থলে যুবরাজ বা প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং রাজোখর হইবার লোভে রাজার সূত্নাকামনা করিয়া থাকেন । শত্রুপক্ষীয় রাজার যুবরাজ বা প্রধান মন্ত্রীর সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে তাঁহাকে আক্রমণ ও জয় করা অতি সহজ হয় ।

(২) মিত্রপক্ষীয় কোনও রাজা যুদ্ধে সহায়তা করিতে আসিয়া যুদ্ধকালে যদি শঠতা করে, তবে শত্রুর সহিত রণে ভঙ্গ দিয়াও রাজা অগ্রে সেই বিধাসম্বাতক কপট মিত্রকে বিনষ্ট করিবে, এবং ভ্রুপক্ষীয় সমস্ত লোককে বন্ধন করিবে, এবং তাহার বান, বাহন প্রভৃতি সর্ব্বই লুণ্ঠিয়া লইবে । কেননা, কপট মিত্র যুদ্ধকালে সন্ধে থাকিলে সর্ব্বনাশ ঘটাবার সম্ভাবনা ।

অন্যদৃচ্ছ্ অলং সত্ত্বমন্যচ্ছান্ত্রনিযন্ত্রিতম্ ।

সামান্যধিকরণ্যং হি তেজস্টিমিরয়োঃ কুতঃ ॥ ১০০ ॥

তত উথায় রাজা মৌহুর্ভিকাবেদিতলগ্নে প্রস্থিতঃ । অথ
প্রণিধিপ্রহিতশ্চরো হিরণ্যগর্ভসমীপমাগত্য প্রণম্যোবাচ—দেব
সমাগতপ্রায়ো রাজা চিত্রবর্ণঃ । সংপ্রতি মলয়পর্বতোপত্যকায়াং
সমাবাসিতকটকো বর্ততে । দুর্গশোধনং প্রতিক্ষণমনুসঙ্ঘাতব্যম্ ।
যতোহসৌ গৃপ্তো মহামন্ত্রী । কিঞ্চ কেনচিৎ সহ তস্মৈ বিশ্বাসকথা-
প্রসঙ্গেন এতদিস্তিতমবগতং ময়া যদনেন প্রাগেব কোহপ্যস্মদুর্গে
নিযুক্তঃ । চক্রবাকো ক্রতে—দেব কাক এবাহসৌ সন্তবতি ।

যখনি হইবে শত্রু বিপদে পতিত, তাকে আক্রমণ করা তখনি বিহিত ;
যদিও একরূপ বিধি নীতিশাস্ত্রে কয়, কিন্তু তাহা প্রবলের পক্ষে বিধি নয় ;
সাধারণপক্ষে যাহা শাস্ত্রের শাসন, প্রবলের পক্ষে তাহা নহে কদাচন ;
আলোকে আঁধারে ছয়ে যত ভেদ হয়, প্রবলে সামান্তে তত জানিবে নিশ্চয় (১)। ১০০।

পরে রাজা গাত্রোথান করিয়া দৈবজ্ঞ কর্তৃক নিরূপিত শুভলগ্নে যুদ্ধযাত্রা
করিল । অনন্তর গৃঢ়চরের প্রেরিত লোক হিরণ্যগর্ভের নিকট আসিয়া প্রণাম
করিয়া কহিল,—মহারাজ ! রাজা চিত্রবর্ণ আগতপ্রায় । তিনি এক্ষণে মলয়পর্বতের
উপত্যকায় শিবির সন্নিবেশ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন । আমাদের দুর্গের বিষয়ে
বিশেষরূপে তদ্বাবধান প্রতিক্ষণেই করা কর্তব্য, কারণ বিপক্ষের মন্ত্রী গৃপ্ত অত্যন্ত
বিচক্ষণ ব্যক্তি । আর সেই মন্ত্রী যখন কোনও লোকের সহিত বিশ্বস্তভাবে কথোপ-
কথন করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার আকার ইন্দ্রিতে বুঝিলাম যে ইতিপূর্বেই
বিপক্ষের নিযুক্ত কোনও লোক আসিয়া আমাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ।

(১) ১০০ নং মূল শ্লোক এবং ইহার পূর্ববর্তী ৯৯নং মূল শ্লোক মাঘকবির 'শিশুপালবধ' নামক
কাব্যের ২য় সর্গে আছে । ৯৯নং পূর্বশ্লোকের তাৎপৰ্য্য এই যে,—যখন স্বপক্ষের সর্বতোভাবে উন্নতির
অবস্থা এবং বিপক্ষের সর্বতোভাবে অবনতির অবস্থা দেখিলে, তখনই রাজা বিপক্ষকে আক্রমণ
করিবে । শত্রুরাজ্য আক্রমণবিষয়ে সাধারণ রাজাদিগের পক্ষে সমস্ত নীতিশাস্ত্রেরই এইরূপ ব্যবস্থা ।
১০০ নং শ্লোকের তাৎপৰ্য্য এই যে,—সাধারণ রাজাদিগের পক্ষে সমস্ত নীতিশাস্ত্রের একরূপ ব্যবস্থা
থাকিলেও তাহা অসাধারণ তেজস্বী রাজার পক্ষে কদাচ ব্যবস্থা হইতে পারে না । কেন না, স্বর্গা-
লোকে ও অন্ধকারে যত প্রভেদ, সাধারণ রাজার ও অসাধারণ তেজস্বী রাজার তত প্রভেদ । অতএব,
অন্ধকারের পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহা যেমন আলোকের পক্ষে খাটে না, তেমনি সাধারণ রাজার পক্ষে যে
ব্যবস্থা, তাহাও অসাধারণ তেজস্বী রাজার পক্ষে খাটে না ।

রাজাহ—ন কদাচিদেতৎ । যদ্যেবং তদা কথং তেন শুকস্যাভি-
ভবায়োদ্যোগঃ কৃতঃ । অপরং চ শুকস্যাগমনান্তস্য বিগ্রহোৎসাহঃ ।
স চ চিরাদত্রাস্তে । মন্ত্রী বদতি—তথাপ্যাগস্তকঃ শঙ্কনীয়ঃ । রাজাহ
—আগস্তকা অপি প্রত্যাপকারকারিণো দৃশ্যন্তে ॥ শৃণু ।

পরোহপি হিতবান্ বন্ধুবন্ধুরপ্যাহিতঃ পরঃ ।

অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ॥ ১০১ ॥

অপরং চ । আসীদ্ বীরবরো নাম শূদ্রকস্য মহীপতেঃ ।

সেবকঃ স্বল্পকালেন স দর্দো স্ততমাত্মনঃ ॥ ১০২ ॥

চক্রবাকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ রাজা কথয়তি । অহং পুরা
শূদ্রকস্য রাজ্ঞঃ ক্রীড়াসরসি কপূ'রকেলিনাম্নো রাজহংসস্য পুত্র্যা
কপূ'রমঞ্জরীয়া সহায়নুরাগবানভবম্ । তত্র বীরবরো নাম রাজপুত্রঃ
কুতশ্চিদ্দেশাদাগত্য রাজদ্বারমুপাগম্য প্রতীহারমুবাচ—অহং বর্ত-
নার্থী রাজপুত্রঃ । মাং রাজদর্শনং কারয় । ততস্তেনাহসৌ রাজদর্শনং

চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! সেই মেঘবর্ণ নামক কাককেই আমি বিপক্ষের লোক
বলিয়া আশঙ্কা করি । রাজা কহিল,—তাহা কখনই সম্ভব নহে । যদি তাহাই
হইবে, তবে সে তখন বিপক্ষদূত শুককে মারিতে উদ্যত হইবে কেন ? আরো
দেখ ! শুক আসাতেই ত যুদ্ধবিষয়ে সে উৎসাহ প্রকাশ করিল । আর, সে
এস্থানে বহুদিন রহিয়াছে । মন্ত্রী কহিল,—তথাপি আগস্তক বলিয়া তাহাকে শঙ্কা
করা উচিত । রাজা কহিল,—আগস্তকেরাও প্রত্যাপকার সাধন করিয়া থাকে ।
দেখ !—

পরও আত্মীয় হয় করে যদি হিত, আত্মীয়ও পর হয় করিলে অহিত ;

আপন দেহের ব্যাধি সেও ইষ্ট নয়, বনের ঔষধ দেখ ! সেও ইষ্ট হয় । ১০১ ।

আরো, --

বীরবর নামে ভৃত্য শূদ্রকের ছিল, স্বল্পদিনে প্রভুকার্ধ্যে গুত্রে বলি দিল । ১০২ ।

চক্রবাক জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? রাজা বলিল । আমি পূর্বে শূদ্রক রাজার
ক্রীড়া-সরোবরে কপূ'রকেলি নামক রাজহংসের কন্যা কপূ'রমঞ্জরীর সহিত পরম
প্রণয়সুখে বাস করিয়াছিলাম । একদিন বীরবর নামক এক রাজপুত্র কোনও
দূরদেশ হইতে আসিয়া শূদ্রক রাজার দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতীহারীকে বলি-
লেন,—আমি রাজপুত্র, চাকুরির জন্য আসিয়াছি, আমার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ

কারিতো ক্রতে—দেব যদি ময়া সেবকেন প্রয়োজনমস্তি তদাহস্ব-
 স্বৰ্ত্তনং ক্রিয়তাম্ । শূদ্রক উবাচ—কিং তে বৰ্ত্তনম্ । বীরবরে-
 ণোক্তম্—প্রত্যহং স্ববর্ণশতচতুষ্টয়ম্ । রাজাহ—কা তে সামগ্রী ।
 বীরবরো ক্রতে—দৌ বাহু তৃতীয়শ্চ খড়্গঃ । রাজাহ—নৈত-
 চ্ছক্যম্ । তৎ শ্রুত্বা বীরবরঃ প্রণম্য চলিতঃ । অথ মন্ত্রিভিরুক্তম্
 —দেব দিনচতুষ্টয়স্য বৰ্ত্তনং দত্ত্বা জ্ঞায়তামস্য স্বরূপং কিমুপ-
 যুক্তোহয়মেতাবস্বৰ্ত্তনং গৃহ্নাত্যনুপযুক্তো বেতি । ততো মন্ত্রিবচ-
 নাদাহুয় তাম্বুলং 'দত্ত্বা তদবৰ্ত্তনং দত্ত্বান্ ।

করাও । প্রতীহারী তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলে, তিনি বলিলেন,—
 মহারাজ ! যদি আমাকে চাকর রাখেন, তবে আমার বেতনের বিষয় স্থির কবন ।
 শূদ্রক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বেতন কত ? । বীরবর কহিলেন,—প্রত্যহ
 চারি শত স্বর্ণমুদ্রা । রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—তোমার কার্যসাধনের উপকরণ কি ? ।
 বীরবর বলিলেন,—আমার দুই বাছ ও খড়্গ, এই তিনটিমাত্র । রাজা বলিলেন,—
 আমি অত বেতন দিতে পারিব না । তাহা শুনিয়া বীরবর প্রণাম করিয়া প্রস্থান
 করিলেন । অনন্তর মন্ত্রীরা কহিলেন,—মহারাজ ! আপাততঃ চারিদিনের বেতন
 দিয়া উহার গুণ পরীক্ষা করুন, দেখুন উনি ঐরূপ বেতন পাইবার উপযুক্ত কি না ।
 রাজা মন্ত্রিগণের কথা শুনি বীরবরকে ডাকাইয়া, তাঁহার হস্তে তাম্বুল দিলেন এবং
 তাঁহাকে সেই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলেন (১) ।

(১) পূর্বেকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, প্রভুরা কোনও ব্যক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করিবার সময়
 তাহার হস্তে বরণের চিহ্নরূপ তাম্বুল প্রদান করিতেন । কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত মূল
 শ্লোকটি অতিরিক্ত আছে । নিম্নে ঐ শ্লোক ও উহার অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

তাম্বুলং কটুতিক্তমুষ্ণমধুরং ক্ষারং কষায়াম্বিতম্

বাতস্বং কফনাশনং কৃমিহরং দৌর্গন্ধ্যদোষাপহম্ ।

বক্তৃস্যাভরণং মলাপহরণং কামাগ্নিসন্দীপনম্

তাম্বুলস্য সপ্তে ত্রয়োদশ গুণাঃ স্বর্গেহপ্যমী দুর্লভাঃ ॥

অনুবাদ,—

কটু, তিক্ত, উষ্ণগুণ, লবণ, কষায়, অপূর্ক মধুর রস আছেয়ে তাহায় ;
 বাতদোষ, কফদোষ, কৃমিদোষ হরে, মুখের দুর্গন্ধদোষ নিবারণ করে ;
 স্মরণিত করে ওষ্ঠ, মলদোষ হরে, দম্পতীর কামানল উত্তেজিত করে ;
 তাম্বুলে তেরটি গুণ একাধারে রয়, স্বর্গেও এসব গুণ মূলভ না হয় ।

বর্তনবিনিয়োগশ্চ রাজ্ঞা স্তনিভৃতং শনিক্রুপিতঃ । তদর্কং বীর-
বরেণ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তম্ । স্থিতস্যর্কং দুঃখিতেভ্যঃ ।
তদবশিষ্টং ভোজ্যব্যয়বিলাসব্যয়েন । এতৎ সর্কং নিত্যকৃত্যং
কৃত্বা রাজদ্বারমহর্নিশং খড়্গপাণিঃ সেবতে । যদা চ রাজা স্বয়মা-
দিশতি তদা স্বগৃহমপি যাতি । অথৈকদা কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং রাত্রৌ
সকরুণক্রন্দনধ্বনিং স রাজা শুশ্রাব । তৎ শ্রুত্বা রাজা ক্রতে—
কঃ কোহত্র দ্বারি তিষ্ঠতি । তদা তেনোক্কম্—দেব অহং বীর-
বরঃ । রাজোবাচ—ক্রন্দনানুসরণং ক্রিয়তাম্ । বীরবরোহপি
যথাজ্ঞাপয়তি দেব ইভ্যুক্তা চলিতঃ । রাজ্ঞা চিস্তিতম্—অয়মে-
কাকী রাজপুত্রো ময়া সূচিভেদ্যে তমসি প্রহিতঃ ।' নৈতদুচিতম্ ।
অহমপি গত্বা নিরুপয়ামি কিমেতদिति । ততো রাজাহপি খড়্গ-
মাদায় তদনুসরণক্রমেণ নগরদ্বারাদ্ বহির্নির্জগাম । ততো গত্বা
বীরবরেণ রুদতী রূপর্যোবনসম্পন্না সর্কালঙ্কারভূষিতা কাচিৎ স্ত্রী

বীরবর ঐ বেতন কিরূপে ব্যয় করেন, রাজা গোপনে তাহার অনুসন্ধান
লইলেন । বীরবর প্রতিদিনের বেতনের অর্দ্ধাংশ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান করিতেন,
অবশিষ্ট বেতনের অর্দ্ধাংশ দীনদুঃখীদিগকে দান করিতেন । শেষ যাহা থাকিত,
তাহা তিনি ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্যে ব্যয় করিতেন । তিনি এই সমস্ত নিত্যকর্ম
সমাপন করিয়া খড়্গধারণপূর্বক্ দিবানিশি রাজদ্বারে উপস্থিত থাকিতেন । রাজা অনু-
মতি না করিলে নিজ আবাসেও যাইতেন না । অনন্তর একদিন ঘোর কৃষ্ণচতুর্দশীর
রাত্রিকালে রাজা শুনিলেন—কে অতি পতীর করুণস্বরে রোদন করিতেছে । তাহা
শুনিয়া রাজা কহিলেন,—এই দ্বারদেশে এক্ষণে কোন্ কোন্ প্রহরী উপস্থিত
আছে ? তাহা শুনিয়া বীরবর কহিলেন,—মহারাজ ! আমি বীরবর উপস্থিত আছি ।
রাজা কহিলেন,—বীরবর ! ঐ রোদনধ্বনির অনুসন্ধান করিয়া আইস । বীরবরও
'যে আজ্ঞা মহারাজ !' এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন । বীরবর প্রস্থান
করিলে রাজা ভাবিলেন,—ঐ রাজপুত্রকে এই ঘেরাতর অন্ধকারে একাকী
পাঠাইয়া ভাল কাজ করিলাম না । অতএব আমিও যাইয়া অনুসন্ধান কার
ব্যাপারটা কি । অনন্তর রাজাও খড়্গ গ্রহণপূর্বক বীরবরের অনুসরণ করিলেন,
এবং ক্রমে নগরের দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিলেন । এদিকে বীরবর গিয়া দেখি-
লেন,—রূপর্যোবনসম্পন্না সর্কালঙ্কারভূষিতা এক রমণী রোদন করিতেছেন ।

দৃষ্টা পৃষ্ঠা চ—কা ত্বং কিমর্থং রোদিষীতি । ত্রিয়োক্তম্—অহ-
মেতস্য শূদ্রকস্য রাজলক্ষ্মীঃ । চিরাদেতস্য ভুজ্জছায়ায়াং মহতা
সুখেন বিশ্রান্তা । দেব্যা অপরাধেন তৃতীয়দিবসে রাজা পঞ্চত্বং
যাস্যতি । অহমনাথা ভবিষ্যামি । ইদানীং নাহত্র স্বাস্যামীতি
রোদিমি । বীরবরো ক্রতে—কথং পুনরিহাবাসো ভগবত্যা ভবতি ।
লক্ষ্মীরূবাচ—যদি ত্বমান্ননুঃ পুত্রস্য শক্তিদরস্য দ্বাত্রিংশলক্ষণো-
পেতস্য মস্তকং স্বহস্তেন ছিত্বা ভগবত্যাঃ সর্বমঙ্গলায়া উপহারং

দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে ? কি জন্যই বা রোদন
করিতেছেন ? । সেই নারী উত্তর করিলেন,—আমি এই শূদ্রক রাজার রাজলক্ষ্মী ।
আমি ইহঁার ভুজবীর্ষ্যের আশ্রয়ে বহুকাল পরম সুখে বিশ্রাম করিতেছিলাম ।
দেবী সর্বমঙ্গলার নিকট অপরাধ করায় রাজা আজি হইতে তিন দিনের দিন
কালগ্রামে পতিত হইবেন । আমি ইহঁার বিরহে অনাথা হইব । এক্ষণে ইহঁার
আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই আমি রোদন করিতেছি । বীরবর
কহিলেন,—ভগবতি ! কি উপায়ে আপনি পুনরায় এখানে স্থায়ী হইতে পারেন ?
লক্ষ্মী কহিলেন,—যদি তুমি বত্রিশটি শুভলক্ষণে সমন্বিত (১) তোমার একমাত্র পুত্র
শক্তিদরের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া ভগবতী সর্বমঙ্গলাকে উপহার দিতে পার,

(১) ‘বত্রিশটি শুভলক্ষণে সমন্বিত’—মহাপুরুষের শরীরে ৩০টি শুভলক্ষণ থাকে ; যথা;—(১)
নেত্রপ্রান্ত, (২) পাদ, (৩) করতল, (৪) ভালু, (৫) অধরোষ্ঠ, (৬) জিহ্বা, (৭) নথ,—এই সাতটি অঙ্গ
রক্তবর্ণ হইবে । (১) বক্ষস্থল, (২) স্কন্ধ, (৩) নথ, (৪) নাসিকার, (৫) কটিদেশ, (৬) মুখ,—এই ছয়টি
অঙ্গ উন্নত হইবে । (১) কটি বা মস্তক, (২) ললাট, (৩) বক্ষস্থল,—এই তিনটি অঙ্গ বিস্তৃত হইবে ।
(১) গ্রীবা, (২) জজ্ঞা, (৩) লিঙ্গ,—এই তিন অঙ্গ খর্ক হইবে । (১) নাভি, (২) কণ্ঠধর, (৩) শ্ৰতাব—এই
তিনটি গষ্ঠীর হইবে । (১) নাসা, (২) ভুজ, (৩) নেত্র, (৪) হস্ত অর্থাৎ চোদ্দালি, (৫) জাহু,—এই
পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ হইবে । (১) ত্বক্, (২) কেশ, (৩) রোম, (৪) দন্ত, (৫) অঙ্গুলিপর্ক,—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম
হইবে । সর্বশুদ্ধ এই বত্রিশ স্থলক্ষণ মহাপুরুষে লক্ষিত হয়, ইহা সামুদ্রিকশাস্ত্রে কথিত আছে ।
যথা—“পঞ্চস্থলঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ । ত্রি-ত্ৰসু-পৃথু-গষ্ঠীরো দ্বাত্রিংশলক্ষণো মহান” । ইতি ।
“রাগঃ সপ্তহু হস্ত ষট্ৰুপি শিশোরঙ্গেশলঃ তুঙ্গতা বিস্তারত্রিষু খর্কতা ত্রিষু তথা গষ্ঠীরত্ৰি-
দৈর্ঘ্যং পঞ্চসু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সৎপ্রক্ষাতে সূক্ষ্মতা দ্বাত্রিংশলক্ষণঃ কথমনৌ গোপেণু সন্তাব্যতে” ।
ইতি শ্রীহরভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ । “সপ্তহু নেত্রাস্তপাদকরতলতাভধরোষ্ঠজিহ্বানথেষু । ষট্ৰু বক্ষঃস্কন্ধ-
নখনাসিকাকটিমুখেষু । ত্রিষু কটিললাটবক্ষঃসু । কেচিৎ কটিহানে শিরঃ পঠান্ত । পুনত্রিষু গ্রীবাজজ্ঞা-
সেহলেষু । পুনত্রিষু নাভিধরসেহেষু । পঞ্চসু নাসাত্ত্রগনেত্রহস্তজাহুসু । পুনঃ পঞ্চসু ত্বক্শিরোমদন্তাঙ্গুলি-
পর্কসু । ইতি শ্রীদীপগোশ্বামিকৃতা দুর্গসঙ্গমনীনায়ায়ী টীকা ।

করোষি তদা রাজা শতানুর্ভবিষ্যতি অহং চ সূচিরং সূখং নিবসামি ।
ইত্যুক্ত্বাহৃদশ্যাভবৎ । ততো বীরবরেণ স্বগৃহং গত্বা নিদ্রালসা
বধুঃ প্রবোধিতা পুত্রশ্চ । তৌ নিদ্রাং পরিত্যজ্যোপবিষ্ঠৌ ।
বীরবরস্তৎ সর্বং লক্ষ্মীবচনমুক্তবান্ । তৎ শ্রুত্বা শক্তিদরঃ মানন্দং
ক্রতে—ধন্যোহহমেবস্তুতঃ স্বামিরাজ্যরক্ষার্থং যস্যোপযোগঃ । তাত
তৎ কোহধুনা বিলম্বঃ । কদাপি তাবদেবংবিধে কশ্ম্মণি এতস্য
দেহস্য বিনিয়োগঃ শ্লাঘ্যঃ । যতঃ ।

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ।

তন্নিমিত্তো বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ১০৩ ॥

শক্তিদরস্য মাতা ক্রতে—অস্মৎকুলোচিতং যদ্যেবং ন
কর্তব্যং তদা গৃহীতরাজবর্ডনস্য নিন্তারঃ কথং ভবতি । ইত্যালোচ্য
সর্বৈব সর্বমঙ্গলায়তনং গতাঃ । তত্র সর্বমঙ্গলাং সম্পূজ্য বীরবরো

তাহা হইলে রাজারও শতবর্ষ পরমায়ু হয়, আমিও এখানে চিরকাল সুখে বাস
করিতে পারি । লক্ষ্মী ইহা বলিয়াই অস্তর্ধান হইলেন । অনন্তর বীরবর গৃহে
যাইয়া নিদ্রাভিত্ত পত্নী ও পুত্রকে জাগরিত করিলেন । তাঁহারা নিদ্রা ত্যাগ
করিয়া উঠিয়া বসিলে, বীরবর লক্ষ্মীর সেই সমস্ত কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন ।
তাহা শুনিয়া শক্তিদর পরমানন্দে কহিলেন,—আহা ! ধন্য আমার জীবন !
আমি আজি এ জীবন প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যরক্ষার্থে প্রদান করিয়া সার্থক
করিব ! । তবে পিতঃ ! আর এ কার্যে বিলম্ব কি ? এই দেহ দান করিয়া কখনও
যদি এরূপ মহৎকার্য সাধন করিতে পারা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা আর গৌরবের
বিষয় কি আছে ? । কারণ,—

পরহিতে ধনপ্রাণ য়েই জন করে দান,

তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি জানিবে নিশ্চয় ;

চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে,

সুকার্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয় । ১০৩ ।

শক্তিদরের জননী কহিলেন,—যদি আমরা আমাদের কুলোচিত এই ধর্ম
পালন না করি, তবে আমরা যে রাজার বেতন গ্রহণ করিয়াছি, সে ঋণ হইতে
কিসে পরিত্রাণ পাইব ? । এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে
গমন করিলেন । তথায় সর্বমঙ্গলাকে যথাবিধানে পূজা করিয়া বীরবর কহিলেন,—

ক্রতে—দেবি প্রসীদ । বিজয়তাং শূদ্রকো মহারাজঃ । গৃহ্যতাময়-
মুপহারঃ । ইতুক্ত্বা পুত্রস্য শিরশ্চিচ্ছেদ । ততো বীরবরশ্চিন্তয়া-
মাস—গৃহীতরাজবর্তনস্য নিস্তারঃ কৃতঃ । অধুনা নিষ্পুত্রস্য মে
জীবনং বিড়ম্বনম্ । ইত্যালোচ্যাত্মনঃ শিরশ্চিচ্ছেদঃ । ততঃ
স্ত্রিয়াহপি স্বামিপুত্রশোকাকর্তয়া তদনুষ্ঠিতম্ । এতৎ সৰ্ব্বং শ্রদ্ধা
দৃষ্ট্বা চ রাজা সাস্চর্য্যং চিন্তয়ামাস ।

জায়ন্তে চ ত্রিয়ন্তে চ মদিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ ।

অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৪ ॥

এতৎপরিত্যক্তেন মম রাজ্যেনাহপি কিং প্রয়োজনম্ । ততঃ
স্বশিরশ্ছেত্ব মুগ্ধসিতঃ খড়্গঃ শূদ্রকোহপি । অথ ভগবত্যা সৰ্ব্ব-
মঙ্গলয়া প্রত্যক্ষভূতয়া রাজা করে ধৃত উক্তশ্চ—পুত্র প্রসন্নাহ্মি
তে । অলমলং সাহসেন । ইদানীং তে রাজ্যভঙ্গো নাস্তি । রাজা
সাক্ষাৎ প্রণম্যোবাচ—দেবি ন মে রাজ্যেন জীবিতেন বা প্রয়ো-
জনমস্তি । যদি ময্যানুকম্পা ক্রিয়তে তদা মমায়ুঃশেষেণাহপ্যয়ং

দেবি সৰ্ব্বমঙ্গলে ! প্রসন্ন হইউন, মহারাজ শূদ্রককে চিরবিজয়ী করুন, এই বলি
প্রহণ করুন । ইহা বলিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন । অনন্তর বীরবর
ভাবিলেন,—আমি ত মহারাজের ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম । এক্ষণে পুত্ররক্তে বঞ্চিত
হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা । এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ মস্তক ছেদন
করিলেন । তাঁহার পত্নীও পতিপুত্রের শোকে বিহ্বল হইয়া নিজ মস্তক ছেদন
করিলেন । রাজা সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—

আমা হেন ক্ষুদ্র নর হাজার হাজার, জন্মিছে মরিছে কত সংখ্যা নাহি তার ;

ইহাঁর সদৃশ কিন্তু পুরুষ-রতন, এ জগতে হয় নাই হবে না কখন । ১০৪ ।

এরূপ ভৃত্যের বিহনে আমার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি ? । ইহা ভাবিয়া
শূদ্রকও নিজ মস্তক ছেদন করিতে যেমন খড়্গ তুলিলেন, অমনি ভগবতী সৰ্ব্ব-
মঙ্গলা স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—বৎস ! ক্রান্ত হও,
ক্রান্ত হও, এরূপ সাহসের কার্য্য করিও না । আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ।
এক্ষণে আর তোমার রাজ্যনাশের আশঙ্কা নাই । রাজা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রণাম
করিয়া কহিলেন,—দেবি ! আমার রাজ্যে বা জীবনে প্রয়োজন নাই । যদি

সদারপুত্রো রাজপুত্রো জীবতু । অন্ত্যথাহং যথাপ্রাপ্তাং গতিং
গচ্ছামি । ভগবত্যাচ—পুত্র অনেন তে সন্তোৎকর্ষণে ভৃত্যবাৎস-
ল্যেন চ সর্বথা সন্তুষ্টাহস্মি । গচ্ছ বিজয়ী ভব । অয়মপি সপরি-
বারো রাজপুত্রো জীবতু । ইত্যুক্ত্বা দেবাদৃশ্যাহভবৎ । ততো
বীরবরঃ সপুত্রদারঃ প্রাপ্তজীবনঃ স্বগৃহং গতঃ । রাজাহপি তৈরল-
ক্ষিতঃ সত্বরমন্তঃপুরং প্রবিষ্টঃ । অথ বীরবরো দ্বারস্থঃ পুনর্ভূপা-
লেন পৃষ্ঠঃ সন্মুখাচ—দেব সা রুদতী স্ত্রী মামবলোক্যাহৃশ্যা-
হভবৎ । ন কাহপ্যন্তা বার্তা বিদ্যতে । তদ্বচনমাকর্ণ্য সন্তুষ্টো
রাজা শাশ্চর্য্যং চিন্তয়ামাস—কথময়ং শ্লাঘতাং মহাসত্বঃ । যতঃ ।

প্রিয়ং ক্রয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্মাদবিকথনঃ । ১

দাতা সৎপাত্রবর্ষী স্মাৎ প্রগন্ভঃ স্মাদনিষ্ঠুরঃ ॥ ১০৫ ॥

আমার প্রতি আপনি অনুকম্পা করেন, তবে স্ত্রীপুত্রের সহিত এই রাজপুত্রকে
আমার অবশিষ্ট পরমায়ু দান করিয়া পুনরায় জীবিত করুন । নতুবা, ইহাদেরও
যে গতি, আমারও সেই গতি । ভগবতী কহিলেন,—পুত্র ! আমি তোমার এই
অলৌকিক সাধুতায় ও ভৃত্যবাৎসল্যে তোমার উপর সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইরাছি ।
যাও বৎস ! তুমি চিরবিজয়ী হও । আর এই রাজপুত্রও (১) সপরিবারে জীবন লাভ
করুক । ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্ধান হইলেন । বীরবর স্ত্রীপুত্রের সহিত পুনরায়
জীবন লাভ করিয়া গৃহে গমন করিলেন । রাজাও তাঁহাদের অলক্ষিতভাবে দ্রুত-
পদে অন্তঃপুরে আগমন করিলেন । অনন্তর বীরবর পুনরায় রাজদ্বারে উপস্থিত
হইলে, রাজা তাঁহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করায়, বীরবর কহিলেন,—মহারাজ ! একটি
স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই অদৃশ হইলেন । ইহা
তিনি আর কোনও সংবাদ নাই । তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাজা অধিকতর প্রীত
ও বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—এরূপ মহাপুরুষ কখনই আত্মশ্লাঘা করিবেন না ।
কারণ,—

প্রিয়কথা কবে সদা হইয়া উদার, শূর হ'য়ে শ্লাঘা না করিবে আপনার ; (২)

দাতা হ'য়ে পাত্রে দান করিবে প্রচুর, সাহসী হইবে কিন্তু না হবে নিষ্ঠুর । ১০৫

(১) 'রাজপুত্র'—রজপুত্র । বীরবর রজপুত্রজাতীয় ছিলেন ।

(২) স্বাভাবিক হৃশীলতাগুণে সরল ও উদারভাবে সকলকে মিষ্ট কথা বলিবে, স্বার্থসিদ্ধির
উদ্দেশে কপট মিষ্ট কথা মুখে আনিবে না ।

এতন্মহাপুরুষলক্ষণমেতগ্নিন্ সৰ্ব্বমস্তি । ততঃ স রাজা প্রাতঃ
শিৰ্ষসভাং কৃৎস্বা সৰ্ব্ববৃত্তান্তং প্রস্তুত্যা প্রসাদাৎ তস্মৈ কৰ্ণাটরাজ্যং
দদৌ । তৎ কিমাগস্তুরেব বিরুদ্ধঃ । তত্রাপি উত্তমাধমমধ্যমাঃ
সস্তবস্তি । চক্রবাকো ক্রতে ।

যোহকার্য্যং কার্য্যবচ্ছাস্তি স কিং মন্ত্রী নৃপেচ্ছয়া ।

বরং স্বামিমনোদুঃখং তন্নাশো ন ত্বকার্য্যতঃ ॥ ১০৬ ॥

বৈদ্যো গুরুশ্চ মন্ত্রী চ যশ্চ রাজ্ঞঃ প্রিয়শ্চদঃ ।

শরীরধৰ্ম্মকোষেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে ॥ ১০৭ ॥

শৃণু দেব ।

পুণ্যাল্লকং যদেকেন তন্মহাপি ভবিষ্যতি ।

হত্বা ভিক্ষুং যতো মোহান্নিধার্থী নাপিতো মৃতঃ ॥ ১০৮ ॥

মহাপুরুষের এই সমস্ত লক্ষণই ইহাঁতে বিদ্যমান আছে । অনন্তর রাজা
প্রভাতে সমস্ত শিষ্টগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাজ্রির সমস্ত ঘটনা তাঁহাদের
নিকট প্রকাশ করিলেন, এবং রাজপ্রসাদস্বরূপ বীরবরকে কৰ্ণাটরাজ্য প্রদান
করিলেন । অতএব আগস্তক হইলেই কি অবিখ্যাতী হয় ? আগস্তকগণের
মধ্যেও ত আবার উত্তম মধ্যম অধম তিন প্রকার লোক থাকিতে পারে । চক্রবাক
কহিল,—

তুষ্টিতে রাজার মন যে বলে অহিত, সে জন মন্ত্রীর যোগ্য নহে কদাচিত ;
বিরক্ত হ'লেও তাঁরে স্তমন্ত্রণা দিবে, অকার্য্যে তথাপি তাঁরে তুষ্ট না করিবে । ১০৬
বৈদ্য, গুরু, আর মন্ত্রী, এই তিন জন, প্রিয়ভাবে সদা তোষে যে রাজার মন ;
অচিরেই সে রাজার জানিবে নিশ্চয়, দেহ, ধৰ্ম্ম, আর অর্থ, সব নষ্ট হয় (১) । ১০৭ ।

শুনুন মহারাজ !—

পুণ্যবলে যেই ধন লভে একজন, বিনা পুণ্যে অন্যে নাহি লভে সেই ধন ;
নির্কোষ নাপিত দেখ ! নিধির আশায়, ভিক্ষুক মারিয়া শেষে জীবন হারায় । ১০৮

(১) বৈদ্য যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্ত রোগের সময় তাঁহার কুপথ্য সেবনের ইচ্ছার অনুমোদন
করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার দেহ বিনষ্ট হয় । গুরু যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্ত তাঁহার পাপ-
শুদ্ধির অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার ধৰ্ম্ম বিনষ্ট হয় । মন্ত্রী যদি রাজার মনোরঞ্জনের
জন্ত তাঁহার অপব্যয় ও অত্যাচারের অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার ধন বিনষ্ট হয় ।

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । মন্ত্রী কথয়তি । অন্ত্যযোধ্যায়াং
 পুরি চূড়ামণিনাম ক্ষত্রিয়ঃ । তেন ধনার্থিনা মহতা কায়ক্লেশেন
 ভংগবাংশচন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণিচ্চিরমারাধিতঃ । ততঃ ক্ষীণপাপোহসৌ
 স্বপ্নে দর্শনং দত্ত্বা ভগবতঃ প্রসাদাৎ যক্ষেশ্বরেণাদিষ্টঃ—ভ্রমদ্য
 প্রাতরেব ক্ষৌরং কারয়িত্বা লগুড়হস্তঃ সন্ স্বগৃহদ্বারি নিভৃতং
 শ্বাস্তসি । ততো যমেবাগতং ভিক্ষুকং প্রাঙ্গণে পশ্যসি তং নির্দয়ং
 লগুড়প্রহারেণ হনিষ্যসি । ততোহসৌ ভিক্ষুকস্তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ-
 পূর্ণকলশো ভবিষ্যতি । তেন ত্বং যাবজ্জীবং সুখী ভবিষ্যসি । তদন-
 স্তরং তথাহনুষ্ঠিতে সতি তদ্রত্নম্ । ততঃ ক্ষৌরকরণায়ানীতেন
 নাপিতেন তৎসর্বমালোক্য চিন্তিতম্—অহো শিধিপ্রাপ্তেরয়মু-
 পায়ঃ । তদহমপ্যেবং কিং ন করোমি । ততঃ প্রভৃতি স নাপিতঃ
 ঐতিদিনং তথাবিধলগুড়হস্তঃ স্ননিভৃতং ভিক্ষুকাগমনমপেক্ষতে ।
 একদা তেন তথা প্রাপ্তো ভিক্ষুকো লগুড়েন ব্যাপাদিতঃ । তস্মাদ-

রাজা কহিল—সে কি প্রকার ? । মন্ত্রী বলিল । অযোধ্যানগরে চূড়ামণি নামে
 এক ক্ষত্রিয় ছিলেন । তিনি ধনের কামনায় বহুকাল কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার
 করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখর হরের আরাধনা করিলেন । তাহাতে তাঁহার সমস্ত হ্র-
 দৃষ্ট দূর হইল, এবং ভগবান্ মহাদেবের অঙ্গুগ্রহে যক্ষেশ্বর কুবেঁর তাঁহাকে স্বপ্নে এই
 প্রত্যাদেশ করিলেন যে,—তুমি আজি প্রাতঃকালেই ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিয়া
 লাঠি হস্তে লইয়া নিজ বাটীর দ্বারদেশে লুকাইয়া থাকিবে । পরে তোমার বাটীর
 প্রাঙ্গণে(১) কোনও ভিক্ষুককে আসিতে দেখিলেই তাহাকে নির্দয়ভাবে লাঠি মারিয়া
 বধ করিবে । সেই ভিক্ষুক অমনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপূর্ণ কলস হইবে । তুমি সেই
 সুবর্ণ পাইয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিবে । অনস্তর তিনি প্রাতঃকালে
 সেই স্বপ্নবৃত্তান্তের অঙ্গুরূপ কার্য করিয়া নিধি লাভ করিলেন । তিনি ক্ষৌরকেশ্বরের
 জন্য যে নাপিতকে আনিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল,—
 অহো ! এই ত নিধি লাভ করিবার উপায় । তবে আমিও কেন এই উপায়ে নিধি
 লাভ না করি ? । তদবধি সেই নাপিত ঐতিদিন সেইরূপ লাঠি হস্তে করিয়া
 ভিক্ষুকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত । একদিন সে একজন ভিক্ষুককে গৃহে
 আসিতে দেখিয়া লগুড়াঘাতে তাহাকে বধ করিল । সেই হত্যাপরোধে রাজপুকষেরা

(১) 'প্রাঙ্গণে'—উঠানে ।

পরাদাৎ সোহপি নাপিতো রাজপুরুষৈর্ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং
ব্রবীমি—“পুণ্যল্লকং যদেকেন”—ইত্যাদি । রাজাহ ।

পুরাবৃত্তকখোদনারৈঃ কথং নির্ণীয়তে পরঃ ।

কিং স্যাম্বিকারণো বন্ধুঃ কিং বা বিশ্বাসঘাতকঃ ॥১০৯॥

যাতু যাতু । প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাম্ । মলয়াধিত্যকায়াং সমা-
বাসিতো বর্ততে চিত্রবর্ণো নাম রাজা । তদধুনা কিং বিধেয়ম্ ।
মন্ত্রী বদতি—দেব আগতপ্রণিধিমুখাৎ শ্রুতম্ যন্মহামন্ত্রিণো গৃধ্র-
স্যোপদেশে চিত্রবর্ণেনাহনাদরঃ কৃতঃ । অতোহসৌ মূঢ়ো জেতুং
শক্যঃ । তথা চোক্তম্ ।

লুক্ঃ কুরোহলসোহসত্যঃ প্রমাদী ভীরুরস্থিরঃ ।

মূঢ়ো যোধাবমস্তা চ স্তথচ্ছেদ্যো রিপুঃ স্মৃতঃ ॥১১০॥

ততোহসৌ যাবদস্মদুর্গাবরোধং ন বিদধাতি তাবৎ নদ্যজ্জি-
বনবল্লস্তু তদ্বলানি হস্তং সারসাদয়ো নিযুজ্যস্তাং সেনাপতয়ঃ ।
তথা চোক্তম্ ।

তাহার প্রাণদণ্ড করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“পুণ্যবলে বেই
ধন লভে একজন”—ইত্যাদি । রাজা বলিল,—

আগস্তক মিত্র হয় কিম্বা শত্রু হয়, পুরাবৃত্ত-কথায় তা না হয় নির্ণয় । ১০৯ ।

যাক্, ও কথা ছাড়িয়া দেও । এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে কর্তব্য স্থির কর । রাজা
চিত্রবর্ণ মলয়পর্বতের অধিত্যকায় সৈন্য সন্নিবেশ পূর্বক অবস্থান করিতেছে ।
অতএব এক্ষণে কর্তব্য কি ? । মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ ! আগত গুচরের প্রমু-
খাৎ শুনিলাম যে, সেই মন্ত্রিপ্রবর গৃধ্রের উপদেশবাক্যে চিত্রবর্ণ অনাদর প্রদর্শন
করিয়াছে । অতএব ঐ মূর্খ রাজাকে জয় করা কঠিন হইবে না । কথিতও আছে
যে,—

লুক্, কুর, অলস, অসত্যর্পারায়ণ, অস্থির, প্রমত্ত, ভীরু, অবোধ যে জন ; (১)

আপন সৈন্যের প্রতি অবজ্ঞা যাহার, সেরূপ শত্রুর হয় সহজে সংহার । ১১০ ।

অতএব ঐ চিত্রবর্ণ আসিয়া আমাদের দুর্গ অবরোধ না করিতে করিতেই

(১) ‘লুক্’—অত্যন্ত লোভী । ‘কুর’—বৃশংস, মিটুর । ‘প্রমত্ত’—কর্তব্যে অমনোযোগী । ‘ভীরু’—

ভয়শীল অর্থাৎ যে স্বভাবত অলসকারণেই অত্যন্ত ভয় পায় ।

দীর্ঘবর্ষাপরিশ্রান্তং নদ্যাঙ্গ্রিবনসঙ্কুলম্ ।

ঘোরাগ্নিতয়সন্ত্রস্তং ক্ষুৎপিপাসাদ্বিতং তথা ॥ ১১১ ॥

প্রমত্তং ভোজনব্যগ্রং ব্যাধিহুর্ভিক্ষপীড়িতম্ ।

অসংস্থিতমভূয়িষ্ঠং রুষ্টিবাতসমাকুলম্ ॥ ১১২ ॥

পক্ষপাংশুজলাচ্ছন্নং স্তব্যস্তং দস্যুবিদ্রুতম্ ।

এবস্তুতং মহীপালঃ পরসৈন্যং বিঘাতয়েৎ ॥ ১১৩ ॥

অন্যচ্চ । অবক্ষন্দভয়াদ্রাজা প্রজাগরকৃতশ্রমম্,।

দিবাস্তপ্তং সদা হন্যান্নিদ্রাব্যাকুলসৈনিকম্ ॥ ১১৪ ॥

অতস্তস্য প্রমাদিনো বলং গত্বা যথাবকাশং দিবানিশং নিব্রত্ব-
স্মৎসেনাপতয়ঃ । তথাহনুর্জিতে সৈনিকাশ্চিত্রবর্গস্য বহবঃ সেনা-
পতয়শ্চ নিহতাঃ । ততশ্চিত্রবর্ণো বিষগ্নঃ স্বমল্লিগং দূরদর্শিনমাহ—
তত কিমিতি ত্বয়াহস্মদ্রুপেক্ষা ক্রিয়তে । কিং বা কাপ্যস্মাক-
মবিনয়োহস্তি । তথা চোক্তম্ ।

তাহার সৈন্যাগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য আমাদের সেনাপতি সারস প্রভৃতিকে
গিরি নদী ও অরণ্যের পথে প্রেরণ করুন । কথিতও আছে যে,—

গিরি নদী বন আদি দুর্গমে পতিত, দীর্ঘপথ-পর্যটনে অতি নিপীড়িত ;

ভীষণ অগ্নির ভয়ে শঙ্কিত নিতান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে অতিমাত্র ক্লান্ত ;

প্রমত্ত, ভোজনে ব্যগ্র, রুগ্ন, ভগ্নবল, হুর্ভিক্ষে পীড়িত অতি, সংখ্যায় বিরল ;

পক্ষ ধূলি জলে সমাচ্ছন্ন, নিরাশ্রয়, বর্ষায় বাত্যাগ আকুলিত অতিশয় ;

প্রবল দস্যুর ভয়ে অতি আকুলিত, বিপর্যস্তভাবে চারিদিকে পলায়িত ;

শত্রুসৈন্যে এ হৃদশা হেরিবে যখন, অবাধে নৃপতি তারে নাশিবে তখন । ১১১।

১১২ । ১১৩ ।

আরো,—

আক্রমণ ভয়ে রাজি করি' জাগরণ, দিবাভাগে শ্রমভরে নিদ্রিত যখন ;

তখন সে রিপুসৈন্য করি' আক্রমণ, নৃপতি উচ্ছেদ তার করিবে সাধন । ১১৪ ।

অতএব সারস প্রভৃতি সেনাপতিরা যাইয়া সেই প্রমত্ত রাজার সৈন্যাগণকে
সুযোগক্রমে দিবারাজি বিনষ্ট করুক । অনন্তর সেই মন্ত্রণারূপ কার্য অহুষ্ঠিত হইলে,
চিত্রবর্ণের বিস্তর সৈন্য ও সেনাপতি হত হইল । তাহাতে চিত্রবর্ণ অত্যন্ত বিষগ্ন হইয়া
দূরদর্শী নামক গৃধ্র মন্ত্রীকে বলিল,—পিতঃ! আপনি কি জন্য আমার প্রতি

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্জিতব্যমসাম্প্রতম্ ।

শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হস্তি জরা রূপমিবোভবম্ ॥ ১১৫ ॥

অপিচ । দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কল্যতাং লুখমরোগী ।

উদ্যোগী বিদ্যাস্তং ধর্মার্থযশাংসি চ বিনীতঃ ॥ ১১৬ ॥

গৃধ্রোহিবদৎ—দেব শ্রয়তাং ।

অবিদ্বানপি ভূপালো বিদ্যারুদ্ধোপসেবয়া ।

পরং শ্রিয়মবাগ্নোতি জলাসন্নতরুর্যথা ॥ ১১৭ ॥

অশ্লচ্চ । পানং স্ত্রী যুগয়া দ্যুতমর্থদূষণমেব চ ।

বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুয্যং ব্যসনানি মহীভুজাম্ ॥ ১১৮ ॥

উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন ? আমার পক্ষে কি কোনও বিষয়ে কোনও অবিনয়ের কার্য হইয়াছে ? । কথিতও আছে যে,—

রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়, ইহা ভাবি কভু না করিবে অবিনয় ;

জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন, অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন (১) । ১১৫।

আরো,—

লভয়ে সৌভাগ্যলক্ষী স্নদক্ষ যে হয়, পথ্যসেবী স্নহ রয়, স্নহ স্নথে রয় ;

উদ্যোগী বিদ্যার পার করে দরশন, ধর্ম অর্থ যশ লভে বিনয়ী যে জন । ১১৬।

গৃধ্র কহিল,—মহারাজ ! শুনুন ।

বিদ্যাহীন যে নৃপতি সেও লভে মহোন্নতি,

যদি পায় স্নবিদ্বান্ বৃদ্ধের আশ্রয় ;

যাহার নিকটে রয় স্নপ্রশস্ত জলাশয়

সে বৃক্ষ নিশ্চয় পায় বৃদ্ধি অতিশয় (২) । ১১৭।

আরো,—

রমণী, বারুণীপান, যুগয়া-ভ্রমণ, দ্যুতক্রীড়া, দিবানিজ্রা, অর্থের দূষণ ;

নিদারুণ দণ্ড আর কঠোর বচন, এ সকল নৃপতির জানিবে ব্যসন (৩) । ১১৮।

(১) 'জরা' অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা যেমন শরীরের বল, বীর্ধ্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট করে, 'অবিনয়' অর্থাৎ অত্যাচারদোষ তেমনি রাজার রাজ্য বিনষ্ট করে ।

(২) বৃক্ষ যেমন জলাশয়ের নিকটে থাকিলে সেই রস আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তেমনি অবিজ্ঞ রাজ্যও স্নবিজ্ঞ মন্ত্রীর আশ্রয়ে থাকিলে তাঁহার উপদেশ পাইয়া নিরতিশয় উন্নতি লাভ কবে ।

(৩) 'রমণী'—অর্থাৎ স্ত্রীসন্তোগে অত্যন্ত আসক্তি । 'বারুণীপান'—স্বরাপান । 'যুগয়া'—অর্থাৎ যুগয়ায় আসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ণে উপেক্ষা করা । 'দ্যুতক্রীড়া'—জোয়াখেলা । 'দিবানিজ্রা'—দিনে

কিং চ ।

ন সাহসৈকান্তরসানুবর্তিনা

ন বাহপ্যুপায়োপহতাস্তরান্ননা ।

শ্রিয়ো হি শক্যাঃ সমবাণ্ডু মূর্জিতাঃ ।

নয়ে চ বীর্যে চ বসন্তি সম্পদঃ ॥ ১১৯ ॥

ভয় সাবলোৎসাহমবলোক্য সাহসৈকরসিকেন ময়োপশ্বস্তে-
ষপি মন্ত্ৰেধনবধানং বাকৃপারুষ্যং চ কৃতম্ । অতো ছনীতেঃ ফল-
মিদমনুভূয়তে । তথা চোক্তম্ ।

ছর্মল্লিণং কমুপযাস্তি ন নীতিদোষাঃ

সস্তাপয়ন্তি কমপথ্যভূজং ন রোগাঃ ।

কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ

কং শ্রীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি ॥ ১২০ ॥

আরো,—

সাহস প্রকাশে যেই না করি বিচার, স্থনীতির উদ্ভাবনে বুদ্ধি নাহি যার ;

অমূল্য সম্পদ-লাভ তার সাধ্য নয়, নীতি আর বীরত্বেই লক্ষীর আশ্রয় (১) । ১১৯

আপনি নিজ সৈন্যের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়াই এই নিতান্ত দুঃসাহসের কার্যে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি বার বার স্তমভ্রণা দিলেও তাহা কটুবাণ্ডে প্রত্যাখ্যান
করিয়াছেন । সেই ছনীতির ফলেই এই কষ্টে পতিত হইয়াছেন । শাস্ত্রে কথিতও
আছে যে,—

কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণা করিয়া শ্রবণ, ছনীতি-দোষের কেবা না হয় ভাজন ?

সর্বদা কুপথ্য যদি করয়ে সেবন, রোগের যাতনা নাহি ভোগে কোন জন ?

ধনমদে মত্ত নাহি হয় কার মন ? ছরস্ত কৃতান্ত করে না করে হরণ ?

যুমান । রাজার এই সকল দোষকে 'কামজ ব্যাসন' বলে, অর্থাৎ এই সকল দোষে কামরিপু হইতে
উৎপন্ন হয় । 'অর্ধ-দূষণ'—অর্থাৎ অতাকে ছায়া দেনা না দেওয়া, এবং প্রজার নিকট হইতে অজ্ঞায়-
রূপে অর্থ আদায় করা । 'নিদারুণ দণ্ড'—অর্থাৎ বধ, তাড়ন, বন্ধন প্রভৃতি ভয়ানক রাজদণ্ড, বিনা
অপরাধে বা সামান্য অপরাধে প্রয়োগ করা । 'কঠোর বচন' বা 'বাকৃপারুষ্য'—অর্থাৎ প্রস্তার প্রতি
রাজার অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা । এই তিনটি রাজার ক্রোধজন আট প্রকার ব্যাসনের মধ্যে
প্রধান । ক্রোধরিপু হইতে এই সকল দোষ জন্মে বলিয়া এই সকলকে 'ক্রোধজ ব্যাসন' বলে ।

(১) যে ব্যক্তি ভাল মন্দ না ভাবিয়াই সহসা বীরত্ব প্রকাশ করে, অথবা কার্যকালে সত্বপায় হির
করিতে না পারে, সে কদাচ সম্পদ লাভ করিতে পারে না । কারণ, শুধু স্থনীতির বলে বা শুধু বীরত্বেব
বলে সম্পদ হয় না ; স্থনীতি সহকারে বীরত্ব প্রকাশ করিলেই সম্পদ লাভ করা যায় ।

অপরং চ । মুদং বিষাদঃ শরদং হিমাগমঃ
 তমো বিবস্বান্ স্কৃতং কৃতঘ্নতা ।
 প্রিয়োপপত্তিঃ শুচমাপদং নয়ঃ
 শ্রিয়ং সমুদ্বানপি হস্তি দুর্নয়ঃ ॥ ১২১ ॥

ততো ময়াহপ্যালোচিতম্—প্রজ্ঞাহীনোহয়ং রাজা । নো চেৎ
 কথং নীতিশাস্ত্রকথাকৌমুদীং বাণ্ডুকাভিস্তিমিরয়তি । যতঃ ।

যশ্চ নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য কৰোতি কিম্ ।

লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দৰ্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১২২ ॥

তেনাহমপি ভূষণীং স্থিতঃ । অথ রাজা বন্ধাঞ্জলিরাহ—তাত
 অস্বয়ং মমাহপরাধঃ । ইদানীং যথাহমবশিষ্টবলসহিতঃ প্রত্যা-
 বৃত্য বিদ্যাচলং গচ্ছামি তথোপদিশ । গৃধ্রঃ স্বগতং চিন্তয়তি—
 কর্তব্যোহত্র প্রতীকারঃ । যতঃ ।

রমণীর প্রলোভনে হইয়া পতিত, কেবা নাহি পরিশেষে হয় সস্তাপিত ? ১২১ ।

আরো,—

বিষাদে মনের হর্ষ সমস্তই হরে, শীত ঋতু শরতের শোভা নাশ করে ;
 দিবাকর অন্ধকার করে নিরাকৃত, কৃতঘ্নতা নাশ করে যতেক স্কৃতত ;
 বাঞ্ছিত বিষয় লাভে ছুঃখ দূর হয়, সুনীতি হরণ করে বিপদের ভয় ;
 থাকিলেও সুবিপুল অতুল বিভব, আপন দুর্নীতি-দোষে নষ্ট হয় সব । ১২১ ।

আপনি আমার বাক্যে উপেক্ষা করার আমি ভাবিলাম,—ইনি অতি নির্বোধ,
 নতুবা আমার নীতিশাস্ত্রবিষয়ক সুমন্ত্রণারূপ চন্দ্রিকাকে ইনি দুর্ভাগ্যরূপ উদ্ধারশি
 ধারা আচ্ছন্ন করিবেন কেন ? (১) । কথিতও আছে যে,

যাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়, শাস্ত্র-উপদেশে তার কিবা ফলোদয় ?
 দুইটি নয়নে হয় বঞ্চিত যে জন, কি ফল তাহার কছে ধরিলে দৰ্পণ ? ১২২ ।

সেই কারণে আমিও উদাসীন আছি । অনন্তর রাজা কৃতাজলিপুটে বলিল,—
 পিতঃ ! সতাই আমি এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছি । এক্ষণে হতাবশিষ্ট সৈন্য-
 সামন্ত লইয়া যাহাতে আমি বিদ্যাচলে ফিরিয়া যাইতে পারি, তাহার উপায়

(১) যেমন ঘোর সস্তাপপূর্ণ উদ্ধাপাত হুনিপ্পল ও হুনিপ্পল চন্দ্রলোককে সমাচ্ছন্ন করে, তেমননি
 আপনায় ক্রোধপূর্ণ বাক্য সকল আমার মন্ত্রণাকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল । অর্থাৎ আপনি তৎকালে ক্রোধ
 ও লোভের বশীভূত হইয়া আমার সংপরাধমণ্ডল গুণেন নাই ।

দেবতাসু গুরৌ গৌষু রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ ।

নিয়ন্তব্যঃ সদা কোপো বালবৃদ্ধাতুরেষু চ ॥ ১২৩ ॥

ক্রতে চ বিহস্য—দেব মা ভৈষীঃ । সমাশ্বসিহি । শৃণু দেব ।

মজ্জিগাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে ।

কৰ্ম্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা হুস্বে কো বা ন পশিতঃ ॥ ১২৪ ॥

অপরং চ । আরভস্বেহ্নমেবাহজ্ঞাঃ কামং ব্যগ্রা ভবন্তি চ ।

মহারজ্ঞাঃ কৃতধিয়স্তিষ্ঠন্তি চ নিরাকুলাঃ ॥ ১২৫ ॥

দেব ততো ভবৎপ্রতাপাদেব দুর্গং ভঙ্ক্ত্বা ক্লীৰ্ত্তিপ্রতাপবল-
সহিতং স্বামচিরেণৈব কালেন বিক্ষ্যাদ্জিৎ নয়ামি । রাজাহ—কথ-
মধুনা স্বল্পবলেন তৎ সম্পদ্যতে । গৃধ্রো বদতি—দেব সৰ্ব্বং ভবি-
ষ্যতি । যতো বিজিগীষোরদীৰ্ঘসূত্রতা বিজয়সিদ্ধেৰ্নক্ষণম্ । তদদ্য

করুন । গৃধ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—এক্ষণে প্রতীকারের উপায় অবশ্যই
করিতে হইবে । কারণ,—

গোজাতি, দেবতা, গুরু, নৃপতি, ব্রাহ্মণ, বালক, আতুর, আর বৃদ্ধ যেই জন ;
হ'লেও এদের প্রতি ক্রোধের উদয়, যতনে দমন তাহা করিবে নিশ্চয় । ১২৩ ।

অনন্তর গৃধ্র সহাস্যবদনে কহিল,—মহারাজ ! ভয় পাইবেন না, দৈর্ঘ্য ধারণ
করুন । শুধুন মহারাজ !—

বুঝিবে মন্ত্রীর বুদ্ধি সঙ্কট-সময়, সন্নিপাত বিকারে বৈদ্যের পরিচয় ;

এরূপে বুঝিবে বুদ্ধি কার্যের সময়, 'নতুবা শাস্তির কালে কে না বিজ্ঞ হয় ? ॥ ১২৪ ॥
আরো,—

অন্ন কাজ আরম্ভ করিয়া অজ্ঞ জন, অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হয় সে কারণ ;

বড় কাজ আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞ জন, স্থির ধীরভাবে তাহা করে সমাপন (১) ॥ ১২৫ ॥

মহারাজ ! আপনার প্রতাপেই আমি শক্রদুর্গ ভগ্ন করিব, এবং অক্ষত কীৰ্ত্তি
ও অখণ্ড প্রতাপের সহিত সৈন্যে আপনাকে অচিরে পুনরায় বিক্ষ্যাচলে লইয়া
যাইব । রাজা কহিল,—এক্ষণে এই স্বল্প সৈন্য দ্বারা এ কার্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে ? ।
গৃধ্র বলিল,—মহারাজ ! সকলি সুসম্পন্ন হইবে । কারণ, জীগীষু রাজার অণুমাত্র
দীর্ঘসূত্রতা (২) না থাকিলেই জানিবেন তাঁহার বিজয়লাভ অবশ্যস্বাভাবী । অতএব

• (১) ইহার মূল শ্লোকটি মাঘ কবির শিশুপালবধ কাব্যের ২য় সর্গে আছে ।

(২) 'দীর্ঘসূত্রতা'—কর্তব্য কর্ম্মে বৃথা কালবিলম্ব করা । অনিচ্ছা বা অবজ্ঞবশতঃ নত্বর কাৰ্য
নির্বাহ না করা ।

সুহৃৎসৈব দুর্গদ্বারাবরোধো বিধীয়তাম্ । অথ প্রাণিধিনা বকেনাগত্য
হিরণ্যগর্ভস্য কথিতম্—দেব স্বল্পবলএবাহয়ং রাজা চিত্রবর্ণো গৃধ্রস্য
বচনোপক্ৰান্তাদাগত্য দুর্গদ্বারাবরোধনং করিষ্যতি । রাজহংসো
ক্রতে—ভো সর্বজ্ঞ কিমধুনা বিধেয়ম্ । চক্রবাকো বক্তি—স্ববলে
সারাসারবিচারঃ ক্রিয়তাম্ । জাত্বা সূবর্ণবস্ত্রাদি যথার্থং প্রসাদদানং
চ ক্রিয়তাম্ । তথা চোক্তম্ ।

যঃ কাকিনীমপ্যপথপ্রপন্নাম্

সমুদ্বারেন্নিক্সসহস্রতুল্যাম্ ।

কালে চ কোটিষপি মুক্তহস্তঃ

তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ ॥ ১২৬ ॥

অন্যচ ।

ক্রতো বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে

যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে ।

প্রিয়াসু নারীষধনেষু বাস্কবে-

ষতিব্যয়ো নাস্তি নরাধিপাহকৃত্ত ॥ ১২৭ ॥

অদ্যই সহস্রা শত্ৰুর দুর্গ আক্রমণ করুন । অনন্তর সেই গৃঢ়চর বক রাজা হিরণ্য
গর্ভের নিকট যাইয়া কহিল,—মহারাজ ! রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রীর উপদেশক্রমে
স্বল্পবশিষ্ট সৈন্য লইয়াই অদ্য আমাদের দুর্গদ্বার অবরোধ করিবে । রাজা রাজহংস
কহিল,—হে মন্ত্রিবর সর্বজ্ঞ ! এক্ষণে কর্তব্য কি ? । চক্রবাক বলিল,—মহারাজ !
নিজ সৈন্যগণের গুণাগুণ বিচারপূর্বক সকলকে যথাযোগ্য সূবর্ণবস্ত্রাদি রাজপ্রসাদ
প্রদান করুন । কথিতও আছে যে,—

এক কড়া কাড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়, কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায় ;

কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ কার্য্যেতে ত্যজিতে, অণুমাত্র মমতা না হয় বার চিতে ;

সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়, কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয় (১) ॥ ১২৬ ॥

আরো,—

যশোলাভ, মিত্রলাভ, যজ্ঞ, পরিণয়, দরিদ্র বন্ধুর হিত, বিপক্ষের ক্ষয় ;

বিপদ-উদ্ধার আর প্রিয়র সন্তোষ, এ সবে অধিক ব্যয়ে নাহি কোনো দোষ ॥ ১২৭ ॥

(১) যিনি এক কড়াও অপব্যয় করেন না, অথচ কর্তব্যকর্মে আবশ্যক হইলে কোটি কোটি স্বর্ণ-
মুক্তা অকাতরে ব্যয় করেন, সেই কর্তব্যপন্নয়ন রাজাকে লক্ষী কদাচ পরিত্যাগ করেন না । 'নৃপতি-
সিংহ'—রাজশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সিংহ যেমন পশুগণের মধ্যে, তেমনি যিনি রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যতঃ । মূৰ্খঃ স্বল্পব্যয়ত্রাসাৎ সৰ্বনাশং কৰোতি হি ।

কঃ স্ত্রধীঃ সংত্যজেদ্ ভাণ্ডং শুক্লসৌবাহতিসাধ্বসাৎ ॥১২৮॥

রাজাহ—কথমিহ সময়েহতিব্যয়ো যুজ্যতে । উক্তং চ—
“আপদার্থে ধনং রক্ষৎ”—ইতি । মন্ত্রী ক্রতে—শ্রীমতাং কথমা-
পদঃ । রাজাহ—“কদাচিৎ কুপিতা লক্ষ্মীঃ” । পুনর্মন্ত্রী ক্রতে—
দেব “সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি” । তদ্বেব কার্পণ্যং পরিত্যজ্য দান-
মানাত্যাং স্বভটাঃ পুরঞ্জিয়স্তাম্ । তথা চোক্তম্ ।

পরম্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টাস্ত্যক্তুং প্রাণান্ স্থনিশ্চিতাঃ ।*

কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তে দ্বিষাং বলম্ ॥১২৯॥

অপরং চ । স্বভটাঃ শীলসম্পন্নাঃ সংহতাঃ কৃতনিশ্চরাঃ ।

অপি পঞ্চশতং শূরা যুদন্তি রিপুবাহিনীম্ ॥১৩০ ॥

• কারণ,—

অতাল্প ব্যয়ের ভয়ে মূৰ্খ যেই জন, আপনার সৰ্বনাশ করয়ে সাধন ;

কোন বুদ্ধিমান্ গুৰু দিবার শক্য, মূলধন সহ নিজ বাণিজ্য খোয়ায় ? (১) ॥১২৮॥

রাজা কহিল,—এ সময় অতিরিক্ত অর্থব্যয় কি উচিত ? । শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—বিপদের জন্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে । মন্ত্রী বলিল,—ভবাদৃশ রাজশ্রীর বিপদ কখনও সম্ভবে না । রাজা বলিল,—লক্ষ্মীও ত কখনও প্রতিকূল হইতে পারেন । মন্ত্রী পুনরায় বলিল,—মহারাজ ! লক্ষ্মী প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত ধনও ত বিনষ্ট হয় । অতএব মহারাজ ! রূপণতা ত্যাগ করিয়া ধন ও সম্মান প্রদান পূৰ্বক নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করুন । কথিতও আছে যে,—

উচ্চবংশে বাহাদেয় জন্মলাভ হয়, দানে মানে সম্মানিত সানন্দহৃদয় ;

অভেদ্য একতাপ্ত্রে যারা বন্ধ রয়, প্রভু-কার্যে দৃঢ় পণ, নাহি মূর্ত্তাভয় ;

• সে সব সৈনিকগণ জানিবে নিশ্চয়, সমস্ত বিপক্ষপক্ষ করে পরাজয় । ১২৯ ।

আরো,—

সুশিক্ষিত, সচরিত্র, কার্যে দৃঢ়ব্রত, একতাবন্ধনে যারা মিলিত সতত ;

এরূপ সূযোদ্ধা যদি পাঁচ শত রয়, সমস্ত বিপক্ষসেনা করে পরাজয় । ১৩০ ।

(১) ‘গুৰু’—বাণিজ্যকাষের গুৰু রাজাকে যে মাহুল দিতে হয় । ইংরাজিতে ইহাকে—Toll, duty, custom, ইত্যাদি বলে । রাজাকে যৎকিঞ্চিৎ গুৰু দিতে হইবে বলিয়া কেহই আপনার মূল-ধনের সহিত বাণিজ্য ছাড়িয়া দেয় না ।

কিং চ । শিক্টৈরপ্যবিশেষজ্ঞ উগ্রশ্চ কৃতনাশকঃ ।

ত্যজ্যতে কিং পুনর্নান্নৈর্ঘর্ষশ্চাহপ্যাত্মস্তরির্নরঃ ॥১৩১॥

যতঃ । সত্যং শৌৰ্য্যং তথা ত্যাগো নৃপস্যোতে ত্রয়ো গুণাঃ ।

এতৈস্ত্যক্তো মহীপালঃ প্রাপ্নোতি খনু বাচ্যতাম্ ॥১৩২॥

অমাত্যাস্তাবদবশ্যমেব পুরস্কর্তব্যাঃ । তথা চোক্তম্ ।

যো যেন প্রতিবন্ধঃ স্যাৎ সহ তেনোদয়ী ব্যয়ী ।

স বিশ্বস্তো নিযোক্তব্যঃ প্রাণেষু চ ধনেষু চ ॥ ১৩৩ ॥

যতঃ* ধূর্তঃ স্ত্রী বা শিশুর্যস্য মদ্রিণঃ স্ত্যর্মহীপতেঃ ।

অনীতিপবনক্ষিপ্তোহকার্য্যাকৌ স নিমজ্জতি ॥ ১৩৪ ॥

শৃণু দেব ।

হর্ষক্রোধৌ যতোঁ যস্য কোষঃ স্বল্পব্যয়েন চ ।

নিত্যং ভৃত্যান্ববেক্ষা চ তস্য স্যাৎ ধনদা ধরা ॥১৩৫॥

আরো,—

আত্মস্তরি, কৃতপ, নিষ্ঠুর, দুঃশয়, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যেই জন হয় (১) ;

পরম সাধুও তারে করে পরিহার, অন্যে যে ত্যজিবে তারে কি বলিব আর ? ১৩১।
কারণ,—

সত্যনিষ্ঠা, শূরতা, সুপাত্রে সদা দান, রাজার এ তিন গুণ জানিবে প্রধান ;

যে রাজার এই তিন গুণ নাহি রয়, সে হয় সর্বত্র অতি ঘৃণিত নিশ্চয় । ১৩২ ।

রাজা অমাত্যগণের অবশ্যই পুরস্কার করিবে । কথিতও আছে যে,—

সৌভাগ্যে সৌভাগ্য যার, ব্যসনে ব্যসন, একপ ভাগ্যের স্বত্রে বদ্ধ যেই জন ;

নিয়োজিবে সেইরূপ সুবিশ্বস্ত জনে, প্রাণের রক্ষণে আর ধনের রক্ষণে । ১৩৩ ।

কারণ,—

স্ত্রীলোক, বালক, কিম্বা শঠ মন্ত্রী যার, সে রাজার দুর্গতির সীমা নাহি আর ;

দুর্নীতি-বাত্যায় সেই হইয়া তাড়িত, অকার্য্যসাগরে গিয়া হয় নিমজ্জিত (২) ১৩৪।

(১) 'আত্মস্তরি'—যে কেবল আপনার ভরণ করে অর্থাৎ আপনার স্বার্থসাধনেই তৎপর ।

'কৃতপ'—যে ব্যক্তি উপকার স্মরণ বা স্বীকার করে না, যে উপকারকের অনিষ্ট চেষ্টা করে ।

(২) 'দুর্নীতি-বাত্যায়'—অর্থাৎ অবিবেচনারূপ ঝড়ে, তাড়িত অর্থাৎ স্মরণপথ হইতে অপসারিত হইয়া, 'অকার্য্য-সাগরে' অর্থাৎ কুকাণ্ডরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয় । যেমন প্রবল ঝড়ে অকূল সাগরের মধ্যে গিয়া পতিত হইলে আর তাহার নিস্তার নাই, তেমনি রাজা কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পাপে নিমগ্ন হইলে আর তাহার নিস্তার নাই ।

যেষাং রাজ্ঞা মহ স্যাভ্যামুচ্চয়াপচর্যৌ ঙ্ৰবম্ ।

অমাত্যান্ নীতিমান্ রাজাহবমশ্চেত কদাপি ন ॥১৩৬॥

যতঃ । মহীভুজো মদাক্ষস্য মজ্জতোহকার্য্যসাগরে ।

শ্বলতো হি করালম্বঃ স্তশিষ্ঠৈরেব দীয়তে ॥১৩৭ ॥

অথাগত্য প্রণম্য মেঘবর্ণো ক্রতে—দেব দৃষ্টিপ্রসাদং কুরু ।
এষ যুদ্ধার্থী বিপক্ষো দুর্গদ্বারি তিষ্ঠতি । তদেবপাদাদেশাদ্ বহি-
র্নিঃসৃত্য স্ববিজ্ঞমং দর্শয়ামি । তেন দেবপ্রসাদস্থান্যুপগচ্ছামি ।
চক্রবাকো ক্রতে—মৈবম্ । যদি বহির্নিঃসৃত্য যোদ্ধব্যং তদা দুর্গা-
শ্রয়ণমেব নিস্প্রয়োজনম্ । অপরং চ ।

বিষমোহপি যথা নক্রঃ সলিলাম্বিঃসৃতোহিবশঃ ।

বনাত্তু প্রচ্যুতঃ সত্যং সিংহোহপি স্মাচ্ছ্গালবৎ ॥১৩৮॥

শুন মহারাজ !—

যে রাজার হর্ষ ক্রোধ স্তসংযত রয়, অণুমাত্র বার নাহি আছে অপব্যয় ;
ভৃত্যগণে সদা বার হৃদয়ের টান, নিত্য তারে বহুমতী বস্তু করে দান (১) । ১৩৫ ।
প্রভুর সম্পদে হয় যাদের সম্পদ, প্রভুর বিপদে হয় যাদের বিপদ ;
কদাচিত সে সকল অমাত্যের প্রতি, অনাদর না করিবে নীতিজ্ঞ নৃপতি (২) । ১৩৬ ।
কারণ,—

ঘোর মদে অন্ধ হ'য়ে নৃপতি যখন, ঙ্কার্য্য-সাগর মধ্যে হয় নিমগন ;
তখন রক্ষিতে তারে কেহ নাহি আর, স্তবিজ্ঞ মন্ত্রীই তার করয়ে উদ্ধার । ১৩৭ ।

অনস্তর মেঘবর্ণ আসিয়া প্রণামপূর্বক রাজাকে কহিল,—মহারাজ ! কৃপাদৃষ্টি
দান করুন । যুদ্ধার্থী বিপক্ষ আসিয়া দুর্গদ্বারে অবস্থান করিতেছে । মহারাজের
আজ্ঞা পাইলেই বহির্গত হইয়া নিজ পরাক্রম প্রদর্শন করি, এবং মহারাজের অমুগ্রহ-
শূণ্য হইতে মুক্তিলাভ করি । চক্রবাক কহিল,—না, ওরূপ করিও না । যদি দুর্গের
বাহিরে যাইয়াই যুদ্ধ করিবে, তবে দুর্গ আশ্রয় করিবার প্রয়োজন কি ? আরো
দেখ !—

(১) 'স্বসংযত'—বশীভূত, অর্থাৎ যে রাজা হর্ষ বা শোকে অবীর হয় না, অর্থাৎ যাহার অত্যন্ত
ধৈর্যগুণ আছে । 'বহুমতী'—পৃথিবী । 'বহু'—খন রত্ন শস্য প্রভৃতি সম্পদ ।

(২) বাহারা প্রভুর সম্পদেই নিজের সম্পদ এবং প্রভুর বিপদেই নিজের বিপদ জ্ঞান করে,
রাজা সেইরূপ প্রভুভক্ত বিধানী মন্ত্রিগণকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না ।

বায়সো ক্রতে—দেব স্বয়ং গহ্বা দৃশ্যতাং যুদ্ধম্ । যতঃ ।

পুরস্কৃত্য বলং রাজা যোধয়েদবলোকয়ন্ ।

স্বামিনাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বাহপি কিং ন সিংহায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৩৯ ॥

অনন্তরং তে সর্বে দুর্গদ্বারং গহ্বা মহাহবং কৃতবন্তঃ । পরেছ্য-
শ্চিত্রবর্ণো রাজা গৃধ্রমুবাচ—তাত স্বপ্রতিজ্ঞামধুনা নির্বাহয় ।
গৃধ্রো ক্রতে—দেব শৃণু তাবৎ ।

অকালসহমত্যল্লং মুর্খব্যসনিনায়কম্ ।

অগুপ্তং ভীরুযোধং চ দুর্গব্যাসনমুচ্যতে ॥ ১৪০ ॥

তত্তাবদত্রে নাস্তি ।

উপজ্ঞাপশ্চিরারোধে হিবস্কন্দস্তীত্রপৌরুষম্ ।

দুর্গস্য লজ্জনোপায়াস্চ হারঃ কথিতা ইমে ॥ ১৪১ ॥

অত্র চ যথাশক্তি ক্রিয়তে যত্নঃ । চিত্রবর্ণঃ কথয়তি—এষমেব ।

ভীষণ কুস্তীর সেও ছাড়ে যদি জল, নাহি খাটে আর তার আপনার বল ;
কেশরীও ছাড়ে যদি নিজ বনস্থল, সামান্য শৃগাল তুল্য হয় হীনবল । ১৩৮ ।

বায়স কহিল,—মহারাজ ! স্বয়ং যাইয়া যুদ্ধ দর্শন করুন । কারণ,—
সম্মুখে করিবে রণ নিজ সৈন্যাগণ, স্বচক্ষে নুপতি তা করিবে দরশন ;
প্রভুর সম্মুখে যদি সারমেয় রয়, সিংহের বিক্রম সেও প্রকাশে নিশ্চয় । ১৩৯ ।

অনন্তর তাহারা সকলে দুর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ
করিল । পরদিন রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রকে কহিল,—পিতঃ ! এক্ষণে নিজপ্রতিজ্ঞা
পালন করুন । গৃধ্র বলিল,—মহারাজ ! ওহুন তবে,—

যে দুর্গ সূদৃঢ়রূপে সুরক্ষিত নয়, দীর্ঘ অবরোধে যাহা অবসন্ন হয় ;
অধ্যক্ষ ব্যাসনী মুর্খ, ভীরু যোদ্ধা যার, সে দুর্গের বিপাক্তি জানিবে দুর্নিবার । ১৪০ ।

এই বিপক্ষ-দুর্গে সে দোষ একটিও নাই ।

দীর্ঘকাল অবরোধ, ভেদ-সজ্ঞটন, (১) প্রচণ্ড পৌরুষ, অকস্মাৎ আক্রমণ,
নীতিশাস্ত্রে আছে এই চারিটি উপায়, শত্রু-দুর্গ যাহাতে লজ্জন করা যায় । ১৪১ ।

এক্ষণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য । চিত্রবর্ণ কহিল,—হাঁ, ইহাই

(১) 'দীর্ঘকাল অবরোধ'—শত্রুদুর্গের চারিদিক বেষ্টিত করিয়া বহুদিন ধরিয়া তাহা অবরোধ অর্থাৎ
আটক করিয়া রাখা । 'ভেদ-সজ্ঞটন'—শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া ।

ততোহনুদিতএব ভাস্করে চতুৰ্ষপি দ্বারেষু প্রবৃত্তে যুদ্ধে দুর্গাভ্য-
স্তরে গৃহে গৃহে কাকৈরেকদাহ্মির্নিক্শিপ্তঃ । ততো 'গৃহীতং গৃহীতং
দুর্গম্'—ইতি কোলাহলং শ্ৰুত্বাহনেকগৃহেষু চ পাবকং প্রদীপ্তং
প্রত্যক্ষ্ণেণাহবলোক্য রাজহংসস্য সৈনিকা বহবো দুর্গবাসিনঃ
সত্বরং হ্রদং প্রবিষ্ঠাঃ । যতঃ ।

সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুষুদ্ধং সুপলায়িতম্ ।

প্রাপ্তকালে যথাশক্তি কুর্য্যাম তু বিচারয়েৎ ॥ ১৪২ ॥

রাজহংসশ্চ সুখিস্বভাবাৎ মন্দগতিঃ সারসদ্বিতীয়শ্চিত্রবর্ণশ্চ
সেনাপতিনা কুক্কুটেনাগত্য বোষ্টিতঃ । হিরণ্যগর্ভঃ সারসমাহ—
সেনাপতে সারস মমাহনুরোধাদাঙ্গানং কথং ব্যাপাদয়সি । অধুনা-
হং গন্তুমসমর্থঃ । ত্বং গন্তুমধুনাহপি সমর্থঃ । তদগুত্বা জলং প্রবিশ ।
মৎপুত্রং চূড়ামণিমানং সর্বজ্ঞস্য সম্মত্যা রাজানং করিষ্যসি ।
সারসো ক্রতে—দেব ন বক্তব্যমেবং দুঃসহং বচঃ । যাবৎ চন্দ্রাকৌ

কর্তব্য বটে । অনস্তর স্বর্বে্যাদয়ের পূর্বেই দুর্গের চারি দ্বারেই যখন যুদ্ধ আরম্ভ
হইল, সেই সময় সেই মেঘবর্ণ নামক কাক ও তাহার অনুচরেরা দুর্গমধ্যে প্রতি-
গৃহেই অগ্নি নিক্ষেপ করিল । অনস্তর এইরূপ কোলাহল উত্থিত হইল যে,—শত্রুরা
দুর্গ অধিকার করিয়াছে । সেই কোলাহল শুনিয়া এবং চতুর্দিকে গৃহ সকল
প্রজ্বলিত দেখিয়া, রাজহংসের দুর্গবাসী প্রায় সমস্ত দৈন্য সত্বর পলায়ন করিয়া
হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিল । কারণ,—

সময়ে বিপুল বীর্ঘ্য করিয়া প্রকাশ, সমরে বিপক্ষপক্ষ করিবে বিনাশ ;

রণে নিজ সর্বনাশ বুঝিবে যখন, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে তখন ॥ ১৪২ ॥

রাজা রাজহংস স্বভাবতঃ সুখী, এজন্য ক্রতগমনে অশক্ত হইয়া সেনাপতি সার-
সের সহিত আশ্তে আশ্তে গমন করিতেছে, ইত্যবসরে বিপক্ষ সেনাপতি কুক্কুট
আসিয়া তাহাকে বেঠন করিল । তখন হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল,—সেনাপতে !
তুমি আমার জন্য কেন নিজের প্রাণ বিনষ্ট কর ? আমি পলায়নে অশক্ত
হইয়াছি, তুমি এখনও পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পার ; অতএব শীঘ্র গিয়া জল-
মধ্যে প্রবেশ কর । তুমি সর্বজ্ঞ মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে আমার পুত্র চূড়ামণিকে রাজ-
পদে অভিষিক্ত করিও । সারস বলিল,—মহারাজ ! এরূপ মন্ত্রভেদী অমঙ্গলের

বিদ্যোতে তাবদ্ বিজয়তাং দেবঃ । অহং দেব দুর্গাধিকারী ।
তন্মম মাংসাসৃগ্বিলিপ্তেন দ্বারবজ্জনা তাবৎ প্রবিশতু শক্রঃ ।
অপরং চ দেব ।

ক্ষমী দাতা গুণগ্রাহী স্বামী ভাগ্যেন লভ্যতে ।

রাজাহ—অস্ত্যেবম্ । কিন্তু ।

শুচির্দক্ষোহনুরক্তশ্চ ভৃত্যোহপি খলু দুর্ভতঃ ॥ ১৪৩ ॥

সারসো ক্রতে—শৃণু দেব ।

যদি সমরমপাস্ত্র নাস্তি মৃত্যো-

র্ভয়মিতি যুক্তমিতোহনৃততঃ প্রযাতুম্ ।

অথ মরণমবশ্যমেব জস্তোঃ

কিমিতি মুখা মলিনং যশঃ ক্রিয়েত ॥ ১৪৪ ॥

অন্যচ্চ । ভবেহস্মিন্ পবনোদ্ভ্রাস্ত্রবীচিবিল্রমভঙ্গুরে ।

জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

ত্বং চ দেব স্বামী সর্বথা রক্ষণীয়ঃ । যতঃ ।

কথা বলিবেন না । যতকাল চক্রসূর্য্য থাকিবে, ততকাল মহারাজের জয় হউক ।
মহারাজ ! দুর্গরক্ষার ভার যখন আমারি হস্তে, তখন শক্ররা আমারি মাংসশোণিত-
লিপ্ত দ্বারপথ দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করুক । আর, মহারাজ !—

ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, বদান্য, বৎসল, না মিলে এ হেন প্রভু বিনা ভাগ্যবল ;

রাজা কহিল,—সত্য বটে, কিন্তু—

দক্ষ, ভক্ত, অহুরক্ত, বিশুদ্ধ-হৃদয়, একরূপ ভৃত্যও তবে দুর্ভত নিশ্চয় । ১৪৩ ।

সারস কহিল,—শুনুন মহারাজ !—

সমর ভাজিলে যদি বায় মৃত্যুভঙ্গ, তবে পলায়ন করা অহুচিত নয় ;

আর যদি একদিন মরিতেই হয়, তবে কেন নিজ বশে এ কলঙ্ক রয় ? । ১৪৪ ।

আরো,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন, অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন ;

যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান, সার্থক জীবন তার সেই পুণ্যবান্ । ১৪৫ ।

মহারাজ ! আপনি স্বামী, আপনাকে সর্বপ্রকারেই রক্ষা করিতে হইবে ।

স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রং চ দুর্গং কোষো বলং স্নহৎ ।

রাজ্যান্নানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োহপি চ ॥১৪৬॥

অপিচ । প্রকৃতিঃ স্বামিনা ত্যক্তা সমুদ্রাহপি ন জীবতি ।

অপি ধন্বন্তরির্বেদ্যঃ কিং কৰোতি গতানুঘি ॥ ১৪৭ ॥

অপরং চ । নরেশে জীবলোকোহয়ং নিমীলতি নিমীলতি ।

উদেত্যুদীয়মানে চ রবাবিব সরোরুহম্ ॥ ১৪৮ ॥

অথ কুকুটেনাগত্য রাজহংসশ্চ শরীরে খরতরনখরাঘাতঃ
কৃতঃ । ততঃ সত্ত্বরমুপস্থত্য সারসেন স্বদেহান্তরিতৌ রাজা । অন-

কারণ,—

রাজা মন্ত্রী নিজ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল ; পৌরশ্রেণী, এই আট রাজ্যের সম্বল (১) ১৪৬।
আর,—

রাজাই রাজ্যের মূল, বাহার বিরহে, স্নসমুদ্র হইলেও রাজ্য নাহি রহে ;

প্রাণবায়ু দেহ যদি করে পরিহার, আসিলেও ধন্বন্তরি কি করিবে তার (২) ১৪৭।
আরো,—

বিকাসিত হয় পদ্ম উদ্ভিদে, তপন, নিমীলিত হয়, অস্তে করিলে গমন (৩) ;

তেমনি রাজার ভেঙ্গে প্রজার উদয়, রাজার বিলয়ে হয় প্রজার বিলয় । ১৪৮ ।

অনন্তর বিপক্ষসেনাপতি কুকুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে স্তম্ভীকৃত নখাঘাত
করিল । সারস অমনি দ্রুতপদে গিয়া নিজ শরীর দ্বারা রাজাকে আচ্ছাদন করিল ।

(১) মূলে আছে,—স্বামী, অমাত্য, স্নহৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল, এবং পৌরশ্রেণী,—এই আটটি
রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ প্রকৃতি । ‘স্বামী’—রাজা । ‘অমাত্য’—মন্ত্রী । ‘স্নহৎ’—মিত্র । ‘কোষ’—ধনাগার ।
‘রাষ্ট্র’—জনপদবর্তী ভূমি অর্থাৎ যে সকল স্থানে লোকের বসবাস আছে । ‘দুর্গ’—গড়, কেল্লা । পর্কত
বা সমুদ্র প্রভৃতিকে অকৃত্রিম, এবং মনুষ্যকৃত গড়কে কৃত্রিম দুর্গ বলে । ‘বল’—সৈন্য । ‘পৌরশ্রেণী’—
পুণ্ড্রবাসিবর্গ, অর্থাৎ স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোক, অথবা বিবিধ শিল্পব্যবসায়ী লোক । এই আটটির
পরস্পর সাহায্যেই একটি সাম্রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে । এইজন্য এই আটটিকে ‘রাজ্যান্ন’ বা ‘প্রকৃতি’
বলে । ‘রাজ্যান্ন’ অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান সাধন, রাজ্যরক্ষার উপায় । ‘প্রকৃতি’ অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃষ্টরূপে
রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে । কোনও কোনও শাস্ত্রকার সাতটিমাত্র ‘রাজ্যান্ন’ বলিয়া থাকেন ; তাঁহাদের
মতে ‘পৌরশ্রেণী’ স্বতন্ত্র পরিগণিত হয় না, কারণ ‘রাষ্ট্র’ বলিলেই সমস্ত পুরবাসী, জনপদবাসী ও
•তাহাদের বাসস্থান বুঝায় ।

(২) পূর্বেকৃত অষ্ট অঙ্গে স্নসম্পন্ন রাজ্যের রাজাই মূল অর্থাৎ সর্বপ্রধান অঙ্গ । অস্তান্ত সমস্ত
অঙ্গে স্নসম্পন্ন হইলেও, দেহ, যেমন প্রাণবায়ুর অভাবে রক্ষা পায় না, তেমনি, রাজ্য অস্তান্ত অঙ্গে
স্নসম্পন্ন হইলেও রাজ্যের অভাবে রক্ষা পায় না ।

(৩) ‘তপন’—সূচ্য । ‘নিমীলিতঃ’—মুক্তিত ।

স্তরং কুকুটেন নখমুখপ্রহারৈর্জর্জরীকৃতেন সারসেন স্বাঞ্জেনাচ্ছাদ্য
রাজা জলে প্রক্ষিপ্তঃ । কুকুটোহপি সেনাপতিনা সারসেন স্বচক্ষু-
প্রহারেণ ব্যাপাদিতঃ । পশ্চাৎ সারসোহপি বহুভিঃ পক্ষিভিঃ
সম্ভূয় ব্যাপাদিতঃ । অথ চিত্রবর্ণো দুর্গং প্রবিশ্য দুর্গাবস্থিতং দ্রব্যং
গ্রাহয়িত্বা বন্দিভির্জয়শব্দেনানন্দিতো জগাম ।

অথ রাজপুত্রৈরুক্তম্—তস্মিন্ রাজহংসবলে পুণ্যবান্ সারস-
এব । যেন স্বদেহদানেন স্বামী রক্ষিতঃ । যতঃ ।

জনয়ন্তি স্ততান্ গাবঃ সর্বান্বেব গবাকৃতীন্ ।

বিবাণোল্লিখিতস্কন্ধং কঞ্চিদেব গবাং পতিম্ ॥ ১৪৯ ॥

বিমুশর্মাশ্লেপকৃতম্—স তাবৎ সত্বক্ৰীতান্ অক্ষয়ান্ লোকান্
বিদ্যাধরীপরিজনোহনুভবতু মহাসত্বঃ । তথা চোক্তম্ ।

আহবেষু চ যে শূরাঃ স্বাম্যর্থং ত্যক্তজীবিতাঃ ।

ভর্তৃভক্তাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনাঃ ॥ ১৫০ ॥

অনস্তর সারস কুকুটের নখ ও চক্ষুর প্রহারে জর্জরিত হইয়াও, নিজ দেহ দ্বারা
আচ্ছাদন পূর্বক রাজাকে লইয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। অনস্তর সেনাপতি
সারস চক্ষুপ্রহারে বিপক্ষসেনাপতি কুকুটের প্রাণসংহার করিল। তাহাতে বহু-
সংখ্যক বিপক্ষসৈন্য এককালে আসিয়া আক্রমণ করায় সারসও হত হইল। পরে
রাজা চিত্রবর্ণ দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্বক দুর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি অধিকার করিয়া,
বন্দিগণের জয়শব্দে পরমানন্দে গমন করিতে লাগিল।

রাজপুত্রেরা কহিলেন,—রাজহংসের সেই সৈন্যমধ্যে সারসই যথার্থ পুণ্যবান্ !
সে নিজদেহ দান করিয়া শত্রুর প্রাণরক্ষা করিল। কারণ,—

শত শত বৎস দেখ ! ধেমুর উদরে, সকলি ত গবাকৃতি জন্মলাভ করে ;

কিন্তু মহাসত্ব মহাশূঙ্গ মহাবল, যুৎপতি মহাবৃষ জনমে বিরল (১) । ১৪৯ ।

বিমুশর্মা কহিলেন,—সেই মহাত্মা সারস নিজ পুণ্যবলে বিদ্যাধরীগণে পরিবৃত
হইয়া অক্ষয় স্বর্গ-সুখ ভোগ করুক। কথিতও আছে যে,—

(১) 'গবাকৃতি'—গোকর আকৃতিবিশিষ্ট। অসংখ্য গো-সন্তানের মধ্যে মহাবল যথপতি বৃষ যেমন
অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, অসংখ্য মনুষ্য-সন্তানের মধ্যে যে শত্রুর প্রাণরক্ষার্থে নিজ জীবন দান
করিতে পারে, সেই মহাপুরুষও তেমন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শক্রভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।

অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লেব্যং ন গচ্ছতি ॥১৫১॥

বিগ্রহঃ শ্রুতো ভবন্তিঃ । রাজপুত্রৈরুক্তম্—শ্রুত্বা স্মখিনো
ভূতা বয়ম্ । বিষ্ণুশাস্ত্রবীৎ—অপরমপ্যেবমস্ত ।

বিগ্রহঃ করিতুরঙ্গপত্তিভি-

র্নো কদাপি ভবতাং মহীভূতাম্ ।

নীতিমন্ত্রপবনৈঃ সমাহতাঃ .

সংশ্রয়ন্ত গিরিগহ্বরং দ্বিষঃ ॥ ১৫২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুশাস্ত্রকৃতে হিতোপদেশে বিগ্রহো নাম
তৃতীয়ঃ কথাসংগ্রহঃ ।

প্রভুকার্যে রণক্ষেত্রে যে সকল বীর, যুদ্ধিতে যুদ্ধিতে ত্যজে আপন শরীর ;

কৃতঞ্জহৃদয় সেই প্রভুভক্তগণ, অক্ষয় অমরধামে করয়ে গমন । ১৫০ ।

যে যথায় শক্রগণে হইয়া বেষ্টিত, মহাতেজে করি যুদ্ধ হয় নিপতিত ;

মর্ত্যদেহ পরিহরি সেই বীরগণ, সনাতন স্বর্গলোকে করয়ে গমন । ১৫১

তোমরা বিগ্রহের বিষয় শুনিলে ত ? । রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আমরা
শুনিয়া পরম স্মখী হইলাম । বিষ্ণুশাস্ত্র কহিলেন,—আরো জ্বামি এই আশীর্বাদ
করি যে,—

গজ, বাজী, পত্তি আদি ল'য়ে সৈন্যগণ, তোমাদের যেন না করিতে হয় রণ ;

শক্রগণ নীতি-মন্ত্র-পবনের ভরে, তাড়িত হউক সবে পর্বতগহ্বরে (১) । ১৫২

ইতি হিতোপদেশে বিগ্রহ নামক তৃতীয় কথাসংগ্রহ ।

(১) 'গজ'—হস্তী। 'বাজী'—সুখ। 'রথী'—রথাক্রম যোদ্ধা। 'পত্তি'—পদাতিক সৈন্য। 'নীতি-
মন্ত্র-পবনের ভরে',—'নীতি' অর্থাৎ স্মনিপুণ রাজনীতির কৌশল। 'মন্ত্র' অর্থাৎ মন্ত্রণা-কৌশল। যেমন
কোনও পদার্থ প্রবল বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া সূদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি তোমাদের শত্রুগণও তোমা-
দের রাজনীতি ও মন্ত্রণাকৌশলে তাড়িত হইয়া সূদূরবর্তী গিরিগহ্বরে গিয়া পতিত হউক। অর্থাৎ
তোমরা স্মনীতি ও স্মমন্ত্রণাবলেই সমস্ত শত্রু নিরাকৃত কর ; তোমাদের যেন সে জন্য দারুণ বিগ্রহ-
কাণ্ডে কদাচ লিপ্ত হইতে না হয় ।

হিতোপদেশঃ ।

সন্ধিঃ ।

অথ পুনঃ কথারম্ভকালে রাজপুত্রৈরুক্তম্—আর্য্য বিগ্রহঃ
শ্রুতোহস্মাভিঃ । সন্ধিরধুনাহভিধীয়তাম্ । বিষুশর্মাণোক্তম্—
শ্রয়তাম্ । সন্ধিমপি কথয়ামি । যস্তাহয়মাদ্যঃ শ্লোকঃ ।

বৃদ্ধে মহতি সংগ্রামে রাজ্ঞোর্নিহিতসেনয়োঃ ।

স্বেয়াভ্যাং গৃধ্রচক্রাভ্যাং বাচা সন্ধিঃ কৃতঃ ক্রণাৎ ॥১॥

রাজপুত্রা উচুঃ—কথমেতৎ । বিষুশর্মা কথয়তি । ততস্তেন
রাজহংসেনোক্তম্—কেনাহস্মদুর্গে নিক্ষিপ্তোহগ্নিঃ । কিং পার-
ক্যেণ কিংবাহস্মদুর্গবাসিনা কেনচিদ্বিপক্ষপ্রযুক্তেন । চক্রবাকো
বদতি—দেব ভবতো নিষ্কারণবন্ধুরসৌ মেঘবর্ণঃ সপরিবারো
নাত্রাহবলোক্যতে । তন্মন্শ্চে তস্য বিচেষ্টিতমিদম্ । রাজা ক্রণং
বিচিন্ত্যাহ—অস্তি তাবদেবম্ । মম হৃদৈবমেতৎ । তথা চোক্তম্ ।

সন্ধি ।

পুনরায় গল্প আরম্ভ করিবার সময় রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য ! আমরা
বিগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে সন্ধির বিষয় বলুন । বিষুশর্মা কহিলেন,—
শুন ! সন্ধির বিষয়ও বলিতেছি । তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

উভয় রাজার যুদ্ধ হৈল ঘোরতর, হুই পক্ষে বহু সৈন্য গেলা যমঘর ;
গৃধ্র আর চক্রবাক মধ্যস্থ হইয়া, অচিরে করিল সন্ধি সুমঙ্গলা দিয়া । ১ ।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ ? । বিষুশর্মা কহিলেন । অনন্তর
সেই রাজা রাজহংস কহিল,—আমাদের হুর্গে আগুন লাগাইল কে ? বিপক্ষের
লোকে আসিয়া এই কার্য্য করিল ? না আমাদেরই হুর্গবাসী কেহ বিপক্ষের বড়ঘজে
এই কার্য্য করিল ? । চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! আপনার অকৃত্রিম বদ্ধ মেঘবর্ণ
নামক সেই কাক সপরিবারে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে । অতএব আমার

অপরোধঃ স দৈবশ্চ ন পুনর্শ্লিষ্টাশ্চয়ম্ ।

কার্যঃ স্খটিতং যত্নাদ্ দৈবযোগাদ্ বিনশ্চতি ॥ ২ ॥

মন্ত্রী ক্রতে—উক্তমেবেতৎ ।

বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ ।

আত্মনঃ কর্ষদোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

অপরং চ । স্খলদাং হিতকামানাং যো বাক্যং নাহভিনন্দতি ।

স কূর্ষইব দুর্ব্বন্ধিঃ কাষ্ঠাদ্ ভ্রষ্টৌ বিনশ্চতি ॥ ৪ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ । মন্ত্রী কথয়তি । অস্তি মগধদেশে

ফুল্লোৎপলাভিধানং সরঃ । তত্র চিরাৎ সঙ্কটবিকটনামানৌ হংসৌ

নিবসতঃ । তয়োর্শ্লিষ্ট্রং কশ্মুগ্রীষনামা কূর্ষশ্চ প্রীতিবসতি । অথৈ-

কদা ধীবরৈরাগত্য তত্রোক্তম্—যদত্রাহস্মাভিরদ্যোষিত্বা প্রাত-

র্মৎসুকূর্ষাদয়ো ব্যাপাদয়িতব্যঃ । তদাকর্ণ্য কূর্ষৌ হংসাবাহ—

স্খলদৌ শ্রুতোহয়ং ধীবরালাপঃ । অধুনা কিং ময়া কর্তব্যম্ ।

জ্ঞান হয় তাহারই এ কার্য। রাজা কণকাল ভাবিয়া বলিল,—হাঁ, ইহাই সম্ভব
বটে। আমারই হ্রদদৃষ্টবশত এরূপ ঘটিয়াছে। কথিতও আছে যে,—

অনেক যতনে হয় যার স্খটন, সে কার্যে যদ্যপি ঘটে বিক্রি-বিড়ম্বন;

সে কারণে মন্ত্রিগণে অপরাধী নয়, অদৃষ্টের দোষ তাহা জানিবে নিশ্চয়। ২।

মন্ত্রী কহিল,—ইহাও কথিতও আছে যে,—

বিপাকে পড়িলে মূঢ় দৈবনিন্দা করে, আপনার কর্ষদোষ বুঝিতে না পারে। ৩।

আরো,—

হিতৈষী বন্ধুর কণা না শুনে যে জন, হুবুঁদ্ধি কূর্ষের গ্ৰায় তাহার পতন। ৪।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ? মন্ত্রী কহিল। মগধদেশে ফুল্লোৎপল নামে
এক সরোবর আছে। তথায় বহুদিনাবধি সঙ্কট ও বিকট নামে দুই হংস বাস
করে। কশ্মুগ্রীব নামে তাহাদের বন্ধু এক কূর্ষও তথায় বাস করিত। একদিন ধীব-
রেরা (১) সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রণা করিল,—আইস, আমরা অদ্য এই স্থানে বাস
করি, কল্য প্রাতে এই সরোবরের মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি মাঝি। তাহাদের এই
পরামর্শ শুনিয়া কূর্ষ নিজ বন্ধু সেই দুই হংসকে বলিল,—মিত্র! ধীবরদিগের

(১) 'ধীবর'—মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা যাহার ব্যবসায়; জেলে।

হংসাবাহতুঃ—জ্ঞায়তাং পুনস্তাবৎ । পশ্চাদ্ যদুচিতং তৎ কর্তব্যম্ । কূৰ্মো ক্রতে—মৈবম্ । যতো দৃষ্টব্যতিকরোহমত্র । তথা চোক্তম্ ।

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যাৎপন্নমতিস্তথা ।

• দ্বাবেতো স্ত্বমেধেতে যদ্ববিষ্যো বিনশ্চতি ॥ ৫ ॥

তাবাহতুঃ কথমেতৎ । কূৰ্মঃ কথয়তি । পুরা এতস্মিন্বেব সরসি এবংবিধেষেব ধীবরেষুপস্থিতেষু মৎস্যত্রয়েণালোচিতম্ । তত্রানাগতবিধাতা নামৈকো মৎস্যঃ । তেনোক্তম্—অহং তাবৎ জলাশয়াস্তরং গচ্ছামি । ইত্যুক্ত্বা স হ্রদাস্তরং গতঃ । অপরেণ প্রত্যাৎপন্নমতিনীনা মৎস্যেনাহিহিতম্—ভবিষ্যদর্থে প্রমাণাভাবাৎ কুত্র ময়া গন্তব্যম্ । তদুৎপন্নে কালে যথাকার্য্যমকুর্থেয়ম্ । তথা চোক্তম্ ।

পরামর্শ শুনিলে ত ? এক্ষণে আমি কি করি ? হংসদ্বয় কহিল,—অগ্রে ভালরূপে জানা যাক, পশ্চাৎ যাহা কর্তব্য হয় করা যাইবে । কূৰ্ম কহিল,—না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না । কেন না, আমি এই স্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে দেখিয়াছি । দেখ !—

অনাগতবিধাতা ও প্রত্যাৎপন্নমতি, দুই মৎস্য নিরাপদে করিল বসতি ;

যদ্ববিষ্য নামে যেই ছিল সহচর, বুদ্ধিদোবে সেই মৎস্য গেলা যমঘর (১) । ৫ ।

তাহারা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? কূৰ্ম কহিল,—পূর্বে এই সরোবরে এইরূপ ধীবরেরা উপস্থিত হওয়ায় তিন মৎস্য পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল । তন্মধ্যে অনাগতবিধাতা নামক মৎস্য কহিল,—আমি অন্য জলাশয়ে চলিলাম, ইহা বলিয়া সে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করিল । প্রত্যাৎপন্নমতি নামক মৎস্য কহিল,—কালি কি ঘটবে তাহার স্থিরতা কি ? আমি এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব ? যখন বিপদ উপস্থিত হইবে, তখনি তাহার উপায় করা যাইবে । কথিতও আছে যে,—

(১) 'অনাগতবিধাতা'—যে ভবিষ্যতের জন্য উপায় করিয়া রাখে ; ভবিষ্যকারী । 'প্রত্যাৎপন্নমতি'—বাহার বুদ্ধির এরূপ প্রতিভা, যে বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারে । 'যদ্ববিষ্য'—ভবিষ্যতে কি হইবে, যে তাহা ভাবিতে চায় না, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ; অপরিণামদর্শী ।

উৎপন্নাপদং যন্তু সমাধত্তে স বুদ্ধিমান্ ।

বণিজো ভার্যয়া জারঃ প্রত্যক্ষে নিহ্নুতো যথা ॥ ৬ ॥

যন্তুবিষ্যঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । প্রত্যুৎপন্নমতিঃ কথয়তি ।
অস্তি বিক্রমপুরে সমুদ্রদত্তো নাম বণিক্ । তস্য রত্নপ্রভা নাম
বধুঃ কেনাহপি স্বসেবকেন সমং সর্বদা রমতে । যতঃ ।

ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাহপি ন বিদ্যতে ।

গাবস্তৃণমিবাংরণ্যে প্রার্থয়ন্তে নবং নবম্ ॥ ৭ ॥

অথৈকদা সা রত্নপ্রভা তস্য সেবকস্য মুখে চুম্বনং দ্রুদতী সমুদ্র-
দত্তেনাহবলোকিতা । ততঃ সা বন্ধকী সত্বরং ভর্তুঃ সমীপমুপ-
গম্যাহ—নাথ এতস্য সেবকস্য মূহতী নিরুতিঃ । বতোহয়ং
চৌরিকাং কৃত্বা কপূরমপ্নাতি । কপূরগন্ধঃ প্রত্যক্ষোহস্য মুখে
ময়া ত্রাতঃ । তথা চোক্তম্ ।

আহারো বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুগুণা ।

ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাফকগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

তদাকর্ষ্য সেবকেনাহপ্যুপক্রুশ্যোক্তম্—যস্য গৃহে ঈদৃশী ভার্য্যা

উপস্থিত বিপদ যে করে নিবারণ, তাহাকেই বুদ্ধিমান্ বলে সর্বজন,

বণিকের ভার্য্যা হেন কৌশল করিল, পতির সাক্ষাতে উপপতিকে ডাকিল । ৬ ।

যন্তুবিষ্য জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? । প্রত্যুৎপন্নমতি কহিল । বিক্রমপুরে
সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিক বাস করে । রত্নপ্রভা নামে তাহার স্ত্রী নিজের একজন
ভৃত্যের সহিত সর্বদা বিহার করিত । কারণ,—

অসতী নারীর কেহ প্রিয়পাত্র নাই, কে তাক্স অপ্রিয় তাও দেখিতে না পাই ;

নিত্যই নৃতনে তার হয় অভিলাষ, বনে ধেহু খোঁজে যথা নব নব ঘাস । ৭ ।

অনন্তর, একদিন সেই রত্নপ্রভা সেই ভৃত্যের বদনে চুম্বন প্রদান করিতেছে
তাহার স্বামী তাহা দেখিতে পাইল । সেই কুলটা অমনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া
বলিল,—নাথ ! এ বেটার ভারি আশ্পদা, এ চুরি করিয়া কপূর খায়, আমি ইহার
মুখ শুকিয়া ইহার মুখে স্পষ্টই কপূরের গন্ধ পাইলাম । কথিতও আছে যে,—

পুরুষের ছই গুণ নারীর আহার, পুরুষের চারি গুণ বুদ্ধিবল তার ;

পুরুষের ছয় গুণ হৃদয়ের জোর, পুরুষের আট গুণ কামে হয় ভোর । ৮ ।

তত্র সেবকেন কথং স্বাতব্যম্ । যত্র প্রতিক্ষণং গৃহিণী সেবকস্য
মুখং জিহ্বতি । ততোহনাবুখায় চলিতঃ । ততোহসৌ সাধুনা
যত্নাৎ প্রবোধ্য ধৃতঃ । অতোহহং ব্রবীমি—“উৎপন্নামাপদম্”—
ইত্যাদি । ততো যন্তবিষ্যেণোক্তম্ ।

যদভাবি ন তদ্ ভাবি ভাবি চেন্ন তদশ্রুথা ।

ইতি চিন্তাবিষয়োহয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ॥ ৯ ॥

ততঃ প্রাতর্জ্বালেন বদ্ধঃ প্রত্যাৎপন্নমতিমূর্তবদাত্মানং সন্দর্শ্য
স্থিতঃ । ততো জ্বালাদপসারিতঃ স্থলাদুৎপ্নত্য গভীরং নীরং
প্রবিষ্টঃ । যন্তবিষ্যশ্চ ধীবরৈঃ প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং
ব্রবীমি—“অনাগতবিধাতা চ”—ইত্যাদি । তদ্ যথাহহমন্যং হৃদং
প্রাপ্নোমি তদদ্য বিধীয়তাম্ । হংসবাহুঃ—জলাশয়ান্তরে প্রাপ্তে

তাহা শুনিয়া সেই ভৃত্যও কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল,—যে গৃহে এরূপ
গৃহিণী, যে প্রতিক্ষণেই চাকরের মুখ শুঁকিয়া বেড়ায়, সে গৃহে চাকর কিরূপে
টিকিবে ? । সে ইহা বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেল । অনন্তর বণিক অনেক
আকিঞ্চন করিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিল । এইজন্যই
বলিতেছিলাম যে,—“উপস্থিত বিপদ যে করে নিবারণ”—ইত্যাদি । তাহা শুনিয়া
যন্তবিষ্য কহিল,—

না হবার বাহা, তার কে করে ঘটন ? যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন ?

সর্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান, এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান ? (১)৯

অনন্তর পরদিন প্রাতে প্রত্যাৎপন্নমতি ধীবরের জ্বলে বদ্ধ হইয়া, যেন মরিয়াছে
এইরূপ ভান করিয়া রহিল । পরে ধীবরেরা তাহাকে জ্বাল হইতে মোচন
করিবামাত্র সে লাকাইয়া গভীর জ্বলে প্রবেশ করিল । যন্তবিষ্য ধীবরের হস্তে
পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“অনাগত-
বিধাতা ও প্রত্যাৎপন্নমতি”—ইত্যাদি । অতএব আমি যাহাতে অন্য হৃদে গমন
করিতে পারি, তোমরা অদ্যই তাহা কর । হংসবহু কহিল,—হাঁ, তুমি অন্য জলা-

(১) মানুষের অদৃষ্টে বাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটবে, কিছুতেই তাহার নিবারণ নাই, এবং
বাহা অদৃষ্টে নাই, কিছুতেই তাহা ঘটবে না ; লোকের মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই তাহার
সমস্ত দুশ্চিন্তার শান্তি হয় । যেমন দিব্য ঔষধের গুণে বিবেক জ্বালা দূর হয়, তেমনি এইরূপ বিশ্বাসের
গুণে সমস্ত দুশ্চিন্তার জ্বালা দূর হয় ।

তব কুশলম্ । স্থলে গচ্ছতস্তে কো বিধিঃ । কূর্শো ক্রতে—যথাহং
ভবন্ত্যাং সহাকাশরঞ্জনা যামি স উপায়ো বিধীয়তাং । হংসৌ
ক্রতঃ—কথমুপায়ঃ সন্তবতি । কচ্ছপো বদতি—যুবাভ্যাং চক্ষুধৃতং
কাষ্ঠখণ্ডমেকং ময়া মুখেনাহবলম্বিতব্যম্ । অতো ভবতোঃ পক্ষ-
বলেন ময়াহপি স্থথেন গম্ভব্যম্ । হংসৌ ক্রতঃ—সন্তবতোষ-
উপায়ঃ । কিন্তু ।

উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ ।

পশ্যতো বকমূর্থস্য নকুলৈর্ভক্ষিতাঃ স্ততাঃ ॥ ১০ ॥

কূর্শঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । হংসৌ কথয়তঃ । অস্ত্যন্তরাপথে
গৃধ্রকূটো নাম পর্বতঃ । তত্রৈব রেবাতীরে ন্যাগ্রোধপাদপে বকা-
নিবসন্তি । তস্য বটস্থাহধস্তাদ্ বিবরে সর্পস্তিষ্ঠতি । স চ বকানাং
বাল্যাপত্যানি খাদতি । ততঃ শোকাক্তানাং বকানাং প্রলাপং শ্রুত্বা

শয়ে পঁহুঁহিতে পারিলে তোমার পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু তুমি কিরূপে স্থলপথ দিয়া
গমন করিবে ? । কূর্শ কহিল,—আমি তোমাদের উভয়ের সহিত যাহাতে শৃণুমাৰ্গ
দিয়া যাইতে পারি, সেরূপ কোনও উপায় স্থির কর । হংসদ্বয় কহিল,—তাহা
কিরূপে ঘটবে ? । কচ্ছপ বলিল,—এক খণ্ড কাষ্ঠের ছই দিক্ তোমরা ছই জনে
ঠোট দিয়া ধরিবে, এবং আমি তাহার মধ্যভাগ মুখ দিয়া ধরিলে থাকিব, তাহার
পর তোমরা যেমন পক্ষভরে উড়িতে থাকিবে, সেই সঙ্গে আমিও স্বচ্ছন্দে যাইতে
পারিব । হংসদ্বয় কহিল,—হাঁ, এরূপ উপায় সম্ভব বটে, কিন্তু,—

উপায় ভাবিয়া যেই না ভাবে অপায় (১), তাহাকে সুবিজ্ঞ কভু নাহি বলা যায় ;
পরিণাম না ভাবিল মূৰ্খ এক বক, নকুলে খাইল সব বকের শাবক । ১০ ।

* কূর্শ জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? হংস কহিল । উত্তরে গৃধ্রকূট নামে এক পর্বত
প্রশছে । তথায় রেবানদীর (২) তীরে ন্যাগ্রোধ (৩) বৃক্ষে বকেরা বাস করে । সেই বৃক্ষ-
তলস্থিত গর্ভে এক সর্প থাকে । সেই সর্প বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকগুলি ভক্ষণ করে ।
এক দিন বকেরা শিশুসন্তানের শোকে আর্তনাদ করিতেছে শুনিয়া এক বৃদ্ধ বক

(১) কোনও বিষয়ে 'উপায়' অর্থাৎ কার্যসাধনের কৌশল স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, সেই
উপায়ে কার্য করিলে পরিণামে কি কি বিষয় বিপত্তি ঘটতে পারে, তাহারও প্রতীকার পূর্ব হইতেই
স্থির করিয়া রাখিবে । 'অপায়'—বিনাশ, ধ্বংস, বিষ, প্রতিবন্ধক ।

(২) 'রেবা'—নর্দদা নদী ।

(৩) 'ন্যাগ্রোধ'—বটবৃক্ষ ।

কেনচিদ্ বৃদ্ধবকেনোক্তম্—ভো এবং কুরুত । যুয়ং মৎশ্রানানীয়
 নকুলবিবরাদারভ্য সর্পবিবরং যাবৎ একৈকশো মৎশ্রান্ পঙ্ক্তি-
 ক্রমেণ বিকিরত । ততস্তদাহারবর্জনা নকুলৈরীগত্য সূৰ্পো দ্রুতব্যঃ
 স্বভাবদ্বেষাদ্ ব্যাপাদয়িতব্যশ্চ । তথাহনুষ্ঠিতে সতি তদ্ বৃদ্ধম্ ।
 অথ নকুলৈর্কোপরি পক্ষিণাবকানাং রাবঃ শ্রুতঃ । পশ্চাত্তৈ-
 র্নকুলৈর্কমারুহ্য বকশাবকাঃ খাদিতাঃ । অত আবাঃ ক্রবঃ—
 “উপায়ং চিন্তয়ন্”—ইত্যাদি । আবাভ্যাং নীয়মানং স্থাং দৃষ্ট্বা
 লোকৈঃ কিঞ্চিদ্ বক্তব্যমেব । তদাকর্ণ্য যদি ত্বমুত্তরং দদাসি তদা
 তব মরণং ভবিষ্যতি । তৎ সৰ্ব্বথাহত্রৈব স্থীয়তাম্ । কূৰ্ম্মো বদতি
 —তৎ কিমহ্নমজ্জঃ । ন কিমপ্তি ময়া বক্তব্যম্ । ততএবমনুষ্ঠিতে
 সতি আকাশে নীয়মানং তং কূৰ্ম্মমালোক্য সৰ্ব্বৈ গোরক্ষকাঃ পশ্চাদ্
 ধাবন্তি বদন্তি চ—অহো মহদাশ্চর্য্যম্ । পক্ষিভ্যাং কূৰ্ম্মঃ সমুহ্যতে ।
 তত্র কশ্চিদাহ—যদ্যয়ং কূৰ্ম্মঃ পততি তদাহত্রৈব পতন্তু খাদিতব্যঃ ।

তাহাদিগকে বলিল,—ওহে ! তোমরা আমার পরামর্শ শুন । তোমরা কতকগুলি
 মৎস্য স্নারিয়া আন, এবং ঐ সর্পের গর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নকুলের গর্ত পর্য্যন্ত
 এক একটি করিয়া মৎস্য সারি সারি রাখিয়া দেও । এইরূপ করিলে পর, নকুলেরা
 সেই মৎস্য খাইতে খাইতে ক্রমে সেই পথে সর্পের গর্তে গিয়া উপস্থিত হইবে, এবং
 স্বভাবশক্ত সর্পকে দেখিবারাত্র বধ করিবে । অনন্তর বকেরা সেইরূপ করিলে পর,
 নকুলেরা গিয়া সেই সর্পকে বধ করিল । তাহার পর সেই নকুলেরা যখন সেই বৃক্ষের
 উপর বকশাবকদিগের কলরব শুনিতে পাইল, তখন বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত শাবকগুলি
 ভক্ষণ করিল । এইজন্যই আমরা বলিতেছি যে,—“উপায় ভাবিয়া যেই না ভাবে
 অপায়”—ইত্যাদি । আমরা যখন তোমায় শূন্যপথে লইয়া যাইব, তখন এই অদ্ভুত
 ব্যাপার দেখিয়া লোকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলাবলি করিবে । তুমি তাহাদের
 কথায় যদি উত্তর দেও, তবেই তোমার সৰ্ব্বনাশ । অতএব তুমি এইস্থানেই
 থাক । কূৰ্ম্ম কহিল,—আমি কি এতই নিৰ্ব্বোধ ! আমি কারণ কোনও কথায়
 উত্তর করিব না । অনন্তর, হংসদ্বয় যখন তাহাকে শূন্যমার্গ দিয়া লইয়া চলিল,
 তখন মাঠের রাখালেরা তাহা দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং বলিতে লাগিল,—
 বাঃ ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ছইটা পাখী একটা কচ্ছপকে লইয়া কেমন উড়ি-
 তেছে ! । তদ্ব্যয্যে কেহ বলিল,—এই কচ্ছপটা যদি পড়িয়া যায়, তবে উহাকে

কোহপি নিগদতি—গৃহং নেতব্যঃ । কশ্চিদ্ বদতি—সরসংস্রীপে
দন্ধু। ভঙ্কিতব্যঃ । তৎ পরুষবচনমাকর্ণ্য স কূর্শ্বঃ ক্রোধাদ্ স্মৃত-
পূর্বসংস্কারোহবদৎ—যুগ্মাভির্ভস্ম ভঙ্কিতব্যম্ । ইতি বায়ব
কাষ্ঠাৎ পতিতো গোরক্ষকৈর্ব্যাপাদিতঃ । অতোহহং ব্রবীমি—
“স্বহৃদাং হিতকামানাম্”—ইত্যাদি । অথ প্রগিধিবকস্তুত্রাগতা-
বাচ—দেব প্রাগেব ময়া নিবেদিতম্—দুর্গশোধনং প্রতিক্
কর্তব্যমিতি । তচ্চ যুগ্মাভির্ন কৃতম্ । অতস্তদনবধানশ্চ ফলাদ
মনুভূতম্ । দুর্গদাহশ্চাহয়ং মেঘবর্ণনান্না বায়সেন গৃধ্রপ্রযুক্ত
কৃতঃ । রাজা নিঃশ্বস্যাৎ ।

প্রণয়াদুপকারাদ্ বাণ্যো বিশ্বসিতি শক্রম্ ।

স স্পৃহিব বৃক্ষাগ্রাৎ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ১১ ॥

এইস্থানেই রাখিয়া খাই । আর একজন কহিল,—উহাকে গৃহে লইয়া যাই ।
অন্য রাখাল কহিল,—উহাকে সরোবরের তীরে পোড়াইয়া খাই । তাহদের
সেই সকল মর্শাস্তিক কথা শুনিয়া কচ্ছপ ক্রোধে অধীর হইয়া পূর্ব পরামর্শ ভুলিয়া
গেল, এবং তাহাদিগকে বলিল,—তোরা ছাই খাইবে ! । কচ্ছপ যেমন মুখ খুলিয়া
এই কথা বলিল, অমনি সেই কাষ্ঠখণ্ড হইতে দ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িল, রাখালেরও
তাহাকে মারিয়া খাইল । এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম যে,—“হিতৈষী
বন্ধুর কথা না শুনে যে জন”—ইত্যাদি । অনস্তর সেই গৃচর বক সেই হাম
আসিয়া রাজাকে কহিল,—মহারাজ ! । আমি পূর্বেই ত বলিয়াছিলাম যে,—নিজ
দুর্গের তত্ত্বাবধান প্রতিক্ষেপেই করা উচিত, আপনারা তাহা করিলেন না, সেই
অসাবধানতার ফল এক্ষণে ভোগ করিতেছেন । আর এই দুর্গদাহ কাণ্ডটি, গৃধ্র
মদ্বীর প্রেরিত সেই মেঘবর্ণ নামক কাকের দ্বারা হইয়াছে । রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিয়া বলিল,—

প্রণয় বা উপকার স্মরিয়া যে জন, শক্রর উপরে করে বিশ্বাস স্থাপন ;

বৃক্ষের উপরে নিজা যায় সেই জন, পতিত হইয়া শিক্ষা পায় বিলক্ষণ (১) । ১১ ।

(১) যে ব্যক্তি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজা যায়, সে যেমন ভূতলে পতিত ও বিল-
ক্ষণ আহত হইয়া নিজের নিবৃদ্ধিতা বুঝিতে পারে, তেমনি, যে ব্যক্তি শক্রর উপকার করিয়া অথবা
তাহার সহিত সন্ধা করিয়া সেই কারণে তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে সেই শক্রর
হস্তে বিলক্ষণ শাস্তি পাইয়া শেষে আপন নিবৃদ্ধিতা বুঝিতে পারে ।

অপ্রিণিধিরুবাচ—ইতো দুর্গদাহং বিধায় বদাগতো মেঘবর্ণ-
স্তদা চিবর্ণেন প্রসাদিতেনোক্তম্—অয়ং মেঘবর্ণোহত্র কপূরধীপ-
রাজেহভিষিচ্যতাং । তথা চোক্তম্ ।

কৃতকৃত্যস্য ভৃত্যস্য কৃতং নৈব প্রণাশয়েৎ ।

ফলেন মনসা বাচা দৃষ্ঠ্যা চৈনং প্রহর্ষয়েৎ ॥ ১২ ॥

চক্রবাকো ক্রতে—দেব শ্রুতং যৎ প্রিণিধিঃ কথয়তি । রাজাহ—
তত্ততঃ । প্রিণিধিরুবাচ—ততঃ প্রধানমন্ত্রিণা গৃধ্ৰেণাহভিহিতম্—
নেদমুচিতম্ । প্রসাদাস্তরং কিমপি ক্রিয়তাম্ । যতঃ ।

অধিকারেণ যো যুক্তঃ কথং তস্যাহস্তি খণ্ডনম্ ।

নীচেক্ষুপকৃতং রাজন্ বালুকাস্বিব মুদ্রিতম্ ॥ ১৩ ॥

মহতামাস্পদে নীচঃ কদাপি ন কর্তব্যঃ । তথা চোক্তম্ ।

নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হস্তমিচ্ছতি ।

মুখিকো ব্যাত্ৰতাং প্রাপ্য মুনিং হস্তং গতৌ যথা ॥ ১৪ ॥

মনস্কর গৃঢ়চর কহিল,—এই দুর্গ দগ্ধ করিয়া মেঘবর্ণ যখন রাজা চিবর্ণের
কর্ত প্রত্যাগমন করিল, তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—এই মেঘবর্ণকে
ই কপূরধীপের রাজপদে অভিষিক্ত কর । শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—
যে ভৃত্য মহোপকার কররে সাধন, সে ভূ তার সেই কার্য করিবে অরণ ;
অরূপ পুরস্কার দিয়া সেই জনে, কারমনোবাক্যে তারে ভূবিবে ষতনে । ১২ ।

তাহা শুনিয়া মন্ত্রী চক্রবাক কহিল,—মহারাজ ! গৃঢ়চর বাহা বলিল, তাহা
শুনিলেন ত ? রাজা জিজ্ঞাসিল,—তার পর ? তার পর ? গৃঢ়চর কহিল,—
চিবর্ণের সেই কথার তাহার মন্ত্রী গৃধ্র বলিলেন,—মহারাজ ! মেঘবর্ণকে রাজপদ
প্রদান করা উচিত নয়, উহাকে আর কোনও পুরস্কার প্রদান করুন । কারণ,—
অপরের অধিকার করিয়া হরণ, সে পদে অধমে নাহি করিবে স্থাপন ;
অধমের যদি নৃপ ! কর উপকার, বালুকায় রেখা সম ফল নাহি তার (১) । ১৩

মহতের পদে নীচ ব্যক্তিকে কদাচ স্থাপন করিবে না । কথিতও আছে যে,—
যাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ পায়, শেষে তারি নামলোপ করিবারে যায় ;
মুখিক হইল ব্যাত্র মুনির কৃপায়, শেষে সে মুনিকে দেখ । বধিবারে ধায় । ১৪ ।

(১) বালির উপর রেখা টানিলে যেমন তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়, অস্বাভ্যে উপকার করিলেও
তাহা তেমনি নিষ্ফল হয় ।

চিত্রবর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । গৃধ্রঃ কথয়তি । অস্তি গোতমা-
রণ্যে মহাতপা নাম মুনিঃ । তেনাশ্রমসন্নিধানে মূষিকশাবকঃ
কাকমুখাদভ্রকৌ দৃষ্টঃ । ততো দয়াযুক্তেন তেন মুনির্নানীধার-
কণৈঃ সংবন্ধিতঃ । তং চ মূষিকং খাদিতুমনুধাবন্ বিড়ালো মুনির্নানী
দৃষ্টঃ । পশ্চাৎ তপঃপ্রভাবাৎ তেন মুনির্নানী মূষিকো বলিষ্ঠো
বিড়ালঃ কৃতঃ । স বিড়ালঃ কুকুরাদ্ বিভেতি । ততোহসৌ কুকুরঃ
কৃতঃ । কুকুরস্য ব্যাঘ্রান্মহদভয়ম্ । তদনন্তরং স ব্যাঘ্রঃ কৃতঃ ।
অথ তং ব্যাঘ্রমপি মুনির্মূষিকনির্বিশেষং পশ্যতি । অতঃ সর্বৈ
তত্রত্যা জনাস্তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা বদন্তি—অনেন মুনির্নানী মূষিকোহয়ং
ব্যাঘ্রতাং নীতঃ । এতৎ শ্রুত্বান্ন ব্যাঘ্রঃ সব্যথোহঁচিস্তয়ৎ—যাবদ-
নেন মুনির্নানী জীবিতব্যং তাবদিদং মম স্বরূপাখ্যানমকীর্ত্বিকরং ন
পলায়িষ্যতে । ইতি সমালোচ্য মুনিং হস্তং সমুদ্যতঃ । মুনিস্তস্য

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? গৃধ্র বলিল। গোতমারণ্যে (১) মহা-
তপা নামে এক মুনি বাস করেন। তিনি আশ্রমের নিকট দেখিলেন, একটি মূষিক-
শাবক কাকের মুখ হইতে পতিত হইল। তদর্শনে তিনি দয়াজ্ঞ হইয়া নীবার ধাঞ্জ
ভোজন করাইয়া (২) সেই মূষিকশাবককে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি
একদিন দেখিলেন,—এক বিড়াল সেই মূষিকটিকে খাইবার জন্য তাহার পশ্চাৎ
দৌড়িতেছে। অনন্তর তিনি যোগবলে সেই মূষিককে বলিষ্ঠ বিড়াল করিলেন।
সেই মূষিক বিড়াল হইয়া কুকুরের ভয়ে সর্বদা ভীত হইতে লাগিল। তদর্শনে
মুনি সেই বিড়ালকে কুকুর করিলেন। মূষিক কুকুর হইয়া আবার ব্যাঘ্রের ভয়ে
অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মুনি তাহাকে ব্যাঘ্র করিলেন।
মূষিক এইরূপে ব্যাঘ্র হইলেও, মুনি কিন্তু তাহাকে সেই মূষিক বলিয়াই জ্ঞান
করিতেন। সেই আশ্রমের লোকেরাও সেই ব্যাঘ্র দেখিয়া বলাবলি করিত যে,—
মুনি সেই মূষিককেই এই ব্যাঘ্র করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্যাঘ্রের মনে বড়ই
কষ্ট হইল। সে ভাবিল,—যতদিন এই মুনি জীবিত থাকিবে, ততদিন আমার
ঘোর কলঙ্কর এই প্রকৃত বৃত্তান্ত কিছুতেই চাপা পড়িবে না। ইহা ভাবিয়া সে

(১) 'গোতমারণ্য'—গোতমমুনির আশ্রম।

(২) 'নীবারধাঞ্জ'—ভূপ্রধাঞ্জবিশেষ; মুনিরা এই ধাঞ্জ ব্যবহার করেন; চলিত-কথায় ইহাকে
'উড়ীধান' বলে।

চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা “পুনমুষিকো ভব” — ইত্যুক্ত্বা মুষিকএব কৃতঃ ।
অতোহহং ব্রবীমি—“নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য” — ইত্যাদি । অপরাং
চ দেব স্বকরমিদমিতি ন মন্তব্যম্ । শৃণু ।

ভক্ষয়িত্বা বহুন্ মৎস্যানুত্তমাধমমধ্যমান্ ।

অতিলোভাদ্ বকঃ পশ্চান্মৃতঃ কর্কটসংগ্রহাৎ ॥ ১৫ ॥

চিত্রবর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । মন্ত্রী কথয়তি । অস্তি মালব-
বিষয়ে পদ্মগর্ভাভিধানং সরঃ । তত্রৈকো বুদ্ধো বকঃ সামর্থ্যহীন-
উদ্বিগ্নমিবাত্মনাং দর্শয়িত্বা স্থিতঃ । স চ কেনচিৎ কুলীরকেণ দূরা-
দেব পৃষ্ঠঃ—কিমিতি ভবানত্রাহারপরিত্যাগেন তিষ্ঠতি । বকেনো-
ক্তম্—মৎস্যা মধ জীবনহেতবঃ । মৎস্যাশ্চাহত্রাহবশ্যমেব কৈব-
র্তেব্যাপাদয়িতব্য ইতি নগরোপান্তে ময়া কৈবর্তালাপ আকর্ণিতঃ ।
তদিতো বর্তনাভাবাদেবাহস্মন্নরণমুপস্থিতমিতি জ্ঞাত্বাহারেহপ্যনা-

সেই মুনিকে বধ করিতে উদ্যত হইল । মনি তাহার হরভিসন্ধি বুঝিয়া,—‘তুমি
পুনরায় মুষিক হও’—এই বলিয়া তাহাকে সেই মুষিকের আকারে পরিণত করি-
লেন । এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—‘বাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ
পায়’—ইত্যাদি । নীচকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করাও মহারাজ ! সহজ বলিয়া
জ্ঞান করিবেন না । শুনুন !—

ভাল মন্দ আদি করি মৎস্য বহুতর, কিছুদিন স্বচ্ছন্দে খাইল নিরস্তর ;

শেষে বক অতিলোভে হারাইয়া জ্ঞান, কর্কট খাইতে গিয়া হারাইল প্রাণ (১) । ১৫।

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? । মন্ত্রী কহিল,—মালবদেশে পদ্মগর্ভ
নামে এক সরোবর আছে । তথায় একটি বুদ্ধ বক সামর্থ্যহীন হইয়া নিতান্ত
উৎকণ্ঠিতভাবে রহিয়াছে দেখিয়া, এক কুলীরক (২) দূর হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিল,—আপনি আহার পরিত্যাগ করিয়া এখানে এরূপ বিষন্নভাবে রহিয়াছেন
কেন ? । বক কহিল,—মৎস্যই আমার প্রাণরক্ষার উপায় । কিন্তু কৈবর্তেরা
এই সরোবরের তবৎ মাংস বধ করিবে, নগরপ্রান্তে কৈবর্তেরা (৩) এইরূপ পরা-
মর্শ করিতেছে আমি স্বকর্ণে শুনিলাম । অতএব এখানে জীবিকার অভাবে
আমাকে শীঘ্রই মরিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া মনোহঃখে আহার করিতে আর

(১) ‘কর্কট’—ক্যাঁড়।

(২) ‘কুলীরক’—ক্যাঁড়।

(৩) ‘কৈবর্ত’—ধীবর, জেলে ।

দরঃ কৃতঃ । ততঃ সর্বৈর্মৎস্যৈরালোচিতম্—ইহ সময়ে তাবদুপ-
কারক এবাহরমুপলক্ষ্যতেহস্মাকম্ । তদয়মেব যথাকর্তব্যং পৃচ্ছ্য-
তাম্ ।

উপকর্ত্রাহরিণা সন্ধিন মিত্রেণাহপকারিণা ।

উপকারাপকারৌ হি লক্ষ্যং লক্ষণমেতয়োঃ ॥ ১৬ ॥

মৎস্য্য উচুঃ—ভো বক কোহস্মাকং রক্ষণোপায়ঃ । বকৌ
ক্রতে—অস্তি রক্ষণোপায়ো জলাশয়াস্তরাশ্রয়ণম্ । তত্রাহহমেকৈ-
কশোমুগ্মান্ নয়ামি । মৎস্যৈরপি ভয়াদুক্তম্—এবমস্ত । ততোহসৌ
হৃষ্টবকস্তান্ মৎস্যানেকৈকশো নীত্বা কস্মিংশ্চিদ্দেশে খাদিত্বা পুন-
রাগত্য বদতি—তে ময়া জলাশয়াস্তরে স্থাপিতাঃ । অনস্তরং
কুলীরস্তমুবাচ—ভো বক মামপি তত্র নয় । ততো বকোহপ্যপূর্ব-

ইচ্ছা নাই। তাহা শুনিয়া মৎস্যেরা ভাবিল,—এ সময় ইহাঁকেই ত আমাদের
হিতকারী বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব ইহাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, আমাদের
এ সময় কর্তব্য কি? কথিতও আছে যে,—

উপকারী শত্রু মনে করিবে মিলন, অপকারী মিত্রকেও করিবে বর্জন ;

উপকার অপকার এ দুই কারণে, মিত্র আর শত্রু হয় জানিবে ভুবনে (১) । ১৬ ।

মৎস্যেরা জিজ্ঞাসা করিল,—কিরাপে আমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে? ।
বক কহিল,—আর একটি জলাশয় আছে, সেই স্থানে যাইলে তোমাদের প্রাণরক্ষা
হয়। আমি তোমাদিগকে এক একটি করিয়া সেই স্থানে রাখিয়া আসিতে পারি।
মৎস্যেরাও প্রাণের ভয়ে তাহার কথায় সম্মত হইল। অনস্তর সেই হৃষ্ট বক, এক
একটি করিয়া মৎস্য লইয়া গিয়া কোনও স্থানে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া, ফিরিয়া
আসিয়া বলিতে লাগিল, যে, আমি তাহাকে অন্য জলাশয়ে রাখিয়া আসিলাম।
অনস্তর একদিন সেই কুলীরক বককে বলিল,—হে বক! আমাকেও সেই জলাশয়ে
লইয়া চল। বকও অপূর্ব কর্কট-মাংস ভোজনের লোভে সমাদরপূর্বক তাহাকে

(১) ইহার মূল শ্লোকটি মাঘ কবির শিশুপালবধ নামক কাব্যের ২য় সর্গে আছে। শত্রুপক্ষীয়
হইয়াও যদি উপকারী হয়, তাহার সহিত সন্ধি করিবে, আর মিত্রপক্ষীয় হইয়াও যদি অপকারী হয়,
তাহার সহিত কথাচ সন্ধি করিবে না, কারণ উপকারী ব্যক্তিকেই মিত্র, এবং অপকারী ব্যক্তিকেই শত্রু
বলিয়া জানিবে, নতুবা, জাতি, সম্বন্ধ, বা অন্ত কোনও কারণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া গণনা
করিবে না।

কুলীরমাংসার্থী সাদরং তং নীত্বা স্থলে ধৃতবান্ । কুলারোহপি
মৎস্যকণ্টকাকীর্ণাং ভূমিং দৃষ্ট্বাহ্ চিস্তয়ৎ—হা হতোহস্মি মন্দ-
ভাগ্যঃ । ভবতু ইদানীং সময়োচিতং ব্যবহারামি । যতঃ ৷

তাবদ্ ভয়াত্তু ভেতব্যং যাবন্তয়মনাগতন্ ।

আগতং তু ভয় দৃষ্ট্বা প্রহর্ষ্যমভীতবৎ ॥ ১৭ ॥

অপরং চ । অভিযুক্তো যদা পশ্যেন্ন কিঞ্চিক্রিতমান্ননঃ ।

যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ত্রিয়তে রিপুণা সহ ॥ ১৮ ॥

ইত্যালেচ্য স কুলীরস্তস্য বকস্ব গ্রীবাং চিচ্ছেদ । স বকঃ
পঞ্চত্বং গতঃ । অতোহহং ব্রবীমি—“ভক্ষয়িত্বা বহুন্ মৎস্থান্”—
ইত্যাদি । ততঃ পুনরপি স রাজা চিত্রবর্ণেহব্রবীৎ—শৃণু তাবন্মহা-
মস্ত্রিন্ ময়েতদালোচিতম্ । যদত্রাহবস্থিতেনাহনেন মেঘবর্ণেন
রাজ্ঞা যাবন্তি কপূঁরদ্বীপশ্চোত্তমবস্তুনি তাবন্ত্যস্মাকমুপনেতব্যানি ।
তেন মহতা বিলাসেনাহস্মাভির্বিদ্যাচলে স্নাতব্যম্ । দূরদর্শী
বিহস্যাহ—দেব—

লইয়া গিয়া এক স্থলভাগে উপস্থিত হইল । কুলীরকও সেই স্থান মৎস্যকণ্টকে
সমাকীর্ণ দেখিয়া ভাবিল,—হায়! আমি মারা পড়িলাম! আমি অতি হতভাগ্য!
যাহাই হউক, এ সময় ষথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে । কারণ,—

যাবত বিপদ নাহি উপস্থিত হয়, তাবত বিপদ বলি' করিবেক ভয় ;

বিপদ আসিলে কিন্তু ত্যজি ভয় মনে, প্রতীকার তাহার করিবে প্রাণপণে । ১৭ ।

আরো,—

শক্র-হস্তে রক্ষা নাই দেখি' বিজ্ঞজন, যুঝিতে যুঝিতে প্রাণ করে বিসর্জন । ১৮ ।

কুলীরক এইরূপ ভাবিয়া বকের গ্রীবা ছেদন করিল । সেই বকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত
হইল । এইজন্যই বলিতেছিলাম, যে,—“ভাল মন্দ আদি করি মৎস্য বহুতর”—
ইত্যাদি । অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ পুনরার কহিল,—আমি যাহা মনে মনে কল্পনা
করিয়াছি, তাহাও আপনি শ্রবণ করুন । মেঘবর্ণকে এই কপূঁরদ্বীপের রাজপদে
স্থাপন করিলে, এ ব্যক্তি এ স্থানের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সর্বদা আমাদেরগকে উপ-
হার পাঠাইবে । আমরা বিদ্যাচলে থাকিয়া পরম সুখে সৈ সকল বিলাসের সামগ্রী
ভোগ করিব । দূরদর্শী তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল, মহারাজ!—

অনাগতবতীং চিন্তাং কৃৎস্না যস্ত প্রহস্যতি ।

স তিরস্কারমাপ্নোতি ভগ্নভাণ্ডে দ্বিজো যথা ॥ ১৯ ॥

~~রাজাহ~~—কথমেতৎ । দূরদর্শী কথয়তি । অস্তি দেবীকোট্টিনাম্নি নগরে দেবশর্মা নাম ব্রাহ্মণঃ । তেন মহাবিশুবৎসংক্রান্ত্যাং শত্ৰুপূর্ণশরাবঃ প্রাপ্তঃ । ততস্তমাদায়াহসৌ ভাণ্ডপূর্ণকুস্তকারমণ্ডপিকায়াং রৌদ্রেণাকুলিতঃ স্তপ্তঃ । ততঃ শত্ৰুরক্ষার্থং হস্তে দণ্ডমাদায়াহচিন্তয়ৎ—যদ্যহমিমং শত্ৰুশরাবং বিক্রীয় দশ কপর্দকান্ প্রাপ্নোমি তদাহত্রৈব তৈঃ কপর্দকৈর্ঘটশরাবাদিকমুপক্ৰীয়াহ্নেনেকধা বৃদ্ধৈস্তৈর্ধনৈঃ পুনঃ পুনঃ পূগবস্ত্রাদিকমুপক্ৰীয় বিক্রীয় বাণিজ্যং

মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া, যে ভুল তাহাতে উঠে আল্পদে মাতিয়া ;

অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে সেই জন, শত্ৰুভাণ্ড ভগ্ন করি' ব্রাহ্মণ যেমন (১)।১৯

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ?। দূরদর্শী কহিল । দেবীকোট্টিনগরে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি মহাবিশুবৎসংক্রান্তির দিন এক শরা শত্ৰু প্রাপ্ত হইলেন (২) । তিনি সেই শত্ৰু লইয়া রৌদ্রে অত্যন্ত সস্তাপিত হইয়া, এক কুস্তকারের ভাণ্ডপরিপূর্ণ মণ্ডপে (৩) গিয়া শয়ন করিলেন । সেই শত্ৰুপূর্ণ শরাখানির রক্ষার জন্য হস্তে ষষ্টি লইয়া তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—আমি এই একশরা শত্ৰু বিক্রয় করিয়া যদি দশ কড়া কড়ি পাই, তবে তদ্বারা এইস্থান হইতে ঘট'ও শরা ক্রয় করিব, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইব, পুনরায় তাহা নানা উপায়ে বাড়াইয়া, সেই ধনে পূগ (৪) ও বস্ত্রাদি দ্রব্য বারংবার ক্রয় ও

(১) 'শত্ৰু-ভাণ্ড'—শত্ৰুপূর্ণ ভাণ্ড, ছাত্তুর ভাণ্ড । যে ব্যক্তি কালনেমির লক্ষ্যভাগের স্থায় মনে মনে উচ্চ আশা কল্পনা করিয়া তাহাতে উন্নত হয়, তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় ; এক ব্রাহ্মণ ঐরূপ কল্পনায় মত্ত হইয়া শেষে নিজের ছাত্তুর ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, আর লাঞ্ছনাও ভোগ করিল ।

(২) 'মহাবিশুবৎসংক্রান্তি'—চৈত্রসংক্রান্তি ; এই সময় সূর্য্য মেঘরাশিতে গমন করে ; চৈত্রমাসের শেষ ও বৈশাখের আরম্ভকাল । এই সংক্রান্তিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে শত্ৰু অর্থাৎ ছাত্তু, জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি দান করিতে হয় ; যথা কুলার্ণবে,—“যো দদাতি হি মেবাদৌ শত্ৰুনশুঘটাবিতান্ । পিতৃশুদ্দিশ্য বিপ্রভ্যঃ সর্বপাপৈর্বিমুচ্যতে” । ইতি । অপিচ,—“মেবাদৌ শত্ৰবো দেয়া বশিপূর্ণা চ গর্গরী” । ইতি ।

(৩) 'কুস্তকার'—কুমার । 'ভাণ্ডপরিপূর্ণ মণ্ডপে' অর্থাৎ কুমারের যে গৃহে হাঁড়ি, কলসি, শরা, মালসা প্রভৃতি স্তরে স্তরে চারিদিকে সাজান আছে, সেই গৃহে ।

(৪) 'পূগ'—শুবার, সপারী ।

কৃত্বা লক্ষসংখ্যকধান্যান্যুৎপাদ্য বিবাহচতুর্কয়ং করোমি । ততস্তাহ
 পত্নীমু যা রূপর্যোবনবতী তস্যামধিকানুরাগং করোমি । তদমন্তরং
 সঞ্জাতের্ব্যাস্তাঃ সপত্ন্যো যদাহন্যোনিয়ং স্বন্দং করিষ্যন্তি তদাহং
 কোপাকুলস্তা লগুড়েন তাড়য়িষ্যামি । ইত্যভিধায় তেন লগুড়ঃ
 কিণ্ডঃ । তেন শক্তুরাবশ্চূর্ণিতো ভাণ্ডানি চ বহুনি ভগ্নানি ।
 ততো ভগ্নভাণ্ডপ্রবশাদাগত্য কুস্তকারেণ গলে হস্তং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ-
 স্তিরস্কৃত্তো মণ্ডপাদবহিষ্কৃতশ্চ । অতোহহং ব্রবীমি—“অনাগত-
 বতীং চিন্তামু”—ইত্যাদি । ততো রাজা রহসি গৃধ্রং মন্ত্রিণং
 পপ্রচ্ছ—তাত যথাকর্তব্যং তথোপদিশ । গৃধ্রো বদতি ।

মদোকৃতস্য নৃপতেঃ প্রকীর্ত্তয়েব দস্তিনঃ ।

গচ্ছন্ত্যস্মাগর্ঘ্যাতস্য নেতারঃ খলু বাচ্যতাম্ ॥ ২০ ॥

শুণু তাবৎ দেব—কিমস্মাভির্বলদর্পাদুর্গং ভগ্নং কিংবা ভবতঃ
 প্রতাপাধিষ্ঠিতেনোপায়েন । রাজাহ—ভবতামুপায়েন । গৃধ্রো

বিক্রম করিব । এইরূপ বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে যখন আমার লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় হইবে,
 তখন চারিটি বিবাহ করিব । সেই চারিটি পত্নীর মধ্যে যেটি সর্বাঙ্গের অধিক
 রূপবতী ও যুবতী হইবে, আমি তাহাকেই অধিক ভালবাসিব । ইহাতে তাহার
 সপত্নীরা ঈর্ষ্যা করিয়া যখন পরস্পর কলহ আরম্ভ করিবে, তখন আমি ক্রোধে
 অধীর হইয়া তাহাদিগকে লগুড় প্রহার করিব । ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে
 সত্য সত্যই ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তস্থিত সেই লগুড় যেমন নিক্ষেপ করিলেন,
 অমনি তাহার সেই শক্তুর শরাখানি চূর্ণ হইল এবং কুস্তকারের অনেকগুলি ভাণ্ডও
 ভগ্ন হইল । সেই সকল ভাণ্ড ও শরা প্রভৃতির চুরমার শব্দে কুস্তকার সেইস্থানে
 আসিয়া ব্রাহ্মণকে গালি দিতে দিতে গলহস্ত দিয়া বহিষ্কৃত করিল । এইজন্যই
 আমি বলিতেছিলাম যে,—“মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া”—ইত্যাদি । অনন্তর
 রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল—পিতঃ ! তবে কি কর্তব্য,
 তাহা আমাকে উপদেশ করুন । গৃধ্র কহিল,—

রাজা যদি মদমন্ত মাতঙ্গের প্রায়, অভিমানে অন্ধ হ'য়ে কুপথেতে ধায় ;

তবে তার উপদেষ্টা যত মন্ত্রিগণ, লোকের নিকট হয় নিন্দার ভাজন । ২০ ।

শুধুন মহারাজ ! আমরা যে এই শত্রু-দুর্গ ভগ্ন করিয়াছি, তাহা কি বাহুবলে ?
 না মন্ত্রণ-কৌশলে ? । রাজা বলিল,—আপনারি মন্ত্রণাকৌশলে । তখন গৃধ্র

ক্রতে — যদ্যস্মদ্বচনং ক্রিয়তে তদা স্বদেশে গম্যতাম্ । অন্যথাসম্নে
বর্ষাকালে তুল্যবলেন সহ পুনর্বিগ্রহে সত্যস্মাকং পরভূমিষ্ঠানাং
সংগ্রামমপি দুর্লভং ভবিষ্যতি । তৎ স্তথশোভার্থং সন্ধায় গম্য-
তাম্ । দুর্গং ভগ্নং কীর্তিঞ্চ লক্কেব । মম সন্মতং তাবদেতৎ । ২১ ।

যোহি ধর্মং পুরস্কৃত্য হিহা ভূর্ভুঃ প্রিয়াপ্রিয়ম্ ।

অপ্রিয়াণ্যাহ পথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্ ॥ ২১ ॥

অপরং চ । সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাহপি সন্ধিক্ষে বিজয়ো

ন হি সংশয়িতং কুর্যাদিত্যবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ ২২ ॥

অশ্চাচ । স্তহুদ্বলং তথা রাজ্যমাত্মানং কীর্তিমেষ চ ।

যুধি সন্দেহদোলাস্থং কোহি কুর্যাদবালিশঃ ॥ ২৩ ॥

অপি চ । যুদ্ধে বিনাশো ভবতি কদাচিদুভয়োরপি ।

স্তন্দোপস্তন্দাবন্যোনাং সমবীর্যো হতো ন কিম্ ॥ ২৪ ॥

কহিল,—যদি আমার মন্ত্রণা শুনেন, তবে স্বদেশে ফিরিয়া চলুন । নতুবা,
যখন যোর বর্ষাকাল আসিবে, তখন এই সমকক্ষ রাজার সহিত পুনরায়
সংগ্রাম হইলে, এই বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই আমাদের দুর্ঘট
হইবে । অতএব এই রাজার সহিত সন্ধি করিয়া চলুন, তাহাতে আমাদের
সুখসমৃদ্ধি ও সম্মান সকলি বজায় থাকিবে, কেন না, আমরা এক্ষণে
শত্রুদুর্গও ভগ্ন করিয়াছি এবং কীর্ত্তিও লাভ করিয়াছি । আমার মতে ইহাই
সংপরামর্শ ।

প্রভুর সন্তোষ কিম্বা রোষ না ভাবিয়া, ধর্মকথা বলে যেই নির্ভয় হইয়া ;

হিতবাক্য অপ্রিয় হ'লেও যে শুনায়, সেই জন নৃপতির প্রকৃত সহায় । ২১ ।

আরো,—

বিজয়ে সংশয় রাজা বুঝিবে যখন, সমকক্ষ-সনে সন্ধি করিবে তখন ;

অনিশ্চিতে সহসা না বাবে কদাচন, অমর-গুরুর ইহা শাস্ত্রের বচন (১) । ২২ ।

আরো,—

আপনার মিত্র, ঠৈসন্য, রাজ্য, প্রাণ, মান, সমরে সঙ্কটে ফেলে কোন্ বুদ্ধিমান ? ২৩

(১) সমকক্ষ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলে জয় হইবে বা পরাজয় হইবে তাহার স্থিরতা নাই ।

অতএব এক্ষণ সংশয়ের স্থলে রাজা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিই করিবে, ইহা অমরগুরুর অর্থাৎ বৃহস্পতির
উপদেশ ।

রাজোবাচ—কথমেতৎ । মন্ত্রী কথয়তি । পুরা দৈত্যো মহো-
দয়ো স্তন্দোপস্তন্দনামানো মহতা কায়ক্লেশেন ত্রৈলোক্যরাজ্যকাম-
নয়া চিরাচ্চন্দ্রশেখরমারাধিতবন্তৌ । ততস্তয়োৰ্ভগবান্-প্রসিদ্ধৈঃ
সন্—বরং বরয়তম্—ইত্থ্যবাচ । অনস্তরং তয়োঃ কঠাধিষ্ঠিতায়াঃ
সরস্বত্যাঃ প্রভাবাৎ তাবন্যদ্বক্তুকামাবন্যদভিহিতবন্তৌ । যদ্যাব-
য়োৰ্ভগবান্ পরিভুক্তস্তদা স্বপ্রিয়াং পার্বতীং পরমেশ্বরো দদাতু ।
অথ ভগবতা ক্রুদ্ধেন বরদানস্যাবশ্যকতয়া বিচারমুচয়োঃ পার্বতী
প্রদত্তা । ততস্তস্যা রূপলাবণ্যলুকাভ্যাং জগদ্ব্যতিভ্যাং মনসোৎ-
সুকাত্যাং পাপতিমিরাভ্যাং মমেত্যন্যোন্যকলহাভ্যাং প্রমাণ-
পুরুষঃ কশ্চিৎ পৃচ্ছ্যতামিতি মতো কৃতয়াং সএব ভট্টারকো
বুদ্ধব্জিরূপঃ সমাগত্য তত্রোপস্থিতঃ ।

আরো দেখুন!—

সমানে সমানে যুদ্ধ হইলে ঘটনা, উভয়েরি বিনাশের আছে সম্ভাবনা ;

সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যবর, সমানে সমানে যুঝি' গেল যমধর । ২৪ ।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? । মন্ত্রী কহিল । পূর্বকালে সুন্দ ও উপসুন্দ
নামে দুই মহাপ্রভাব দৈত্য ত্রিলোকীর আধিপত্যকামনায় বহুকাল অতি কঠোর
তপস্যা করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখর হরের আরাধনা করিয়াছিল । মহাদেব তাহা-
দের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তোমরা উভয়ে আমার নিকট বর
প্রার্থনা কর । তাহারা যেমন ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রার্থনা করিবে, অমনি দুই-
সরস্বতী আসিয়া তাহাদের কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সে কথা না
বলাইয়া অন্য কথা বলাইলেন । তাহারা কহিল,—হে পরমেশ্বর ! আপনি যদি
প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আপনার প্রিয়তমা পার্বতীকে আমাদের দান করুন ।
তাহাদের সেই প্রার্থনায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু যখন অঙ্গীকার করিয়াছেন
তখন অবশ্যই বর দিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া অগত্যা সেই দুই ছুর্কুন্ধি দৈত্যকে
পার্বতী প্রদান করিলেন । অনস্তর সৃষ্টিসংহারী সেই দুই পাপাত্মা দৈত্য ভগবতী
পার্বতীর রূপলাবণ্যে এরূপ বিমোহিত ও অধীরচিত্ত হইল যে,—“এ সুন্দরীকে
আমিই লইব”—ইহা বলিয়া পরস্পরে ঘোর কলহ আরম্ভ করিল । শেষে উভয়ে
এই স্থির করিল,—আইস ! আমরা এই বিবাদ ভঞ্নের জন্য কোনও ব্যক্তিকে
মধ্যস্থ মানি, তিনি বিচার করিয়া যাহাকে দিবেন, এ সুন্দরী তাহারই হইবে ।

অনন্তরমাবাভ্যামিয়ং স্ববললক্ষা কস্যেয়মাবয়োৰ্ভবতীতি ব্রাহ্মণ-
মপৃচ্ছতাম্ । ব্রাহ্মণে ক্রতে ।

জ্ঞানশ্রেষ্ঠো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বলবানপি ।

ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ শূদ্রস্ত দ্বিজসেবয়া ॥ ২৫ ॥

তদ্ব্যুবাং ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মাণো । যুদ্ধমেব যুবয়োনিয়মঃ । ইত্যভিহিতে
সতি সাধুস্তমনেনেতি কুলহান্যোন্যতুল্যবীর্যো সমকালমন্যোন্য-
ঘাতেন বিনাশমুপগতো । অতোহহং ব্রবীমি—“সন্ধিমিচ্ছেৎ
সমেনাহপি”—ইত্যাদি । রাজাহ—তৎ কিং প্রীগেব নেদমুপ-
দিষ্টম্ । মন্ত্রী বদতি—তদা কিং মম বচনমবসানপর্যাস্তং শ্রুতং
ভবন্তিঃ । তদাপি মম সন্মত্যা নহিয়ং বিগ্রহারন্তঃ । যতঃ সন্ধেয়-
গুণযুক্তোহয়ং হিরণ্যগর্ভো ন বিগ্রাহ্যঃ । তথা চোক্তম্ ।

ইত্যবসরে সেই ভগবান্ মহাদেবই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের
সমীপে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর তাহারা উভয়েই সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা
করিল,—আমরা তপোবলে এই সূন্দরীকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের
উভয়ের মধ্যে কে ইহাঁকে ভোগ করিবে ? । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

জ্ঞানের গোরবে পূজা লভয়ে ব্রাহ্মণ, ভূজবলে পূজ্য হয় ক্ষত্রিয় যে জন ;

ধন ধান্য সম্পদেই বৈশ্য মান পায়, শূদ্রের প্রাধান্য হয় ব্রাহ্মণসেবায় । ২৫ ।

তোমরা উভয়ে ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মাধিত, অতএব তোমরা পরস্পর যুদ্ধ কর, যে জয়ী
হইবে, সে ইহাঁকে গ্রহণ করিবে । ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, তাহারা তাঁহাকে
সাধুবাদ প্রদানপূর্বক পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । উভয়েরই সমান বলবীর্য,
উভয়েই পরস্পরকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া এককালে উভয়েই হত হইল ।
এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“সমকক্ষ-সনে সন্ধি করিবে”—ইত্যাদি ।
রাজা কহিল,—তবে আপনি পূর্বেই এ পরামর্শ দেন নাই কেন ? । মন্ত্রী বলিল,—
আপনি কি তখন আমার কথার শেষ পর্যাস্ত শুনিয়াছিলেন ? । তখন ত আমার
মতে এ যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই । কারণ আমার মতে এই রাজা হিরণ্যগর্ভের সহিত
যুদ্ধ করা উচিত নহে, ইহাঁর যে সকল গুণ আছে, তাহাতে ইহাঁর সহিত সন্ধি
করাই উচিত । কথিতও আছে যে,—(১)

সত্যার্থ্যো ধার্মিকোহনার্থ্যো ভ্রাতৃসজ্জাতবান্ বলী ।

অনেকযুদ্ধবিজয়ী সঙ্ঘেরাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ২৬ ॥

সত্যোহনুপালয়ন্ সত্যং সন্ধিতো নৈতি বিক্রিয়ান্বে-

প্রাণবাধেহপি হুব্যক্তমার্থ্যো নায়াত্যনার্থ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

ধার্মিকস্যাহভিযুক্তস্য সর্ব্বএব হি যুধ্যতে ।

প্রজানুরাগাঙ্কস্মাচ্চ দুঃখচ্ছেদ্যো হি ধার্মিকঃ ॥ ২৮ ॥

সন্ধিঃ কার্যোহপ্যনার্থ্যেণ বিনাশে সমুপস্থিতে ।

বিনা তস্যাশ্রয়েণার্থ্যঃ কুর্য্যাম কালযাপনম্ ॥ ২৯ ॥

সংহতত্বাদযথা বেগুর্নিবিড়ঃ কণ্টকৈরুতঃ ।

ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃসজ্জাতবাংস্তথা ॥ ৩০ ॥

সত্যনিষ্ঠ, আর্থ্য আর ধার্মিক যে জন, অনার্থ্য, সহায় যার-বহু ভ্রাতৃগণ ;

প্রবল যে, বহু যুদ্ধে জয়ী যেই জন, এই সাত সনে সন্ধি করিবে স্থাপন (১) ২৬।

সত্যনিষ্ঠ নিজসত্য করলে পালন, ভয় নাহি করে কতু সন্ধির বন্ধন ;

প্রাণান্তেও আর্থ্য কতু অনার্থ্য না হয়, তাহার সহিত সন্ধি চিরকাল রয় ২৭।

ধার্মিকের সনে সন্ধি করিবে স্থাপন, তাঁর সনে যুদ্ধ না করিবে কদাচন ;

বিপক্ষে তাঁহাকে যদি করে আক্রমণ, তাঁহারি স্বপক্ষ হোয়ে যুঝে সর্ব্বজন ;

প্রজা প্রতি অনুরাগ আর ধর্ম্ববলে, ধার্মিক দুর্জয় অতি জানিবে ভূতলে ২৮।

অনার্থ্য সনেও রাজা সম্ভাব রাখিবে, অসভ্য বলিয়া তারে ঘৃণা না করিবে ;

কখনো আসিতে পারে এমন সময়, অনার্থ্য-আশ্রয়ে যবে প্রাণরক্ষা হয় (২) ২৯।

যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে পরিবৃত্ত রয়, ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;

তেমনি অনেক ভ্রাতা যাহার সহায়, তাহারে সহজে জম করা নাহি যায় ৩০।

(১) (১) 'সত্যনিষ্ঠ'—যে প্রাণান্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। (২) 'আর্থ্য'—যে ব্যক্তি সংকুলান্তব
হুসভ্য ও সধাচারনিষ্ঠ। (৩) 'ধার্মিক'—যে সদা ধর্ম্বপথে চলে। (৪) 'অনার্থ্য'—হীনজাতীয়, অসভ্য,
কদাচারসম্পন্ন। (৫) 'বহু ভ্রাতৃগণ যার সহায়'—অর্থাৎ বিস্তর ভাই বন্ধু ও জ্ঞাতি প্রাণপণে বাহার
সাহায্যে নিযুক্ত। (৬) 'প্রবল'—যে ব্যক্তি লোকবলে অর্থবলে ও নীতিশক্তিপ্রভাবে অতিপ্রবলপরা-
ক্রান্ত। (৭) 'বহুযুদ্ধে জয়ী'—নিজ প্রত্যয়ে যে বিস্তর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। এই সাত প্রকার
বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিবে, কেন না ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে নিজেরই পরাজয়ের
সম্ভাবনা, এবং সন্ধি করিলে বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা।

(২) শুধু চণ্ডাল ও বাসবগণের সহিত সম্ভাব করিয়া। রানচন্দ্র অশেষ সৰ্ব্বট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া-
ছিলেন। সিপাহি-বিক্রোহ কালে অনেক ইংরাজ অসভ্যগণের আশ্রয়লাভে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।
অতএব অনার্থ্য অর্থাৎ অসভ্যজাতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া সন্ধি করাই উচিত।

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্ ।

প্রতিবাতং ন হি ঘনঃ কদাচিছুপসর্পতি ॥ ৩১ ॥

জমদগ্নেঃ স্ততস্যেব সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।

অনেকযুদ্ধজয়িনঃ প্রতাপাদেব ভূজ্যতে ॥ ৩২ ॥

অনেকযুদ্ধবিজয়ী সন্ধানং যশ্চ গচ্ছতি ।

তৎপ্রতাপেন তস্মাশ্চ বশমায়াস্তি শত্রবঃ ॥ ৩৩ ॥

তদত্র বহুভিগুণৈরুপেতঃ সন্ধেয়োহয়ং রাজহংসঃ । চক্র-
বাকোহবদৎ—প্রণিধে সর্ব্বমবগতম্ । ব্রজ পুন্ডরীকমিষ্যসি ।

অথ হিরণ্যগর্ভচক্রবাকং পৃষ্ঠবান্—মস্ত্রিন্ অসন্ধেয়াঃ কতি ।
তান্ বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি । মন্ত্রী ব্রতত—দেব কথয়ামি । শৃণু ।

বালো বুদ্ধো দীর্ঘরোগী তথা জ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ ।

ভীরুকো ভীরুকজনো লুকো লুকজনস্তথা ॥ ৩৪ ॥

বহিলে প্রবল বড়, জলদ যেমন, তার প্রতিকূল দিকে না করে গমন ;

তেমনি প্রবল সনে না করিবে রণ, তার অনুকূলে সদা করিবে গমন (১) । ৩১ ।

বহু যুদ্ধে জয়ী সেই ভার্গবের মত, (২) প্রতাপে সর্ব্বত্র সবে যার পদানন্ত ;

তাহার সহিত সন্ধি করিবে স্থাপন, তাহারি প্রতাপে বশে থাকে সর্ব্বজন । ৩২। ৩৩।

অতএব এই রাজা রাজহংস সন্ধির উপযুক্ত পাত্র, কারণ ইহাতে সন্ধির উপ-
যোগী বহুতর গুণ আছে । চক্রবাক কহিল,—গৃঢ়তর ! তুমি সমস্ত জ্ঞাত হইলে ত ?
এক্ষণে তুমি গমন কর, পুনরায় আসিও । অনন্তর হিরণ্যগর্ভ চক্রবাককে জিজ্ঞাসা
করিল,—হে মন্ত্রিবর ! যে সকল রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করা উচিত,
সে সকল আপনি নির্দেশ করুন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । মন্ত্রী কহিল,—
মহারাজ ! বলিতেছি গুলুন (৩) ।

বাল, বুদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজন, লুক, লুক-পরিবৃত ;

(১) ঝড়ের দিকে মেঘ যেমন কদাচ গমন করে না, তেমনি প্রবল বিপক্ষের দিকে রাজাও কদাচ
যুদ্ধার্থ যাইবে না, যাইলেই ছিন্ন ভিন্ন হইবে ।

(২) 'ভার্গবের মত'—পরশুরামের স্তায় যে রাজা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে ।

(৩) যাহাদের সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে, তাহাদের বিষয় এস্থলে কথিত হইতেছে।
ফল কথা এই যে,—যে যে স্থলে যুদ্ধ করিলে জয়লাভের বিশেষ সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলেই সন্ধি না
করিয়া যুদ্ধ করিবে ।

বিরক্তপ্রকৃতিশ্চৈব বিষয়েষ্বতিসক্তিমান্ ।

অনেকচিন্তমস্ত্ৰশ্চ দেবত্রাক্ষণনিন্দকঃ ॥ ৩৫ ॥

দৈবোপহতকশ্চৈব দৈবচিন্তুকএব চ ।

দুর্ভিক্ষব্যাসনোপেতো বলব্যাসনসঙ্কুলঃ ॥ ৩৬ ॥

অদেশস্থো বহুরিপর্যুক্তঃ কালেন যশ্চ ন ।

সত্যধর্মব্যাপেতশ্চ বিংশতিঃ পুরুষা অমী ॥ ৩৭ ॥

এতৈঃ সন্ধিং ন কুর্বাঁত বিগৃহ্নীয়াভু কেবলম্ ।

এতে বিগৃহ্যমাণা হি ক্ষিপ্রং যান্তি রিপোর্বশম্ ॥ ৩৮ ॥

বিরক্তপ্রকৃতি, অতি বিষয়সেবক, বহুচিন্তমস্ত্ৰ, দেব-ত্রাক্ষণ-নিন্দক ;
 দৈবোপহতক, আর দৈবপরায়ণ, দুর্ভিক্ষব্যাসনী, বলব্যাসনী যে জন ;
 অদেশস্থ, আর যেবা বহু-শত্রু-যুত, অকালস্থ, আর সত্যধর্ম-পরিচ্যুত ;
 সন্ধি না করিবে এই বিংশতির সনে, নূপতি এসব শত্রু আক্রমিবে রণে ;
 এ সবারে আক্রমণ করিবে যখনি, বশ্যতা স্বীকার এরা করিবে তখনি (১)। ৩৪।
 ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।

(১) ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।—(১) 'বাল'—যে অল্পবয়স্ক এবং বাহার বল বীর্ঘ্য জ্ঞান ও সাহস
 অতি সামান্য, এবং যে যুদ্ধের ফলাফল বুঝিতে অক্ষম। (২) 'বুদ্ধ'—জগায় বাহার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ
 প্রভৃতি ক্ষয় পাইয়াছে। (৩) 'দৌর্ঘরোগী'—যে চিরকাল রোগগ্রস্ত বলিয়া অকর্ষণ্য। (৪) 'জাতি-
 বহিকৃত'—সমস্ত জাতি ও বহুগণ বাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত। (৫) 'ভীক'—ভয়শীল, অর্থাৎ যে
 প্রাণভয়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করে। (৬) 'ভীকজন'—অর্থাৎ বাহার সৈন্য সামন্ত লোক জন প্রভৃতি
 প্রাণভয়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করে। (৭) 'লুক'—যে অভ্যস্ত লোভী, অর্থাৎ যে আপন সৈন্য সামন্ত
 প্রভৃতিকে তাহাদের লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া সকলি আশ্রয় করে। (৮) 'লুকপরিবৃত'—
 অত্যন্ত লুক্ণভাব লোকজন যে রাজ্য সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকে, অর্থাৎ বাহার ভৃত্যগণ অর্থদোহে
 প্রভুর সর্বনাশ ঘটায়। (৯) 'বিরক্তপ্রকৃতি'—মন্ত্রী পরিজন সৈন্য সামন্ত ও প্রজাবর্গ যে রাজার প্রতি
 নিতান্ত দ্বিষ্ট থাকে। (১০) 'অতিবিষয়সেবক'—যে রাজ্য সদাই ইন্দ্রিয়হরণে মগ্ন থাকে। (১১)
 'বহুচিন্তমস্ত্ৰ'—মন্ত্রণাধিবে যে রাজার চিন্তের হৈর্ঘ্য নাই, চপলতা বশত মন্ত্রিগণের গুঢ় মন্ত্রণা অস্ত্রের
 নিকট ব্যক্ত করে। (১২) 'দেবত্রাক্ষণনিন্দক'—যে রাজ্য আরাধ্য দেবতার প্রতি ও উপদেষ্টা ত্রাক্ষণের
 প্রতি বিবেক প্রকাশ করে। (১৩) 'দৈবোপহতক'—অর্থাৎ বাহার প্রতি দৈব নিতান্ত প্রতিকূল।
 (১৪) 'দৈবপরায়ণ'—যে রাজ্য নিতান্ত কাপুরুষ, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকে।
 (১৫) 'দুর্ভিক্ষব্যাসনী'—যে রাজ্য দুর্ভিক্ষরূপ ব্যাসন অর্থাৎ বিপদে পতিত, অর্থাৎ বাহার প্রজার দুর্ভিক্ষে
 মারা যাইতেছে। (১৬) 'বলব্যাসনী'—যে রাজ্যের বল অর্থাৎ সৈন্যে ব্যাসন অর্থাৎ বিপদ উপস্থিত,
 অর্থাৎ বাহার সৈন্যমধ্যে রোগ মারিভয় অসন্তোষ অবাধ্যতা প্রভৃতি বিশৃঙ্খলা ঘটে। (১৭) 'অদেশস্থ'—

বালস্যাহ্নপ্রভাবত্নাম লোকে যোদ্ধু মিচ্ছতি ।
 যুদ্ধায়ুদ্ধফলং যশ্নাজ্জাতুং শক্তো ন বালিশঃ ॥ ৩৯ ॥
 উৎসাহশক্তিহীনত্বাদ্ বুদ্ধো দীর্ঘাময়স্তথা ।
 শ্বৈরেব পরিভূয়েতে দ্বাবপ্যেত্যাবসংশয়ম্ ॥ ৪০ ॥
 স্থখোচ্ছেদ্যশ্চ ভবতি সৰ্ব্বজ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ ।
 তএবৈনং বিনিম্বন্তি জ্ঞাতয়স্তাত্মসাৎকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥
 ভীরুযুদ্ধপরিত্যাগাৎ স্বয়মেব প্রণশ্যতি ।
 তথৈব ভীরুকজনঃ সঙ্গ্রামে তৈর্বিমূচ্যতে ॥ ৪২ ॥
 লুকস্যাহসংবিভাগিত্বাম যুদ্ধান্তেহ্নুজীবিনঃ ।
 লুকানুজীবিকৈরেষ দান্নভিন্নৈর্নিহন্তে ॥ ৪৩ ॥
 সন্ত্যজ্যতে প্রকৃতিভির্বিরক্তপ্রকৃতিযুধি ।
 স্থখাভিযোজ্যো ভবতি বিষয়েষ্টিসক্তিমান্ ॥ ৪৪ ॥

- বালকের অল্প বীৰ্য্য অল্প বুদ্ধিবল, বুঝিতে না পারে সে যুদ্ধের ফলাফল ;
 সে কারণে লোক জন সৈন্য সমুদায়, বালক রাজার পক্ষে যুঝিতে না চায় । ৩৯ ।
 বুদ্ধ কিম্বা চিররোগী হয় যে নৃপতি, নাহি থাকে সে ছয়ের উৎসাহ শক্তি ;
 স্বপক্ষেই এ উভয়ে নাহি করে ভয়, যুদ্ধে সহজেই এরা মানে পরাজয় । ৪০ ।
 সৰ্ব্ব-জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত হয় যে নৃপতি, সহজেই নষ্ট হয় সেই দুঃমতি ;
 তার জ্ঞাতিগণেরে করিয়া আত্মসাত, তারি জ্ঞাতি দিয়া তারে করিবে নিপাত । ৪১ ।
 ভীক রাজা যুদ্ধ ছাড়ি করে পলায়ন, সহজেই শক্রহস্তে সে পায় নিধন ;
 লোকজন সৈন্ত যদি অতি ভীক হয়, সমরে রাজারে ছাড়ি পলায় নিশ্চয় । ৪২ ।
 লুক রাজা অর্থ নাহি দেয় ভৃত্যগণে, তার তরে কেহ নাহি যুঝে সে কারণে ;
 * আর যদি ধনলুক হয় লোক জন, অর্থলোভে নৃপতির ঘটায় নিধন । ৪৩ ।
 ** আপন প্রকৃতিগণ বিরক্ত যাহার, যুদ্ধকালে সবে তারে করে পরিহার (৩) ;

যে রাজা নিজ দুর্গ প্রভৃতি স্বরক্ষিত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনায়ত্ত স্থানে পতিত হয় । (১৮)
 'বহুশক্রবৃত্ত'—যে রাজার চারি দিকে অনেক শক্র । (১৯) 'অকালহ'—যে রাজার অতি দুঃশয় ।
 (২০) 'সত্যধর্মপরিচ্যুত'—যে রাজা সত্য ও ধর্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই বিশতিপ্রকার
 রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে, কেন না, ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে ইহার সহজেই পরা-
 জিত হয়। যে যে কারণে ইহার পরাজিত হয়, তাহা পরবর্তী শ্লোক সকলে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

(১) 'প্রকৃতিগণ'—মন্ত্রী সৈন্ত সামন্ত পরিজন ও প্রজাবর্গ বিরক্ত অর্থাৎ রাজ্যে প্রতি নিতান্ত

অনেকচিত্তমন্ত্রস্ত দ্বেষ্যো ভবতি মন্ত্রিণাম্ ।
 অনবস্থিতচিত্তত্বাৎ কার্যো তৈঃ স উপেক্ষ্যতে ॥ ৪৫ ॥
 সদা ধর্মবলীয়স্তাদ্বেবত্রাক্ষণনিন্দকঃ ।
 বিশীর্যতে স্বয়ং হ্যেব দৈবোপহতকস্তথা ॥ ৪৬ ॥
 সম্পত্তেষু বিপত্তেষু দৈবমেব হি কারণম্ ।
 ইতি দৈবপরো ধ্যায়ন্ নাত্মানমপি চেক্ষয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
 ছুর্ভিক্ষব্যসনী চৈব স্বয়মেবাহবসীদতি ।
 বলব্যাসনযুক্তস্য যোদ্ধুং শক্তির্ন জায়তে ॥ ৪৮ ॥
 অদেশস্থো হি রিপুণা স্বল্পকেনাহপি হৃন্ততে ।
 গ্রাহোহন্নীয়ানপি জলে গজেন্দ্রমপি কর্ষতি ॥ ৪৯ ॥
 বহুশত্রুস্ত সন্ত্রস্তঃ শৌনমধ্যে কপোতবৎ ।
 যেনৈব গচ্ছতি পথা তেনৈবাহসৌ বিপদ্যতে ॥ ৫০ ॥

নির্ভীক ইঞ্জিয়স্বখে আসক্ত যে হয়, বিপক্ষ সহজে তারে করে পরাজয় । ৪৪ ।
 মন্ত্রণাবিষয়ে যার স্থির নহে মতি, অমাত্যগণের দ্বেষ্য হয় সে নৃপতি ;
 অস্থির প্রকৃতি তার হেরি মন্ত্রিগণ, কার্যকালে উপেক্ষা করয়ে প্রদর্শন (১) । ৪৫ ।
 দেবতা ব্রাহ্মণে দ্বেষ করে যে নৃপতি, আর যার প্রতি দৈব প্রতিকূল অতি ;
 আপন অধর্মে নষ্ট হয় সে উভয়, ধর্মই প্রধান বল জানিবে নিশ্চয় । ৪৬ ।
 বিপদ সম্পদ যত দৈবের কারণে, দৈবপন্নায়ণ ইহা ভাবে মনে মনে ;
 ইহা ভাবি সর্ব চেষ্টা করে পরিহার, সহজে বিপক্ষ তারে করয়ে সংহার । ৪৭ ।
 যে নৃপতি ছুর্ভিক্ষ-ব্যসনে মগ্ন হয়, নিজেই সে অবসন্ন হয় অতিশয় ;
 সৈন্যের ব্যসনে মগ্ন হয় যে নৃপতি, আর তার যুঝিবার না থাকে শক্তি । ৪৮ ।
 অস্থানে নৃপতি যদি নিপতিত হয়, ক্ষুদ্রেও আসিয়া তারে করে পরাজয় ;
 গজেন্দ্র ও জলমধ্যে তইলে মগন, ক্ষুদ্র কুম্ভীরেও তারে করে আকর্ষণ । ৪৯ ।
 চারি দিকে বহু শত্রু আছে যে রাজার, কোনো দিকে রক্ষা আর নাহি থাকে তার ;

বিপদ তইলে মুদ্ধকালে কেহই তাহার সাহায্য করে না, হুতরাং আক্রমণ করিলেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারে ।

(১) বাহার মন্ত্রণাকার্যে চিন্তের স্থিরতা নাই, তাহাকে 'বহুচিত্তমন্ত্র' বলে । মন্ত্রীরা সেরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার কার্যে উপেক্ষা করে, এজন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে সে সহজে পরাজিত হয় ।

অকালসৈন্যযুক্তস্ত হৃদ্যতে কালযোধিনা।

কৌশিকেন হতজ্যোতির্নিশীথইব বায়সঃ ॥ ৫১ ॥

সত্যধর্মব্যাপেতেন ন সন্দধ্যাৎ কদাচন।

স সন্ধিতোহপ্যাসাধুহাদচিরাদ্ যাতি বিক্রিয়াম্ ॥ ৫২ ॥

অপরমপি কথয়ামি। সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রয়দ্বৈধীভাভাঃ
ষাড়্গুণ্যম্। কর্মণামারম্ভোপায়ঃ পুরুষদ্রব্যসম্পদ দেশকাল-
বিভাগে বিনিপাতপ্রতীকারঃ কার্য্যসিদ্ধিশ্চেতি পঞ্চাঙ্গে মন্ত্রঃ।
সামদানভেদদণ্ডাশ্চহার উপায়াঃ। উৎসাহশক্তির্মন্ত্রশক্তিঃ প্রভু-
শক্তিশ্চেতি শক্তিদ্রয়ম্। এতৎ সর্বমালোচ্য নিত্যং বিজিগীষবো
ভবন্তি মহান্তঃ। যতঃ।

অনেক শ্যেনের মাঝে কপোত যেমন, তেমনি জানিবে তার অবশ্য নিধন(১)। ৫০।

রাত্রিকালে দৃষ্টিহীন বায়স যেমন, পড়িয়া পেচক-হস্তে হারায় জীবন ;

তেমনি অকালে রাজা করে যদি রণ, কাল পেয়ে শত্রু তার ঘটায় নিধন (২)। ৫১।

সত্য ধর্ম হ'তে চ্যুত হয় যে নৃপতি, কভু না করিবে সন্ধি তাহার সংহতি ;

করিলেও তার সনে সন্ধির বন্ধন, সে ছুষ্ট কদাচ তাহা না করে পালন। ৫২।

আরো কহিতেছি গুহন,—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন ও দ্বৈধ, ইহাকে
ষড়্গুণ বলে। কর্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ-দ্রব্য-সম্পদ, দেশ-কাল-বিভাগ, বিনি-
পাত-প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি, এই পাঁচটি মন্ত্রণার অঙ্গ। উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি
ও প্রভুশক্তি এই তিনটিকে রঞ্জশক্তি বলে (৩)। জিগীষু নরপতির। এই সকল
নিত্য আলোচনা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কারণ,—

(১) 'শ্যেন'—বাজ পক্ষী, 'কপোত'—পায়রা। শ্যেনপক্ষীর। কপোতের স্বাভাবিক শত্রু, এজন্য
শ্যেনপক্ষীকে 'কপোতারি' অর্থাৎ পায়রার শত্রু বলে। যেমন চারি দিকে শ্যেনপক্ষী থাকিলে তাহার
মধ্য হইতে কপোতের রক্ষা নাই, তেমনি চারিদিকে বহু শত্রু থাকিলে সে রাজার আঁর রক্ষা
নাই, তাহাকে আক্রমণ করিলেই জয়লাভ হয়।

(২) পেচক কাকের স্বাভাবিক শত্রু, এজন্য পেচককে 'বায়সারতি' অর্থাৎ কাকের শত্রু বলে।
কাক রাত্রিকালে কিছুই দেখিতে পায় না, সেই সময় পেচক কাককে আক্রমণ করিলেই যেমন
তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, তেমনি শত্রুর দুঃসময়ে তাহাকে আক্রমণ করিলেই বিনষ্ট করিতে
পার। যায়।

(৩) ছয় গুণ, যথা ;—(১) সন্ধি, (২) বিগ্রহ, (৩) যান, (৪) আসন, (৫) দ্বৈধ, (৬) আশ্রয়। ধন বা
ভূমি প্রভৃতি দান করিয়া বিপক্ষ রাক্ষসের সহিত মিলন করাকে 'সন্ধি' বলে। 'বিগ্রহ'—অর্থাৎ যুদ্ধ।

যা হি প্রাণপরিভ্যাগমূল্যেনাহপি ন লভ্যতে ।

সা স্ত্রীর্নিতিবিদাং বেষ্ম চঞ্চলাহপি প্রধাবতি ॥ ৫৩ ॥

তথা চোক্তম্ ।

বিত্তং যদা যস্য সমং বিভক্তম্

গৃচ্চ চারো নিভৃচ্চ মন্ত্রঃ ।

ন চাহপ্রিয়ং প্রাণিশু যো ব্রবীতি

স সাগরাস্তাং পৃথিবীং প্রশাস্তি ॥ ৫৪ ॥

কিন্তু দেব, যদ্যপি মহামন্ত্রিণা গৃধ্ৰেণ সন্ধানমুপলভ্যন্তং তথাপি
তেন রাজ্ঞা সম্প্রতি ভূতজয়দর্পার মন্তব্যম্ । তদেবং ক্রিয়তাম্ ।

যার তরে কত দৌঁকি করে প্রাণপণ, তথাপি নাহিক পায় যার দরশন ;
সে কমলা চপলা হ'লেও অতিশয়, নীতিজ্ঞগণের গৃহ করয়ে আশ্রয় । ৫৩ ।

আরো কথিত আছে যে.—

সর্বলোকে সমভাবে ভুঞ্জে য়ার ধন, অতি গুচ চর যার, অভেদ্য মন্ত্রণ ;
অপ্রিয় বচন যার বদনে না সরে, সেই রাজা সসাগরা ধরা ভোগ করে । ৫৪ ।

কিন্তু মহারাজ ! মন্ত্রিবর গৃধ্র যদিও সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তথাপি
সেই রাজা চিত্রবর্ণ এ সময় বিজয়দর্পে এরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন যে কদাচ সে প্রস্তাব
শুনিবেন না । অতএব আমাদের মিত্র সিংহলদ্বীপের রাজা মহাবল নামক

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকে 'যান' বলে । শত্রুর দুর্গাদি অবরোধ করিয়া থাকার নাম 'আসন' । আপনার
সেনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা, অথবা এক শত্রুর সহিত সন্ধি এবং অপর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাকে
'ঔদ্ব' বলে । শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আর একজন প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাকে 'আশ্রয়'
বলে । রাজার স্বরাজ্য ও পররাজ্য বিষয়ক মন্ত্রণার পাঁচটি অঙ্গ যথা,—(১) 'কর্ম্মের আরম্ভোপায়', অর্থাৎ
কোনও একটি কার্যের অনুষ্ঠানের উপযোগী সহায় সংগ্রহ করা । (২) 'পুরুষত্রব্যসম্পদ', অর্থাৎ সেই
কার্যের নির্বাহোপযোগী লোকবল ও অর্থবল স্ফূর্তির সংগ্রহ । (৩) 'দেশকালবিভাগ', অর্থাৎ সেই
কার্যনির্বাহের উপযোগী স্থান ও সময় স্থির করা । (৪) 'বিনিপাতপ্রতীকার', অর্থাৎ সেই কার্যের
সিদ্ধিপক্ষে যে সকল বিঘ্নবিশিষ্ট উপস্থিত হইতে পারে সে সকলের প্রতিবিধান স্থির করিয়া রাখা ।
(৫) সন্ধি, অর্থাৎ সেই কার্যটির সম্পূর্ণ ফল লাভ করা । রাজার চারিটি উপায়,—(১) 'সাম', অর্থাৎ
মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা শত্রুর কোপ শাস্তি করা । (২) 'দান',—ভূমি, ধন প্রভৃতি দান করিয়া শত্রুর
সহিত বিবাদ ভঙ্গন করা । (৩) 'ভেদ'—শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়া স্বার্থ্য সিদ্ধি করা ।
(৪) 'বিগ্রহ'—যুদ্ধ । রাজার তিনটি শক্তি, যথা ;—(১) 'প্রভুশক্তি', অর্থাৎ রাজার নিজের পৌরুষ ও
প্রতাপ । (২) 'উৎসাহশক্তি', অর্থাৎ রাজা ও রাজপুরুষগণের অটল অধ্যবসায় । (৩) 'মন্ত্রশক্তি', অর্থাৎ
রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের অব্যর্থ মন্ত্রণা-কৌশল ।

অস্মন্নিত্রং সিংহলদ্বীপস্ত মহাবলো নাম সারসো রাজা জম্বুদ্বীপে
কোপং জনয়তু । যতঃ ।

স্বশুশ্রিমাধায় স্মসংহতেন বলেন বীরো বিচরন্নরতিম্ ।

সস্তাপয়েদ্ যেন সমং স্নতপ্তস্তপ্তেন সন্ধানমুপৈতি তপ্তঃ ॥৫৫॥

রাজাহ—এবমস্ত । ইত্যুক্ত্বা তেন বিচিত্রো নাম বকঃ স্বশুশ্র-
লেখং দত্ত্বা সিংহলদ্বীপং প্রস্থাপিতঃ । অথ প্রণিধিঃ পুনরাগত্যো-
বাচ—দেব শ্রয়তাং তাবৎ তত্রত্যঃ প্রস্তাবঃ । এবং তত্র গৃধ্ৰেণো-
ক্তম্—দেব মেঘবর্ণস্তত্র চিরমুষিতঃ । স বেত্তি কিং সন্ধেয়গুণ-
যুক্তো হিরণ্যগর্ভো রাজা ন বেতি । ততোহসৌ মেঘবর্ণশ্চিত্র-
বর্ণেন রাজ্ঞা সমাহুয় পৃষ্ঠঃ—বায়ম্ব কীদৃশোহসৌ হিরণ্যগর্ভো রাজা

সারস যাহাতে রাজা চিত্রবর্ণের রাজ্য জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করেন, এক্ষণে আমাদের
তাহারই উপায় করা কর্তব্য ।

কারণ,—

শক্রহস্তে নিপীড়িত হইবে যখন, শক্রসনে সন্ধি নাহি করিবে তখন ;

স্বদৃঢ় স্বগুঢ় বল করি' নিযোজিত, শক্রকেও তুল্যরূপে করিবে পীড়িত ;

সমান বিপদে দৌহে পড়িবে যখন, তখন জানিবে ঠিক হইবে মিলন ;

বহ্নিতাপে সমভায়ে না গলে যখন, ধাতুতে ধাতুতে মিল হয় কি তখন ? (১) ।৫৫।

রাজা কহিল—তবে তাহাই করা যাউক । ইহা বলিয়া বিচিত্র নামক বকের
হস্তে গুপ্ত লিপি প্রদান পূর্বক তাহাকে সিংহলদ্বীপে পাঠাইয়া দিল । অনন্তর গুচ্-
চর পুনরায় আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল,—মহারাজ ! বিপক্ষেরা যে পরামর্শ করি-
য়াছে তাহা শ্রবণ করুন । তথায় গৃধ্রমন্ত্রী রাজা চিত্রবর্ণকে কহিলেন,—মহারাজ !
'মেঘবর্ণ কাক শক্রগণের নিকট বহুদিন ছিল, অতএব সে বলিতে পারে যে, রাজা
'হিরণ্যগর্ভ সন্ধির উপযুক্ত পাত্র কি না । তাহা শুনিয়া রাজা চিত্রবর্ণ মেঘ-

(১) যুদ্ধে যে সময় শক্রপক্ষ প্রবল হইয়া রাজাকে নিপীড়িত করিবে, ঠিক সেই সময় রাজা সেই
শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে না, কেন না, ঠিক সেই সময় সন্ধি করিতে গেলে শত্রু যাহা কিছু চাহিবে,
তাহাকে তাহাই দিতে হইবে । অতএব সে সময় সন্ধি পাকাপাকি না করিয়া নানা কৌশলে সন্ধি
করিতে কালবিলম্ব করিবে, এবং সেই অবসরে গুচ্চ উপায় দ্বারা শত্রুকেও আপনার স্থায় বিপাকে
কেলিবে । যেমন দুই খণ্ড ধাতু অগ্নিতাপে তুল্যরূপে গলিয়া গেলে পরস্পরে ঠিক মিশ্রিত হয়, তেমনি
উভয় পক্ষ তুল্যরূপ বিপদে পড়িলে পরস্পরে ঠিক সন্ধি অর্থাৎ মিলন হয় ।

চক্রবাকো মন্ত্রী বা কীদৃশঃ । মেঘবর্ণো ক্রতে—দেব স হিরণ্য-
গর্ভো রাজা যুধিষ্ঠিরসমো মহাশয়ঃ সত্যবাক্ । চক্রবাকসদৃশো
মন্ত্রী ন কাহপ্যবলোক্যতে । রাজাহ—যদ্যেবং তদা কথমসৌ
ত্বয়া বঞ্চিতঃ । মেঘবর্ণো বিহস্য ক্রতে—দেব ।

বিশ্বাসপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা ।

অঙ্কমারুহ্য স্তপ্তং হি হত্বা কিং নাম পৌরুষম্ ॥ ৫৬ ॥

শৃণু দেব—তেন মন্ত্রিণাহং প্রথমদর্শনদিনএব বিজ্ঞাতঃ ।
কিন্তু মহাশয়োহসৌ রাজা । তেন ময়া বিপ্রলব্ধঃ ।
তথা চোক্তম্—

আত্মোপমোন যো বেত্তি দুর্জ্ঞনং সত্যবাদিনম্ ।

সএব বঞ্চিতস্তেন ব্রাহ্মণশ্চাগতো যথা ॥ ৫৭ ॥

বর্ণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়স ! সেই হিরণ্যগর্ভ রাজাই বা
কিরূপ ? আর তাঁহার চক্রবাক মন্ত্রীই বা কিরূপ ? মেঘবর্ণ কহিল,—মহারাজ !
রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাত্মা ও সত্যবাদী, আর চক্রবাকের শ্রায়
মন্ত্রীও কুত্রাপি দেখা যায় না । রাজা কহিলেন,—যদি তাহাই সত্য হয়, তবে
তুমি কিরূপে তাহাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইলে ? মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল,
—মহারাজ !

সম্পূর্ণ সরল মনে যে করে বিশ্বাস, তাহর ঠকাইতে কিবা বুদ্ধির প্রকাশ ?

প্রণয়ে গুইয়া কোলে ঘুমায় যে জন, কি তাহে পৌরুষ ! তার বধিলে জীবন ? ৫৬।

গুহন মহারাজ !—আমাকে প্রথম দিন দেখিয়াই মন্ত্রী আমার ছুরভিসন্ধি
বুঝিয়াছিলেন । কিন্তু রাজা হিরণ্যগর্ভ অত্যন্ত সদাশয়, এই জন্যই আমি তাঁহাকে
বঞ্চনা করিতে পারিয়াছি । কথিতও আছে যে,—

সকলেই আত্মসম ভাবিয়া স্তম্ভন, যে করে ধূর্তের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ;

নিতান্তই প্রতারিত হয় সেই জন, ছাগলে বঞ্চিত হৈল ব্রাহ্মণ যেমন (১) । ৫৭ ।

(১) যেমন এক সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ ধূর্তের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনার ছাগলটি খোয়াইয়াছিল,
তেমনি যে সাধুবাক্তি সকলকেই আপনার শ্রায় সাধু ভাবিয়া ধূর্তের কথায় বিশ্বাস করে, সে সেই
ব্রাহ্মণের শ্রায় প্রতারিত হয় ।

রাজাহ—কথমেতৎ । মেঘবর্ণঃ কথয়তি । অস্তি গোতমা-
রণ্যে প্রস্তুতযজ্ঞঃ কশ্চিদ ব্রাহ্মণঃ । স চ যজ্ঞার্থং গ্রামাস্তরং গত্বা
ছাগমুপক্রীয় স্কন্ধে নীত্বা গচ্ছন্ ধূর্তব্রয়েণাহবলোকিতঃ । ততস্তে
ধূর্তা যদ্যেষ ছাগঃ কেনাহপ্যুপায়েন লভ্যতে তদা মতিপ্রকর্ষো ভব-
তীতি সমালোচ্য প্রাস্তরবৃক্ষত্রয়তলে তস্য ব্রাহ্মণস্য বহ্নীপুত্রবিশ্য
স্থিতাঃ । তত্রৈকেন ধূর্তেন স ব্রাহ্মণোগ্ৰহিতঃ—ভো ব্রাহ্মণ
কিমিতি ত্বয়া কুকুরঃ স্কন্ধেনোহ্যতে । বিপ্রেণোক্তম্—নাহয়ং শ্বা
যজ্ঞচ্ছাগোগ্ৰহয়ম্ । অনস্তরং পুনর্দ্বিতীয়েন ধূর্তেন ক্রোশমাত্রস্থিতেন
তদেবোক্তম্ । তদাকর্ণ্য ব্রাহ্মণশ্ছাগং ভূমৌ নিধায় মুহুমূর্ছনিরীক্ষ্য
পুনঃ স্কন্ধে কৃত্বা দোলায়মানমতিশ্চলিতঃ । যতঃ ।

মতিদোলায়তে নূনং সতামপি খলোক্তিভিঃ ।

তাভির্বিধ্বাসিতো যোহসৌ ত্রিয়তে চিত্রকর্ণবৎ ॥ ৫৮ ॥

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । স কথয়তি । অস্তি কশ্মিংশ্চিৎ

রাজা জিজ্ঞাসিলেন—সে কিরূপ ? মেঘবর্ণ বলিল। গোতমারণ্যে এক ব্রাহ্মণ
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে গিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত একটি ছাগ ক্রয় করিয়া
স্কন্ধে করিয়া আনিতেছিলেন, তিন জন ধূর্ত তাহা দেখিতে পাইল। দেখিয়া
ধূর্তেরা পরামর্শ করিল,—যদি এই ছাগটি কোন কৌশলে লইতে পারি, তবে ইহা
ভোজন করিলে বুদ্ধি সতেজ হয়। ইহা ভাবিয়া তাহার তিন জনে এক এক
ক্রোশ অন্তরে প্রাস্তরবর্তী বৃক্ষের তলে সেই ব্রাহ্মণের আগমন-মার্গে বসিয়া রহিল।

অনস্তর তাহাদের মধ্যে প্রথম ধূর্ত সেই ব্রাহ্মণকে বলিল,—ঠাকুর! আপনি
একটা কুকুরকে কি জন্য স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন ? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—
এ কুকুর নহে, এটি যজ্ঞের ছাগ। অনস্তর ব্রাহ্মণ এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে,
দ্বিতীয় ধূর্ত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সেইরূপ কহিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই
ছাগকে ভূমে নামাইয়া তাহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় স্কন্ধে লইয়া
চলিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐরূপ বলায় তাহার মন সন্দেহ-দোলায় বিচলিত হইল।
কারণ,—

খলের-মোহন বাক্য শুনিয়া নিশ্চয়, সাধুর বুদ্ধিও তাহে বিচলিত হয় ;

তাহাতে বিশ্বাস ধেই করে, সেই জন, মারা যায় চিত্ররূপ উষ্ট্রের মতন । ৫৮ ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ ? মেঘবর্ণ কহিল। এক বনে মদোৎকট

বনোদ্দেশে মদোৎকটো নাম সিংহঃ । তস্যাহনুচরাস্ত্রয়ঃ—কাকো ব্যাঘ্রঃ শৃগালশ্চ । অথ তৈর্ভ্রমন্তিঃ স্বার্থভ্রমঃ কশ্চিদুষ্টো দৃষ্টঃ পৃষ্ঠশ্চ—কুতো ভবানাগতঃ । স চান্নবৃত্তান্তমকথয়ৎ । ততস্তৈর্নীহ্বাহসৌ সিংহায় সমর্পিতঃ । তেন চাহভয়বাচং দত্ত্বা চিত্রকর্ণ ইতি নাম কৃৎস্বা স্থাপিতঃ । এবং কালো গচ্ছতি । অথ কদাচিৎ সিংহস্য শরীরবৈকল্যাৎ ভুরিষ্টিকারগাচ্চাহারমলভমানাস্তে ব্যস্তা বভূবুঃ । ততঃ কাকব্যাঘ্রগোমায়ুতিরালোচিতম্—চিত্রকর্ণমেব যথা স্বামী ব্যাপাদয়তি তথাহনুষ্ঠীরতাম্ । কিমনেন কণ্টকভূজাহস্মাকম্ । ব্যাঘ্রো ক্রতে—স্বামিনাহভয়বাচং দত্ত্বা গৃহীতোহয়ম্ । কথমেবং সম্ভবতি । বায়সো বদতি—ইহ সময়ে পরিক্ষীণঃ স্বামী পাপমপি করিষ্যতি । যতঃ ।

ত্যজেৎ ক্ষুধার্তা মহিলাহপি পুত্রম্
খাদেৎ ক্ষুধার্তা ভুজগী স্বমণ্ডম্ ।

নামে এক সিংহ আছে । কাক, ব্যাঘ্র ও শৃগাল এই তিনটি তাহার অনুচর । এক দিন তাহার ভ্রমণ করিতে করিতে, যথত্রুট এক উষ্ট্র দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? তাহা শুনিয়া উষ্ট্র আশ্চর্যতান্ত তাহা-দিগকে নিবেদন করিল । অনন্তর সেই তিন অনুচর সেই উষ্ট্রকে লইয়া সিংহের নিকট উপস্থিত করিল । সিংহও তাহাকে অভয়দান (১) পূর্বক তাহার 'চিত্রকর্ণ' এই নাম রাখিয়া তাহাকে ভৃত্যপদে নিযুক্ত করিল । এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা সেই সিংহ অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় এবং সেই সময় ঘোর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায়, আহার না পাইয়া তাহার সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইল । অনন্তর কাক, ব্যাঘ্র ও শৃগাল এই তিন জনে মন্ত্রণা করিল,—যাহাতে চিত্রকর্ণকে রাজা বধ করেন, তাহার উপায় করিতে হইবে । ঐ কণ্টকভোজী অসত্য উষ্ট্র থাকিয়া আমাদের কি উপকার ? ব্যাঘ্র কহিল,—রাজা উহাকে অভয় দান করিয়াছেন, অতএব তিনি কিরূপে উহাকে বধ করিবেন ? কাক কহিল,—রাজা এ সময় রোগে ও ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব এ সময় তিনি পাপকর্মও করিবেন । কারণ,—

(১) অত্র দেওয়া, হোনার ভয় নাই আমি রক্ষা করিব এইরূপ বলিয়া আশাস বা সাহস দেওয়া ।

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্

ক্ষীণা জনা নিষ্করণা ভবন্তি ॥ ৫৯ ॥

অন্যচ্চ । মত্তঃ প্রমত্তশ্চোন্মত্ত আর্ভঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ ।

লুক্কো ভীরুস্তুরায়ুক্তঃ কামুকশ্চ ন ধর্মবিৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি নিশ্চিত্য সর্বৈ সিংহাস্তিকং জগ্মুঃ । সিংহেনোক্তম্—
আহারার্থং প্রাপ্তং কিঞ্চিৎ । কাকো ক্রতে—দেব যত্নাদপি প্রাপ্তং
ন কিঞ্চিৎ । সিংহোহবদৎ—কোহধুনা জীবনোপায়ঃ । কাকো
বদতি—দেব স্বাধীনাহারপরিত্যাগাৎ সর্বনাশোছয়মুপস্থিতঃ ।
সিংহেনোক্তম্—অত্রাহারঃ কঃ স্বাধীনঃ । কাকঃ কর্ণে কথয়তি—
চিত্রকর্ণ ইতি । সিংহো ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কর্ণো স্পৃশতি ক্রতে চ—
ময়াহস্মৈ অভয়বাগ্দত্তা । তৎ কথমেবং সম্ভবতি ।

ক্ষুধার্ত মাতাও পুত্রে করে পরিহার, ক্ষুধার্ত ভুজগী অণ্ড খায় আপনার ;

কিবা পাপ নাহি করে ক্ষুধাতুর জনে, ক্ষীণের করুণা কভু নাহি থাকে মনে (১) ॥৫৯॥

আরো,—

প্রমত্ত, উন্মত্ত, মত্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, লুক্ক, ভীরু, তুরায়ুক্ত, কামুক, পীড়িত ;

এ সব লোকের মনে জানিবে নিশ্চয়, ধর্মাধর্ম বিবেচনা না হয় উদয় (২) । ৬০ ।

এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সকলে সিংহের নিকট গমন করিল। সিংহ
জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের আহ্বারের জন্য কিছু পাইলে কি ? । কাক কহিল,—
মহারাজ ! বহু যত্নেও কিছু মিলিল না। সিংহ কহিল,—তবে এক্ষণে প্রাণধারণের
উপায় কি ? । কাক কহিল,—যে আহার স্বেচ্ছাধীন রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করি-
তেছেন বলিয়াই ত এই সর্বনাশ উপস্থিত। সিংহ জিজ্ঞাসিল,—কি আহার এখানে
স্বেচ্ছাধীন রহিয়াছে ? । কাক সিংহের কর্ণে কাণে কহিল,—‘চিত্রকর্ণ’ । সিংহ
‘তাহা শুনিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া নিজ কর্ণে হস্ত দিল, এবং কহিল,—‘ছি ! ছি !
ইহাও কি কখনও সম্ভব হয় ? আমি যে উহাকে অভয়দান করিয়াছি । দেখ !—

* (১) ‘ভুজগী’—সর্পা। ‘অণ্ড’—ডিম। ‘ক্ষীণের করুণা’ ইত্যাদি—ক্ষুধা বা রোগ প্রভৃতির যাতনায়
নিভাস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে কাহারও মনে দয়াধর্ম থাকে না, সেরূপ অবস্থায় লোকে সকল-
প্রকার হুকুমই করিতে পারে।

(২) ‘প্রমত্ত’—অনবহিত, অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে যাহার অণুমাত্র মনোযোগ নাই। ‘উন্মত্ত’—
উদ্ভ্রান্ত, পাগল। ‘মত্ত’—মদ্যপানে বা অভিমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ‘ক্রুদ্ধ’—ক্রোধে অধীর।

তথাহি । ন ভূপ্রদানং ন স্ববর্ণদানং ন গোপ্রদানং ন তথাহ্নদানম্ ।

যথা বদন্তীহ মহাপ্রদানং সৰ্ব্বপ্রদানেষুভয়প্রদানম্ ॥৬১॥

অশুচ । সৰ্ব্বকামসমৃদ্ধস্য অশ্বমেধস্য যৎ ফলম্ ।

তৎ ফলং লভতে সম্যগ্রক্ষিতে শরণাগতে ॥ ৬২ ॥

কাকো ক্রতে—নাহসৌ স্বামিনা ব্যাপাদয়িতব্যঃ । কিন্তু-
স্মাভিরেব তথা কর্তব্যম্ যথাহসৌ স্বয়মেব স্বদেহদানমঙ্গীকরোতি ।
তৎশ্রদ্ধা সিংহস্তুষ্ণীং স্থিতঃ । ততোহসৌ লকাবকাশঃ কুটং কৃৎস্বা
সৰ্বানাদায় সিংহসমীপমাগতঃ । অথ কাকেনোক্তম্—দেব যজ্ঞা-
দপ্যাহারো ন প্রাপ্তঃ । অনেকোপবাসক্রিচ্চ স্বামী । তদিদানীং
মদীয়মাংসমুপভুজ্যতাম্ । যতঃ ।

স্বামিমূলা ভবন্ত্যেতাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ খলু ।

সমূলেষু হি বৃক্ষেষু প্রযত্নঃ সফলো নৃণাম্ ॥ ৬৩ ॥

ভূদান, গোদান, অন্নদান, স্বর্ণদান, অভয়দানের কভু না হয় সমান ;

এ জগতে মহাদান অভয়-প্রদান, দানের প্রধান ইহা শাস্ত্রের বিধান । ৬১ ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ যার নাহিক তুলনা, যাহা হ'তে পূর্ণ হয় সকল কামনা ;

তাহার সম্পূর্ণ ফল লভে সেই জন, শরণাগতের প্রাণ যে করে রক্ষণ । ৬২ ।

কাক কহিল,—মহারাজ ! তাহাঁকে বধ করা আপনার উচিত নয় বটে, কিন্তু
যদি এরূপ করিতে পারি যে, সেন্সয়ং আসিয়া প্রভুকে স্বদেহ দান করিতে অঙ্গীকার
করে । সিংহ তাহা শুনিয়া মৌনভাবে রহিল । কাকও অমনি সেই সুযোগে
ষড়্‌যজ্ঞ করিয়া সকলকে সিংহের নিকট উপস্থিত করিল । অনন্তর কাক কহিল,—
মহারাজ ! অনেক চেষ্টা করিয়াও আহারের জন্য কিছুই পাইলাম না । প্রভো
আপনিও দীর্ঘকাল অনাহারে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন । অতএব এক্ষণে আমারই
দেহ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করুন । কারণ,—

রাজাই রাজ্যের মূল জানিবে নিশ্চয়, রাজা বিনা রাজ্য-অঙ্গ সব নষ্ট হয় ;

পাদপের মূলদেশ যদি পায় ক্ষয়, শাখা পত্র ফল পুষ্প কিছু নাহি রয় (:) । ৬৩ ।

‘বৃক্ষিষ্ঠ’—ক্ষুধাতুর । ‘লুক’—লোভাক । ‘ভীক’—ভয়াকুল । ‘ত্ৰায়াঙ্ক’—ব্যস্তসমস্ত । ‘কামুক’—
কামাতুর, কামরিপু দ্বারা উত্তেজিত । ‘পীড়িত’—রোগে বা শোকে অভিভূত ।

(১) ‘পাদপের’—বৃক্ষের । বৃক্ষের মূল হরক্ষিত হইলে যেমন সমস্ত বৃক্ষটি রক্ষিত হয়, রাজা
হরক্ষিত হইলেও তেমনই সমস্ত রাজ্য রক্ষা পায় ।

সিংহেনোক্তম্—ভদ্র বরং প্রাণপরিত্যাগো ন পুনরীদৃশে কৰ্ম্মণি
 প্রবৃত্তিঃ । জম্বুকেনাহপি তথোক্তম্ । ততঃ সিংহেনোক্তম্—মৈবম্ ।
 অথ ব্যাঘ্ৰেণোক্তম্—মদ্দেহেন জীবতু স্বামী । সিংহেনোক্তম্—ন
 কদাচিদেবমুচিতম্ । অথ চিত্রকর্ণোহপি জাতপ্রত্যয়স্তথৈবাত্মদেহ-
 দানমাহ । তদ্বদন্তেবাহসৌ দ্বীপিনা কুঙ্কিং বিদার্য্য ব্যাপাদিতঃ
 সর্বৈর্ভক্ষিতশ্চ । অতোহহং ব্রবীমি—“মতির্দৌল্যতে নুনম্”—
 ইত্যাদি । তদনন্তরং তৃতীয়ধূর্তবচনং শ্ৰুত্বাস্বিপ্রো ভ্রমং নিশ্চিত্য
 ছাগং ত্যক্ত্বা স্নাত্বা গৃহং যযৌ । ছাগশ্চ নীত্বা ধূর্তেঃ খাদিতঃ ।
 অতোহহং ব্রবীমি—“আত্মোপম্যেয়ন যো বেত্তি”—ইত্যাদি ।
 রাজাহ—মেঘবর্ণ কথং ত্বয়া শত্রুমধ্যে স্খচিরমুষ্ণিতম্ । কথং বা
 তেষামনুনয়ঃ কৃতঃ । মেঘবর্ণ আহ—দেব স্বামিকার্য্যার্থিনা স্বপ্রয়ো-
 জনবশাদ্ভা কিং কিং ন ক্রিয়তে । পশ্য ।

সিংহ কহিল,—ভদ্র ! আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি এরূপ কার্য্যে
 প্রবৃত্ত হইতে পারিব না । অনন্তর শৃগালও নিজ দেহদানের প্রস্তাব করিলে সিংহ
 তাহাতে অস্বীকার করিল । পরে ব্যাঘ্র কহিল,—প্রভো ! তবে আমারই দেহ
 ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করুন । সিংহ বলিল,—তাহা কদাচ কর্তব্য নহে । তাহার।
 ঐরূপ প্রস্তাব করিলে সিংহ যখন কাহাকেও বধ করিল না, তখন চিত্রকর্ণেরও
 মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল । চিত্রকর্ণও নিজ দেহ দান করিতে চাহিল, ব্যাঘ্রও
 তৎক্ষণাৎ তাহার কুঙ্কি (১) বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে সংহার করিল, এবং সকলে
 তাহাকে ভোজন করিল । এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“খলের মোহন-
 বাক্য”—ইত্যাদি । অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ তৃতীয় ধূর্তের মুখে সেই কথা শুনিয়া স্থির
 করিলেন যে, তবে আমিই ভ্রমবশত কুক্কুরকে ছাগ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি । তিনি
 তৎক্ষণাৎ সেই ছাগলটি ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিলেন । এদিকে
 ধূর্তেরাও সেই ছাগ লইয়া ভোজন করিল । এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—
 “সকলেরে আত্মসম ভাবিয়া স্জজন”—ইত্যাদি । অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসি-
 লেন,—ওহে মেঘবর্ণ ! তুমি ত বহুদিন বিপক্ষমধ্যে বাস করিলে । বল দেখি,
 কিরূপে শত্রুকে ভুলাইলে ? মেঘবর্ণ কহিল,—মহারাজ ! প্রভুর কার্য্য বা স্বকার্য্য
 সিদ্ধ করিতে কি না করা যায় ? দেখুন !—

(১) ‘কুঙ্কি’—উদর, পেট ।

লোকো বহতি কিং রাজন্ ন মুৰ্দ্ধ্বা দধু মিক্শনম্ ।
কালয়ন্নপি বৃক্ষাজ্জিৎ নদীবেলা নিকৃন্ততি ॥ ৬৪ ॥

তথা চোক্তম্ ।

স্কন্ধেনাহপি বহেচ্ছত্রং কার্য্যমাসাদ্য বুদ্ধিমান্ ।
যথা বুদ্ধেন সর্পেণ মণ্ডুকা বিনিপাতিত্রাঃ ॥ ৬৫ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ । মেঘবৰ্ণঃ কথয়তি । অস্তি জীর্ণোদ্যানে
মন্দবিষো নাম সর্পঃ । সৌহৃতিজীর্ণতয়া স্বাহারমপ্যেষেকু মক্ষমঃ
সরসস্তীরে পতিত্বা স্থিতঃ । ততো দূরাদেব কেনচিন্মণ্ডুকেন দৃষ্টিঃ
পৃষ্ঠশ্চ—কিমিতি ভবানাহারং নান্বিষ্যতি । সর্পো ক্রতে—ভদ্র
গচ্ছ । কিং তে 'মম মন্দভাগ্যস্য' বৃত্তান্তপ্রাঞ্চেণ । ততঃ সঞ্জাত-

লোকে অগ্রে আনে কাষ্ঠ করিয়া মাথায়, অবশেষে সেই কাষ্ঠ আগুনে পোড়ায় ;
প্রথমে বৃক্ষের পাদ করিয়া কালন, নদীস্রোত শেষে তারে করে উন্মূলন ;
অতএব নিজকার্য্য করিতে উদ্ধার, লোকে বল ! এ জগতে কি না করে আর ? (১) ॥৬৪॥
আরো দেখুন !—

বুদ্ধিমান্ নিজ কার্য্য করিতে সাধন, শত্রুকেও নিজপৃষ্ঠে করিবে বহন ;
বুদ্ধ এক সর্প নিজ পৃষ্ঠেতে বহিয়া, সমস্ত মণ্ডুক ক্রমে ফেলিল খাইয়া । ৬৫ ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার ? মেঘবৰ্ণ কহিল,—এক পুরাতন
উদ্যানে মন্দবিষ নামক এক সর্প দিছিল । সে জরায় এরূপ জীর্ণ হইয়াছিল যে,
নিজের আহার পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতে পারিত না । সে এক দিন অনাহারে
সরোবরের তীরে পড়িয়া আছে, এমন সময় এক মণ্ডুক তাহাকে দূর হইতে
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি যে আহারের অন্বেষণ করিতেছেন না ? সর্প
কহিল,—ভদ্র ! 'তুমি গমন কর, এ হ'ওভাগোর বিবরণ শুনিয়া আর কাজ নাই ।
সর্পের সেই কথায় ভেকের মনে অত্যন্ত কুতূহল জন্মিল, সে সেই বিবরণ শুনিবার
জন্য জিদ করিয়া সর্পকে বলিল,—আপনাকে তাহা বলিতেই হইবে । সর্প কহিল,
—ভদ্র ! 'এই ব্রহ্মপুরে কৌণ্ডিন্য নামক শ্রোত্রিয়ের বিংশতিবর্ষীয় সর্কগুণসম্পন্ন

(১) 'পাদ'—মূলদেশ । 'কালন'—ধৌত করা । নদীর স্রোত গীরহিত বৃক্ষের পাদ অর্থাৎ মূল-
দেশ প্রথমে ধৌত করিতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন করে । অতএব
কোনও শত্রুকে উৎপাটন করিবার জন্য প্রথমে যদি তাহার পাদ প্রকালন করিতে হয়, বা তাহাকে
স্বন্ধে বহন করিতে হয়, তাহাও করিবে ।

কৌতুকঃ স ভেকঃ—সৰ্ব্বথা কথ্যতাম্—ইতি তং সৰ্পমাহ ।
সৰ্পো ক্রতে—ভদ্র অত্র ব্রহ্মপুরে কোণ্ডিন্যান্নঃ শ্রোত্রিয়স্য পুত্রো
বিংশতিবর্ষদেশীয়ঃ সৰ্ব্বগুণসম্পন্নো ছুর্দৈবান্ময়া নৃশংসেন দক্ষঃ ।
ততস্তং স্মশীলনামানং পুত্রং যুতমবলোক্য কোণ্ডিন্যঃ শোকেন
মুচ্ছিতঃ পৃথিবীতলে লুলোঠ । অনস্তরং ব্রহ্মপুরবাসিনঃ সৰ্ব্বে
বান্ধবাস্তস্য তত্রাগত্যোপবিষ্টাঃ । তথা চোক্তম্ ।

উৎসবে ব্যসনে চৈব ছুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে ।

রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ৬৬ ॥

ততঃ কপিলো নাম স্নাতকোহবদৎ—অরে কোণ্ডিন্য মুচোহসি
যেনৈবং বিলপসি । শৃণু ।

এক পুত্র ছিল। আমার নাকি অতি ছরদৃষ্ট! তাই নিষ্ঠুরতাবশত সেই শ্রোত্রিয়-
কুমারকে দংশন করিলাম। কোণ্ডিন্য, স্মশীল নামক সেই পুত্রটিকে মৃত দেখিয়া
শোকে মুচ্ছিত ও ভূমে বিলুপ্তিত হইতে লাগিলেন। অনস্তর ব্রহ্মপুরবাসী তদীয়
বান্ধবগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। কথিতও আছে যে,—

উৎসব, ব্যসন আর ছুর্ভিক্ষ সময়, শ্মশান, রাজার দ্বার আর শত্রুভয় ;

এ সব সহায় যার যেই জন হয়, সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয় । ৬৬ ।

অনস্তর, তাঁহার সেই সকল বন্ধুর মধ্যে কপিল নামক এক স্নাতক (১) ব্রাহ্মণ
কহিলেন,—ওহে কোণ্ডিন্য! তুমি অতি অজ্ঞান, তাই একরূপ বিলাপ করিতেছ ? ।

শুন!—

(১) 'স্নাতক'—গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্বে নথাদিধানে যে
স্নানাদি করিতে হয়, তাহাকে 'সমাবর্তন' বলে। যে ব্রাহ্মণ সেই সমাবর্তন করিয়াছেন, তাহাকে
'স্নাতক' বলে। স্নাতক তিনপ্রকার,—বিদ্যান্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। গুরুগৃহে
কেবল বেদ সমাপন করিয়া এবং ব্রত সমাপন না করিয়া যিনি সমাবর্তন করেন, তাহাকে 'বিদ্যান্নাতক'
বলে। কেবল ব্রত সমাপন করিয়া এবং সমগ্র বেদ সমাপন না করিয়া যিনি সমাবর্তন করেন, তাহাকে
'ব্রতস্নাতক' বলে। বেদ ও ব্রত নথাবিধি সমাপন করিয়া যিনি সমাবর্তন করেন, তাহাকে 'বিদ্যা-
ব্রতস্নাতক' বলে। যথাহ হারীতঃ,—“ত্রয়ঃ স্নাতকা ভবন্তি, বিদ্যান্নাতকো ব্রতস্নাতকো বিদ্যাব্রত-
স্নাতকশ্চেতি । যঃ সমাপ্য বেদম্ অসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ততে স বিদ্যান্নাতকঃ । যঃ সমাপ্য ব্রতানি
অসমাপ্য বেদম্ সমাবর্ততে স ব্রতস্নাতকঃ । উভয়ং সমাপ্য সমাবর্ততে যঃ স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ” ।
বান্ধবকোহিৎপাহ,—“বেদং ব্রতানি বা পায়ঃ নীহা হ্যভয়মেব বা” ইতি ।

ক্রোড়ীকরোতি প্রথমং যথা জাতমনিত্যতা ।

ধাত্রীব জননী পশ্চাত্তদা শোকস্য কঃ ক্রমঃ ॥ ৬৭ ॥

তথা চ । ক গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ ।

বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥

অপরঞ্চ । প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে ।

আমকুস্তইবাস্তুঃশ্চো বিশীর্ণঃ সন্ বিভাব্যতে ॥ ৬৯ ॥

আসন্নতরতামেতি যুত্ব্যর্জস্তোর্দিনে দিনে ।

আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যম্যেব পদে পদে ॥ ৭০ ॥

যেইমাত্র জীবের জন্ম ভবে হয়, ধাত্রীসম অনিত্যতা আগে কোলে লয় ;
পরে তারে কোলে করে জননী তাহার, তবে কেন মৃত্যু লাগি এত হাহাকার? (১) ৬৭ ;
দেখ !—

কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ ? কোথা সে বিপুল সৈন্য ? কোথা সে বাহন ?
যথার আছিল তারা সে সকল স্থান, আজিও ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান । ৬৮ ।
আরো,—

জলমধ্যে স্নানকুস্ত সম এই কায়, প্রতিক্ষণে অলক্ষিত ভাবে ক্ষয় পায় ;
কণা কণা করি' শেষে ফুরায় যখন, তখন জানিতে তাহা পারে সর্বজন (২) । ৬৯ ।
এক এক করি' দিন 'ধাইতেছে যত, নিকটে মরণকাল আসিতেছে তত ;
বধস্থানে বধ্য দেখ ! যত পদ যায়, তত পদ মৃত্যু তার নিকটে ঘনায় (৩) । ৭০ ।

(১) 'ধাত্রীসম'—ধাত্রী অর্থাৎ ধাই, যে শিশুর ও প্রহৃত্তির লালন করে । শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা-
মাত্রই যেমন ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে লয়, তেমনি জীবের জন্মমাত্রই সর্বত্র 'অনিত্যতা' অর্থাৎ মৃত্যু
সেই জীবকে ক্রোড়ে লয় অর্থাৎ তাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করে, পশ্চাৎ সেই জীবের জননী
তাহাকে ক্রোড়ে লয় । 'জাতস্য হি ক্রোবে মৃত্যুঃ'—জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত জানিবে ।

(২) 'আমকুস্ত'—কাঁচ কলসি, যে মাটির কলসি পোড়ান হয় নাই । কাঁচ কলসি জলে ডুবাইয়া
রাগিলে যেমন তাহা প্রতিক্ষণেই অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইতে থাকে, তেমনি এই অসার দেহও
প্রতিক্ষণেই অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইতেছে, অল্প লোকে তাহা বুঝিতে পারে না ; একেবারে
বিনষ্ট হইলেই জানিতে পারে ।

(৩) রাজাজার বাহার আগদও হইবে, সে ব্যক্তি শূল বা কাঁসিকাঠ প্রভৃতির দিকে যত পদ অগ্রসর
হয়, মৃত্যুও তাহার দিকে তত পদ অগ্রসর হয় । সেইরূপ, এক এক করিয়া যতই দিন যায়, জীবের
মৃত্যুকালও তাহার দিকে ততই অগ্রসর হইতে থাকে ।

যতঃ । অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ ।
 ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ ৭১ ॥
 যথা কাঠং চ কাঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ ।
 সমেত্য চ ব্যাপেয়াতাং তদ্বদ্বুতসমাগমঃ ॥ ৭২ ॥
 যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ।
 বিশ্রাম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্বুতসমাগমঃ ॥ ৭৩ ॥
 অশ্রুচ্চ । পঞ্চভিনির্শ্মিতে দেহে পঞ্চত্বং চ পুনর্গতে ।
 স্বাং স্বাং যোনিমুপ্রাপ্তে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৪ ॥
 যাক্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সশ্বক্ষান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ।
 তাবন্তোহশ্রু নিখণ্ডন্তে, হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ ৭৫ ॥
 নাহয়মত্যস্তসংবাসো লভ্যতে যেন কেনচিৎ ।
 অপি স্মেন শরীরেণ কিমুতাহ্মেন কেনচিৎ ॥ ৭৬ ॥

কারণ,—

জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব, প্রিয়জনসহবাস অনিত্য এ সব ;
 প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে, সে কতু বিয়োগশোকে মুগ্ধ না হইবে। ৭১ ।
 সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়, কাঠ সম জীব'বত ভাসিতেছে তায় ;
 কাঠে কাঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন, জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;
 ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনার, আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়। ৭২ ।
 যেমন পথিকগণ এক তরুতলে, ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে ;
 তেমন জানিবে এই ভবের ভিতরে, পরস্পরে দেখাওনা কিছুক্ষণ তরে। ৭৩ ।

আরো,—

পাঁচেই নির্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়, তবে কেন তার তরে করে হৃদয় হায় ? (১)। ৭৪।
 মায়ার সঞ্চক্ ভবে যে করিবে যত, আপনারি হৃদে শেল সে হানিবে তত। (২)। ৭৫।
 আপনারি দেহ দেখ ! আপনার নয়, কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয় ;
 তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন ? চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন। ৭৬।

(১) ক্ষিতি, অগ্নি, ভেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটিকে পঞ্চভূত বলে। জীবদেহ এই পঞ্চভূতেই নির্মিত হইয়া আবার পঞ্চভূতেই মিশাইয়া যায়। পঞ্চভূতের এইরূপ সংলগ্ন ও বিশেষই প্রকৃতির নিয়ম, অতএব তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।

(২) এ সংসারে যে ব্যক্তি যত লোকের সহিত স্নেহমতায় আবদ্ধ হয়, সে নিজেরই হৃদয়ে ততগুলি

অপি চ । সংযোগে হি বিয়োগস্ত্ সংসূচয়তি সস্তবম্ ।
 অনতিক্রমণীয়স্ত্ জন্ম যুতোরিবাগমম্ ॥ ৭৭ ॥
 আপাতরমণীয়ানাং সংযোগানাং প্রিয়ৈঃ সহ ।
 অপথ্যানামিবাহমানাং পরিণামো হি দারুণঃ ॥ ৭৮ ॥
 অপরঞ্চ । ব্রজন্তি ন নিবর্তন্তে শ্রোতাংসি সরিতাং তথা ।
 আয়ুরাদায় মর্ত্যানাং সদা রাত্ৰ্যহনী তথা ॥ ৭৯ ॥
 সুখাস্বাদপরো যস্ত্ সংসারে সংসমাগমঃ ।
 স রিয়োগাবসানহ্নাদুঃখানাং ধুরি যুজ্যতে ॥ ৮০ ॥
 অতএব হি নেচ্ছন্তি সাধবঃ সংসমাগমম্ ।
 যদ্বিয়োগাসিলনস্ত্ মনসো নাস্তি ভেষজম্ ॥ ৮১ ॥

আরো,—

জনম দেখিয়া ভবে বুঝিবে যেমন, এক দিন অবশ্যই হইবে মরণ ;
 মিলন দেখিয়া ভবে বুঝিবে তেমন, এক দিন অবশ্যই বিরহঘটন । ৭৭ ।
 কুপথ্য-ভোজন সম প্রিয়-সহবাস, আপাতত সুখ বটে, শেষে সর্বনাশ (১) । ৭৮ ।

আরো দেখ !—

তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি, অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি ;
 তেমতি জীবের আয়ু সংশ্লেতে লইয়া, অনন্তকালের শ্রোত চলিছে বহিয়া । ৭৯ ।
 সাধু-সম্মিলন ভবে সুখের প্রধান, নিরহে তাহাও দেখ ! হয় অবসান ;
 বিরহে সে সুখ যবে হয় অবসান, তখন তাহাই হয় দুঃখের প্রধান (২) । ৮০ ।
 মিলন হ'লেই আছে বিচ্ছেদঘটনা, তাই জ্ঞানী সাধুসঙ্গ না করে কামনা ;
 সাধুর বিচ্ছেদ-শল্য হৃদয়ে পশিলে, সে মর্শ্বপীড়ার আর ঔষধ না মিলে (৩) । ৮১ ।

শোক-শল্য বিদ্ধ করে, অর্থাৎ সেই সকল প্রিয়জনের রোগ শোক ও বিয়োগে তাহাকে ততই মর্শ্ব-বেদনা সহ্য করিতে হয় ।

(১) কুপথ্যসেবনে যেমন আপাতত ইচ্ছিন্নসুখ হয়, কিন্তু শেষে যাতনা পাইয়া মরিতে হয়, তেমনি পুত্রাদির প্রতি স্নেহমমতার আপাতত সুখ হয় বটে, কিন্তু শেষে তাহাদের জন্মই যাতনায় প্রাণ যায় ।

(২) অর্থাৎ পরম সাধু মিত্রের সহবাসে বত আনন্দ হয়, তাহার বিচ্ছেদেও আবার তত যাতনা হয় । এইজন্য বলিয়া থাকে যে,—“বত হাসি তত কায়া” ।

(৩) এ জগতে সকল শোকই ভুলিতে পারা যায়, কিন্তু পরম সাধু মিত্রের শোক কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না । এজন্য জ্ঞানীরা সাধুর সহিতও মমতার আবদ্ধ হইতে চাহেন না ।

স্বকৃতান্তাপি কৰ্ম্মাণি রাজভিঃ সগরা'দিভিঃ ।

অথ তান্তে'ব কৰ্ম্মাণি তে চাহপি প্রলয়ং গতাঃ ॥ ৮২ ॥

সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য তমুগ্রদণ্ডং মৃত্যুং মনুষ্যন্ত্য বিচক্ষণস্য ।

বর্ষান্বসিক্তা ইব চৰ্ম্মবন্ধাঃ সর্কে' প্রযত্নাঃ শিথিলীভবন্তি ॥ ৮৩ ॥

যামেব রাত্রিং প্রথমামূ'পৈতি গৰ্ভে নিবাসং নরবীরলোকঃ ।

ততঃ প্রভৃত্যস্থলিতপ্রয়াণঃ স প্রত্যহং মৃত্যুসমীপমেতি ॥ ৮৪ ॥

অথ সংসারং বিচারয় । শোকো'হয়মজ্ঞানস্য প্রপঞ্চঃ । পশ্য ।

অজ্ঞানং কারণং ন স্যাৎ বিয়োগো যদি কারণম্ ।

শোকো দিনেষু গচ্ছৎস্ব বর্দ্ধিতামপযাতি কিম্ ॥ ৮৫ ॥

কত শত নরপতি জগতে পূজিত অতি

সগর প্রভৃতি আসি' উদিল ধরায়,

তাহারা করিল কত পুণ্যকৰ্ম্ম অবিরত

কোথা সে তাদের কৰ্ম্ম ? তারা বা ক্ৰোধায় ? । ৮২ ।

শরীরে বর্ষার ধারা পড়িলে যেমন, অবশ হইয়া পড়ে গাত্ৰের বন্ধন ; •

তেমনি ভাবিলে ঘোর যমদণ্ড-ভয়, সুবিজ্ঞজনেও হয় অবশ-হৃদয় । ৮৩ ।

যেই রাজ্যে-যেই ক্ষণে জননীজঠরে, প্রথম আসিয়া জীব জন্তুলাভ করে ;

তদবধি চলিতে সে থাকে প্রতিক্ষণে, অহোরাত্র জ্ববিশাস্ত কৃতান্ত-সদনে । ৮৪ ।

আর এই সংসারের প্রকৃতি একবার বিচার করিয়া দেখ । দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শোক কেবল অজ্ঞানেরই প্রপঞ্চমাত্র (১) । কেন না,—

শোকের নিদান যদি না হয় অজ্ঞান, বিরহই যদি হয় শোকের নিদান ;

বাড়িতে থাকুক তবে শোক অহরহ, কেন না এ ভবে নিত্য ঘটিছে বিরহ ;

• অজ্ঞান জানিবে তবে শোকের কারণ, অজ্ঞান যুচিলে হয় শোক নিবারণ (২) । ৮৫ ।

(১) 'অজ্ঞানের প্রপঞ্চ'—মোহজাল । লোকে ঘোর অজ্ঞানজালে মুক্ত হইয়াই শোক করিয়া থাকে, সেই মোহের আবরণ হইতে মুক্ত হইলে আর শোকের অধীন হইতে হয় না ।

(২) যদি প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদকেই শোকের কারণ বলা যায়, তবে এ জগতে কাহাবও আর শোকের অবধি থাকে না ; কেননা, এ সংসারে প্রতিক্ষণেই কোনও না কোনও প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতেছে । অতএব শোকের কারণ বিচ্ছেদ নহে ; একমাত্র অজ্ঞানই শোকের কারণ ; কেন না, সহস্র সহস্র বিচ্ছেদেও তত্ত্বজ্ঞানীরা শোকের অধীন হয়েন না ।

তদ্ ভদ্র আত্মানমহুসঙ্কেহি । শোকচর্চাং পরিহর । যতঃ ।

অকাণ্ডপাতজাতানামজ্ঞাণাং মর্শ্মভেদিনাম্ ।

গাঢ়শোকপ্রহারণামচিন্তৈব মহৌষধম্ ॥ ৮৬ ॥

ততস্তদ্বচনং নিশম্য প্রবুদ্ধইব কোণ্ডিন্য উথায়াহত্রবীৎ—
তদলমিদানীং গৃহনরকবাসেন । বনং গচ্ছামি । পুনঃ কপিলো
ক্রতে ।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্

গৃহেহপি পঞ্চেদ্ভিয়নিগ্রহস্তপঃ ।

অকুৎসিতে কশ্মণি যঃ প্রবর্ততে

নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৮৭ ॥

যতঃ । দুঃখিতোহপি চরেৎকশ্মৎ যত্র কুত্রাপ্রমে রতঃ ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

অতএব ভাই ! আত্মজ্ঞানের অহুসঙ্কান কর, শোকচর্চা পরিত্যাগ কর ।

কারণ,—

মর্শ্মভেদী অস্ত্রসম শোকের প্রহার, অতর্কিতভাবে নিত্য ঘটে বার বার ;

বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ তার, বাহার সেবনে সব যাতনা জুড়ায় । ৮৬ ।

ভাঁহার সেই সকল বচন শ্রবণ করিয়া কোণ্ডিন্য যেন চৈতন্ত লাভ করিলেন ।

অনন্তর তিনি গাত্রোথান করিয়া বলিলেন,—যোর নরকতুল্য এই গৃহস্থাপ্রমে
 থাকিয়া কল কি ? আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করি । তাহা শুনিয়া
 কপিল পুনরায় কহিলেন,—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার, বনে যাইলেও তার ঘটে অন্যায় ;

আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়, গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয় ;

বীতরাগ, পুণ্যপথে শ্রবৃত্ত যে জন, গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন (১) । ৮৭ ।

কারণ,—

অশেষ দুঃখের ভার করিয়া বহন, যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন ;

ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়, সর্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয় (২) । ৮৮ ।

(১) 'বীতরাগ'—যে সংসার-মমতা কাটাইয়া পরমাত্মার চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে ।

(২) 'ভেকধারী'—কপট ধার্ম্মিক, ভণ্ড, পাষণ্ড ; যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ধর্ম্মের নানারূপ
 ভেক ধরিয়া লোককে বঞ্চনা করিয়া বেড়ায় । 'সর্বভূতে সমতা'—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অভেদ-
 জ্ঞান । 'ধর্ম্মপরিচয়'—ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ ।

উক্তং চ । বৃত্তার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থং চ নৈধুনম্ ।

বাক্ সত্যবচনার্থং চ দুর্গাণ্যপি তরস্তি তে ॥ ৮৯ ॥

তথাহি ।

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োশ্মিঃ ।

তত্রাহভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চাহস্তরাত্মা ॥৯০॥

বিশেষতশ্চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিবেদনাভিরূপপ্লুতম্ ।

সংসারমিদমত্যস্তমসারং ত্যজতঃ স্মখম্ ॥৯১ ॥

যতঃ । দুঃখমেবাহস্তি ন স্মখং যস্মাত্তদুপলক্ষ্যতে ।

দুঃখার্ভস্য প্রতীকারে স্মখসংজ্ঞা প্রজায়তে ॥ ২৯ ॥

কৌণ্ডিন্যো ক্রতে—এবমেব । ততোহহং তেন শোকাবুলেন

ব্রাহ্মণেন শপ্তঃ—যদদ্যারভ্য মণ্ডুকানাং বাহনং ভবিষ্যসীতি ।

কথিতও আছে যে,—

প্রাণরক্ষা তরে যার ভক্ষ্য অভিলাষ, সন্তানের তরে যার ভার্য্যা-সহবাস ;

কেবল সত্যের তরে বাক্যের কথন, সকল সঙ্কটে পার হয় সেই জন ১৮৯ ।

আরো—

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট, সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;

সকল জীবের প্রতি করুণা অপার, তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বায়েবার ;

সে নদীতে কর দান হে পাণ্ডুতনয় ! অুল জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয় (১) । ৯০ ।

বিশেষতঃ,—

জন্ম, জরা, রোগ, শোক, মরণের ক্লেশ, এ ছার সংসারে নাহি আছে স্মখলেশ ;

কাটাইতে পারে বেই এ ভববন্ধন, জগতে যথার্থ স্মখী হয় সেই জন । ৯১ ।

এ সংসারে স্মখ নাই, দুঃখই সকল, অসুখ হইয়া তাই দুঃখই কেবল ;

হৃদয়ে দুঃখের শাস্তি হইবে যখন, 'স্মখ'-এই নাম তার হইবে তখন । ৯২ ।

এই সকল উপদেশ শুনিয়া কৌণ্ডিন্য কহিলেন,—হাঁ এইরূপই বটে । অনন্তর তিনি পুত্রশোকে নিভাস্ত অধীর হইয়া আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, যে,—

(১) 'দম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, সেই আত্মারূপ নদীর 'ঘাট' অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ । 'শীল'—পবিত্র স্বভাব, সেই নদীর 'তট' অর্থাৎ পাড় । 'পাণ্ডুনন্দন'—যুধিষ্ঠির । ইহা মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ । উদ্যোগপর্কেও বৃত্তরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের ঠিক এইরূপ উক্তি আছে ।

কপিলো ক্রতে—সম্প্রত্যুপদেশাসহিষ্ণুর্ভবান্ । শোকাবিক্ৰং তে
হৃদয়ম্ । তথাপি কার্য্যং শৃণু ।

সঙ্গঃ সর্বাঙ্গনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে ।

স সন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥ ৯৩ ॥

অনুচ্চ । কামঃ সর্বাঙ্গনা হেয়ঃ স চেদ্ধাতুং ন শক্যতে ।

স্বভার্যাং প্রতি কর্তব্যঃ সৈব তস্য হি ভেষজম্ ॥ ৯৪ ॥

এতৎ শ্রুত্বা স কৌণ্ডিন্যঃ কপিলোপদেশামৃতপ্রশান্তশোকা-
নলো যথাবিধি দণ্ডগ্রহণং কৃতবান্ । ততোহহং ব্রাহ্মণশাপং ভোক্তুং
মণ্ডুকানুদ্বোঢ়ুমত্র তিষ্ঠামি । অনন্তরং তেন মণ্ডুকের্ন গত্বা মণ্ডুক-
নাথস্য জালপাদসীয়াগ্রে তৎ কথিতম্ । ততোহসা বাগত্য মণ্ডুক-
নাথঃ সর্পমধিষ্ঠিতবান্ । স চ সর্পস্তং পৃষ্ঠে কৃত্বা চিত্রপদক্রমং
বভ্রাম । পরেদ্যুশ্চলিতুমসমর্থং তং মণ্ডুকনাথোহবদৎ—কিমিতি

তুই আজি হইতে মণ্ডুকগণের বাহন হইবি । কপিল কহিলেন,—তোমার হৃদয়
এক্ষণে অত্যন্ত শোকাকুল, এ সময় তোমাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা, তথাপি, যাহা
কর্তব্য তাহা শ্রবণ কর ।

এ ভবে দুঃখের শাস্তি যদি ইচ্ছা কর, প্রাণপণে তবে তুমি সঙ্গ পরিহর ;

একেবারে সঙ্গ যদি ত্যাজিতে না পার, পরম সাধুর কাছে গিয়া সঙ্গ কর ;

মহৌষধ জানিবে সাধুর সহবাস, সকল প্রকার রোগ বে করে বিনাশ । ৯৩ ।

আরো,—

প্রাণপণে কামরিপু করহ বর্জন, কাম হ'তে হয় যত অনর্থ ঘটন ;

একেবারে কাম যদি ত্যাজিতে না পার, আপন ভার্য্যায় তাহা চরিতার্থ কর ;

পরনারী কামযোগে মরণ ঘটায়, নিজ পত্নী একমাত্র মহৌষধ তায় । ৯৪ ।

কপিলের এইরূপ উপদেশামৃত পান করিয়া ক্রমে কৌণ্ডিন্যের শোকানল শাস্ত
হইল । তিনি যথাবিধি দণ্ডগ্রহণপূর্বক সংসার ত্যাগ করিলেন । তদবধি আমি
সেই ব্রহ্মণ্যে মণ্ডুকগণকে পৃষ্ঠে বহন করিবার জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি ।
অনন্তর সেই মণ্ডুক মণ্ডুকরাজ জালপাদের নিকট গিয়া সেই সংবাদ প্রদান
করিল । মণ্ডুকরাজ সেই সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ
করিল । সর্পও তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া বিচিত্র গমনকৌশল প্রদর্শন পূর্বক ভ্রমণ
করিতে লাগিল । পরদিন মণ্ডুকরাজ সর্পকে চলিতে অক্ষম দেখিয়া কহিল,—

ভবানন্দ্য মন্দগতিঃ । সর্পো ক্রতে—দেব আহাৰবিৰহাদুৰ্ব্বলেহস্মি ।
 মণ্ডুকনাথোহবদৎ—অস্মদাজ্ঞয়া মণ্ডুকান্ ভক্ষয় । ততো
 গৃহীতোহয়ং মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা ক্রমশো মণ্ডুকান্ খাদতি । অথ
 নির্মণ্ডুকং সরো বিলোক্য মণ্ডুকনাথোহপি তেন খাদিতঃ ।
 অতোহহং ত্রবীমি—“স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছত্রূন্”—ইত্যাদি । দেব
 যত্নিদানীং পুরারভাখ্যানকথনম্ । সৰ্ব্বথা সন্ধেয়োহয়ং হিরণ্যগৰ্ভো
 রাজা সন্ধীয়তামিতি মে মতিঃ । রাজোবাচ—কোহয়ং ভবতো
 বিচাৰঃ । যতো জিতস্তাবদয়মস্মাভিঃ । ততো যদ্যস্মদাজ্ঞয়া
 সেবায়াং বসতি তদাস্তাম্ । নোচেদ্ বিগৃহ্যতাম্ । অত্রান্তরে
 জম্বুদ্বীপাদাগত্য শুকেনোক্তম্—দেব সিংহলদ্বীপস্য সারসো রাজা
 সম্প্রতি জম্বুদ্বীপমাক্রম্যাহবতিষ্ঠতে । রাজা তং সমস্রমমাহ—কিং
 কিম্ । শুকঃ পূৰ্ব্বোক্তং কথয়তি । গৃধ্ৰঃ স্বগতমুবাচ—সাধু রে
 চক্রবাক মন্ত্ৰিন্ সাধু । রাজা সৰ্ব্বোপমাহ—আস্তাং তাবদয়ম্ ।
 তমেব গত্বা সমূলমুশূলয়ামি । দূরদর্শী বিহস্যাহ ।

আজি তুমি এত আন্তে চলিতেছ কেন ? । সৰ্প কহিল,—মহারাজ ! * অনাহারে
 দুৰ্ব্বল হইয়াছি । মণ্ডুকরাজ কহিল,—আমার আজ্ঞায় তুমি কয়েকটি মণ্ডুক
 ভক্ষণ কর । ‘আপনার এই মহাপ্রসাদ আমি শিরোধাৰ্য্য করিলাম’—ইহা বলিয়া
 সে ক্রমে মণ্ডুকদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল । ক্রমে সেই সরোবরের সমস্ত
 মণ্ডুক যখন নিঃশেষিত হইল, তখন সে সেই মণ্ডুকরাজকেও ভক্ষণ করিল । এই
 জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—“শত্রুকেও নিজ পৃষ্ঠে করিবে বহন”— ইত্যাদি ।
 মহারাজ ! এক্ষণে ঐ সৰ্ব্বল পৌরাণিক কথার আলোচনা থাকুক । রাজা হিরণ্য-
 গৰ্ভ সৰ্ব্বপ্রকারেই সন্ধির উপযুক্ত পাত্র, অর্থাৎ আমার মতে তাঁহার সহিত সন্ধি
 করাই কর্তব্য । রাজা চিত্রবর্ণ কহিল,—আপনার এ কি বিচাৰ ! আমরা যখন
 তাহাকে পরাজয় করিয়াছি তখন সে যদি আমার আজ্ঞাধীন হইয়া আমার সেবায়
 নিযুক্ত থাকে তবেই সে রক্ষা পাইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে । ইত্যবসরে
 জম্বুদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজ ! সিংহলদ্বীপের রাজা সারস
 সম্প্রতি সসৈন্যে জম্বুদ্বীপ অবরোধপূৰ্ব্বক অবস্থান করিতেছেন । তাহা শুনিয়া
 রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল,—কি ? কি ? । শুক পুনরায় সেইরূপ কহিল । গৃধ্ৰ
 মন্ত্রী মনে মনে কহিতে লাগিল,—মন্ত্ৰিন্ চক্রবাক ! ধন্য তোমার বুদ্ধিকৌশল ! ।

ন শরন্মেষবৎ কার্য্যং বৃথৈব ঘনগর্জিতম্ ।

পরস্যাহর্থমনর্থং বা প্রকাশয়তি নেষ মহান্ ॥ ৯৫ ॥

অপরঞ্চ । একদা ন বিগৃহ্নীয়াদ্ বহুন্ রাজা বিবাদিনঃ ।

সদর্পোহপ্যুরগঃ কীটৈর্বহুভির্নাশ্যাতে ধ্রুবম্ ॥ ৯৬ ॥

দেব কিমিতো বিনা সন্ধানং গমনমস্তি । যতোহস্মাকং পশ্চাৎ
প্রকোপোহনেন কর্তব্যঃ । অপরঞ্চ ।

যোহর্থতদ্ভুমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশং গতঃ ।

স তথা তপ্যতে মুঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্যথা ॥ ৯৭ ॥

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । দূরদর্শী কথয়তি । অস্ত্যজ্জয়িত্যাং
মাধবো নাম ব্রাহ্মণঃ । তস্য ব্রাহ্মণী প্রসূতা । সা বালাপত্যরক্ষার্থং
ব্রাহ্মণমবস্থাপ্য স্নাতুং গতা । অথ ব্রাহ্মণায় রাজ্ঞঃ পার্বণশ্রাদ্ধং
দাতুমাস্থানমাগতম্ । তৎ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণঃ সহজদারিদ্র্যাদচিন্তয়ৎ—

রাজা ঐ সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,— এক্ষণে এ হিরণ্যগর্ভ থাকুক, অগ্রে
যাইয়া সেই সারস রাজাকেই সমূলে উন্মূলন করি। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী দূরদর্শী
হাস্য করিবার কহিল,—

পরের অনিষ্ট কিবা হইষ্ট যা করিবে, বড় লোকে বাক্যে তাহা নাহি প্রকাশিবে ;
শরতে মেঘের ডাক বৃথাই যেমন, কথায় বড়াই করা নিফল তেমন । ৯৫ ।

আরো,—

বহু সনে রাজা না যুক্তিবে একেবারে, সর্পকেও বহু কীটে বিনাশিতে পারে । ৯৬ ।

মহারাজ !, সন্ধি স্থাপন না করিয়া এস্থান হইতে গমন করিবার সাধ্য
কি ? । কারণ, তাহা হইলে এই বিপদের আর্মাদের, পশ্চাৎ আক্রমণ
করিবে । আরো,—

প্রকৃত ঘটনা অগ্রে না করি সন্ধান, অগ্রেই যে জন ক্রোধে হয় হতজ্ঞান ;

সে জন নকুল-শোকে ব্রাহ্মণের প্রায়, অহুতাপে অবশেষে করে হার হার । ৯৭ ।

রাজা জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি প্রকার ? । দূরদর্শী কহিল । উজ্জয়িনী নগরে
মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার ব্রাহ্মণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন । এক-
দিন ব্রাহ্মণী শিশু সন্তানটির রক্ষণার্থে ব্রাহ্মণকে গৃহে রাখিয়া স্নান করিতে গমন
করিলেন । ইত্যবসরে রাজার পার্বণশ্রাদ্ধের দানগ্রহণার্থে সেই ব্রাহ্মণকে লইতে
লোক আসিল । রাজার নিমন্ত্রণ পাইয়া ব্রাহ্মণ নিজ দারিদ্র্যহেতু মনে মনে ভাবি-

যদি সত্বরং .ন গচ্ছামি তদাহন্যঃ কশ্চিৎ শ্রাদ্ধং গ্রহীষ্যতি ।
উক্তং চ ।

আদেয়শ্চ প্রদেয়শ্চ কর্তব্যশ্চ চ কর্মণঃ ।

ক্ষিপ্ৰমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্ ॥ ৯৮ ॥

কিন্তু শিশোরত্র রক্ষকঃ কোহপি নাস্তি । তৎ কিং করোমি ।
যাতু । চিরকালপালিতমমুং স্তুতনির্বিশেষং নকুলং বালকরক্ষার্থং
ব্যবস্থাপ্য গচ্ছামি । তথা কৃত্বা গতঃ । ততস্তত্র নকুলেন বালক-
সমীপমাগচ্ছন তুফীং কৃষ্ণসর্পে। ব্যাপাদিতঃ খণ্ডিতশ্চ । অথাহসৌ
নকুলো ব্রাহ্মণমায়ান্তমবলোক্য রক্তবিলিপ্তমুখপাদঃ সত্বরমুপগম্য
তচ্চরণয়োলু'লোঠ । ততোহসৌ ব্রাহ্মণস্তং তর্থাবিধং দৃষ্ট্বা মম
পুত্রোহনেন ভঙ্কিত ইত্যবধারী তং ব্যাপাদিতবান্ । অনস্তরং
ষাবদুপস্থত্য পশ্যতি ব্রাহ্মণস্তাবদ্ বালকঃ স্তম্বঃ স্থপিতি সর্পশ্চ

লেন,—যদি শীঘ্র না যাই, তবে আর কেহ গিয়া ঐ দান গ্রহণ করিবে । কথিতও
আছে যে,—

আদান, প্রদান আদি কর্তব্য বিষয়, অবিলম্বে এ সকল করিবে নিশ্চয় ;

শীঘ্রই এ সব যদি নাহি করা যায়, সময়ে ইহার সব রসটুকু খায় (১) । ৯৮ ।

কিন্তু এখানে এই শিশুর রক্ষক কেহ নাই, অতএব কি করি । আমার এই
নকুলটিকে আমি চিরকাল সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছি, অতএব ইহাকেই এই
শিশুর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া যাই । অনস্তর ব্রাহ্মণ নকুলকে শিশুসন্তানের রক্ষায়
নিযুক্ত করিয়া গমন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে নকুল দেখিল,—এক কালসর্প
সেই শিশুর নিকটে আস্তে আস্তে আসিতেছে । নকুল তৎক্ষণাৎ সর্পকে খণ্ড খণ্ড
করিয়া ফেলিল । অনস্তর ব্রাহ্মণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া নকুল ব্রাহ্মণের
নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার চরণতলে বিলুপ্তিত হইতে লাগিল । ব্রাহ্মণ নকুলের
মুখ ও পদ রক্তাক্ত দেখিয়া স্থির করিলেন,—এ নিশ্চয় আমার শিশুসন্তানটিকে
ভক্ষণ করিয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নকুলের প্রাণসংহার করিলেন । পরে
যখন গিয়া দেখিলেন,—বালকটি স্থির হইয়া ঘুমাইতেছে এবং তাহার নিকটে এক
কালসর্প খণ্ড খণ্ড হইয়া মরিয়া আছে, তখন সেই ব্রাহ্মণ নিদারুণ অমৃত্যুতে দম্ব

(১) অর্থাৎ দেনা পাওনা প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার না করিয়া তাহাতে যতই কালক্ষেপ করিবে
ততই ক্ষতি হইতে থাকিবে ।

ব্যাপাদিতস্তিষ্ঠতি । ততোহসৌ ব্রাহ্মণঃ পরং বিষাদমুপগতঃ ।
অতোহহং ব্রবীমি — “যোহর্থতস্তুমবিজ্ঞায়” ইত্যাদি । অপরং চ ।

কামঃ ক্রোধো মদো মোহো লোভো মাৎসর্যামেব চ ।

যদ্ বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিৎস্যক্তে স্মখী ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥

রাজাহ—মস্ত্রিন্ এষ তে নিশ্চয়ঃ । মন্ত্রী ক্রতে—এবমেব ।

যতঃ । স্মৃতিশ্চ পরমার্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।

দৃঢ়তা মস্ত্রশুশ্রিশ্চ মস্ত্রিণঃ পরমো গুণঃ ॥ ১০০ ॥

তথা চ । সহস্রা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্ ।

ব্রণতে হি বিম্ব্যাকারিণং গুণলুকাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ ১০১ ॥

তদ্বেব যদিদানীমস্মদ্বচনং ক্রিয়তে তদা সক্ষায় গম্যতাম্ ।

যতঃ । যদ্যপ্যুপায়শ্চত্বারো নির্দীক্ষাঃ সাধ্যসাধনে ।

সংখ্যামাত্রং ফলং তেষাং সিদ্ধিঃ সান্নি ব্যবস্থিতা ॥ ১০২ ॥

হইতে লাগিলেন । এইজন্তই বলিতেছিলাম যে,—“প্রকৃত ঘটনা অগ্রে না করি
সন্ধান”,—ইত্যাদি । আরোও—

কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুবর্গ ছয়, ত্যজিতে যে পারে তবে সেই স্মখী হয় । ৯৯।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—মস্ত্রিন্! সন্ধি করিতেই কি আপনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া-
ছেন? । মন্ত্রী কহিল,—হাঁ, ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয় । কারণ,—

কর্তব্য বিষয় সদা করিবে অরণ, সে বিষয়ে ফলাফল করিবে চিন্তন ;

সুনিপুণ ভাবে তাহা করিয়া নির্ণয়, দৃঢ়পণে সিদ্ধ তাহা করিবে নিশ্চয় ;

গূঢ় মন্ত্র নাহি প্রকাশিবে কদাচন, স্ত্রমস্ত্রীর এই সব জানিবে লক্ষণ । ১০০ ।

আরো,—

না করিবে কেহনো কার্য্য সহসা কখন, অবিবেক বিপদের প্রধান কারণ ;

সুবিচারে সব কার্য্য করে যেই জন, নিজেই কমলা তারে করে আলিঙ্গন । (১) ১০১ ॥

অতএব মহারাজ ! যদি আমার মন্ত্রণা শ্রবণ করেন, তবে সন্ধি করিয়া গমন
করুন । কারণ,—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,—চারিটি কৌশল, দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল ;

সর্বকালে সাম রাজ্য করিবে আশ্রয়, সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয় । ১০২।

(১) মূল শ্লোকটি ভারবি কবির কিরাতার্জুণীয় কাব্যের ২য় সর্গে আছে । ‘দহনা’—পূর্বাপর
বিবেচনা না করিয়া । ‘অবিবেক’—অবিবেচনা । ‘কমলা’—স্বামী অর্থাৎ সম্পদ ।

রাজাহ কথমেবং সহরং সম্ভবতি । মন্ত্রী ক্রতে—দেব
সহরং ভবিষ্যতি । যতঃ ।

মৃদঘটবৎ স্তম্ভভেদ্যো দুঃসঙ্কানশ্চ দুর্জনো ভবতি ।

সুজনস্ত কনকঘটবদ্ দুর্ভেদ্যশ্চাস্তু সঙ্কেয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

অপরং চ । অজ্ঞঃ স্তম্ভমারাধ্যঃ স্তম্ভতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ ।

জ্ঞানলব্ধুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাহপি নরং ন রঞ্জয়তি ॥ ১০৪ ॥

বিশেষতশ্চাহসৌ ধর্ম্মজ্ঞো রাজা সর্ব্বজ্ঞো মন্ত্রী চ । জ্ঞাতমেত-
ন্ময়া পূর্বেং মেঘবর্ণবচনাৎ তৎকৃতকার্য্যসন্দর্শনাচ্চ । যতঃ ।

কর্মানুমেয়াঃ সর্ব্বত্র পরোক্ষগুণবৃত্তয়ঃ ।

তস্ম্যাৎ পরোক্ষবৃত্তীনশং ফলেঃ কর্ম্ম বিভাবয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

রাজাহ—অলম্ভরোত্তরেণ । যথাভিপ্রেতমলুষ্ঠীয়তাম্ । এত-

রাজা কহিল,—এত শীঘ্র সন্ধি করা কিরূপে সম্ভবে? । মন্ত্রী বলিল,—মহা-
রাজ! শীঘ্রই সন্ধি করিয়া দিব। কারণ,—

মাটির ঘটের গ্রায় জানিবে দুর্জন, সহজেই ভাঙ্গে আর না হয় মিলন ;

সোণার ঘটের গ্রায় জানিবে সুজন, কষ্টে ভাঙ্গে, হয় কিন্তু সহজে মিলন । ১০৩ ।

আরো,—

অজ্ঞকে ভূষিতে লাগে অল্প পরিশ্রম, বিজ্ঞকে ভূষিতে শ্রম লাগে আরো কম ;

কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞানে মত্ত যেই জন, ব্রহ্মাও না পারে তারে করিতে রজন (১) ১০৪ ।

বিশেষতঃ ঐ রাজা হিরণ্যগর্ভ অতি ধার্ম্মিক এবং উঁহার মন্ত্রীও সর্ব্ব প্রকার
জ্ঞানে বিভূষিত, আমি ইহা মেঘবর্ণের কথায় পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি, এবং
ঐহাদের কর্ম্ম দেখিয়াও তাহা বুঝিয়াছি। কেন না,—

পরোক্ষে যেরূপ যেরূপ করে আচরণ, ফল দেখি' কর্ম্ম তার বুঝে বিজ্ঞ জন (২) ১০৫ ।

রাজা কহিল,—তবে আর উত্তরপ্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই, আপনার বাহা
অভিপ্রায় তাহাই করুন। এইরূপ মন্ত্রণার পর মহামন্ত্রী গৃধ্র বলিল,—এ বিষয়ে

(১) অল্প বিদ্যা অতি ভয়ানক ; বরং একেবারে অজ্ঞ থাকা ভাল। অল্প বিদ্যায় কেবল গর্ব্বেরই
বৃদ্ধি হয়। এজন্য অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে কেহই বুঝাইতে পারে না।

(২) যে স্থলে অন্যের কার্য্য স্বচক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই, সে স্থলে ফল দেখিয়াই তাহার সেই
কার্য্য বুঝিয়া লইতে হয়। অতএব রাজা রাজহংস যে অতি সদাশয়, তাহা মেঘবর্ণের প্রতি ঐহা
সরল ব্যবহার দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে।

অজ্ঞয়িত্বা গৃধ্রো মহামন্ত্রী তত্র যথাহং কর্তব্যম্ ইতুক্তে। দুর্গাভ্যন্তরং
প্রচলিতঃ । ততঃ প্রণিধিবকেনাগত্য রাজ্ঞো হিরণ্যগর্ভস্য নিবে-
দিতম্—দেব সন্ধিং কর্তুং মহামন্ত্রী গৃধ্রোহস্মৎসমীপমাগচ্ছৎ ।
রাজহংসো ক্রতে—মন্ত্রিন্ পুনঃ সম্বন্ধিনা কেনচিদক্রোগস্তবাম্ ।
সর্বজ্ঞো বিহস্যাহ—দেব ন শঙ্কাস্পদমেতৎ । যতো মহাশয়োহসৌ
দূরদর্শী । অথবা স্থিতিরিয়ং মন্দমতীনাং—কদাচিৎ শঙ্কৈব ন
ক্রিয়তে কদাচিৎ সর্বত্র শঙ্কা । তথাহি ।

সরসি বহুশস্তারাচ্ছায়ে ক্ষণাৎ পরিবক্ষিতঃ

কুমুদবিটপান্বেষী হংসো নিশাস্ববিচক্ষণঃ ।

ন দশক্তি পুনস্তারাশঙ্কী নদিবাহপি সিতোৎপলম্

কুহকচকিতো লোকঃ সত্যোহপ্যায়মপেক্ষতে ॥১০৬॥

অপি চ । দুর্জনেদুষিতমনসঃ স্তজনেষপি নাস্তি বিশ্বাসঃ ।

বালঃ পায়সদন্ধো দধ্যপি ননু ফুৎকৃতং ভুঙ্ক্তে ॥১০৭॥

যাহা কর্তব্য করিতেছি । ইহা বলিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । এদিকে
সেই গৃচর বক আসিয়া রাজা হিরণ্যগর্ভকে সংবাদ দিল,—মহারাজ ! মহামন্ত্রী
গৃধ্র সন্ধি স্থাপন করিবার জন্ত আমাদের নিকট আসিয়াছেন । রাজহংস কহিল,—
বোধ হয় মেঘবর্ণের ছায় আবার কেহ সর্বনাশ করিবার উদ্দেশে কপট বন্ধু হইয়া
আসিয়াছে । তাহা গুনিয়া সর্বজ্ঞ মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ ! ইহাতে
আর সেরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, ঐ দূরদর্শী মন্ত্রী অতি মহাত্মা । অথবা,
অল্পবুদ্ধি লোকের প্রকৃতিই এই যে, কখনও একেবারেই আশঙ্কা করে না, কখনও
বা সর্বত্রই আশঙ্কা করে । দেখুন !—

নিশায় তারকা-বিশ্ব ঈলিলে হেরিয়া, খাইতে চলিল হংস কুমুদ ভাবিয়া ;

ঠকিয়া তাহাতে শেষে হইল নিরাশ, দিবসেও নাহি গেল কুমুদের পাশ ;

কুহকে পড়িয়া যেই ঠকে একবার, সত্যেও বিশ্বাস তার নাহি হয় আর (১) ॥১০৬॥

দুর্জনে বিশ্বাস করি' বক্ষিত যে হয়, স্তজনেও আর তার না হয় প্রত্যয় ;

অভ্যুক্ষ পায়সে হাত যে শিশু পোড়ায়, শীতল দধিও দিলে ফুঁ দিয়া সে খায় ॥১০৭॥

(১) হংসেরা পক্ষ ও কুমুদ প্রভৃতির ডাঁটা খাইতে ভাল বাসে । রাজিকালে সরোবরের স্বচ্ছ জলে
গুজ্র নক্ষত্রের প্রতিবিম্বকে গুজ্র কুমুদপুষ্প ভাবিয়া এক হংস তাহা খাইতে গেল ; কিন্তু তাহাতে

তদ্বৎ যথাশক্তি তৎপূজার্থং রত্নোপহারাদিসামগ্ৰী সজ্জীক্রিয়-
তাম্ । তথানুষ্ঠিতে সতি স গৃধ্ৰো মন্ত্ৰী দুৰ্গদ্বারাচ্চক্রবাক্যেণোপ-
গম্য সংকৃত্যানীয় রাজদর্শনং কারিতে । দত্তামনে চোপবেশিতঃ ।
চক্রবাক উবাচ—মস্ত্রিন্ যুদ্ধদায়িত্বং সর্বম্ । স্বেচ্ছয়োপভূজ্যতামিদং
রাজ্যম্ । রাজহংসো ক্রতে—এবমেব । দূরদর্শী ক্রতে—এব-
মেবৈতৎ । কিস্তিদানীং বহুপ্রপঞ্চবচনং নিশ্চয়য়োজনম্ । যতঃ ।

লুকমর্থেন গৃহীয়াৎ স্তব্ধমঞ্জলিকর্মণ ।

মূৰ্খং ছন্দানুবৃত্তেন যথাতিথোন পণ্ডিতম্ ॥ ১০৮ ॥

অন্যচ্চ । সন্তাবেন হরেন্মিত্রং সস্ত্রমেণ তু বান্ধবান্ ।

স্ত্রীভৃত্যান্ দানমানৈশ্চ দাক্ষিণ্যেনেতরান্ জনান্ ॥ ১০৯ ॥

তদিদানীং সঙ্কায় গম্যতাম্ । মহাপ্রতাপশ্চিত্রবর্ণো রাজা ।

অতএব মহারাজ ! সেই মন্ত্রবরের যথাবিধি সম্মানের জন্য রত্নাদি উপহার-
সামগ্ৰী যথাসাধ্য সজ্জিত করিয়া রাখুন । অনন্তর তাঁহার সংকারের জন্য সমস্ত
আয়োজন হইলে, চক্রবাক দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া গৃধ্র মন্ত্ৰীকে সমাদরপূর্বক
আনিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ কনাইয়া দিল । গৃধ্র রাজদত্ত আসনে উপবেশন
করিলে, চক্রবাক কহিল,—মস্ত্রিন্ ! এখানে সমস্তই আপনার নিজের বলিয়া
জানিবেন, এই রাজ্য আপনি যথেষ্ট উপভোগ করুন । রাজা রাজহংস কহিল,—
সত্যই এ সমস্ত আপনি নিজেরই জ্ঞান করিবেন । দূরদর্শী গৃধ্র বলিল,—তাহাতে
আর সন্দেহ কি ? কিন্তু এক্ষণে আঁধক কথার আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই ।
কারণ,—

লুককে করিবে বশধন রত্ন দিয়া, দৃষ্টকে করিবে বশ বিনয় করিয়া (১) ;

মূৰ্খকে করিবে বশ মন যোগাইয়া, জ্ঞানীকে করিবে বশ যথার্থ কহিয়া ॥ ১০৮ ॥

সন্তাবে করিবে বশ নিজ বন্ধু জনে, সস্ত্রমে করিবে বশ নিজ জ্ঞাতিগণে ;

স্ত্রী ভৃত্যে রাখিবে বশে মানে আর ধনে, দাক্ষিণ্যে করিবে বশ অন্য সাধারণে (২) ॥ ১০৯ ॥

অতএব এক্ষণে সন্ধি স্থাপন করিয়া নিষ্কান্তি লাভ করুন, কারণ, মহারাজ চিত্র-

যগ্নন ঠকিল; তখন দিবান্তাগে সত্য কুমুদের নিকটও যাইল না, কেন না, যে একবার রূপটের প্রতি
বিশ্বাস করিয়া ঠকে, সে অকপটের প্রতিও বিশ্বাস করিতে আশঙ্ক করে ।

(১) 'দৃষ্ট'—গর্ভিত, উদ্ধতযত্নাব ।

(২) 'সস্ত্রম'—সম্মান, বিনয়প্রদর্শন । 'দাক্ষিণ্য'—সৌজন্য, সরলতা, অমুকুলতা ।

চক্রবাকো ক্রতে—যথা সন্ধানং কার্যং তদুচ্যতাম্ । 'রাজহংসো
ক্রতে—কতি প্রকারাঃ সন্ধীনাং সম্ভবন্তি । গৃধ্রো বদতি—কথ-
য়ামি শ্রয়তাম্ ।

বলীয়সাহভিযুক্তস্ত নৃপোহনন্যপ্রতিক্রিয়ঃ ।

আপন্নঃ সন্ধিমস্থিচ্ছেৎ কুর্বাণঃ কালযাপনম্ ॥ ১১০ ॥

কপাল উপহারশ্চ সম্ভানঃ সঙ্গতস্তথা ।

উপন্যাসঃ প্রতীকারঃ সংযোগঃ পুরুষাস্তরঃ ॥ ১১১ ॥

অদৃষ্টনর আদিষ্ট আত্মাদিষ্ট উপগ্রহঃ ।

পন্থিক্রয়স্তথোচ্ছিন্নস্তথা চ পরভূষণঃ ॥ ১১২ ॥

স্কন্ধোপনয়ঃ সন্ধিষ্চ ষোড়শৈতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

ইতি ষোড়শকং প্রাছঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ ॥ ১১৩ ॥

কপালসন্ধিৰ্বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং সমসন্ধিতঃ ।

সম্প্রদানাৎ ভবতি য উপহারঃ স উচ্যতে ॥ ১১৪ ॥

বর্ণ অতি প্রতাপশালী । চক্রবাক কহিল,—যেৰূপ সন্ধি করিতে হইবে তাহা
আদেশ করুন । 'রাজহংস জিজ্ঞাসিল,—সন্ধি কয় প্রকার ? ' গৃধ্র' বলিল,—
কহিতেছি শুনুন ।

প্রবল বিপক্ষে রাজা আক্রান্ত হইয়া, যখন উপায় কিছু না পাবে খুঁজিয়া ;

নানারূপে কালব্যাজ করিয়া তখন, করিবে শত্রুর সনে সন্ধির স্থাপন । ১১০ ।

(১) কপাল, (২) উপহার, (৩) সম্ভান, (৪) সঙ্গত, (৫) উপন্যাস, (৬) প্রতীকার,
(৭) সংযোগ, (৮) পুরুষাস্তর, (৯) অদৃষ্টনর, (১০) আদিষ্ট, (১১) আত্মাদিষ্ট, (১২) উপ-
গ্রহ, (১৩) পরিক্রয়, (১৪) উচ্ছিন্ন, (১৫) পরভূষণ, (১৬) স্কন্ধোপনয় ; এই ষোল্ল
প্রকার সন্ধি আছে । সন্ধিতত্ত্বে বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এই ষোল্লপ্রকার সন্ধি নির্দেশ
করিয়াছেন (১) । ১১১ । ১১২ । ১১৩ ।

যাহে দুই পক্ষে তুল্য কল লাভ হয়, 'কপাল' নামক সন্ধি তাহাকেই কয় ;

ধন আদি করি' দান যেই সন্ধি হয়, 'উপহার' নামে সন্ধি তাহাকেই কয় । ১১৪ ।

(১) মূলের এই তিনটি শ্লোক গদ্যে লিখিত হইল, এজন্য ইহাতে শ্লোকের সংখ্যামুসারে সংখ্যা
প্রদত্ত হইল ।

সন্তানসন্ধিবিজ্ঞেয়ো দারিকাদানপূর্বকঃ ।

সন্ধিস্ত সঙ্গতঃ সন্ধিশ্চৈত্রীপূর্ব উদাহৃতঃ ॥ ১১৫ ॥

যাবদায়ুঃপ্রমাণস্ত সমানার্থপ্রয়োজনঃ ।

সম্পত্তৌ বা বিপত্তৌ বা কারণৈর্ঘো ন ভিদ্যতে ॥১১৬ ॥

সঙ্গতঃ সন্ধিরেবাহয়ং প্রকৃষ্টত্বাৎ স্তবর্ণবৎ ।

তথাহ্নৈঃ সন্ধিকুশলৈঃ কাঞ্চনঃ স উদাহৃতঃ ॥১১৭ ॥

আত্মকার্যস্য সিদ্ধিং তু সমুদ্दिश्य ক্রিয়েত যঃ ।

স উপন্যাসকুশলৈরুপন্যাস উদাহৃতঃ ॥ ১১৮ ॥

ময়াহস্যোপকৃতং পূর্বং ময়াহপ্যেষ করিম্যতি ।

ইতি যঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ প্রতীকারঃ স উচ্যতে ॥১১৯ ॥

উপকারং করোম্যস্য ময়াহপ্যেষ করিম্যতি ।

অয়ং চাহপি প্রতীকারো রামস্ত্রীবয়োরিব ॥ ১২০ ॥

একার্থাং সম্যগুদ্दिश्य ক্রিয়াং যত্র হি গচ্ছতি ।

সুসংহিতপ্রমাণস্ত স চ সংযোগ উচ্যতে ॥ ১২১ ॥

কন্যাদান করি' সন্ধি করিলে স্থাপন, 'সন্তান' নামেতে সন্ধি বলে বৃধ জন ;
 দুই পক্ষে চিরসখে যাহে বন্ধ হয়, তাহাকে 'সঙ্গত' সন্ধি সাধুজনে কয় । ১১৫ ।
 কি বিপদে কি সম্পদে সকল সময়, কিছুতেই এই সন্ধি ভগ্ন নাহি হয় ;
 উভয়ের এক অর্থ, এক প্রয়োজন, না ভাঙ্গে 'সঙ্গত' সন্ধি যাবত জীবন ;
 ধাতুমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাঞ্চন যেমন, সন্ধিমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'সঙ্গত' তেমন ;
 সে কারণে সন্ধি-বিচক্ষণ বৃধগণ, 'কাঞ্চন' নামেই ইহা করেন কীর্তন । ১১৬.১১৭ ।
 স্বকার্যসিদ্ধির তরে যেই সন্ধি হয়, 'উপন্যাস' নাম তার বিজ্ঞ জনে কয় । ১১৮ ।
 পূর্বে উপকার আমি করেছি ইহার, 'এ ব্যক্তিও উপকার করিবে' আমার ;
 এই অভিপ্রায়ে সন্ধি করিলে স্থাপন, 'প্রতীকার' নাম তার বলে বিজ্ঞ জন । ১১৯ ।
 আমি এর উপকার করিব যেমন, এও মোর উপকার করিবে তেমন ;
 একূপে স্ত্রীবে রামে যেই সন্ধি হয়, 'প্রতীকার' নামে সন্ধি তাহাকেও কর' (১) । ১২০ ।
 একই কার্যের সিদ্ধি করিবার তরে, দুই পক্ষে মিলিত হইয়া পরস্পরে ;
 সুদৃঢ় প্রমাণে সন্ধি করিলে বন্ধন, 'সংযোগ' তাহার নাম বলে বিজ্ঞ জন । ১২১ ।

(১) রামচন্দ্র বালি বধ করিয়া স্ত্রী ও রাজ্য উদ্ধারপূর্বক স্ত্রীকে দিবেন, এবং স্ত্রীকেও রাবণ-
 বধের উপায় করিয়া সীতা উদ্ধারপূর্বক রামচন্দ্রকে দিবেন । উভয়ে এই পণে সখ্যস্থাপন ও সন্ধিবন্ধন

আবয়োর্যোধমুখ্যৈস্ত্ব মদর্থঃ সাধ্যতামিতি ।
 যস্মিন্ পণস্ত্ব ক্রিয়তে স সন্ধিঃ পুরুষান্তরঃ ॥ ১২২ ॥
 ত্বয়ৈকেন মদীয়োহর্থঃ সম্প্রসাধ্যস্ত্বসাবিতি ।
 যত্র শত্রুঃ পণং কুর্যাৎ সোহদৃষ্টপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৩ ॥
 যত্র ভূম্যেকদেশেন পণেন রিপুরুর্জিতঃ ।
 সন্ধীয়তে সন্ধিবিষ্টিরাদিক্ঠঃ স উদাহৃতঃ ॥ ১২৪ ॥
 স্বসৈন্যেন তু সন্ধানমাত্মাদিক্ঠ উদাহৃতঃ ।
 ক্রিয়তে প্রাণরক্ষার্থং সর্বদানাদুপগ্রহঃ ॥ ১২৫ ॥
 কোষাংশেনাহর্জকোষণে সর্বকোষণে বা পুনঃ ।
 শিষ্টায়া প্রতিরক্ষার্থং পরিক্রয় উদাহৃতঃ ॥ ১২৬ ॥
 ভুবাং সারবতীনাং তু দীনাচ্ছিন্ন উচ্যতে ।
 ভূম্যুথফলদানেন সর্বেণ পরভূষণঃ ॥ ১২৭ ॥

উভয় পক্ষের সব মহাবোধগণ, মিলিয়া আমার কার্য্য করুক সাধন ;
 এইরূপ পণে যেই সন্ধিপত্র হয়, 'পুরুষান্তর' সন্ধি তাহাকেই কয় । ১২২ ।
 একা তুমি মোর কার্য্য করিবে সাধন, আমার সাহায্য নাহি করিবে প্রার্থন ;
 এই পণে শত্রু করি' যে সন্ধি বন্ধন, 'অদৃষ্টপুরুষ' তাঁরে বলে বুধগণ । ১২৩ ।
 স্বভূমির কিয়দংশ করিয়া অর্পণ, প্রবলের সনে সন্ধি করিলে স্থাপন ;
 সন্ধিতত্ত্বে বিচক্ষণ পণ্ডিত সকলে, 'আদৃষ্ট' নামেতে সন্ধি তাহাকেই বলে । ১২৪ ।
 আপন সৈন্যের সনে যেই সন্ধি হয়, 'আত্মাদিষ্ট' নামে সন্ধি তাহাকেই কয় ;
 সর্বস্ব অর্পিয়া প্রাণ করিলে রক্ষণ, 'উপগ্রহ' নামে সন্ধি বলে বিজ্ঞগণ । ১২৫ ।
 নিজের সমস্ত কোষ করি' পরিহার, 'অথবা অর্জেক, কিম্বা কিয়দংশ তার ;
 শত্রু হ'তে অবশিষ্ট করিলে রক্ষণ, 'পরিক্রয়' নামে সন্ধি বলে বিজ্ঞ জন (১) । ১২৬ ।
 সার সার ভূমি যদি ছেড়ে দিতে হয়, 'উচ্ছিন্ন' নামেতে সন্ধি তাহাকেই কয় ;
 ভূমির 'ফসল সব যদি দিতে হয়, তাহাকে 'পরভূষণ' নামে সন্ধি কয় । ১২৭ ।

হইয়াছিল । দুই পক্ষে ভাবী উপকারের প্রত্যাশায় এই প্রকার সন্ধি করিলে তাহাকেও 'প্রতীকার'-
 নামক সন্ধি বলে ।

(১) যে সন্ধিতে নিজের সমস্ত রাজকোষ বা তাহার কিয়দংশ দিয়া প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে
 অবশিষ্ট অধিকার রক্ষা করা যায়, তাহাকে 'পরিক্রয়'-নামক সন্ধি বলে ।

পরিচ্ছিন্নং ফলং যত্র প্রতিক্ষেপেন দীয়তে ।

স্কন্ধোপনেয়ং তং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ ॥ ১২৮ ॥

পরস্পরোপকারশ্চ মৈত্রী সঙ্ঘন্ধকস্তথা ।

উপহারশ্চ বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারশ্চৈব সঙ্ঘয়ঃ ॥ ১২৯ ॥

একএবোপহারস্ত সন্ধিরেব মতো মম ।

উপহারবিভিন্নাস্তু সর্বে মৈত্রীবিবর্জিতাঃ ॥ ১৩০ ॥

অভিযোক্তা বলীয়স্তাদলক্ণা ন নিবর্ততে ।

উপহারাদৃতে তস্মাৎ সন্ধিরন্যো ন বিদ্যতে ॥ ১৩১ ॥

রাজাহ—ভবন্তো মহাপণ্ডিতাঃ । তদত্রাহস্মাকং যথাকার্য্যমুপ-
দিশ্যতাম্ । দূরদর্শী ক্রতে—আঃ*কিমুচ্যতে ।

আধিব্যাধিপরীতাপৈরদ্য শ্বে বা বিনাশিনে ।

কো হি নাম শরীরায় ধর্ম্মাপেতং সমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

শক্রর প্রার্থনামত শস্যাদি ধন, স্কন্ধে করি শক্রগৃহে করিয়া বহন ; •

যে সন্ধি শক্রর সনে সংঘটিত হয়, তাহাকে 'স্কন্ধোপনেয়' নামে সন্ধি কয় । ১২৮ ।

মিত্রতা স্থাপন, পরস্পর উপকার, বিবাহসম্বন্ধ আর ধন উপহার ;

ষোড়শ সন্ধির এই চারিটি প্রকার, ইহা ভিন্ন অন্যরূপ সন্ধি নাহি আর (১) । ১২৯।

একমাত্র উপহার সকলের সার, সন্ধি ন্তাহি হয় না থাকিলে উপহার ;

প্রবল বিপক্ষে যদি করে আক্রমণ, বিনা উপহারে নাহি ফিরে কদাচন । ১৩০। ১৩১।

রাজা রাজহংস বলিষ্ঠ,—আপনারা পরম পণ্ডিত, অতএব এ বিষয়ে আমাকে

• যেরূপ করিতে হইবে তাহা উপদেশ করুন । • দূরদর্শী কহিল,—আঃ! কি বলিব!

• দেখুন!—

শত শত রোগ শোক হুঃখের আধার, আজি আছে কালি নাই এমনি অসার ;

এ ছার দেহের তরে লোকে কি কারণ, নানাবিধ পাপকর্ম্ম করে আচরণ? । ১৩২ ।

* (১) উপরে যে ষোল প্রকার সন্ধির কথা বলা হইল, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা;—(১) পরস্পর পরস্পরের উপকারপুত্রে বন্ধ হওয়া ; (২) পরস্পর বন্ধুতা স্থাপন করা ; (৩) কন্যানাদি দ্বারা পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে বন্ধ হওয়া ; (৪) ভূমি, ধন প্রভৃতি প্রদান করা । 'উপহার'—অর্থাৎ প্রবল শক্রকে ধনাদি প্রদান করিয়া তাহার সহিত বিবাহভঙ্গন করা ।

জনাস্তশ্চন্দ্রচপলং জীবিতং খলু দেহিনাম্ ।
 তথাবিধমিতি জ্ঞাত্বা শশ্বৎ কল্যাণমাচরেৎ ॥ ১৩৩ ॥
 বাতান্দ্ৰবিভ্রমন্নিদং বস্তুধাধিপত্যম্
 আপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ ।
 প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাম্
 ধর্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে ॥ ১৩৪ ॥
 মুগতৃষ্ণাসন্নং বীক্ষ্য সংসারং ক্ষণভঙ্গুরম্ ।
 সজ্জনৈঃ সঙ্গতং কুর্যাদ্ধির্ন্যায় চ স্তথায় চ ॥ ১৩৫ ॥
 তন্মম সন্মাতেন তদেব জিহ্বয়িতাম্ । যতঃ ।
 অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্ ।
 অশ্বমেধসহস্রাঙ্নি সত্যমেবাহিত্রিচ্যতে ॥ ১৩৬ ॥

জলমধ্যে চন্দ্রাবিষ কর দরশন, তরঙ্গবিক্ষোভে তাহা চঞ্চল যেমন ;
 জীবন অস্থির ভবে জানিয়া তেমন, নিরন্তর সনাতন ধর্মে দেও মন । ১৩৩ ।
 বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন, বস্তুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন ;
 উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ হয়, কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময় ;
 তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল, ধর্মই কেবল পরকালের সম্বল । ১৩৪ ।
 অনিত্য অসত্য এই মান্যর সংসার, মুগতৃষ্ণা সম ইহা জানিও অসার (১) ;
 নিরমল ধর্মসুখ নাহি যার নাশ, তার তরে সাধুসনে কর সহবাস । ১৩৫ ।

অতএব আমার মতে এইরূপ করা কর্তব্য,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া, অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া ;
 প্রজ্ঞাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল, সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল (২) । ১৩৬।

(১) 'মুগতৃষ্ণা'—মরুভূমি ও প্রান্তর প্রভৃতি স্থানে তির্ধাকৃ হৃদ্যরশ্মির আন্দোলনে দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে, এবং সম্মুখে নদী, মীথিকা, বন, উপবন, অট্টালিকা প্রভৃতি বিবিধ অলীক দৃশ্য প্রতীয়মান হয়। লোকে এই অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত তদভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং শেষে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মান্যর সংসারের প্রলোভনও সেইরূপ ; অর্থাৎ লোকে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শেষে বিনষ্ট হয়।

(২) 'প্রজ্ঞাপতি'—ব্রহ্মা । 'তুলাদণ্ড'—দাঁড়িপাল্লা । এই স্লোক মহাত্মারের আদিপর্বে দুইজ্যোতি-পাথ্যানে অবিকল আছে। রামায়ণ অবোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাখিলিপে এইরূপ আছে, যথা,—"স্লোকচারণ মহারাজ পৌরায়ঃ ঋষিতঃ ক্ষিতৌ । সত্যং পুরা তুলয়তা স্বয়ং গীতঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্ । তুলসিহা তু পশ্যামি সত্যমেবাহিত্রিচ্যতে" ॥—হে মহারাজ ! এই পৌরাণিক

অতঃ সত্যাভিধানদিব্যপুরঃসরং স্বয়োরপ্যেত্যয়োভূপালয়োঃ
কাঞ্চনাভিধানসন্ধির্বিধীয়তাম্ । সর্বজ্ঞো বদতি—এবমস্ত্ৰ । ততো
বস্ত্রালঙ্কারোপহারৈঃ স মন্ত্রী দূরদর্শী পূজিতঃ প্রহৃষ্টমনাশচক্রবাকং
গৃহীত্বা ময়ূরশ্চ রাজ্ঞঃ সমীপং গতঃ । তত্র চিত্রবর্ণেন রাজ্ঞা
সর্বজ্ঞো গৃধ্রবচনাদ্ বহুমানদানপুরঃসরং সম্ভাষিতস্তথাবিধং সন্ধিঃ
স্বীকৃত্য রাজহংসসমীপং প্রস্থাপিতঃ । দূরদর্শী ক্রতে—দেব সিদ্ধং
নঃ সমীহিতম্ । ইদানীং স্বস্থানমেব বিদ্ব্যাচলং প্রতিগম্যতাম্ ।
অথ সর্বে স্বস্থানং প্রাপ্য মনোবাঞ্ছিতফলমনুভবন্তি । বিষ্ণু-
শর্মণোল্লম্—অপরং কিং কথয়ামি তদুচ্যতাম্ । রাজপুত্রো উচুঃ—
আর্য্য তব প্রসাদাৎ সকলরাজ্যব্যবহারাজ্ঞং জ্ঞাতম্ । ততঃ স্তম্বিনো
ভূতা বয়ম্ । বিষ্ণুশর্মোব্রূচ—যদ্যপ্যেবম্ তথাপ্যপরমপীদমস্ত্ৰ ।

অতএব সেই সত্যকেই অঙ্গীকার করিয়া এই উভয় রাজার মধ্যে পরস্পর
'কাঞ্চন' নামক সন্ধি(১) স্থাপিত হইল । সর্বজ্ঞ মন্ত্রী কহিল,—তাহাই হইল । অনন্তর
বহুমূল্য অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি উপহার দ্বারা যথাবিধি পূজিত হইয়া সেই দূরদর্শী
গৃধ্র মন্ত্রী পুলকিতচিত্তে চক্রবাক মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ময়ূররাজার সমীপে উপস্থিত
হইল । ময়ূররাজও গৃধ্র মন্ত্রীর কথায় সেই সর্বজ্ঞ নামক চক্রবাকের প্রতি বর্ণে
সম্মান প্রদর্শন করিল, এবং তাহার সহিত যথেষ্ট আলাপের পর সেই সন্ধিতে
সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান পূর্বক তাহাকে স্বদেশে বিদায় করিল । তখন দূরদর্শী কহিল,—
মহারাজ ! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল, এক্ষণে চলুন স্বদেশ বিদ্যাচলে ফিরিয়া
বাই । অনন্তর সকলেই স্বদেশে পহুঁছিয়া অভিলষিত ফলভোগ করত পরম
সুখে বাস করিতে লাগিল ।

বিষ্ণুশর্মা কহিলেন,—আর কি বলিব, তাহা বল ! । রাজপুত্রেরা কহিলেন,—
আর্য্য ! আমরা আপনার প্রসাদে রাজনীতির সমস্ত অঙ্গই জ্ঞাত হইলাম । বিষ্ণু-
শর্মা কহিলেন,—তথাপি আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

শ্লোকও অগতে শ্রবিত্ব আছে ; পূর্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সত্যকে তুল্যদণ্ডে পরিমাণ করত এই শ্লোক
গায় করিয়াছিলেন,—আমি সহস্র অশ্বমেধ ও একটি সত্য তুল্যদণ্ডে ধারণ করিলাম, পরিমাণ করিয়া
দেখিলাম যে সত্যই গুরুতর হইল ।

(১) 'কাঞ্চন নামক সন্ধি'—পূর্ববর্ত্তী ১১৫, ১১৬, ১১৭ নং শ্লোক দেখ ।

সন্ধিঃ সৰ্বমহীভূজাং বিজয়িনামস্ত প্রমোদঃ সদা
 সন্তঃ সন্ত নিরাপদঃ স্কৃতিনাং কীর্তিচিরং বর্দ্ধতাম্ ।
 নীতিবারবিলাসিনীব সততং বন্ধঃস্থলে সংস্থিতা
 বক্ত্রং চুষতু মস্ত্রিণামহরহো ভূয়ান্মহানুৎসবঃ ॥ ১৩৭ ॥
 ইতি হিতোপদেশে সন্ধিনাম চতুর্থঃ কথাসংগ্রহঃ ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

বিজয়ী নৃপতিগণে সন্ধি করি' শত্রু সনে
 পরম সন্ডাবস্থে সদা যেন রয়,
 সাধুর বিপদ যত সকলি হউক হত
 স্কৃতিগণের কীর্তি হউক অক্ষয় ;
 সুনীতি প্রেমসী হেন মস্ত্রীর হৃদয় যেন
 গাঢ় আলিঙ্গিয়া মুখ করয়ে চুষন,
 অহরহ অক্ষুণ্ণ যেন থাকে নিমগন
 প্রেমময় মহোৎসবে অখিল ভুবন । ১৩৭ ।

ইতি হিতোপদেশে সন্ধি নামক চতুর্থ কথাসংগ্রহ ।

সমাপ্ত ।

॥ শুভমস্তি ॥

পরিশিষ্ট ।

ভূমিকায় উল্লিখিত হইরাছে যে, মহাভারত, মনুসংহিতা, বৃহস্পতিনীতি, শুক্র-নীতি, চাণক্যনীতি, কামন্দকনীতি প্রভৃতি পূর্ববর্তী প্রবন্ধসকল হইতে বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশের অধিকাংশ শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের কোনও কোনও শ্লোক হিতোপদেশে অবিকল দৃষ্ট হয়, কোনও ঠিকানও শ্লোকে কিছু কিছু বিভিন্নতাও লক্ষিত হয়। এই প্রকরণে এই বিষয় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল (১)।

হিতোপদেশ, অবতরণিকা, ২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

অর্জয়েদ্ জ্ঞানমর্থঃ চ গুমানমরবৎ সদা । • •

কেশেঘিব গৃহীতঃ সম্ভৃত্যনা ধর্মমাচরেৎ ॥

কথারত্ন, ১২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

কোর্থঃ পুত্রোপ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্ ।

কিং তন্ন ক্রিয়তে ধেয়া যা ন দোহুদী ন শুর্কিণী ॥

কোনও কোনও পুস্তকে ষিভীয়ার্ক এইরূপ আছে, যথা —

কিং তন্ন ক্রিয়তে ধেয়া যা ন স্ততে ন হুৎদা ।

কথারত্ন, ১৬নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-১১৩ অধ্যায়-২২নং শ্লোকে যথা ;—

দানে তপসি শৌর্যে চ যস্য নোচ্চারিতং যশঃ ।

বিদ্যারামর্থলাভে বা মাতৃকুচ্চারএব সঃ ॥

গরুড়পুরাণ-১১৫ অধ্যায়ে যথা ;—

শৌর্যে তপসি দানে বা স্য ন প্রথিতং যশঃ ।

বিদ্যারামর্থলাভে বা মাতৃকুচ্চারএব সঃ ॥

কথারত্ন, ১৭নং শ্লোক, চাণক্যে-যথা ;—

বরমেকো শুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি ।

একশতশস্যো হস্তি ন চ ভার্যঃ সহস্রশঃ ॥

(১) এই প্রকরণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কি চাণক্য, কি কামন্দক, কি বিষ্ণুশর্মা, মহাভারত সকলের সর্বপ্রধান উপজীব্য। আমি ইহাতে মহাভারতের যে শ্লোক ও অধ্যায় প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম, তাহা বর্জমান-মহারাজের প্রকাশিত মহাভারতে আছে।

গরুড়পুরাণ-১১৫ অধ্যায়ে বধা ;—

একো হি ঙ্গবান্ পুত্রো নিগুণেন শতেন কিম্ ।

চন্দ্রো হস্তি তমাংস্যেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ ॥

শুক্ৰনীতি-৪র্থ অধ্যায়-১ম প্রকরণ-১৪নং শ্লোকে বধা ;—

পিত্রোর্নির্দেশবর্তী যঃ স পুত্রোহর্ঘ্যনামবান্ ।

শ্রেষ্ঠএকস্ত ঙ্গবান্ কিং শতৈরপি নিগুণৈঃ ॥

কথারস্ত, ১৯নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-৩৩ অধ্যায়-৮৯নং শ্লোকে বধা ;—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ ।

বশ্যশ্চ পুত্রোহর্ষকরী চ বিদ্যা যজ্ঞীবলোকস্য স্তুথানি রাজন ॥

কথারস্ত, ২০নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে বধা ;—

কিং জাঁতৈর্বহুভিঃ পুত্রৈঃ শোকসস্তাপকারকৈঃ ।

বরমেকঃ কুলালঘী যত্র বিপ্রাম্যতে কুলম্ ॥

কথারস্ত, ২১নং শ্লোক, চাণক্যনীতিতে অবিকল আছে । শুক্ৰনীতি-৪র্থ অধ্যায়-১ম প্রকরণে, ‘ঋণকারী পিতা শক্রমাতা স্ত্রী ব্যভিচারিণী’ এইরূপ আছে । বৃদ্ধচাণক্যের কোনও কোনও পুস্তকে, ‘পিতা চ ঋণবান্ শক্রমাতা শক্ররশীলিনী’ এইরূপ পাঠান্তর আছে ।

কথারস্ত, ২২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে বধা ;—

অনভ্যাসে বিবং শাস্ত্রমজীর্ণে ভোজনং বিধম্ ।

দরিদ্রস্য বিবং গোষ্ঠী বৃদ্ধস্য তরুণী বিধম্ ॥

কথারস্ত, ২৫নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে বধা ;—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সমানি চৈতানি নুণাং পশুনাম্ ।

জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পুত্রতিঃ সমানাঃ ॥

বৃদ্ধচাণক্যের এই পাঠই প্রথম বলিয়া বোধ হয় ।

কথারস্ত, ২৬নং ও ২৭নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে ।

কথারস্ত, ৩২নং শ্লোক, বাজবল্যসংহিতার অবিকল আছে ; মহাভারত-অনুশাসনপর্ক-৬ অধ্যায়-৭নং শ্লোকে বধা ;—

যথা বীজং বিনা ক্লেত্রমুখং ভবতি নিফলম্ ।

তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥

কথারস্ত, ৩৮নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে বধা ;—

মাতা রিপুঃ পিতা শক্রবীণো যাত্মাং ন পাঠ্যতে ।

সভামধ্যে শোভতে ন হংসমধ্যে বকো বধা ॥

কথারন্ত, ৩৯নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে, এবং ৪০নং শ্লোকটির পাঠ চাণক্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে, যথা,—‘দূরতঃ শোভতে মূর্খো লঘমানপটাবৃতঃ’; ‘লঘশাটপটাবৃতঃ’, ইত্যাদি।

কথারন্ত, ৪২ নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ক-১ম-অধ্যায়-২৭ নং শ্লোকে যথা;—

বুদ্ধিশ্চ হীরতে পুংসাং হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ ।

মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং বাতি চোত্তমৈঃ ॥

কথারন্ত, ৪৭নং শ্লোকে, ‘শুণা শুণজেষু শুণা ভবন্তি’ এস্থলে ‘শুণাশুণজা-শুণানো ভবন্তি’ এই পাঠান্তর আছে।

মিত্রলাভ, ২নং শ্লোক, মহাভারতের নানা স্থানে আছে ; বনপর্ক-২য় অধ্যায়-১৬নং শ্লোক, শান্তিপর্ক-মোক্ধর্ম-১৭৪ অধ্যায়ের ৪২নং শ্লোক এবং ৩৩০ অধ্যায়ের ২নং শ্লোক দেখ। রাজধর্ম-২৫ অধ্যায়ে, ‘ভয়হানশতানি চ’ স্থলে ‘হর্বহানশতানি চ’ এই পাঠ আছে।

মিত্রলাভ, ৬নং শ্লোক, মহাভারতে অবিকল আছে ; শান্তিপর্ক-আপকর্ম-১৪০ অধ্যায়ের ৩৪নং শ্লোক দেখ।

মিত্রলাভ, ৭নং ও ৮নং শ্লোক, মহাভারতে প্রায় অবিকল আছে, কেবল ‘ধৃতিঃ ক্রমা’ স্থলে ‘ক্রমা ঘৃণা’ এই পাঠ আছে ; ৮নং শ্লোকে ‘মহাঅন্যোব তিষ্ঠতি’ এই স্থলে ‘নাহমহাঅনু তিষ্ঠতি’ এই পাঠ আছে ; উদ্যোগপর্ক-৩৫ অধ্যায়-৫৬নং ও ৫৭নং শ্লোক দেখ। বনপর্ক-দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই দুইটি শ্লোকের পাঠ যথা ;—

ইজ্ঞাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্রমা দমঃ ।

অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধনস্যষ্টৈরিধঃ স্মৃতঃ ॥

অত্র পূর্কশ্চতুর্বর্গৈঃ পিতৃর্ষানুপথে স্থিতঃ ।

উত্তরো দেবযানস্ত সন্তিরার্চারিতঃ সদা ॥

মিত্রলাভ, ১১নং শ্লোক, মহাভারত-অনুশাসনপর্ক-দানধর্ম ১১৫ অধ্যায়ে যথা ;—

প্রাণা যথাঅনোহভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা ।

আত্মোপম্যেন মস্তব্যং বুদ্ধিমন্তিঃ কৃতাচ্ছাতঃ ॥

মিত্রলাভ, ১২নং শ্লোক, মহাভারতে অবিকল আছে ; অনুশাসনপর্ক দানধর্ম ১১৩ অধ্যায়, ৯নং শ্লোক দেখ।

মিত্রলাভ, ১৩নং শ্লোক, বুদ্ধচাণক্যের কোনও কোনও পুস্তকে যথা ;—

মাতৃবৎ পরদারাম্শ্চ পরত্রব্যাপি লোষ্টবৎ ।

আত্মবৎ সর্কভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

মিত্রলাভ, ১৫নং শ্লোক, ভগবদ্গীতার অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ১৮নং শ্লোকের বিবিধ পাঠান্তর যথা ;—‘নধিনাং চ নদীনাং চ
শুক্ৰিণাং শক্রধারিণাম্’; ‘নধিনাং চ নদীনাং চ শুক্ৰিণাং শক্রিণাম্ দ্বিভাম্’—ইত্যাদি ।
শুক্ৰনীতি-৩য় অধ্যায়-১৪১ শ্লোকে যথা ;—

শুক্ৰিণাং নধিনাং চৈব দংষ্ট্ৰিণাং হুঙ্কনস্য চ ।
নদীনাং বলভৌ জীর্ণাং বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ ॥

মিত্রলাভ, ২২নং শ্লোকের পাঠান্তর যথা ;—

বুদ্ধানাং বচনং গ্রাহ্যমাপংকালে হ্যপস্থিতে ।
সৰ্কটৈবোঃ বিচারেণ ভোজনেহ্যপ্যপ্রবর্তনম্ ॥

মিত্রলাভ, ২৪নং শ্লোক, মহাভারতে অবিকল আছে, কেবল ‘বড়েতে ছঃখ-
ভাগিনঃ’ স্থলে ‘বড়েতে নিত্যছঃখিতাঃ’ এই পাঠান্তর আছে ; উদ্যোগপর্ক-৩৩-
অধ্যায়-৮৮নং শ্লোক দেখ। ২৫নং শ্লোকও মহাভারতে অবিকল আছে, কেবল
‘ক্লিশ্যস্তে লোভমোহিতাঃ’ এই স্থলে ‘ক্লিশ্যস্তীহারবুদ্ধয়ঃ’ এই পাঠান্তর আছে ;
শান্তিপর্ক-আপদর্ক-১৫৮ অধ্যায়-১৫নং শ্লোক দেখ। ২৬নং শ্লোক, মহাভারত-
আপদর্ক-১৫৮ অধ্যায়-৪নং শ্লোকে যথা ;—

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রবর্ততে ।
লোভাঘোহশ্চ মায়ী চ মানঃ স্তম্ভঃ পরান্নুতা ॥

মিত্রলাভ, ২৯নং শ্লোক, মহাভারতে ও চাণক্যে অবিকল আছে ।

মিত্রলাভ, ৩৪নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-৩৩ অধ্যায়-৮০নং শ্লোকে
এবং শুক্ৰনীতি-৩য় অধ্যায়-৫৫নং শ্লোকে অবিকল আছে ; মহাভারত-সভা-
পর্ক-৫ অধ্যায়-১২৬ নং শ্লোকে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, যথা ;—

যড়নর্থা মহারাজ কচ্চিক্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ ।
নিজালস্যং ভয়ং ক্রোধো মর্দবং দীর্ঘহৃৎকতা ॥

মিত্রলাভ, ৩৫নং শ্লোক, বুদ্ধচাণক্যে ভিন্নরূপ আছে যথা ;—

ঈষুনাংপি সন্তানাং সর্ববায়ো রিপুঞ্জয়ঃ ।
বর্ষাধারাধরো মেঘলুণৈরপি নিবার্যতে ॥

* মিত্রলাভ, ৪১ নং শ্লোক, মহাভারত-দ্রৌপর্ক-২য় অধ্যায়-৩৩ নং এবং ৩৪ নং
শ্লোকে এইরূপ আছে যথা ;—

যস্যং যস্যামবস্থায়ং বৎ করোতি শুভাশুভম্ ।
তস্যং তস্যামবস্থায়ং তৎকলং সমুপাশ্নুতে ॥
যেন যেন শরীরেণ বদ্ বৎ করোতি যঃ ।
তেন তেন শরীরেণ তৎতৎ ফলশূপাশ্নুতে ॥

মিত্রলাভ, ৪২নং শ্লোক, বৃদ্ধচারণ্যে যথা ;—

দারিদ্র্যরোগহুঃখানি বন্ধনব্যসনানি চ ।

আত্মাপরাধবুদ্ধস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥

৪৩নং শ্লোক, মহাসংহিতা-৭ম অধ্যায়-২১৩নং শ্লোকে, এবং মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৭ অধ্যায়-১৯নং শ্লোকে অবিকল আছে ।

মিত্রলাভ, ৫৫নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব-আপদর্শ-১৩৮ অধ্যায়-১৬৩নং শ্লোকে যথা ;—

অহমসং ভবান্ ভোক্তা হুর্কলোহং ভবান্ বলী ।

নাবয়োর্বিদ্যাতে সন্ধির্বিযুক্তে বিষমে বলে ॥

মিত্রলাভ, ২৯ পৃষ্ঠায় যে দীর্ঘকর্ণনামক বিড়ালের গল্প আছে, তাহা মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-১৫৮ অধ্যায়-উলুকদূতাত্তিগমনপর্ব-১৫নং শ্লোক হইতে ৪১ নং শ্লোক পর্যন্ত-বিড়াল তপস্বীর গল্পের কিঞ্চিৎ রূপান্তরমাত্র ।

মিত্রলাভ, ৫৮নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব-আপদর্শ-১৪০ অধ্যায়-৩৩নং শ্লোকে যথা ;—

ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবন্তয়মনাগতম্ ।

আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ষব্যমভীতবৎ ॥

বৃদ্ধচারণ্যে যথা ;—

ভাবন্তয়েষু ভেতব্যং যাবন্তয়মনাগতম্ ।

আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ষব্যমশক্যম্ ॥

মিত্রলাভ, ৬০নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব-আপদর্শ-১৪৬ অধ্যায়-৫নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, ‘ছেতুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াম্’ স্থলে ‘ছেতুর্মপ্যাগতাচ্ছায়াম্’ এই পাঠান্তর আছে । ৬১নং শ্লোক, মহাসংহিতা-৩ অধ্যায়-১০১নং শ্লোকে, এবং মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৬ অধ্যায়-৩৪নং শ্লোকে এবং বনপর্ব-২য় অধ্যায়-৫৩নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, ‘এতান্যপি সতাং গেহে’ স্থলে ‘সতামেতানি গেহেষু’ এই পাঠান্তর আছে ।

মিত্রলাভ, ৬৪নং শ্লোক, নানা পুরাণে দৃষ্ট হয় ; মহাভারত-শান্তিপর্ব-মোক্শধর্ম-১৯১ অধ্যায়-১২নং শ্লোকে ইহা ঠিক অবিকল আছে ; মহাভারত-অনুশাসনপর্ব-দানধর্ম-১২৬ অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে পূর্কাকের কিঞ্চিৎ রূপান্তর যথা ;—

পিণ্ডদাত্তস্য হীরক্বে ন চ প্রীণাতি বৈ পিতৃনু ।

অতিধির্ষস্য ভয়াশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে ॥

মিত্রলাভ, ৩৩ পৃষ্ঠা, —‘পরম্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম্ অহিংসাপরমো ধর্ম ইত্যত্রৈকমত্যম্’—ইহার প্রমাণ মহাভারতে যথা ;—

অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ ।
 অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥
 অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ ।
 অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ ॥
 অহিংসা পরমো ব্রহ্মহিংসা পরমং বলম্ ।
 অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং স্মৃধম্ ॥
 অহিংসা পরমং সত্যমহিংসা পরমং শ্রুতম্ ।
 সর্বযজ্ঞেষু বা দানং সর্বং স্তীর্থেষু চাপ্নুতম্ ॥

ইত্যাদি, অমুশাসনপুর্ক, দানধর্ম, ১১৬ অধ্যায় ।

মিত্রলাভ, ৬৭নং শ্লোক, মহাসংহিতা-৮ম অধ্যায়-১৭নং শ্লোকে অবিকল আছে ।

মিত্রলাভ, ৭৩নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপুর্ক-আপদুর্ক-১৩৮ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নরূপে আছে, যথা ;—

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ ।
 অর্থতস্ত নিবধ্যস্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥
 নাস্তি জাতু রিপূর্নাম মিত্রং নাম ন বিদ্যতে ।
 সামর্থ্যযোগাৎ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥
 নাস্তি মৈত্রী স্থিরা নাম ন চ ধ্রুবমসৌহৃদম্ ।
 অর্থযুক্ত্যাংহনুজায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥
 কারণাৎ প্রিয়তামেতি যেষ্যো ভবতি কারণাৎ ।
 অর্থাধী জীবলোকৌহরং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ ॥

ইত্যাদি । এই শ্লোক কামন্দকনীতির ৮ম সূর্গে এইরূপ আছে যথা ;—

কারণেনৈব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ।
 রিপবো যেন জায়ন্তে কারণং তৎ পরিত্যজ্যেৎ ॥

মিত্রলাভ, ৭৪নং শ্লোক, চাণক্যো যথা ;—

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে ।
 মিত্রং চাপদি কালে চ ভার্য্যাং চ বিভবক্রে ॥

এই শ্লোক গারুড় নীতিসার-১০২ অধ্যায়ে যথা ;—

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরং বনে গুচিম্ ।
 ভার্য্যাং চ বিভবে কীণে হৃর্তিক্কে চ প্রিয়াতিথিম্ ॥

মিত্রলাভ, ৭৫নং শ্লোক, চাণক্যের সকল পুস্তকেই আছে ; কোনও কোনও পুস্তকে পূর্বাঙ্কের পাঠ যথা ;—‘আতুরে বাসনে প্রাপ্তে হৃর্তিক্কে লজ্জশকটে’ ।

মিত্রলাভ, ৭৬নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-১২৯ অধ্যায়-৩৯নং শ্লোকে
যথা ;—

সুহৃদাং হিতকারীনাং যো ন তিষ্ঠতি শাসনে ।

প্রোক্তানাং কৃতবিদ্যানাং স নরঃ শক্রনন্দনঃ ॥

মিত্রলাভ, ৭৮নং শ্লোক চাণক্যে অবিকল আছে, কেবল, 'তাদৃশং মিত্রম্' স্থলে
'বহুতো বহু' এইরূপ পাঠই প্রশস্ত, কারণ, 'মিত্রম্' পাঠ থাকিলে, এই ক্লীবলিঙ্গ-
শব্দের বিশেষণ 'কার্য্যহস্তারম্' ও 'শ্রিয়বাদিনম্' এইরূপ পুংলিঙ্গ থাকিতে পারে
না ।

মিত্রলাভ, ৮৩নং শ্লোক ও ৯০নং শ্লোক চাণক্যে অবিকল আছে । ৯৭নং
শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গে যথা ;—

শুচিতা ত্যাগিতা শৌর্য্যং সমানস্বহুঃখতা ।

অনুরাগশ্চ দান্কাং চ সত্যতা চ সুহৃদগুণাঃ ॥

মিত্রলাভ, ১০০নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গের এই দুইটি শ্লোক হইতে
সকলিত হইয়াছে, যথা ;—

শুণ্ধ্যয়ং পরীক্ষিত প্রাগলভ্যং প্রতিভাং তথা ।

কথায়োগেন বুধ্যত বাগ্মিবং সত্যবাদিতাম্ ॥

অন্তরুতামচাপল্যং বৈরাগ্যং চাপি কর্তৃতাম্ ।

প্রত্যক্ষতো বিজানীয়াদ্ ভদ্রতাং ক্ষুদ্রতামপি ॥

মিত্রলাভ, ১০৩নং শ্লোক, শুক্রনীতি-১ম অধ্যায়, ৩৮নং শ্লোকে যথা ;—

ন সংত্যজেচ্চ স্বস্থানং নীত্যা শক্রগণং জয়েৎ ।

স্থানভ্রষ্টা নো বিভাস্তি দম্বাঃ কেশা নথা নৃপাঃ ॥

মিত্রলাভ, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২নং শ্লোক কয়টি বৃদ্ধচাণক্যে
প্রায় অবিকল আছে ।

মিত্রলাভ, ১২১নং শ্লোক, মহুসংহিতা-৯ম অধ্যায়-১৩ নং শ্লোকে প্রায় অবিকল
আছে, যথা ;—

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পুত্যা চ বিরহোহটনম্ ।

স্বপ্নোহস্ত্রগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি বট্ ॥

মিত্রলাভ, ১২৩নং শ্লোক, মহাভারত-অহুশাসনপর্ব-৩৯ অধ্যায়-৫নং শ্লোকে
যথা ;—

ন চাসাং সূচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ ।

গারো নবভূগানীব গৃহস্তুেত্যতা নবং নবম্ ॥

মিত্রলাভ, ১২৬নং শ্লোক চাণক্যে অবিকল আছে । ১২৭নং শ্লোক, মহাসংহিতা-
৯ম অধ্যায়-৩য় শ্লোকে যথা ;—

পিতা রক্ষতি কৌমায়ে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ।
রক্ষতি স্বাবিরে পুত্রান স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি ॥

এই শ্লোক, মহাসংহিতা-৫ম অধ্যায়-১৪৮ শ্লোকে প্রকারান্তরে যথা ;—
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্থ যৌবনে ।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥

মিত্রলাভ, ১২৮নং শ্লোক, শুক্রনীতি-৩য় অধ্যায়ে যথা ;—
মাত্রা স্বস্তা হুহিত্রা বা নাত্যন্তৈকান্তিকং বসেৎ ।
যথা সখকমাহুরাদাভাষাশাস্ত্র বৈ স্তিরম্ ॥

মিত্রলাভ, ১২৯নং শ্লোক, মহাভারত-অশ্বশাসনপর্ব-৩৯ অধ্যায়-৮নং শ্লোকে
যথা ;—

উশনা বেদ যচ্ছাস্তং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ ।
স্ত্রীবুদ্ধ্যা ন বিশিষোতে তাস্ত রক্ষ্যাঃ কথং নটৈঃ ॥

মিত্রলাভ, ১৩২নং ও ১৩৩নং শ্লোক দুইটি, বৃহচাণক্যে প্রায় অবিকল আছে,
কেবল ১৩৩নং শ্লোকে 'স তু পণ্ডিতঃ' স্থলে 'স তু জীবতি' এই পাঠান্তর আছে ।
এই দুই শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব-রাজধর্ম-৮ম অধ্যায়-১৮ ও ১৯নং শ্লোকে
প্রায় অবিকল আছে যথা ;—

অর্ধেনৈহ বিহীনস্ত পুরুষস্তান্নমেধসঃ ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীয়ে কুসৃত্বিতো যথা ॥
যস্তার্থান্তস্ত মিত্রাণি বস্যার্থান্তস্ত বান্ধবাঃ ।
যস্তার্থাঃ স পুমান্ লোকে বস্যার্থাঃ স তু পণ্ডিতঃ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৪নং শ্লোক, লঘুচাণক্যে যথা ;—
অবিদ্যাং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চেদবান্ধবাঃ ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা মরিত্রতা ॥

বৃহচাণক্যে পাঠান্তর যথা ;—
অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যাস্তবান্ধবাঃ ।
স্বর্ষস্য স্বমমং শূন্যং সর্বশূন্যা মরিত্রতা ॥

বৃহকটিক পাঠকের আশুখে যথা ;—
শূন্যমপুত্রস্য গৃহং চিরশূন্যং নাস্তি বলা মমিত্রম্ ।
স্বর্ষস্য দিশঃ শূন্যাঃ সর্বং শূন্যং মরিত্রম্ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৫নং শ্লোক, মৃচ্ছকটিকনাটক-১ম অঙ্কে যথা ;—

দারিদ্র্যান্নরণাধা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্ ।

অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনস্তকং দুঃখম্ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৭নং শ্লোক, লঘুচারণ্যে অবিকল আছে, বৃদ্ধচারণ্যে পাঠান্তর যথা ;—

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহিণীচরিতানি চ ।

নৌচবাক্যং চাহপমানং মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৮নং শ্লোক, বৃদ্ধচারণ্যে আছে ; শুক্লনীতি-৩য় অধ্যায়-১২৯নং শ্লোকে যথা ;—

আয়ুর্বিভং গৃহচ্ছিত্রং মন্ত্রমেতুনভেষজম্ ।

ভ্রূপোহপমানদানানি নবৈতানি হুগোপয়েৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৪৩নং শ্লোক, মৃচ্ছকটিক-১ম অঙ্কে যথা ;—

দারিদ্র্যাক্তি যমেতি তৎপরিগতঃ প্রভ্রুতে তেজসঃ

নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নিবেদমাপদ্যাতে ।

নির্বিপ্লঃ শুচমেতি শোকবিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যাতে

নিবুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্কাপদামাস্পদম্ ॥

মিত্রলাভ, ১৫২নং শ্লোকের পাঠান্তর বৃদ্ধচারণ্যে যথা ;—

সন্তোষামৃতভৃগুনাং যৎ হুখং শাস্তিরেব চ ।

ন চ তদ্বনলুকানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥

মিত্রলাভ, ১৫৮নং শ্লোক, চারণ্যে অবিকল আছে, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে দেখা যায় ; উদ্যোগপর্ক-৩৭ অধ্যায়-১৮নং শ্লোকে এবং ১২৮ অধ্যায়-৪৯নং শ্লোকে যথা ;—

ভ্যজেৎ কুলার্থে পুরুষঃ গ্রামস্যার্থে কুলং ভ্যজেৎ ।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ভ্যজেৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৫৯নং শ্লোক, মহাভারত-শাস্তিপর্ক-রাজধর্ম-১১১ অধ্যায়-৩২নং শ্লোকে অবিকল আছে । ১৬১নং শ্লোকের পাঠান্তর, বৃদ্ধচারণ্যে যথা ;—

সংসারকুটবৃক্ষস্য হে ফলে অমৃতোপমে ।

সুভামিতরসাস্বাদঃ সঙ্গতিঃ সৃজনৈঃ সহ ॥

মিত্রলাভ, ১৬৪নং শ্লোক, বৃদ্ধচারণ্যে অবিকল আছে, কেবল 'পরীবাহ' স্থলে 'পরিশ্রব' এই পাঠান্তর আছে । ১৬৯নং শ্লোক, মহাভারত-শাস্তিপর্ক-মোক্ধর্ম-৩২১ অধ্যায়-৯২নং শ্লোকে যথা ;—

ধনেন কিং যন্ন দদাতি নান্নুভে
 বলেন কিং যেন সিপুং ন বাধতে ।
 ক্রতেন কিং যেন ন ধর্ম্মনাচয়েৎ
 কিমাঙ্ঘনা যো ন জিতেক্রিয়ো বশী ॥

মিত্রলাভ, ১৭৯নং শ্লোক; মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-৩৩ অধ্যায়-২৭নং শ্লোকে ও
 অন্যান্য পর্কে অবিকল আছে । ১৮০নং শ্লোক, বনপর্ক-৩১২ অধ্যায়-১০৫নং শ্লোকে
 এইরূপ আছে যথা ; -

পঠকাঃ পাঠকাশ্চেব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ ।
 সর্কে ব্যসনিনো মুখী যঃ ক্রিয়াবান্ স ধার্ম্মিকঃ ॥

মিত্রলাভ, ১৮২নং শ্লোকটি, মহাভারতের নানাস্থানে নানারূপে আছে ; শাস্তি-
 পর্ক-মোক্ধর্ম্ম-১৭৪ অধ্যায়ে যথা ;—

সুখস্যানন্তরং হুঃখং হুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।
 সুখহুঃখে মহুঃখ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ততঃ ॥

মোক্ধর্ম্মের স্থানান্তরে যথা ;—

এবমেব কিলৈতানি প্রিয়োগোবাহপ্রিয়ানি চ ।
 জীবেষু পরিবর্তন্তে হুঃখানি চ সুখানি চ ॥

বনপর্ক-২৫৮ অধ্যায়ে যথা ;—

সুখহুঃখে হি পুরুষঃ পর্ব্ব্যারেণোপসেবতে ।
 ন হনসুং সুখং কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুবর্ষভ ॥
 সুখমাপতিতং সেবেৎ হুঃখমাপতিতং বহেৎ ।
 কালপ্রাপ্তসুপাসীত শস্যানামিব কর্বকঃ ॥

বনপর্ক ২৬০ অধ্যায়ে যথা ;—

সুখস্যানন্তরং হুঃখং হুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।
 পর্ব্ব্যারেণোপসর্পন্তি নরং নেমিমরাইব ॥ ইত্যাদি ।

মিত্রলাভ, ১৯০নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ক-২য় অধ্যায়-৪৩নং শ্লোকে এইরূপ
 আছে, যথা ;—

অর্থস্যোৎপাদনে চৈব পাণনে চ তথা করে ।
 লহন্তে চ মহদুঃখং হস্তি চৈবার্থকারিণাৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৯১নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ক-২য় অধ্যায়-৪৮নং শ্লোকে অবি-
 কল আছে । ১৯২নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ক-২য় অধ্যায়-৪০নং শ্লোকে অবিকল
 আছে । ১৯৩নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ক-২য় অধ্যায়-৩৯নং শ্লোকে অবিকল

आहे । १२६नं श्लोक, महाभारत-शांतिपर्क-मोक्षधर्म-१११ अध्याय-२७नं श्लोके
 এইरूप आहे यथा ;—

क्षीहा धनस्य न सुधा लक्ष्णे चिन्ता च भूयसी ।

लक्ष्मणाशो यथा मृत्युर्लक्ष्णं भवति वा न वा ॥

मित्रलाभ, २०३नं श्लोक, कामन्दकनीति-४र्थ सर्ग-१४नं श्लोके अविकल
 आहे । २०४नं श्लोक, चाणक्ये अविकल आहे ।

मित्रलाभ, २०९नं श्लोक, महाभारत-आदिपर्क-सुखवपर्क-१४ अध्याय-३२-
 श्लोके अविकल आहे । बृहत्चाणक्ये इहार पाठांतर यथा ;—

सा भार्या वा शुचिर्दक्षा सा भार्या वा पतिव्रता

सा भार्या वा पतिप्रीता सा भार्या वा प्रियंवदा ॥

२१०नं श्लोक, चाणक्ये अविकल आहे । २११नं श्लोक, महाभारत-शांतिपर्क-
 आपद्धर्म-१४६ अध्याये এইरूप आहे, यथा ;—

न सा क्षी हतिमस्तव्या यस्यां भर्ता न तुष्यति ।

दुष्टे भर्तृनि नारीणां दुष्टाः स्याः सर्वदेवताः ।

अग्निसाक्षिकमित्येव भर्ता हि दैवतं परम् ॥

मित्रलाभ, २१४नं श्लोक, महाभारत-शांतिपर्क-राजधर्म-६१ अध्याय-४०नं
 श्लोके अविकल आहे, केवल, 'लोकेश्वरिण' स्थले 'लोकसा' এই पाठांतर ।
 २१६नं श्लोक, महाभारत ७ कामन्दकनीति प्रभृतिर नाना स्थाने नानारूपे
 उल्लिखित आहे ; 'शांतिपर्क-राजधर्म-१६ अध्याये यथा ;—

पर्जन्यामिव दूतानि महाक्रममिव शिखाः ।

नरास्तुमुपजीवन्ति नृपं सर्वार्थसाधकम् ॥

मित्रलाभ, २१७नं श्लोक, कामन्दकनीति-२२ सर्ग-४३नं श्लोके प्राय अविकल
 आहे ; किंकि० पाठांतर यथा,—

निम्नतविषयवर्ती प्रयशो दण्डयोगात्

जगति परवशेश्वरिण् हर्षतः साधुवृत्तः ।

कृशमथ विकलं वा व्याधितं वाह्यनं वा

पतिमिव कुलनारी दण्डधीत्याह्वृतैपति ॥

महूसंहिता-१म अध्याय-२२नं श्लोक इहार अरूप, यथा,—

सर्वो दण्डजितो लोको हर्षतो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद्वोपाय कल्पते ॥

মিত্রলাভ, ২২২নং শ্লোকের অঙ্করূপ শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক- রাজধর্ম
২৭ অধ্যায়ে যথা ;—

সর্বৈ ক্রান্তা নিচয়াঃ পতনাত্তাঃ সমুচ্চয়াঃ ।

সংযোগা বিপ্রযোগাত্তা মরণাত্তং হি জীবিতম্ ॥

মোক্ধর্ম-৩৩০ অধ্যায়েও ঐরূপ আছে ।

মিত্রলাভ, ২২৫ নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে ।

সুহৃদ্ভেদ, ৩নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে । ৬নং শ্লোক, মাঘকবির
শিশুপালবধকাব্য-২য় সর্গ-৩২নং শ্লোকে অবিকল আছে । ৭নং শ্লোক, মহা-
ভারত-উদ্যোগপর্ক-১৩৩ অধ্যায়-২৯নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল,
'নিরুৎসাহং নিরানন্দম্'-এই স্থলে 'নিরাময়ং নিরুৎসাহম্'-এই পাঠান্তর আছে ।
৮নং শ্লোক, মহাসংহিতা-৭ম অধ্যায়-৯৯ ও ১০১নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে,
যথা ;—

অলঙ্কং চৈব লিপ্সেত লঙ্কং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ ।

রক্ষিতং বর্জয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥

অলক্ষ্মিচ্ছেক্ষণেন লঙ্কং রক্ষেদবেক্ষয়া ।

রক্ষিতং বর্জয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিক্ষিপেৎ ॥

সুহৃদ্ভেদ, ৯নং শ্লোকের পূর্বাঙ্কের পাঠান্তর বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—'শ্লোকেন বা
তদর্কেন তদর্কীকৃত্যক্রেণ চ' ।—১০নং শ্লোক ও ১১নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল
আছে । ১৩নং শ্লোকের 'সাধ্যসিদ্ধির্বিধীয়তাম্'-স্থলে 'সাধ্যো সিদ্ধির্বিধীয়তে'-এই
পাঠান্তর আছে । ১৫নং শ্লোক, মহাভারত-সমুদ্রসংগ্রহ-দানধর্ম-১৬৩ অধ্যায়-
১১নং শ্লোকে যথা ;—

নাশ্রাপ্তকালো ত্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।

তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ শ্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥

সুহৃদ্ভেদ, ৪৭নং শ্লোক, নানা পুরাণে দৃষ্ট হয় ; ইহার অপরাঙ্কের পাঠান্তর মৎস্য-
পুরাণ-১৯৪ অধ্যায়ে যথা ;—'নেত্রবজ্রবিকারৈশ্চ গৃহতেহস্তুর্গতং মনঃ' । ৪৮নং
শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে । ৪৯নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-
৩৩ অধ্যায়-৪০নং শ্লোকে যথা ;—

অনাকৃতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে ।

অবিখ্যন্তে বিখ্যসিতি সূচ্যেতা নরাধমঃ ॥

সুহৃদ্ভেদ, ৫২নং শ্লোক, কামদকনীতি-৫ম সর্গ-২২নং শ্লোকে যথা ;—

কোহজ্জৈত্যাহমিতি ক্রয়াৎ সম্যাগাঙ্গাপয়েতি চ ।

আঙ্গাং চাবিতথীকুর্যাদ্ যথাশক্ত্যাহবিলম্বিতম্ ॥

সুহৃৎস্তেদ, ৫৬নং, ৫৭নং ও ৫৮নং শ্লোকে যে অম্বরক্ত ও বিরক্ত প্রভুর লক্ষণ আছে, তাহা, মৎস্যপুরাণ-রাজধর্ম-১৯০ অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে দৃষ্ট হয় । ৬১নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৯ অধ্যায়-২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;--

অপ্রাপ্তকালং বচনং বৃহস্পতিরপি ক্রবন্ ।

লভতে বুদ্ধ্যবজ্ঞানমবমানং চ ভারত ॥

সুহৃৎস্তেদ, ৬২নং শ্লোক, গুক্রনীতি-২য় অধ্যায়-২২১নং শ্লোকে, প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'অপৃষ্টোহপি বক্তব্যং ভূত্যেন হিতমিচ্ছতা'-এই স্থলে 'অপৃষ্টোহপি হিতাষেযী ক্রয়াৎ কল্যাণভাবিতম্'-এই পাঠান্তর আছে ; কামন্দকনীতি-৫ম সর্গ-২৮নং শ্লোকেও 'অপৃষ্টোহপি হিতাষেযী ক্রয়াৎ কল্যাণভাবিতম্' এই পাঠ আছে । ৬৬নং শ্লোক, বুদ্ধচাণক্যে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'পাদেবু' স্থলে 'পাদাগ্রে' এই পাঠান্তর ; কোনও কোনও পুস্তকে, 'ক্রয়বিক্রয়বেলায়াম্' স্থলে 'যথৈবান্তে তথৈবান্তাম্' এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । ৬৯নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৩ অধ্যায়-৬৫নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'তথৈবৈবতান্'-স্থলে 'যথাবৎ তান্'-এই পাঠান্তর । ৭৩নং শ্লোকে 'বুদ্ধিমানম্বরক্তোহরমিহোভয়গুণো জনঃ' এই স্থলে 'বুদ্ধিমানম্বরক্তোহরময়ঃ শুর ইতো ভয়ম্' এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

সুহৃৎস্তেদ, ৮০নং ও ৮১নং শ্লোক দুইটি, মহাসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১১নং ও ৮নং শ্লোকে অবিকল আছে ; কেবল, 'পদ্মাস্তে'-স্থলে 'পুদ্মা শ্রীঃ' এই পাঠান্তর । ৮৬নং শ্লোক, মাঘকবির শিওপালবধকাব্যের-১৬শ সর্গের-২৫নং শ্লোকে অবিকল আছে ।

সুহৃৎস্তেদ, ৮৯নং শ্লোক হইতে ১০৫নং শ্লোকে রাজাদের যে কোষরক্ষার ব্যবস্থা ও অমূল্যবিশেষের কার্যাদর্শনের ব্যবস্থা আছে, তাহা কামন্দকনীতি ও গুক্রনীতি প্রভৃতির নানা স্থান হইতে সারসঙ্কলন পূর্বক গৃহীত হইয়াছে । ১০৮নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৫ম সর্গ-৮২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

আযুক্তকেভ্যশ্চৌরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ ॥

পৃথিবীপতিলোভাচ্চ প্রজানাং পঞ্চথা ভয়ম্ ॥

সুহৃৎস্তেদ, ১১০নং শ্লোক, মহাভারত-আদিপর্ব-সম্বৎসর-হৃষীকেশোপাখ্যানের ও মহাভারতের অন্যান্য স্থানে অবিকল আছে । ১১৩নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৪০ অধ্যায়-৭নং শ্লোকে, এবং অমূল্যসনপর্ব-৩৮ অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে অবিকল আছে । ১১৭নং শ্লোক, লঘুচাণক্যে অবিকল আছে ; বুদ্ধচাণক্যে

পাঠান্তর যথা ;—‘আহারো বিগ্ণঃ জীণাম্’ স্থলে ‘জীণাং বিগ্ণ আহারঃ’ ; ‘বুদ্ধি-
স্তাৰাং চতুৰ্গণা’ স্থলে ‘লজ্জা চাপি চতুৰ্গণা’ ; ‘বড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ’ স্থলে ‘সাহসঃ
বড়্গুণং চৈব’ । ১১৯নং ও ১২০নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে । ১২৫নং
শ্লোক, মুদ্রারাক্ষসনাটকে চতুর্থ অঙ্কে অবিকল আছে । ১৩৩নং শ্লোক, মহাত্মারত-
উদ্যোগপর্ব-৩৭ অধ্যায়-১৬নং শ্লোকে যথা ;—

মূলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ ।

অপ্রিয়স্ত তু পথ্যস্ত পরিণামঃ সুখাবহঃ ॥

সুহৃৎসেদ, ১৪১নং শ্লোক, মহাত্মারত-শান্তিপর্ব-রাজধর্ম-৮৫ অধ্যায়-২৫নং
শ্লোকে যথা ;—

ন পরস্য প্রবাদেন পরেবাং দণ্ডমর্পয়েৎ ।

অধগম্নাতুগমং কৃষা বদ্বীয়ায়োক্নয়েত বা ॥

সুহৃৎসেদ, ১৪৫নং শ্লোক, শিওপালবধকাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে । ১৪৬নং
শ্লোক, চাণক্য ও মহাত্মারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছে ; শান্তিপর্ব-
আপদধর্ম-১৪০ অধ্যায়-৩০নং শ্লোকে যথা ;—

দণ্ডেনোপনতং শক্রং যো রাজা ন নিষচ্ছতি ।

স মৃত্যুমুপগৃহ্নতি গর্ভমখত্তরী যথা ॥

সুহৃৎসেদ, ১৫১নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে আছে ; ‘কো বাস্তি রাজাং প্রিয়ঃ’ স্থলে
‘কো নাম রাজপ্রিয়ঃ’, ‘কঃ কালস্ত ভূজাস্তরং ন চ গতঃ’ স্থলে ‘কঃ কালস্ত ন
গোচরত্বমগমং’ ইত্যাদি পাঠান্তর আছে ।

সুহৃৎসেদ, ১৬৮নং শ্লোক, মহাত্মারত-জীপর্ব-২য় অধ্যায়-১৪নং শ্লোকে এইরূপ
আছে, যথা ;—

হতোহপি লভতে স্বর্গং হত্বা চ লভতে বশঃ ।

উভয়ং নো বহুগুণং নাস্তি নিফলতা রণে ॥

মহাসংহিতা-৬ম অধ্যায়-৮৯নং শ্লোকে যথা ;—

আহবেষু মিথোহন্যোনিয়ং জিঘাংসস্তো মহীকিতঃ ।

মুখ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং বাস্ত্যপরাশুখাঃ ॥

সুহৃৎসেদ, ১৭৭নং শ্লোক, মহাত্মারত-শান্তিপর্ব-আপদধর্ম-১৪০ অধ্যায়-৪৭নং
শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

পুত্রো বা যদি বা ভ্রাতা পিতা বা যদি বা স্বহৃৎ ।

অর্থস্য বিদ্বং কুর্বীণা হস্তব্য ভূতিমিচ্ছতা ॥

বিগ্রহ, ২নং ও ৩নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১ম সর্গ-১০নং ও ১২নং শ্লোকে অবিকল আছে, এবং ২নং শ্লোকটি, শুক্রনীতি-১ম অধ্যায়-৬৫নং শ্লোকে অবিকল আছে। ৪নং শ্লোক, শুক্রনীতি-৪র্থ অধ্যায়-১ম প্রকরণ-১১নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

উপদেশো হি মূর্খানাং ক্রোধায়ৈব শমায় ন ।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং বিষাটয়বামৃতায় ন ॥

বিগ্রহ, ৭নং শ্লোক, মাষকবির শিশুপালবধকাব্যের ২য় সর্গের ৪৪নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১০নং ও ১১নং শ্লোক, বৃদ্ধচারণ্যে অবিকল আছে। ১৬নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১২শ সর্গ-৮নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

উদ্যতেষপি শস্ত্রেষু যথোক্তং শাসনং বদেৎ ।

রাগাপরাগৌ জানীয়াৎ প্রকৃতীনাং চ ভর্তৃবি ॥

বিগ্রহ, ২১নং শ্লোকে, ‘প্রসাদং কুরুতে পত্ন্যঃ সম্পত্তিং নাভিবাছতি’ এইস্থলে অনেক পুস্তকে ‘প্রসাদং কুরুতে ভর্তৃঃ সম্পত্তিং নাভিজাততা’ এই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু অর্থ সংলগ্ন না হওয়ার ইহা অপপাঠ বলিয়া বোধ হয়। ২৪নং শ্লোক, বৃদ্ধচারণ্যে অবিকল আছে। ২৭নং, ২৮নং এবং ২৯নং শ্লোকত্রয়, মহাভারত ও নানা পুরাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে আছে, তন্মধ্যে ২৭নং শ্লোকটি, মহাভারত-অম্বুশাসনপর্ব-দানধর্ম-১৪৬ অধ্যায়-৩৯নং শ্লোকে এইরূপ, আছে, যথা ;—

পরুষাণ্যপি চোক্তা বা দৃষ্টা জুহুয়েন চক্ষুবা ।

সুপ্রসন্নমুখী ভর্তৃর্ষা নারী সা পতিব্রতা ॥

বিগ্রহ, ৩০নং শ্লোকটির শেষার্ধ্বে, অঙ্গিরার বচনে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত দেখা যায় ; যথা,—‘তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারিং যাহুগচ্ছতি’ স্থলে অঙ্গিরাবচনে,— ‘তাবন্ত্যদানি সা স্বর্গে ভর্তারিং যাহুগচ্ছতি’ এইরূপ আছে। ৩১নং শ্লোকটি, অঙ্গিরাবচনে ও মহাভারতে অবিকল আদ্যে। ৩৩নং শ্লোক, মহুসংহিতা-৫ম অধ্যায়-১৫১নং শ্লোকে অবিকল আছে।

বিগ্রহ, ৩৮নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১২শ-সর্গ-১৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, ‘ভীর্থাশ্রমহরস্থানে’ এইস্থলে ‘ভীর্থাশ্রমাশ্রমস্থানে,’ এবং ‘সংবদেৎ’ স্থলে ‘সংবসেৎ’ এই পাঠান্তর আছে। ৩৯নং শ্লোকটি, গরুড়পুরাণ-১১৪ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা ;—

ষট্কার্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুর্দশ ধার্যতে ।

দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাহপ্যেকো ন বুধ্যতে ॥

বিগ্রহ, ৪০নং শ্লোক, মহাত্মারত-আশ্রমবাসিকপর্ক-৫ম অধ্যায়-২৪নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

মন্ত্রভেদে হি যে দোষা ভবন্তি পৃথিবীকিতাম্ ।

ন তে শক্যাঃ সমাধাতুং কথঞ্চিদिति যে মতিঃ ॥

ইহা, কালিকাপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা ;—

দুষণং মন্ত্রভেদেবু নৃপাণাং যক্তি জায়তে ।

ন তৎ শক্যাং সমাধাতুং দটকনু পশতৈতরপি ॥

বিগ্রহ, ৪২নং ও ৪৩নং শ্লোক, মহাসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯৮ ও ১৯৯নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

সাম্না দানেন ভেদেন সমন্তৈরথবা পৃথক্ ।

বিভ্লেভুং প্রযতেভারীন্ ন যুঞ্জন কদাচন ॥

অনিত্যো বিজয়ো যন্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ ।

পরাজয়শ্চ সংগ্রামে ভন্মাদ্ যুক্তং বিবর্জয়েৎ ॥

ইহার অল্পরূপ শ্লোক, মহাত্মারত-শান্তিপর্ক-রাজধর্ম-৬৯ অধ্যায়ে যথা ;—

বর্জনীয়ং সদা যুক্তং রাজ্যকামেন ধীমতা ।

উপারৈশ্চিভিরাদানমিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥

সাশ্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপঃ ।

যমর্থং শকুয়াৎ প্রাপ্তুং তেন ভূষ্যত পণ্ডিতঃ ॥

বিগ্রহ, ৪৯নং শ্লোকের শেষার্ধ্বে অর্থাৎ—‘হস্তিনা সহ যুক্তং হি নরাণাং মৃত্যুমা-
বহেৎ’ এই স্থলে অনেক পুস্তকে, ‘ন যুক্তং হস্তিনা সার্কং নরাণাং পাদযুক্তবৎ’ এই
পাঠ আছে ।

বিগ্রহ, ৫১নং শ্লোকটি, কামন্দকনীতি-১০ম সর্গ-৩৫নং শ্লোকে প্রায় অবিকল
আছে, যথা ;—

ক্রৌশ্নং সঙ্কোচমাহার প্রহারমপি মর্ষয়েৎ ।

কালে প্রাপ্তে তু মতিমানহুভিত্তেৎ কুরসর্পবৎ ॥

ইহা, মৎস্যপুরাণ-১৮৯ অধ্যায়ে যথা ;—

গৃহেৎ কুর্শ ইবাজানি রক্বেদ্বিবরমাশ্বনঃ । ইত্যাদি ।

ইহার অল্পরূপ শ্লোক, মহাত্মারত-শান্তিপর্ক-আশ্রমধর্ম-১৪০ অধ্যায়-২৪নং
শ্লোকে যথা ;—

নাশ্চিহ্নেৎ ত্রিপুর্বিদ্যাং বিদ্যাচ্ছিত্রং পরম্য তু ।

গৃহেৎ কুর্শ ইবাজানি রক্বেদ্বিবরমাশ্বনঃ ॥

যকবৎ চিস্তয়েদর্ধান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ ।

বুকবচ্চাবলুপ্তে শরবচ্চ বিনিপ্পতেৎ ॥

বিগ্রহ, ৫৩নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-৭৪নং শ্লোকে অবিকল আছে ;
কালিকাপুরাণ-৮৫ অধ্যায়ে ইহা কিঞ্চিং পরিবর্তিত রূপে দৃষ্ট হয়, যথা ;—

শতমেকো ঘোধয়তি হুর্গহো বো ধনুর্ধরঃ ।

শতং দশসহস্রাণি তস্মাদুর্গং প্রেশস্যতে ॥

বিগ্রহ, ৬২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৮ম সর্গ-৬২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল
আছে, যথা ;—

ছিত্রং কৰ্ম চ বিত্তং চ বিজ্ঞানাতি নিজো রিপুঃ ।

দহত্যস্তুর্গতশ্চৈব গুহবৃক্ষমিবানলঃ ॥

বিগ্রহ, ৬৪নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-৩৫ অধ্যায়-৫৮নং শ্লোকে প্রায়
অবিকল আছে, যথা ;—

ন সা সভা যত্র ন সস্তি বৃক্ষা ন তে বৃক্ষা য়ে ন বদন্তি ধৰ্ম্মম্ ।

নাসৌ ধৰ্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি ন তং সত্যং যচ্ছলেনাভূপেতম্ ॥

বিগ্রহ, ৬৭নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে । ৬৯নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-
১০ম সর্গ-২৮নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

ভূমির্মিত্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য কলং ত্রয়ম্ ।

যদৈতল্লিয়তং ভাবি তদা বিগ্রহমাচরেৎ ॥

বিগ্রহ, ৭২নং, ৭৩নং, ৭৪নং, ৭৫নং,—এই চারিটি শ্লোক কামন্দকনীতি-১৮শ-
সর্গ-৪৪নং, ৪৫নং, ৪৬নং, ৪৭নং,—এই চারিটি শ্লোক হইতে প্রায় অবিকল গৃহীত
হইয়াছে ; কামন্দকনীতির ঐ চারি শ্লোক যথা ;—

নদ্যত্রিবনহুগেষু যত্র যত্র ভয়ং ভবেৎ ।

সেনাপতিস্তত্র তত্র গচ্ছেদ্ব্যাহীকৃতৈর্বলৈঃ ॥ ৪৪ ॥

নারকঃ পুরতো যার্যাং শ্রীবীপুতনারৃতঃ ।

মধ্যে কলত্রং স্বামী চ কোষঃ কল্গু মহঙ্কনম্ ॥ ৪৫ ॥

পাশ্চর্যৈকভরোরশা বাজিনাং পার্শ্বয়োঃ রথাঃ ।

রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাং চাটবীবলম্ ॥ ৪৬ ॥

পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্বং পুরঙ্কৃত্য কৃতী স্বয়ম্ । •

যার্যাং সম্বন্ধটেনয়োঃ খিন্নানাশ্বাসযজ্ঞনৈঃ ॥ ৪৭ ॥

বিগ্রহ, ৭৬নং ও ৭৭নং প্রভৃতি শ্লোক কয়েকটির অমূল্য শ্লোক, মহাভারত-
শান্তিপর্ক-রাজধর্ম্ম-১০০ অধ্যায়ে, যথা ;—

অকর্দমামহুদকামমর্ধ্যাদামলোষ্টকাম্ ।
 অখভূমিং প্রশংসন্তি যে যুদ্ধকুশলা জনাঃ ॥
 অপদ্ধা গর্ত্তরহিতা রথভূমিঃ প্রশস্যতে ।
 নীচক্রমমহাকক্ষা সোদকা হস্তিবোধিনাম্ ॥
 বহুহুর্গা মহাকক্ষা বেণুবত্রসমাকুলা ।
 পদাতীনাং ক্ষমা ভূমিঃ পর্ক্বতোপবনানি চ ॥
 পদাতিবহুলা সেনা দৃঢ়া ভবতি ভারত ।
 রথাস্ববহুলা সেনা স্তুদিনেষু প্রশস্যতে ॥
 পদাতিনার্গবহুলা প্রাবৃট্‌কালে প্রশস্যতে ।
 শুর্গানেতান্ প্রশংখ্যায় দেশকালৌ প্রযোজয়েৎ ॥ ইত্যাদি ।

বিগ্রহ, ৭৯নং শ্লোকটি, কামন্দকনীতি-১৮শ-সর্গ-২২নং ও ২৩নং শ্লোকদ্বয়ের সংক্ষেপমাত্র, যথা ;—

অবিচিত্তং কোপভয়াদভ্যাপেন রিপোর্বলম্ ।
 বাসয়েৎ কর্বয়েট্টচনং হুর্গকণ্টকশোধনৈঃ ॥ ২২ ॥
 নিত্যমাটবিকং সৈন্যং হুর্গকণ্টকশোধনৈঃ ।
 পরদেশপ্রবেশে চ পুরা কুর্ন্বীত পশ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

বিগ্রহ, ৮১নং শ্লোক, মহাভারত-ভীষ্মপর্ক্ব-৪২ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা ;—
 অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন স্যসিচিং ।
 ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহস্যর্থেন কোরবৈঃ ॥

বিগ্রহ, ৮২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১৯শ-সর্গ-৩১নং ও ৩৪নং শ্লোকদুইটির সংক্ষেপমাত্র, যথা ;—

প্রবীরপুরুষৈরেতৈস্তিষ্ঠেযুঃ পরিবারিতাঃ ।
 অভেদেন চ যুধ্যেরন্ রক্ষেযুশ্চ পরস্পরম্ ॥
 কলুশু সৈন্তস্য যৎ কিঞ্চিং মধ্যে ব্যূহস্য তদ্ত্বেবেৎ ।
 যুদ্ধবন্ত চ যৎ কিঞ্চিং প্রায়স্তজ্জবনে ভবেৎ ॥

বিগ্রহ, ৮৩নং শ্লোকের শেষার্দ্ধ, মহুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯৫নং শ্লোকের পূর্কার্দ্ধ হইতে অবিকল গৃহীত ; মন্বর শ্লোক, যথা ;—

উপরুধ্যারিমানীত রাষ্ট্রিং চাস্যোপপীড়য়েৎ ।
 দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসানোদকেক্রমম্ ॥

বিগ্রহ, ৮৪নং শ্লোকটি, মহুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯২নং শ্লোকে অবিকল আছে,

যথ ;—

স্যান্দনার্থৈঃ সমে যুধ্যদনূপে নৌবিতৈপত্তথা ।

বৃক্ষশুম্বাবতে চাটৈপরসিচন্দ্রায়ুধৈঃ স্থলে ॥

বিগ্রহ, ৮৫নং শ্লোকটি, মহুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯৭নং শ্লোকের শেষার্ধ্ব এবং ১৯৬নং শ্লোকের পূর্কার্ধ্ব হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ৯৬নং শ্লোক, কামন্দক-নীতি-৯ম সর্গ-৬৭নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

যুবরাজেন সঙ্ঘায় প্রধানপুরুষেণ বা ।

ততঃ প্রকোপং জনয়েদভিবোক্তুঃ স্থিরাস্থনঃ ॥

বিগ্রহ, ৯৭নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-অষ্টাদশ সর্গ-৬২নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

মৃগয়াসম্প্রযুক্তং বা হন্যাচ্ছত্রং ব্যপাশ্রয়ঃ ।

অথবা গোপ্রহাকুষ্ঠ্যা তল্লক্ষ্যং মার্গবন্ধনাৎ ॥

বিগ্রহ, ৯৯নং ও ১০০নং শ্লোকদ্বয়, মাঘকবির শিশুপালিবধকাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে। ১০৪নং শ্লোক, নাগীনন্দনাটকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

জায়স্তে চ ত্রিয়স্তে চ মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ ।

পরার্থবন্ধকক্ষাণাং ত্বাদৃশামুত্তবঃ কুতঃ ॥

বিগ্রহ, ১০৫নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব-রাজধর্ম-৭০ অধ্যায়-৪নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, ‘দাতা সৎপাত্রবর্ষী স্যাৎ’ এই স্থলে ‘দাতা নাহপাত্রবর্ষী স্যাৎ’ এই পাঠান্তর আছে। ১১০নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৮ম সর্গ-১৫নং শ্লোক হইতে অবিকল গৃহীত। ১১১নং, ১১২নং, ১১৩নং এবং ১১৪নং শ্লোক চারিটি, কামন্দকনীতি-১৮শ সর্গ-৫০নং, ৫১নং, ৫২নং এবং ৬২নং শ্লোক হইতে প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে ; কামন্দকনীতির ঐ চারি শ্লোক যথা ;—

কন্দরাতৈশলগহননিয়গাবনসঙ্ঘটে ।

দীর্ঘেহধ্বনি পরিশ্রান্তং ক্ষুৎপিপাসাহিমক্লমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যধিহুর্ভিক্ষমরতৈঃ পীড়িতং দম্ভ্যবিদ্রুতম্ ।

পঙ্কপাংগুজলক্রিয়ং ব্যস্তং পৃঞ্জীকৃতং পথি ॥ ৫১ ॥

প্রসুপ্তং ভোজনব্যগ্রমভূমিষ্ঠমসংস্থিতম্ ।

চৌরাগ্নিভয়বিভ্রস্তং বৃষ্টিবাতসমাহিতম্ ॥ ৫২ ॥

অবস্কন্দতয়াদাতৌ প্রজাগরকৃতশ্রমম্ ।

অবসন্নাহতশ্রান্তমপরাহ্নে বিনাশয়েৎ ॥ ৬২ ॥

বিগ্রহ, ১১৫নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৪ অধ্যায়-১২নং শ্লোকে অবিকল আছে। মহুসংহিতা ও কামন্দকনীতি প্রভৃতির যে সকল শ্লোকে ব্যসনের বিষয়

উল্লিখিত আছে, ১১৮নং শ্লোকটি তাহার সংক্ষেপমাত্র । ১২০নং শ্লোকটি মন্যু
প্রাচীন অবস্থায় দৃষ্ট হয় । ১২২নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে । ১২৩নং শ্লোক,
মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৮ অধ্যায়-৩০নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

দৈবতেষু চ যত্নেন রাজস্ব ব্রাহ্মণেষু চ ।

নিয়ন্তব্যঃ সর্বা ক্রোধো বালবুদ্ধাতুরেষু চ ॥

উদ্যোগপর্ব-৩৬ অধ্যায়ে, প্রকারান্তরে যথা ;—

ব্রাহ্মণেষু চ যে শূরা স্ত্রীষু জ্ঞাতীষু গোষু চ ।

বৃস্তাদিব ফলং পঞ্চং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে ॥

অবধ্যা ব্রাহ্মণা গাবো জ্ঞাতরঃ শিশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।

যেষাং চান্নানি ভুঞ্জীত যে চ স্যুঃ শরণাগতাঃ ॥

বিগ্রহ, ১২৫নং শ্লোকটি, মাঘকবির শিশুপালবধনামক কাব্যের ২য় সর্গে অবি-
কল আছে । ১২৯নং ও ১৩০নং শ্লোকদ্বয়, মহাভারত-শান্তিপর্ব-রাজধর্ম-১০২-
অধ্যায়-২০নং ও ২১নং শ্লোক হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে গৃহীত ; মহাভারতের
ঐ দুই শ্লোক যথা ;—

পরস্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টান্ত্যক্তপ্রাণাঃ স্তুনিশ্চিতাঃ ।

অপি পঞ্চশতং শূরা মৃদুস্তি পরবাহিনীম্ ॥ ২০ ॥

অপি বা পঞ্চ যট্ সপ্ত সংহতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।

কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তীহ শাজবান্ ॥ ২১ ॥

বিগ্রহ, ১৩২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-২৪নং শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরি-
বর্তনমাত্র ; কামন্দকের ঐ শ্লোক যথা ;—

ত্যাগঃ সত্যং চ শৌধ্যং চ ত্রয় এতে মহাশুভাঃ ।

প্রাপ্নোতি হি শুভান্ সর্বানৈতৈষুক্তো নরাধিপঃ ॥

বিগ্রহ, ১৩৪নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব-৩৮ অধ্যায়-৪৩নং শ্লোকে এই-
রূপ আছে, যথা ;—

যত্র স্ত্রী যত্র কিতবো বালো যত্রামশাসিতা ।

মজ্জন্তি তেহবশা রাজন্ নদ্যামশ্রম্ববা ইব ॥

বিগ্রহ, ১৩৫নং শ্লোকের পূর্বাঙ্কে-‘হর্ষক্রোধো যতো যস্য কোষঃ স্বল্পব্যয়েন চ’
এই স্থলে ‘হর্ষক্রোধে’ সমো যস্য শাস্তার্থে প্রত্যয়স্বভা’ এই পাঠ বোধে প্রচলিত
পুস্তকে দৃষ্ট হয় । ১৩৭নং শ্লোকে ‘মজ্জতোহকার্যাসাগরে’ স্থলে ‘সংকীর্ণশ্চেব
দন্তিনঃ’, এবং ‘সুশিষ্টৈরেব দীপ্যতে’ স্থলে ‘সুজ্জংসচিবচেষ্টিতম্’ এইরূপ পাঠ বোধে
পুস্তকে আছে ।

বিগ্রহ, ১৩৮নং শ্লোকে 'বনান্তু প্রচ্যুতঃ সত্যম্' স্থলে বোধে পুস্তকে 'বনাদ্‌বিনির্গতঃ শুরঃ' এই পাঠ আছে, এবং সম্পূর্ণ শ্লোকটির পাঠান্তর যথা ;—

নক্রঃ স্বস্থানমাপ্রিত্য গজেন্দ্রমপি কৰ্বতি ।

স এব প্রচ্যুতঃ স্থানাৎ শুনাপি পরিভ্রুয়তে ॥

বিগ্রহ, ১৪২নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক-আপদর্শ-১৪০ অধ্যায়-১২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুবুদ্ধং সুপলারিতম্ ।

আপদাপ্পদকালেন কুর্ক্বীত ন বিচারয়েৎ ॥

বিগ্রহ, ১৪৪নং শ্লোকটি, বেণীসংহারন্যটকে অবিকল দৃষ্ট হয় । ১৪৬নং শ্লোক, নানা প্রাচীন প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় ; কামন্দকে যথা ;—

স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রং চ হুর্গং কোষো বলং সূহৃৎ ।

পরস্পরোপকারীদং সশাস্ত্রীং রাজ্যমুচ্যতে ।

পৌরশ্রেণ্যা সহাষ্টাঙ্গমপি রাজ্যং প্রকীর্তিতম্ ॥

• অমরকোষে যথা ;—

স্বাম্যমাত্যসূহৃৎকোষরাষ্ট্রহুর্গবলানি চ ।

রাজ্যান্বানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োহপি চ ॥

শব্দরত্নাবলীতে যথা ;—

স্বাম্যমাত্যঃ সূহৃৎ কোষো রাষ্ট্রং হুর্গং বলং তথা ।

পৌরশ্রেণী চ রাজ্যাস্তং প্রকৃতিশ্চ ভবেৎ দ্বয়ম্ ॥ ইত্যাদি ।

বিগ্রহ, ১৪৮নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সূত্র-৪২নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

নরেশ্বরে জগৎ সর্কং নিকীলতি নিমীলতি ।

স্বর্ঘ্যোদয়ে যথাহস্তোজং তৎপ্রবোধে প্রবুধ্যতে ॥

বিগ্রহ, ১৫০নং ও ১৫১নং শ্লোকদ্বয়, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির নানা স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠভেদে উল্লিখিত আছে ।

সন্ধিপ্রকরণ, ২২৪ পৃষ্ঠা, ৫নং শ্লোক হইতে ২২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যন্তুবিষ্য নামক তিন মৎস্যের গল্প,—মহাভারত-শান্তিপূর্ক-আপ-দর্শ-১৩৭ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে । মহাভারতে ঐ গল্প পদ্যে লিখিত, হিতোপদেশে উহা গদ্যে লিখিত । ঐ গল্পের স্থচনার্থ ১ম শ্লোকটি ছই গ্রন্থেই প্রায় অবিকল, কেবল 'যন্তুবিষ্য'-স্থলে মহাভারতে 'দীর্ঘস্বত্র'-এই নামান্তর আছে । এই গল্পের স্থচনার্থ ১ম শ্লোকটি বুদ্ধচারণ্যেও দৃষ্ট হয় ।

সন্ধি, ১১নং শ্লোক, মহাভারত-শাস্তিপর্ক-আপদর্শ-:৪০ অধ্যায়-৩৭নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

যোহরিণা সহ সঙ্ঘায় স্মখং স্বপিভি বিশ্বসন্ ।

স বৃক্ষাগ্রে প্রহুশ্ণো বা পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥

সন্ধি, ২৩০ পৃষ্ঠা ১৪নং শ্লোক হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, মুনির প্রসাদে এক মূখিক ব্যাক্ত হইয়া মুনিকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই গল্পটি, মহাভারত-শাস্তিপর্ক-রাজধর্ম-১১৬ ও ১১৭ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত । সংগ্রহকালে বিষ্ণুশর্ম্মা গল্পটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন ।

সন্ধি, ১৬নং শ্লোকটি, মাণবকবির শিশুপ্রালবধকাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে । ২০নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৪৯নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

মদ্যোক্তস্য নৃপতে: সঙ্কীর্ণস্যোব দস্তিনঃ ।

গচ্ছন্ত্যান্যায়বৃত্তস্য নেতারঃ ধ্বনু বাচ্যতাম্ ॥

সন্ধি, ২১নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-৩৭ অধ্যায়-১৭নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল 'প্রিয়াপ্রিয়ম্'-স্থলে 'প্রিয়াপ্রিয়ে'-এই পাঠান্তর । ২২নং, ২৩নং ও ২৪নং শ্লোক তিনটি, কামন্দকনীতি-৯ম সর্গ-৫৯নং, ৭৫নং ও ৬১নং শ্লোক তিনটি হইতে যথাক্রমে অবিকল গৃহীত হইয়াছে, কেবল, ২৩নং শ্লোকে 'সুহৃদলম্' স্থলে কামন্দকে 'সুহৃদনম্', এবং ২৪নং শ্লোকে 'যুদ্ধে বিনাশো ভবতি' স্থলে কামন্দকে 'নাশো ভবতি যুদ্ধেন' এই পাঠ আছে ।

সন্ধি, ২৩৮ পৃষ্ঠা, স্কন্দ ও উপস্কন্দ নামক দুই দৈত্যের গল্প, মহাভারত-আদিপর্ক-রাজ্যলাভপর্ক-২১০ অধ্যায় হইতে ২১৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে ।

সন্ধি, ২৬নং, ২৭নং, ২৮নং, ২৯নং, ৩০নং, ৩১নং, ৩২নং, ৩৩নং, ৩৪নং, ৩৫নং, ৩৬নং, ৩৭নং, ৩৮নং, ৩৯নং, ৪০নং, ৪১নং, ৪২নং, ৪৩নং, ৪৪নং, ৪৫নং, ৪৬নং, ৪৭নং, ৪৮নং, ৪৯নং, ৫০নং, ৫১নং, এবং ৫২নং, এই ২৭টি শ্লোক, যথাক্রমে কামন্দকনীতি-৯ম-সর্গ-৪২নং, ৪৩নং, ৪৪নং, ৪৫নং, ৪৬নং, ৪৯নং, ৫১নং, ৫২নং, ২৩নং, ২৪নং, ২৫নং, ২৬নং, ২৭নং, ২৮নং, ২৯নং, ৩০নং, ৩১নং, ৩২নং, ৩৩নং, ৩৪নং, ৩৫নং, ৩৬নং, ৩৭নং, ৩৮নং, ৩৯নং, ৪০নং, ও ৪১নং, এই ২৭টি শ্লোক হইতে অবিকল গৃহীত, কেবল দুই এক স্থলে কিছু কিছু পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

সন্ধি, ৫৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৯ম সর্গ-৭৭নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'সমং স্ততপ্তঃ' স্থলে 'সুসম্প্রতপ্তঃ' এই পাঠান্তর । ৬১নং শ্লোকের অল্পরূপ ভাব, মহাভারত-দ্রৌপর্ক-৭ম অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে যথা ;—

ন তৎ ক্রতুসহশ্রেণ নোপবাসৈশ্চ নিত্যশঃ ।

অভয়স্য হি দ্বানেন যৎ ফলং শ্রাপ্তুৱান্নরঃ ॥

সন্ধি, ৬৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১০ম সর্গ-৩৬নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা—

কালে সহিস্কুর্গিরিবদসহিস্কুশ্চ বক্রিবৎ ।

স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছত্নুন্ শ্রিয়ানি সমুদাহরন্ ॥

শুক্ৰনীতি-৩য় অধ্যায়-১৩৩ শ্লোকে, যথা ;—

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ স্যাৎ স্ববলাধিকঃ ।

জ্ঞাত্বা নষ্টবলং তং তু ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবান্মনি ॥

মহাভারত-আপদর্শ-১৪০ অধ্যায়-১৮নং শ্লোকে, যথা ;—

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ কালস্য পর্যায়ঃ ।

শ্রাপ্তকালং তু বিজ্ঞায় ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবান্মনি ॥

সন্ধি, ৭১নং শ্লোক, মহাভারত-বনুপর্ক-২য় অধ্যায়-৪৬নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'দ্রব্যসঞ্চয়ঃ' স্থলে 'রত্নসঞ্চয়ঃ' এবং 'মুহোৎ' স্থলে 'গৃধ্যোৎ' এই পাঠান্তর ; শান্তিপর্ক-মোক্শধর্ম-২০৫ অধ্যায়-৪নং শ্লোকে, এবং ৩৩০ অধ্যায়-১৪নং শ্লোকে ইহা অবিকল আছে, কেবল, 'ঐশ্বর্যম্' স্থলে 'আরোগ্যম্' এবং 'মুহোৎ' স্থলে 'গৃধ্যোৎ' এই পাঠান্তর ।

সন্ধি, ৭২নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক রাজধর্ম-২৮ অধ্যায়-৩৬নং শ্লোকে এবং মোক্শধর্ম-১৭৪ অধ্যায়-১৬নং শ্লোকে ঠিক অবিকল আছে । ৭৬নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক-রাজধর্ম-২৮ অধ্যায়-৫২নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল 'যেন কেনচিৎ' স্থলে 'জাতু কেনচিৎ' এই পাঠান্তর, শান্তিপর্ক-মোক্শধর্ম-৩১৯-অধ্যায়-৯নং শ্লোকে ইহার রূপান্তর যথা ;—

পথি সঙ্গতমেবেদং দারৈরটৈশ্চ বজ্জুভিঃ ।

নায়মত্যস্তসংবাসো লক্ষপূর্কো হি কেনচিৎ ॥

সন্ধি, ৭৯নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক-মোক্শধর্ম-৩৩১ অধ্যায়-৫নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

অবস্তি ন নিবর্তন্তে শ্রোতাংসি সন্নিতামিব ।

আয়ুরাদায় মর্ত্যানাং রাজ্যহানি পুনঃ পুনঃ ॥

সন্ধি, ৮৭নং শ্লোকটি, শান্তিশতকে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় । ৮৮নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৬ষ্ঠ অধ্যায়-৬৬নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

দূষিতোহপি চরেজ্জর্মং যত্র তত্রাশ্রমে রভঃ ।

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্ ॥

সন্ধি, ৮৯নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক-রাজধর্ম-১১০ অধ্যায়-২৩নং শ্লোকে
প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থং চ মৈধুনম্ ।

বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥

সন্ধি, ৯০নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ক-৪০ অধ্যায়-২১নং শ্লোকে এইরূপ
আছে, যথা ;—

আত্মা নদী ভারত পুণ্যতীর্থা সত্যোদকা ধৃতিকূলা দয়োশ্ৰিঃ ।

ভস্যং স্নাতুঃ পূয়তে পুণ্যকর্ম্মা পুণ্যো হ্যাত্মা নিত্যমস্তোহস্ত্রএব ॥

সন্ধি, ৯১নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক-রাজধর্ম-৯ম অধ্যায়-৩৩নং শ্লোকে
প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

জন্মতৃত্যজরাব্যাবিবেদনাভিরভিঙ্গতম্ ।

অপারমিব চান্বস্থং সংসারং ত্যক্ততঃ সুখম্ ॥

সন্ধি, ৯২নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ক-রাজধর্ম-২৫ অধ্যায়-২২নং শ্লোকে
এইরূপ আছে, যথা ; -

দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্যাত্তদুপলভ্যতে ।

তুফার্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্তিপ্রভবং সুখম্ ॥

সন্ধি, ৯৯নং শ্লোকের পূর্কাদ্বৈর পাঠান্তর যথা ;—

‘কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হর্ষো মানো মদস্তথা’ ।

এই শ্লোক, কামন্দকনীতি-১ম সর্গ-৫৫নং শ্লোকে, যথা ;—

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হর্ষো মানো মদস্তথা ।

ষড়্ বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিন্স্ত্যক্তে সুখী নৃপঃ ॥

সন্ধি, ১০০নং শ্লোকটি, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৩১নং শ্লোকে প্রায় অবিকল
আছে, যথা ;—

স্মৃতিত্বৎপরতাহর্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।

দৃঢ়তা মন্ত্রশুশ্রিচ্চ মন্ত্রিসম্পৎ প্রেকীর্ষিতা ॥

সন্ধি, ১০১নং শ্লোক, ভারবি কবির কিরাভার্জুনীর কাব্যের ২য় সর্গে অবিকল
আছে । ১০৪নং শ্লোকটি, প্রাচীন প্রবন্ধ সকলে অবিকল দৃষ্ট হয় । ১০৫নং শ্লোক,
কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৪০নং শ্লোকে অবিকল আছে । ১০৮নং শ্লোক, চাণক্যে
আছে, এই শ্লোকটির বিবিধ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ; মহাভারত-শান্তিপর্ক-আপদর্শ-
১৪০ অধ্যায়-৬৩নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

শূরমঞ্জলিপাতেন ভীকং ভেদেন ভেদয়েৎ ।

লুক্‌মর্থপ্রদানেন সমং তুল্যেন বিগ্রহঃ ॥

সন্ধি, ১০৯নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-৩৩নং শ্লোকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত-রূপে আছে, যথা ;—

স্বভাবেন হরেন্মিত্রং সন্ত্যবেন চ বান্ধবান্ ।

শ্রীভৃত্যান্ প্রেমদানাভ্যাং দাক্ষিণ্যেনেতরং জনম্ ॥

সন্ধি, ১১০নং, ১১১নং ১১২নং, ১১৩নং, ১১৪নং, ১১৫নং, ১১৬নং, ১১৭নং, ১১৮নং, ১১৯নং, ১২০নং, ১২১নং, ১২২নং, ২২৩নং, ২২৪নং, ১২৫নং, ১২৬নং, ১২৭নং, ১২৮নং, ১২৯নং, ১৩০নং, এক ১৩১নং—এই ২২টি শ্লোক, যথাক্রমে কামন্দকনীতি-৯ম সর্গের ১ম শ্লোক হইতে ২২নং পর্যন্ত শ্লোকে অবিকল দৃষ্ট হয়, কেবল দুই এক স্থলে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে । ১৩০নং শ্লোকটির পাঠ কামন্দকনীতিতে যেরূপ আছে, তাহাই প্রশস্ত বোধ হয় ; কামন্দকে ঐ শ্লোকের পাঠ যথা ;—

একএবোপহারস্ত সন্ধিরেতন্নতং হি নঃ ।

উপহারস্য ভেদান্ত সর্কেহন্যে মৈত্রবর্জিতাঃ ॥

সন্ধি, ১৩২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-৯নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, ‘আধিব্যাধিপরীতাপৈঃ’ স্থলে ‘আধিব্যাধিপরীতায়’ এই পাঠান্তর । ১৩৩নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-১২নং শ্লোকে ঠিক অবিকল আছে । ১৩৪নং শ্লোকটি, অতি পূর্বকালের রাজাদিগের তাম্রকলক-নিবদ্ধ দানপত্রের দৃষ্ট হয় । কোলক্রক সাহেবের মিসিলেনিয়স্ এসে, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত দানপত্র দেখ । ১৩৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-১৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, পূর্বাঙ্কে ‘মৃগতৃষ্ণাসমং বীক্ষ্য সংসারং কৃণভক্ষুরম্’ স্থলে কামন্দকে-‘জগন্মৃগতৃষ্ণাতুল্যং বীক্ষ্যদং কৃণভক্ষুরম্’ এই পাঠান্তর । ১৩৬নং শ্লোকটি, রামায়ণ-অবোধ্যা-কাণ্ড কৌশল্যাবিলাপে এইরূপ আছে, যথা ;—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্ ।

তুলয়িষ্য তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥

ঐ শ্লোক, মহাভারত-আদিপর্ব-সম্ভবপর্ব-৭৪ অধ্যায়-১০৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসহস্রাঙ্কি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥

শ্রীতারাকুমার শর্মা ।

হিতোপদেশের উপদেশ ।

কতিপয় কুপথগামী রাজপুত্রকে উপদেশ দিবার উপলক্ষে, বিষ্ণুশর্মা সমভাবে সর্বসাধারণকেই উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্য ও কীটানু, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পৃথ্বীস্বর^{৩৩} অকিঞ্চন, সকলকেই তিনি সমভাবে দর্শন করিয়াছেন। অরুণদেব উদয়াচলে প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ বালাতপে যেমন সমস্ত জগৎ পুলকিত করেন, তিনিও তেমনি রাজভবনের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া (১) স্নিগ্ধ উপদেশে সমস্ত জগৎ পুলকিত করিয়াছেন।

এস্থলে তাঁহার কয়েকটি উপদেশের মর্ম্ম গল্প হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রদর্শিত হইল।

১। হস্তে রাজশক্তি পাইয়া যে ব্যক্তি সে শক্তির অপব্যবহার করে, সে স্বহস্তেই রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জন করে ;—

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্জিত্ব্যামসাম্প্রতম্ ।^৩

শ্রিয়ং হ্যবিনয়ে হস্তি জরা রূপমিবৌত্তমম্ ॥

অনুবাদ,—

রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়,

ইহা ভাঁবি' কভু না করিবে অবিনয় ;

জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন,

আবনে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন।

(বিগ্রহ, ১১৫ শ্লোক)

(১) “অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে স্মৃথোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাং প্রস্তাবক্রমেন
ন পণ্ডিতোহত্রবীৎ- ভো রাজপুত্রাঃ শৃণুত”।—“অনন্তর সেই রাজপুত্রেরা প্রাসাদ-
তলে স্মৃথে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন,—হে
রাজপুত্রগণ শ্রবণ কর”। ইহা বলিয়া তিনি কথারস্ত করিলেন। (হিতোপদেশের
অবতরণিকার শেষ দেখ)

২। অসীম সমুদ্রের স্রায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কৰ্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জুন যেমন কৃষকে সারথি করিয়া, এবং অক্ষয় ভূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, সমর-সাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্মকে সহায় করিয়া, এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই কৰ্ম-সাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও, পুরুষকার (১) ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—

ন দৈবমপি সক্ষিত্য ত্যজ্জয়োদ্যোগমাঙ্গনঃ ।
 অমুদ্যোগেন তৈলানি তিরেভ্যো নাপ্তুমর্হতি ॥ ৩০ ॥
 উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
 দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ।
 দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
 যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥ ৩১ ॥
 যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ ।
 এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩২ ॥
 যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি ।
 এবমাত্মকৃতং কৰ্ম পুরুষঃ প্রাপ্যদ্যতে ॥ ৩৪ ॥
 কাকভালীস্ববং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ ।
 ন স্বয়ং দৈরমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥
 উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন অনোরথৈঃ ।
 নহি স্পৃশস্য সিংহস্য প্রাবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ ৩৬ ॥

অমুবাদ,—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
 বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয় । ৩০ ।
 লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
 কাপুরুষে দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;

দৈব ছাড়ি' দেখাও পৌরুষ প্রাপণে,
 কি দোষ ? রতন যদি না মিলে যতনে । ৩১ ।
 শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
 তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে । ৩২ ।
 যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
 ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার ;
 তেমতি করিয়া কার্য আপন ইচ্ছায়,
 আপন কার্যের ফল আপনিই পায় । ৩৪ ।
 দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
 হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি ?
 কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
 পুরুষের চেষ্টা বিনা কোনো সিদ্ধি নাই । ৩৫ ।
 ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
 মৃগ নাহি পশে স্তম্ভ সিংহের বদনে । ৩৬ ।

(হিতোপদেশ, অবতরণিকা দেখ)

পুনশ্চ,—

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘস্থত্রম্
 ক্রিয়াবিধিঞ্জং ব্যসনেষসক্তম্ ।
 শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
 লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাতি নিবাপহেতোঃ ॥

অনুবাদ,—

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্যে অনলস,
 কোনোরূপ ব্যসনের নহে পরবশ ;
 কার্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
 প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন ;
 আগনি কমলা দেবী বসতির তরে,
 গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে ।

(মিত্রলাভ, ১৮৪ শ্লোক)

৩। আত্মার উন্নতি বা অবনতি সকলেরি স্বয়ভ্রায়ত্ত্ব ।
 আপন কর্ম্মশূণ্যেই উন্নতি এবং আপন কর্ম্মদোষেই অবনতি ঘটিয়া
 থাকে ;—

যাত্যধোহধো ব্রজত্যাচৈর্নরঃ ঈশ্বরেব কর্মভিঃ ।
কূপস্য খনিভা বহৎ প্রাকর্ষসোব কারকঃ ॥

অনুবাদ,—

কর্মদ্বাৰে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্মশুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি ;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
উর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক ।

(হৃদয়দেব, ৪৫ শ্লোক)

“শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি”—উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন। এজন্য,
একাগ্রচিত্তে ভাবনা ও কঠোর সাধনা ভিন্ন কদাচ উন্নতি হয় না।
কিন্তু, অবনতির পথ অতি পরিষ্কার। একটু অসাবধান হইলে
ক্ষণকালমধ্যেই অধঃপাত ঘটিতে পারে ;—

আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা ।

নিপাত্যতে ক্ষণেনাহধস্তথাগ্না গুণদোষয়োঃ ॥

অনুবাদ,—

অনেক যতনে হয় আশ্রম উন্নতি,
সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি ;
পর্কতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়,
নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময় ।

(হৃদয়দেব, ৪৪ শ্লোক)

৪। চিত্তের সম্পূর্ণ ঈশ্বর্য্যই সকল সিদ্ধির মূল। উত্তাপের
ন্যায় সিদ্ধির ব্যাঘাত আর নাই।^১ রিপূর উত্তেজনায় চিত্ত উত্তপ্ত
হইলে, বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হয়, এবং বিন্দুমাত্র উপলক্ষ্য
পাইলেই, চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ;—

প্রত্যাহঃ সর্কসিদ্ধীনামুত্তাপঃ প্রথমঃ কিল ।

অতিশীতলমপ্যস্তঃ কিং ভিনত্তি ন ভূতলম্ ॥

অনুবাদ,—

চিত্তের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়,
সর্কসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয় ;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত,
শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত ।

(বিগ্রহ, ৪৮ শ্লোক)

৫। কোনও কার্যে উদ্যোগ করিয়াই ফললাভের জন্ম ব্যগ্র হইও না। যথাকালে যথোচিত উদ্যোগ করিলে সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে। ফলের সময় উপস্থিত হইলে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না, এবং অসময়ে কেহই তাহা দিতে পারিবে না ;—

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ ।

তদ্বন্থীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ ॥

অনুবাদ,—

কৃষিকার্যে একদিনে ফল নাহি মিলে,
ফল তাহে ফলে কাণে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি সময়ে ফলে সুনীতি সকল,
ক্ষণমাত্রে কোনো নীতি না হয় সফল ।

(বিগ্রহ, ৪৬ শ্লোক)

৬। একমাত্র সরলতা দ্বারাই গুণের সম্ভাবনার হয়। খলের হস্তে গুণ পড়িলে সে গুণের দুর্গতির সীমা থাকে না। তাহা হইতে সফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে ;—

পয়ঃপানং ভূজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্ ।

উপদেশো হি মুর্খাণাং প্রকোপায় ন শাস্তয়ে ॥

অনুবাদ,—

দুঃশীল জনের যদি শিখাও সুনীত,
হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত ;
দুঃপান করে যদি বিষধরণ,
তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন ।

(বিগ্রহ, ৪ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যায়াহলকৃতোহপি সন্ ।

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

অনুবাদ,—

দুর্জন যদিপি হয় বিদ্যায় ভূষিত,
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;

যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ? ।

(মিত্রলাভ, ২০ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জনঃ শ্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্ ।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হাসীহলং বিষম্ ॥

অনুবাদ,—

দুর্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন,
তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন ;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয় ।

(বিগ্রহ, ৮৩ শ্লোক)

৭। ঝাঁহার জ্ঞান আছে, অর্নুষ্ঠান নাই ; ধন আছে, দান-
ভোগ নাই ; বল আছে, শক্রনিবারণের সাহস নাই ; আত্মা আছে,
ইন্দ্রিয়সংযম নাই ; তাঁহার সে জ্ঞান, সে ধন, সে বল ও সে আত্মা
থাকা বিড়ম্বনামাত্র ;—

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাহ্নুতে বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে ।
শ্রতেম কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ কিমাশ্রমা যো ন জিতেজ্জিয়ে ভবেৎ ॥

অনুবাদ,—

দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ?
কি ফল সে বলে, যাহে শক্র না পলায় ?
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয় ?
কি ফল আত্মায়, যাহা বশে নাহি রয় ? ।

(মিত্রলাভ, ১৬২ শ্লোক)

অপি চ,—

দুর্ভগাত্তরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা ।

অনুবাদ,—

দুর্ভগা নারীর অঙ্গী আভরণ প্রায়,
অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয় ।

(মিত্রলাভ, ১৭ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মুখাঃ যন্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্ ।
 স্মৃতিস্তিতং চৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যারোগম্ ॥১৮০॥
 ন স্বল্পমপ্যধ্যবসাম্ভীরোঃ করোতি বিজ্ঞানবিধিগুণং হি ।
 অক্ষস্য কিং হস্ততলস্বিতোহপি প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ,—

বহু শাস্ত্র পড়িলেও নাহি হয় জ্ঞান,
 অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্ ;
 নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
 ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ? । ১৮০ ।
 জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন,
 সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন ?
 অন্ধের হস্তে যদি দীপালোক রয়,
 তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয় ? । ১৮১ ।

(মিত্রলাভ, ১৮০, ১৮১ শ্লোক)

৮। পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে কদাচ বিস্মৃত হইও না ।
 পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রমে মঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হয় । চরিত্রই এ
 জগতে একমাত্র পূজ্য । অতএব, জাতি, কুল বা সম্বন্ধের দিকে
 দৃকপাত না করিয়া সর্বাস্তঃকরণে চরিত্রের পূজা কর ;—

জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিচ্ছন্যতে পূজ্যতে কচিৎ ।
 ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোহথবা ভবেৎ ॥

অনুবাদ,—

জাতিমাত্রে কেহ কারোঁ বধ্য পূজ্য নয়,
 ব্যবহারে বধ্য কিবা পূজনীয় হয় ।

(মিত্রলাভ, ৫২ শ্লোক)

৯। স্বজাতির অভ্যুদয়, স্বজাতির সম্পূর্ণ একতার উপর
 প্রতিষ্ঠিত হয় । জাতি-সাধারণ অভ্যুদয়ের ইহাই মূলসূত্র । যাঁহারা
 এই মূলসূত্র ছিন্ন করেন, তাঁহারা বিদেশের শত্রুকে স্বদেশে
 আহ্বান করেন । গৃহচ্ছিদ্র না পাইলে বাহিরের শত্রু ভিতরে

প্রবেশ করিতে পারে না (১) । জন্মভূমির সকল সম্ভাবনাই যদি একপ্রাণ হয়, সকল ভ্রাতায় যদি একাত্মা হয়, তবে কার সাধ্য যে সে জাতিকে উচ্ছিন্ন করে (২) ;—

সংহতবাদ যথা বেগুনিবিড়ঃ কণ্টকৈরুতঃ ।

ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃগজ্বাতবাংস্তথা ॥

অনুবাদ,—

যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে দৃঢ়ারুত হয়,

ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;

তেমনি সকল ভ্রাতা একাত্মা যথায়,

সে দেশ সহজে জয় করা নাহি যায় ।

(সংকী ৩০ শ্লোক)

যে জাতি পরাধীন, সে জাতি নিতান্তই অভিশাপগ্রস্ত । অতএব, স্বজাতির অতি ক্ষুদ্রটিকেও অসার ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবে না । সম্ভাবের (৩) একটি পরমাণু খসিলেও তাহা অকর্ষণ্য হইয়া যায় ।

(১) এই জন্যই শাস্ত্রে গৃহচ্ছিন্ন গোপনের ব্যবস্থা,—

আয়ুর্কিত্তং গৃহচ্ছিন্নং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্ ।

তপোদানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ॥

(মিত্রলাভ, ১৩৮)

(২) হিতোপদেশের মূলগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রে এইরূপ আছে,—

“লঘুন্যমপি সংশ্রয়ো রক্ষাটয়ৈ ভবতি,—

মহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ স্প্রতিষ্ঠিতঃ ।

সুমন্দেনাপি বাতেন শক্যো ধুনয়িতুং যতঃ ॥

এবং মনুষ্যমপ্যেকং শৌর্য্যেণাপি সমন্বিতম্ ।

শক্যং দ্বিষন্তো মন্ত্ৰস্তে হিংসন্তি চ ততঃপরম্ ॥

বলিনাপি ন বাধ্যস্তে লঘবোহপ্যেকসংশ্রয়াৎ ।

প্রভঞ্জনবিপক্ষেণ যথৈকস্থা মহীরহাঃ” ॥

একতার গুণে দুর্বলগণেও আত্মরক্ষা করিতে পারে । দেখ ! বৃহৎ বৃক্ষও যদি ঘনসন্নিবিষ্ট না থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তবে যেমন অল্প বায়ুতেও তাহাকে কম্পিত করে, তেমনি বলিষ্ঠ জাতিও পরস্পর একতাবন্ধনে দুঢ়বন্ধ না হইলে, সামান্য বিপক্ষেও তাহাকে পরাভব করিতে পারে । আর, ক্ষুদ্র বৃক্ষও পরস্পর দৃঢ়-সংশ্লিষ্ট থাকিলে, যেমন প্রবল বায়ুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল জাতিও সম্মিলিত হইলে, বলবান্ শত্রুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না ।

(৩) সম্ভাবের ব্যখ্যা,—

“বিশ্বেবাং হৃদয়ানাং বদক্ষযাং পরিবন্ধনম্ ।

একত্রক্ষমহাস্ত্রজৈগৈষ সম্ভাব ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

অজ্ঞানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা ।

তুণৈশ্চ গজমাশনৈর্বধ্যস্তে মন্তনস্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥

সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরন্নকৈরপি ।

তুবেণাপি পরিত্যক্তা ন প্রেরোহস্তি ততুলাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ,—

হর্ষলগণেও সিদ্ধি লভে একতার,

তুণের বৃঙ্জুতে মন্ত হস্তী বাঁধা যায় । ৩৫ ।

সজাতির কুদ্ৰটিও ছাড়া ভাল নয়,

তুসও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয় । ৩৬ ।

(মিত্রলাভ, ৩৫, ৩৬ শ্লোক)

১০ । অর্থের গুণাগুণ, ব্যবহারের উপর নির্ভর করে । রূপণতায় অর্থের অস্তিত্ব থাকে না (১), অপব্যয়ে ইহা বিবেক ন্যায় এবং সদ্ব্যয়ে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে । অতএব, হস্তে অসীম ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি বলিয়া, এক কড়া কড়িও অপব্যয় করিও না । যখন এক কড়া অপব্যয় করিতে যাইবে, তখন একবার মনে করা

প্রীতিনো বদ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্কে সছোদরাঃ ।

ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সস্তাবাহুপজায়তে ॥ ২ ॥

মৈত্রীবুদ্ধের্মহাশক্তিরনস্তা জায়তেহক্ষরা ।

মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েহপি ন লীয়তে ॥ ৩ ॥

এক ব্রহ্ম-রূপ মহাত্মা ষারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারি নাম 'সস্তাব' । ১ । নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি 'সস্তাব' হইতে উৎপন্ন হয় । ২ । মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; যে মনুষ্য-সমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান, মহাপ্রলয়েও তাহার বিলয় নাই" । ৩ ।

(১) মিত্রলাভ, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮ শ্লোক দেখ । ১৬৭ শ্লোক যথা,—

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি ।

পৃথীধাতনিধাতেন ধনেন ধনিনো বয়ম্ ॥

অনুবাদ,—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান,

সে ধনে তাহাকে যদি বল ধনবান্ ;

তবে ত মাটির নীচে কি ষা ধন নাই,

সে ধনেও ধনবান্ আমরা সবাই ।

উচিত যে, ঐ কড়িটি দ্বারা হয় ত একটি মুমূর্ষু মহাপ্রাণীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অথচ, সন্ধ্যায় সর্বস্ব দিতেও কাতর হইও না ;--

যঃ কাকিণীমপ্যপথপ্রপন্নাং সমুদ্বরেন্নিকসহস্রতুল্যাম্ ।

কালে চ কোটিষপি মুক্তহস্তঃ তং রাজসিংহং ন লহাতি লক্ষ্মীঃ ॥

অনুবাদ,—

এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচাক ;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ স্ফূকার্য্যে ত্যজিতে,
অণুমান মমতা না হয় বার চিন্তে ;
সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয় ।

(বিগ্রহ, ১২৬ শ্লোক)

১১। ধান্যই শ্রেষ্ঠ ধন। ধান্যই রাজার রাজলক্ষ্মী ও প্রজার প্রাণবায়ু। যে দেশে গৃহে গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকে, সে দেশ, দুর্ভিক্ষ বা বিগ্রহ কোনও বিপদেই সহসা অবসন্ন হয় না। অন্য ধনের বিনিময় ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু ধান্য, বিনা বিনিময়েই প্রাণরক্ষা করে। অতএব, প্রজার অন্নবলই রাজার রাজশক্তি, ইহা অবধারিত জানিয়া, রাজা স্বরাজ্যে প্রচুর ধান্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন (১) ;—

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজনুত্তমঃ সর্বসংগ্রহাৎ ।

নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্যাৎ প্রাণধারণম্ ॥

অনুবাদ,—

ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে বতনে,
ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহি এ ভুবনে ;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়,
ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায় ।

(বিগ্রহ, ৪৮ শ্লোক)

(১) অতি পূর্বকাল হইতে ধান্যই এ দেশের সর্বসাধারণের সর্বপ্রধান খাদ্য। এজন্য ধান্যেরই কথা বলা হইয়াছে। বিদেশীয় লোকেরা 'ধান্য'-শব্দে স্ব স্ব দেশের সর্বসাধারণের সর্বপ্রধান খাদ্য বুঝিবেন।

১২। এ সংসারে যাঁহার কোনও অভাব নাই, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ও স্বাধীন। যদি তুমি তৃষ্ণাকে না জয় করিতে পার, তবে, সমস্ত বহুধার ঐশ্বর্য্য হস্তে আসিলেও তোমার ন্যায় দরিদ্র আর নাই, এবং সমস্ত ভূমণ্ডল অধীনতা স্বীকার করিলেও তোমার ন্যায় পরাধীন আর নাই। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগতের সিংহাসনে স্বাধীন রাজা; তিনি, সংসারের প্রলোভনকে তৃণচ্ছান করিয়া, সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে বিচরণ করেন (১); তিনি মর্ত্ত্যলোকে আপনাত্ জন্য স্বর্গের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন (২)। আর যিনি সেই তৃষ্ণাকে প্রশয় দিয়াছেন, তিনি চিরজীবনের জন্য দারিদ্র্য ও দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়াছেন;—

না তৃষ্ণা চেৎ পরিত্যক্তা কো দরিদ্রঃ ক জীশ্বরঃ।

তস্যাম্বেচৎ প্রসরো দত্তো দাস্যং চ শিরসি স্থিতম্॥

অনুবাদ,—

কে বা রাজা কে বা প্রজা? তৃষ্ণা যদি যান,

তৃষ্ণাকে প্রশয় দিলে দাসত্ব মাথায়।

(মিত্রলাভ, ১২৬ শ্লোক)

অপি চ,—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।

তৃষার্হো হুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥ ১৪৯ ॥

ধনলুক্কো হুসন্তুষ্টোহনিয়তাশ্বাহজিতেক্রিয়ঃ।

সর্কীএবাপদন্তস্য যস্য তুষ্টং ন মানসম্ ॥ ১৫০ ॥

(১) “তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং শূরস্য জীবিতম্।

জিতাক্ষস্য তৃণং নারী নিম্পৃহস্য তৃণং জগৎ” ॥

ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট স্বর্গ তৃণতুল্য, বীরের নিকট জীবন তৃণতুল্য, জিতেক্রিয়ের নিকট নারী তৃণতুল্য, এবং নিম্পৃহের নিকট জগৎ তৃণতুল্য। (পুঙ্ক চাণক্য)

(২) ৪০ নং চাণক্য শ্লোক ও তাহার মংকৃত অনুবাদ দেখ,—

“অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোহসৌ মহীতলে”।

“অভাবেও সদাই সন্তুষ্ট যার মন,

মর্ত্ত্যেও স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে সেই জন”।

সর্বাঃ সম্পত্তয়ন্তস্য সন্তুঃ বস্য মানসম্ ।
 উপানদগুতপাদস্য নহু চন্দ্রাবৃত্তেব ভূঃ ॥ ১৫১ ॥
 সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ স্ত্বং শাস্তচেতসাম্ ।
 কুতস্তদ্ ধনলুকানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ১৫২ ॥
 তেনাহীতং শ্রুতং তেন তেন সর্বমহুষ্টিতম্ ।
 বেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ ক্লভা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১৫৩ ॥
 অসেবিতৈখরদ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথম্ ।
 অহুত্কলীবচনং ধন্যং কস্যাহপি জীবনম্ ॥ ১৫৪ ॥
 ন যোজনশতং দূরং বাহুমানস্য তৃষ্ণয়া ।
 সন্তুষ্টিস্য করপ্রাপ্তেহপ্যর্থং ভবতি নাদরঃ ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ,—

লোভেই সবার বুদ্ধি হয় বিচলিত,
 লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জাঁনিবে নিশ্চিত ;
 একবার পড়ে যদি দারুণ তৃষ্ণায়,
 ইহকালে পরকালে ষোর ছুঃখ পায় । ১৪৯ ।
 ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়,
 বাহার ইঞ্জির মন আত্মবশে নয় ;
 এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে,
 সে সকল যার সেই অভাগার কাছে । ১৫০ ।
 সদাই সন্তোষপূর্ণ বাহার হৃদয়,
 সকল সম্পদ তার সকল সময় ;
 চন্দ্রের পাহুকা যার পদতলে রয়,
 তার পক্ষে সব স্থান হয় চন্দ্রময় । ১৫১ ।
 সন্তোষ-অমৃত পানে ॥ স্ত্বা তৃষ্ণা যে না জানে
 শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়,
 ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা
 হয় ! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায় ? । ১৫২ ।
 সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
 সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা । ১৫৩ ।
 যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে,
 বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;

বদনে না মরে যার নিস্তেজ বচন,
 ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন । ১৫৪ ।
 তৃষ্ণার বাহিত হোলে নাহি মানে দূর বোলে
 শত শত যোজন সে জন,
 সন্তুষ্ট যাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন
 হাতেও পাইলে বহু ধন । ১৫৫ ।

(মিত্রলাভ, ১৪২—১৫৫ শ্লোক)

১৩। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধের জন্য সর্বপ্রথমে
 আত্মাকে রক্ষা করিবে। কেননা,—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ ।
 তান্ন নিয়তা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতুম্ ॥

অনুবাদ,—

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহা কিছু বল !
 জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল ;
 সে জীবন হারাইলে কি বা না হারায় ?
 সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায় ? ।

(মিত্রলাভ. ৪৪ শ্লোক)

কিন্তু যদি পরোপকারের জন্য আত্মাকেও বিসর্জন করিতে
 হয়, তাহাতে অণুমাত্র দ্বিধা করিও না। জানিও যে,—একমাত্র
 পরোপকার বারাই চতুর্বিধ-ফল লাভ করা যায়। অনিত্য ও
 অশুচি দেহের বিনিময়ে যাঁহার ভাগ্যে নিত্য ও নির্মল যশ লাভ
 হয়, তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান আর কে আছে ?—

ধুনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ।
 সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ৪৫ ॥
 যদি নিত্যমনিত্যেন নির্মলং মলবাহিনা ।
 যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ,—

পর-হিতে ধন প্রাণ যেই জন করে দান
 তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি' জানিবে নিশ্চয়,
 চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি হবে
 সুকার্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়। ৪৫ ।

দিয়া এই মলাধার বিনশ্বর দেহ,
নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ ভুজ্জ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি দইল কিনিয়া । ৪৯ ।

(মিত্রলাভ, ৪৫, ৪৯ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

ভবেহ্মিন্ পরনোদ্রাস্তবীচিবিজ্রমভকুরে ।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যরঃ ॥

অনুবাদ,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে বেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন ;
যে করে অনিত্যদেহ পরত্বিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্ ।

(বিগ্রহ, ১৪৫ শ্লোক)

১৪ । পুণ্য জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে দেহ ও মন পুল-
কিত হয়, সাধুসঙ্গে চরিত্রে পবিত্র হয়, এবং ঈশ্বর-ভক্তি দ্বারা আত্মা
ধূতপাপ হয় । অতএব, গঙ্গানান, সাধুসঙ্গ ও নারায়ণে ভক্তি,
এই তিনটি, অসার সংসারে সার বলিয়া জানিও (১) ;—

সংসঙ্গঃ কেশবে ভক্তিগঙ্গী স্তসি নিমজ্জনম্ ।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাগি ভাবয়েৎ ॥

অনুবাদ,—

নারায়ণে ভক্তি আর সাধু-সহবাস,
স্বিমল গঙ্গার জলে নানি বার মাস ;
অসার সংসারমধ্যে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ স্থখ কিবা আছে আর ? ।

(মিত্রলাভ, ১৩২ শ্লোক)

১৫ । মনুষ্যের যত প্রকার শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ভাব-শুদ্ধিই

(১) শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমস্তভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষাই
মনুষ্যের পূর্ণ শিক্ষা । এই তিন সার বস্তু দ্বারা সেই পূর্ণ শিক্ষার কথা বলা
হইল ।

প্রকৃত শুদ্ধি (১)। অন্য তীর্থে স্নান করিলে দেহ পূত হয় বটে, কিন্তু আত্মা-রূপ মহাতীর্থে অবগাহন না করিলে অন্তরাত্মা পূত হয় না ;—

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকশীলতটা দয়োন্মিঃ।

তত্রাহভিবেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ! ন বারিণা শুধ্যতি চাহস্তরাত্মা ॥

অনুবাদ,—

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার খাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;
সকল জীবের প্রতি স্তুতি অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বায়েবার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয় !
অন্ত জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয় :

(সন্ধি, ৩০ শ্লোক)

১৬। দান, পুণ্যের প্রধান অঙ্গ। যে দান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উচ্ছলিত হয়, সেই সাত্ত্বিক দানই পুণ্যের অঙ্গ। যে গুণে জগদীশ্বর এই অনন্তকোটি জীবের পালন করিতেছেন ; যাহার প্রভাবে জীবের জন্মমাত্র মাতৃস্তন হইতে

(১). শুদ্ধি দুই প্রকার,— বাহ্য-শুদ্ধি ও ভাব-শুদ্ধি। মৃত্তিকা, গোময়, জল প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি হয় ; সত্য, সংযম, দয়া, শীল ও তক্তি প্রভৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধিকে ভাব-শুদ্ধি বলে,—

“সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিচ্ছিন্ননিগ্রহঃ।

সর্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচং তু পঞ্চমম্ ॥

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাত্মান্তরং তথা।

যুক্তলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথাস্তরম্” ॥ (গারুড়ে)

ভাব-শুদ্ধিই পুরুষার্থসিদ্ধির মূল ; এজন্য ভাব-শুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ,—

“অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।

ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্ ॥

ন দেবো বিদ্যাতে কাষ্ঠে ন পাবাণে ন মুগ্ধয়ে।

ভাবে হি বিদ্যাতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্” ॥ (বৃদ্ধচারণক)

যেমন অগ্নিহোত্র বিনা বৈদিক অহুষ্ঠান হয় না, দান বিনা পুণ্যকর্ম হয় না, তেমনি, ভাব অর্থাৎ আত্মার পবিত্র প্রেম বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠ, পাবাণ, ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভাবেই ঈশ্বর বিদ্যমান। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ।

অমৃতধারা নিঃসৃত হয় (১); যে গুণের প্রভাবে অনশন-মুখুর্ষু একটি প্রাণী আপনার মুখের অন্ন অণুর মুখে প্রদান করে; যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের সংস্পর্শও নাই; তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে। অতএব, অভিমানের স্পর্শশূন্য হইয়া পরিশুদ্ধ হৃদয়ে সংপাত্রে দান করিবে;—

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেহুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্বিকং স্মৃতম্ ॥

অনুবাদ,—

যাহে নাই স্বার্থমাত্র বাহে দেশ কাল পাত্র

বিচার করিয়া দেখা হয়,

বিগুহ্ব কর্তব্য জ্ঞান করি' যাহা কর দান

তাকেই সাত্বিক দান কর'।

(মিত্রলাভ, ১৫ শ্লোক)

দরিদ্রই দানের পাত্র, আর কেহ নহে;—

মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ কুর্ধার্ভে ভোজনং তথা।

দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন ! ॥ ১০ ॥

দরিদ্রান্ ভর কোশ্চেষু ! মা প্রযচ্ছুশ্বরে ধনম্।

ব্যাধিতস্তোষধং পথ্যং নীরুজস্ত কিমৌষধৈঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ,—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য কুর্ধার্ভে ভোজন,

সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন ! ॥ ১০ ॥

কুস্তীর নন্দন ! কর হে ! তরণ

দীন দুঃখী যে সকল ;

ঔষধে মঙ্গল রোগীর কেবল

সুস্থ জনে কিবা ফল ? ॥ ১৪ ॥

(মিত্রলাভ, ১০, ১৪ শ্লোক)

১৭। পরদুঃখই দয়ার আলম্বন। শিশুর কাতরস্বরে জন-
নীর হৃদয় যেমন আর্দ্র হয়, এবং সেই শিশু মলমূত্রে লিপ্ত হইলেও

(১) গর্ভাভূৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ।

যধনি জনমে জীব দেখ ! এ ভুবনে,

দুঃখধারা বহে তার জননীর স্তনে।

(মিত্রলাভ, ১৮ শ্লোক)

জন্মনী যেমন নির্বিকারচিত্তে তাহাকে জেগেড়ে লয়েম, তেমনি
 ছুঃখিতের কাতরবরে যাঁহার হৃদয় আর্জ হয়, এবং সেই ছুঃখিত
 প্রাণী অস্পৃশ্য হইলেও যিনি নির্বিকারচিত্তে তাহাকে বকে ধারণ
 করেন, তিনিই প্রকৃত দয়ালু। অতএব, দয়া করিতে চণ্ডালের
 প্রতিও বিমুখ হইও না। যে, চণ্ডাল যেখিয়া মুখ ফিরায়, সে কর্ম-
 চণ্ডাল। নির্দয় ব্যক্তিকেই কর্মচণ্ডাল বলে (১)। কর্মচণ্ডালের
 ন্যায় অধম আর নাই ;—

নিগুণেষপি সবেষু দয়াঃ কুর্কতি সাধবঃ ।
 ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রচণ্ডালবেশ্বনি ॥

অর্থঃ,—

অধম জনেও দয়া স্মৃতিগুণ করে,
 চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের বশে ? ।

(বিজ্ঞানত, ৬৩ শ্লোক)

১৮। গৃহস্বাশ্রম সকল আশ্রমের উপজীব্য। প্রাণিগণ যেমন
 প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণ ধারণ করে, তেমনি গৃহস্বকে
 আশ্রয় করিয়াই, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই
 জীবিত থাকে। সকলের উপজীব্য বলিয়াই, পণ্ডিতেরা এই
 আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া থাকেন (২)। মনুষ্যকে, সর্ব-
 জীবের ভূণ্ডিকামনায় অতি সংযতভাবে এই আশ্রমে প্রবেশ

(১) রামচন্দ্র, সীতার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াই আপনাকে ‘কর্মচণ্ডাল’
 বলিয়াছিলেন ;—

“অপূর্বকর্মচণ্ডালময়ি মুখে বিযুক্ত বাম্ ।
 প্রিতালি চন্দনভ্রাতৃয়া হুর্কিপাকং বিবক্রমম” ॥
 (উত্তবরানচরিত)

(২) “যথা বাহুঃ সনাপ্রিত্য বর্তন্তে সর্বভক্তবঃ ।
 তথা গৃহস্বাপ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥
 ব্রহ্মণ্ডে জ্যোত্ব্যশ্রমিণো জানেন্নাহিয়েন চাষহম্ ।
 গৃহস্থেইনৈব ধার্যন্তে ভ্রাতৃজ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥
 স সকার্য্যঃ প্রবেশেন অর্পনকরমিচ্ছতা ।
 হুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং বোধ্যার্থ্যো হুর্কলেপ্রিঠৈঃ” ॥

করিতে হয়। আতিথ্যই এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যিনি এই আতিথ্য-ব্রত প্রাণপণে পালন করিয়া থাকেন, তিনিই গৃহস্থ। বাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, চিরশীতল ভাগীরথী-বকের ন্যায় প্রাণিমাাত্রেরই তাপ-শান্তির জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকে, তিনিই গৃহস্থ। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, সকলকেই যিনি সমভাবে আশ্রয় দান করেন, তিনিই গৃহস্থ,—

অরাবপ্যচ্চিতং কার্যনাতিথ্যং গৃহমাগতে ।

ছেতুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়ং নোপসংহরতে ক্রমঃ ॥ ৬০ ॥

উত্তমস্যপি বর্ণস্য নীচোহপি গৃহমাগতঃ ।

পূজনীয়ো যথাযোগ্যঃ সৰ্বদেবমরোহতিথিঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—

পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে বিহিত ;
পাশে বসি' কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ ॥ ৬০ ॥
নীচও আসিলে উচ্চ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে বতনে ;
একমাত্র অতিথিই সৰ্বদেবমর,
অতিথি-পূজার সৰ্বদেব-পূজা হয় । ৬৫ ।

(মিত্রলাভ, ৬০, ৬৫ স্লোক)

অপিচ,—

শ্লাঘ্যঃ স একো ভূবি মানবানাম্ স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স যতঃ ।

যস্তার্থিনো বা শরণাগতা বা নাশাবিভিন্না বিমুখাঃ প্রকান্তি ॥

অনুবাদ—

এ ভূবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন,
যন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন ;

“সৰ্বদেবামেব চৈতেষাং বেদস্থতিবিধানতঃ ।

গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীন এতান্ বিভক্তিঁ হি ॥

যথা নদীনদাঃ সৰ্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতম্ ।

তথৈবাত্মনিঃ সৰ্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতম্ ॥”

(মহু, ৩য় অধ্যায়, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ৩ষ্ঠ অধ্যায়, ৮২, ৯০ স্লোক)

বার কাছে বাচক পরাগত জনে,
আশায় আসিলা নাহি কিরে ভয়মনে ।

(মিত্রলাভ, ২০১ শ্লোক)

গৃহীর হৃদয়ের প্রীতিই অতিথির তৃপ্তির কারণ (১) । অতিথি
পরিতৃপ্ত হইলেই আতিথ্য সম্পূর্ণ হয় । অভিমানে অতুল রাজ-
ভোগ দান করিলেও অতিথিসংকার হয় না ; অথচ, শ্রদ্ধায়
এক মুষ্টি শাকাম দান করিলেও অতিথিসংকার হয় । অতিথিকে
যদি শাকাম দিবারও সামর্থ্য না থাকে, তবে,—

ভূগানি ভূমিরুদ্ধকং বাক্ চতুর্থী চ হ্নতা ।

এতাত্তপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥

অর্থবাদ,—

ভূগ, ভূমি, জল আর হ্নত বচন,

ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্বক্ষণ ।

(মিত্রলাভ, ৬১ শ্লোক)

১৯ । আত্মার নীচতাই ভেদজ্ঞানের মূল । যেমন, অভ্রভেদী
গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলে, আর সম বিষম জ্ঞান
হয় না, সকল পদার্থই সমতল দেখায়, তেমনি মোহভেদী উন্নত
আত্মা হইতে এই জীবলোকে দৃষ্টিপাত করিলে, আর ভেদজ্ঞান
হয় না, সকল জীবকেই সমান জ্ঞান হয় । যিনি সেই অভেদ-
চক্ষে সমস্ত জীবকেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত
মহাত্মা (২) ;—

(১) আতিথ্যেয়ী দ্রৌপদী, প্রীতিগুণেই শাকামের করিকায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত
করিয়াছিলেন, এবং আতিথ্যেয় বিহীন, প্রীতিগুণেই ততুল-কণায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত
করিয়াছিলেন ।

(২) “ভয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময়াসহিষ্ণুঃ ।

সর্বং পশ্যাৎস্বন্যাৎস্বানম্ সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥” (মোহমুগ্ধার)

ভূমি, আনি,—সর্বঘটে একই ঈশ্বর,

ভবে কেন রুধা স্বন্দ কর পরম্পর ;

সর্বভূতে সর্বমতে ছাড় ভেদজ্ঞান,

আত্মা-মধ্যে পরমাত্মা দেখ ! বিদ্যমান্ত ।

অয়ং নিজঃ পরো কেতি গণনা লক্ষ্যেতনাম্ ।
উদারচরিতানাং হু বহুধৈব কুটূৰকহু ॥

অনুবাদ,—

আপনার পর ভাবে কৃত্রিমতা নয়,
মহাত্মার বিধই আপন পরিবার ।

(মিত্রলাভ, ১২ শ্লোক)

২০। যদি ধৰ্ম্মপথে অবিচলিত থাক, তোমার অন্ন ভগবান্‌ই
বিধান করিবেন ;—

যেনু গুৰীকৃত্য হংসো গুৰীশ্চ হরিতীকৃত্যঃ ।
ময়ূরাশ্চিক্রিত্য যেন স তে বৃত্তিঃ বিশ্বাস্যতি ॥

অনুবাদ,—

গুৰুবর্ণে শোভে হংস ষ্ট্রাহার কৃপায়,
অপূৰ্ণ হরিতবর্ণে গুৰ শোভা পায় ;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্র-বরণ,
ঐহারি কৃপায় হবে তোমার ভরণ ।

(মিত্রলাভ, ১৮২ শ্লোক)

২১। ষ্ট্রাহার ছদয় মধুময়, ঐহার বদন হইতে মধুর বচনই
নির্গত হয়। স্মশীল মিষ্টভাবীর কেহ শত্রু নাই (১)। যিনি
লোককে মিষ্টকথা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে জানেন না, তিনিই
'অজ্ঞাতশত্রু' ;—

কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্ ।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্ ॥

অনুবাদ,—

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি তার ?
ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার ?
কি আছে বিদেশ তার ? বিদ্যানু যে হয়,
কেবা শত্রু তার ? যেই প্রিয়কথা কর ।

(স্বপ্নভেদ, ১১ শ্লোক)

(১)

“সীলেন হি ক্রমৌ শোক্যঃ শক্যা জেজুং ন সংশয়ঃ ।
ন হি কিঞ্চিদগাথাং বৈ লোকে সীলবতাং ভবেৎ” ॥

(মহাত্মারত, শান্তিপর্ক, রাজধর্ম) ।

প্রণয়-মধুর সাঙ্ঘনাবাক্যে সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়। রাজ-নীতিশাস্ত্রে, 'সাম', 'দান', 'ভেদ', 'বিগ্রহ',—এই চারি উপায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু, সিদ্ধিলাভ, 'সাম' অর্থাৎ মিস্টকথার উপর প্রতিষ্ঠিত ;—

যদ্যপ্যুপায়শ্চত্বারো নির্দিষ্টাঃ সাধ্যসাধনে।

সংখ্যামাত্রং কলং তেষাং সিদ্ধিঃ সান্নি ব্যবস্থিতা ॥

অনুবাদ,—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,—চারিটি কৌশল,

দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল ;

সর্বকালে সাম সবে করিবে আশ্রয়,

সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।

(সঙ্কি, ১০২ শ্লোক)

২২। যিনি পরের বেদনায় আত্মবেদনা অনুভব করেন, তিনি সর্বপ্রকার হিংসা হইতে স্বতই নিবৃত্ত হন। যিনি সর্ব-হিংসা-নিবৃত্ত, তিনিই সাধুপুরুষ। অতএব, আত্মতুলনায় পরের কষ্ট ভাবিয়া দেখ, এবং “অহিংসা পরমো ধর্মঃ”—এই স্বর্গীয় অক্ষর কয়টি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখ (১) ;—

প্রাণা যধাত্মনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথহু।

আত্মোপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুরুস্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

প্রত্যখ্যাানে চ দানে চ সুখহুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।

আত্মোপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

(১) “পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্য-ত্রৈকমত্যাং”—“প্রমাণস্বরূপ ধর্মশাস্ত্রসকলে পরস্পর মতভেদমুখ্যাকিলেও, অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকার করে”।

(মিত্রলাভ, ৩৩পৃষ্ঠা)।

“অক্রোধঃ সর্বভূতেষু কর্শুণা মনসা গিরা।

অহুগ্রহশ্চ দানং চ সত্যং ধর্মঃ সনাতনঃ” ॥ ।

(মহাভারত, অশ্বশাসনপর্ব, ১৪৫ অধ্যায়)

“ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং বদাম্মনঃ।

সংগ্রহেণৈব ধর্মঃ স্যাৎ কামাদনাঃ প্রবর্ততে” ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৮ অধ্যায়)

সর্বহিংসারিবৃত্তা যে নরাঃ সর্বসহাশ্চ যে ।
সর্বদ্যায়ত্রয়ভূতাস্তে কে নরাঃ সর্বপাশিনঃ ॥ ৬৩ ॥

সহুবাদ,—

আমি ভালরাসি নিজ জীবন যেমনি,
অন্যে ভাল বাসে তার জীবন তেমনি ;
সাধুগণ এইরূপ আত্ম-তুলনার,
প্রকাশেন পরদুঃখে নরা অতিশয় । ১১ ।
পর-চিন্তে সুখ কিবা দুঃখ-উৎপাদন,
পর প্রতি প্রিয় কিবা অপ্রিয় কখন ;
প্রীত্যাখ্যান কিবা দান, কোনটি বিহিত,
আত্ম-তুলনার তাহা বুঝিবে নিশ্চিত । ১২ ।
যাঁদের বতাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ,
আনন্দে সহেন যারা সমুদয় ক্লেশ ;
সর্বজীবে দেন যারা যতনে আশ্রয়,
সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয় । ৬৬ ।

(মিত্রলাভ, ১১, ১২, ৬৬ শ্লোক)

২৩। অধর্ম দ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহা রাজভোগ হইলেও, বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর । কেন না, সে অন্নের সঙ্গে বহু বিষ, বহু বিপত্তি, বিস্তর শঙ্কা ও বিষম আত্মগ্লানি । এজন্য, তাহা রাজভোগ হইলেও, নরকভোগে পরিণত হয় । অতএব, যে অন্নে বিষ নাই, বিপত্তি নাই, শঙ্কা নাই, আত্মগ্লানি নাই, এবং যাহা প্রকুল্ল মনে ও প্রফুল্ল বদনে চিরদিন সমান উপভোগ করিতে পারিবে, সেই নিষ্পাপ অন্নই উপার্জন কর । তাহা শাকাম হইলেও, অমৃত (২) । শান্তিদেবী, রাধণের স্বর্ণপুরীতে বাস করেন না, বাগ্নীকিরণকুটীরেই তাঁহার অধিষ্ঠান ;—

(২) ভ্রমলোকের জীবিকার বিষয় বল্ল বলেন,—

“ন লোকবৃদ্ধঃ বর্জিত বৃদ্ধিহেতোঃ কথকন ।
অজিহামশঠাঃ শুদ্ধাঃ জীবেন্দ্রাক্ষণস্বীকরাঃ ॥
বৎ কর্ম কুর্বতোহস্য স্তাৎ পরিতোষোহস্তরাশ্বনঃ ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতং তু বর্জয়েৎ ॥

পানীরং বা নিরাসং স্বাক্ষরং বা তরোত্তরম্ ।

বিচার্য খলু পশ্যামি তৎ স্মরণং যত্র নিবৃতিঃ ॥ ১৫২ ॥

বৃক্ষদ্বনজাতেন শাকেনাপি অপূৰ্য্যতে ।

অস্য দঙ্কোদরস্যার্থে কঃ কুৰ্ব্বাৎ পাতকং মহৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ,—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়,

আর যদি পরমানে থাকে নানা ভয় ;

এ উভয় বিচারিয়া বুঝিহু নিশ্চয়,

তাহাই স্মরণে, বাহে মনে শান্তি হয় । ১৫২ ।

অরণ্যে স্বভাব-জাত-শাকেও যা ভরে,

সে পোড়া পেটের দ্বারে পাণ কেন করে ? ১০ ।

(মিত্রগোষ্ঠ, ১৫২, ১০ শ্লোক)

২৪ । ভিক্ষা করিয়া বা পরের গলগ্রহ হইয়া আত্মপোষণ
করারূপে অধম জীবিকা আর নাই । মনস্বী ব্যক্তি বরং প্রাণ-
ত্যাগ করেন, তথাপি পরপিণ্ডে আত্মপোষণ করেন না ;—

মনস্বী ত্রিভুজে কখনং কার্ণপ্যং নতু গচ্ছতি ।

অপি নিক্রাণমায়তি নানলো য়তি নীততাম্ ॥ ১৪০ ॥

কুসুমস্তবকস্যেব হে বৃন্তী তু মনস্বিনঃ ।

সর্কেষাং মুক্তি, বা তিষ্ঠেৎ বিল্লীর্ঘ্যেত বনেহথবা ॥ ১৪১ ॥

বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সস্তপিতোহনলঃ ।

নোপচারপরিভ্রষ্টঃ রূপণঃ প্রার্থিতো জনঃ ॥ ১৪২ ॥

অধাশ্লিক্ষে নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্ ।

হিংসারতচ্চ যো নিত্যং ত্বেহাসৌ স্মধমেধতে ॥

ন সীমস্তপি ধর্মেণ মনোহধর্মে নিবেশয়েৎ ।

অধাশ্লিক্ষাণং পাপানামান্ত পশ্যান্ বিপর্যয়ম্ ॥

অধর্মেণৈব তে তাবন্ততো ভদ্রানি পশ্যতি ।

ভক্তঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলং তু বিনশ্যতি” ॥ (মহু, ৪র্থ অধ্যায়)

জীবিকার জন্য কদাচ স্থগিত কার্য্য করিবে না, নিষ্পাপ সাধুজীবিকাই আশ্রয়
করিবে । যে কর্ম্মে অন্তরাশ্রয় নির্মল পরিতোষ জন্মে, তাহাই করিবে । অস-
হুপায়ে উপার্জন করিয়া এ জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না । পাপিষ্ঠগণের
বিষম পরিণাম দেখিয়া, প্রাণান্তেও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না । অধর্ম্ম দ্বারা
আপাততঃ সমৃদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হইতে গ্ন ।

যস্য মিত্রেণ সস্তাবো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ ।

যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততৌ নাক্তৌহ পুণ্যবান্ ॥ ৪০ ॥

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্যো ন চান্বজ্জে ।

বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং বাদৃঙ্ মিত্রে স্তবাবজ্জে ॥ ২২০ ॥

শোকারাতিভয়ত্রাণং শ্রীতিবিশ্রমভাজনম্ ।

কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২২৩ ॥

মিত্রং শ্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ

পাত্রং যৎ সূত্ৰহঃখরোঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্ হ্রলভম্ ।

যে চাত্রে সূত্ৰদঃ সমৃদ্ধিসময়ে জব্যাবিলাষাকুলাঃ

তে সৰ্বত্র মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ,—

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা সস্তাবণ,

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা আলাপন ;

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান,

তার তুল্য কে বা আর আছে পুণ্যবান্ ? । ৪০ ।

যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন,

সে জন যেমন হয় বিশ্বাস-ভাজন ;

জননী, গৃহিণী আর সোদর, তনয়,

তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই উ নয় । ২২০ ।

বিশ্বাসে প্রণয়ে যার হৃদয় ভরিয়া,

শোক দুঃখ শত্রুভয় যার পলাইয়া ;

‘মিত্র’-এ অমৃতরস দুইটি অক্ষর,

আহা! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর ? । ২২৩ ।

যে জন অমৃতরস নেত্রের অঞ্জন,

যে জন আনন্দরস হৃদয়-বন্ধন ;

সুখে সুখী হুখে হুখী সদা যেই জন,

জানিবে হ্রলভ ভবে সে মিত্র-রতন ;

মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়,

কেবল স্বার্থের তরে আসি’ মিত্র হয় ;

নিকবে পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন,

বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন । ২২৪ ।

(মিত্রলাভ, ৪০, ২২০, ২২৩, ২২৪ শ্লোক)

২৬। পঞ্চভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে ভৌতিক পিণ্ডের অনু-
ক্ষণ রূপান্তর ঘটিতেছে। ইহাই সংসারের প্রকৃতি। মূঢ় লোকে
ইহা না বুঝিয়াই শোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু, পণ্ডিতের নিকট
সকলি স্প্রকাশ। তিনি সংসারের স্বরূপ বুঝিয়া শোকমাগর
উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আত্মা মোহ-তিমির ভেদ করিয়া নিত্য-
নন্দময় জ্ঞানালোক উপভোগ করে;—

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্তানশতানি চ।

দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশস্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ (মিত্রলাভ, ২ শ্লোক)

নাহপ্রীপ্যনভিবাঙ্কস্তি নষ্টং নৈচ্ছস্তি শোচিতুম্।

আপৎস্বপি ন মুহুস্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ (মিত্রলাভ, ১৭৯ শ্লোক)

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।

ঐশ্বর্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ (সন্ধি, ৭১ শ্লোক)

অনুবাদ,—

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয়,

মূঢ়ই প্রবেশে নিত্য, জ্ঞানী সুখে রয়।

অলভ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা,

বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা ;

বিপদেও যেই জন মুগ্ধ নাহি হয়,

প্রকৃত পণ্ডিত সেই জ্ঞানিবে নিশ্চয়।

জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব,

প্রিয়জন-সহবাস, অনিত্য ঐ সব ;

প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে,

সে কভু বিয়োগ-শোকে মুগ্ধ না হইবে।

অপি চ,—

যথা কাষ্ঠং চ কৃত্তং চ সমেরাতাং মহোদধৌ ।

সমেত্য চ ব্যপেরাতাং তদ্বদ্ধুতসমাগমঃ ॥ ৭২ ॥

যথা হি পৃথিকঃ কশ্চিৎ ছায়ামাপ্রিত্য তিষ্ঠতি ।

বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছৎ তদ্বদ্ধুতসমাগমঃ ॥ ৭৩ ॥

পঞ্চভূতিনির্দ্বিষ্টে কারে পঞ্চভূৎ চ পুনর্গতে ।

স্বাং স্বাং যোনিমগ্নপ্রাপ্তে কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৭৪ ॥

নাহ্নমত্যস্তসংবাসো লভ্যতে যেন কেনচিৎ ।
 অপি যেন শরীরেণ কিমুর্ভান্যোন কেনচিৎ ॥ ৭৬ ॥
 ব্রহ্মন্তি ন নিবর্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং বথা ।
 বায়ুরাদায় মর্জ্যানাং সদা রাজ্যাহনী তথা ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ,—

সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়,
 কাষ্ঠসম জীব যত ভাসিতেছে তার ;
 কাঠে কাঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন,
 জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;
 ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়,
 আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায় । ৭২ ।
 যেমন পথিকগণ এক তরু-তলে,
 ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে ;
 তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে,
 পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে । ৭৩ ।
 পাঁচেই নিশ্চিত দেহ পাঁচেই মিশায়,
 তবে কেন তার তরে করে হায় হায় ? । ৭৪ ।
 আপনারি দেহ দেখ ! আপনার নয়,
 কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয় ;
 তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন ?
 চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন । ৭৬ ।
 তটিনীর খরতরু প্রবাহ যেমতি,
 অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি ;
 তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গতে লইয়া,
 অনন্ত কালের স্রোত চলিছে বহিয়া । ৭৭ ।

(সকি)

২৭ । ভগবান্ অনন্তদেব, যে কল্যাণময়ী মহাশক্তির প্রভাবে
 অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাহাকে ধর্ম্ম বলে (১) ।

(১)

“নামা ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ” । ইত্যাদি ।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৩৭ অধ্যায়) ।

“ধারণাধর্ম্মমিত্যাহর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ ।

যৎ স্রাক্ষারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে” ॥

(মহাভারত, রাজধর্ম্ম ১০৯ অধ্যায়) ।

সেই বিশ্বস্তর ধর্মের অপর নাম সত্য (১)। সত্য, স্বয়ং 'সৎ' অর্থাক্ষরসর্বকাল অদ্বৈতভাবে বিদ্যমান। সত্যের বিকার নাই, ব্যভিচার নাই। প্রলয়কালের শত শত কালরাত্রিও সত্য-জ্যোতি বিলুপ্ত করিতে পারে না;—

ন সা সত্য বত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম।

ধর্মঃ স নো বত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ যৎ ছলমভ্যুপৈতি ॥

অনুবাদ,—

সত্য নহেতাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়,

বৃদ্ধনহে সেই, যেবা ধর্ম নাহি কয় ;

(১) প্রাণধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,—‘ধর্ম’ও ‘সত্য’ একই পদার্থ। এজন্য, পূর্বে পণ্ডিতেরা ধর্মের যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন; ধর্মের যে যে উপাদান স্থির করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই উপাদান স্থির করিয়াছেন; ধর্মের যে যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন; ধর্মকে যে আকারে যে ভাবে দেখিয়াছেন, সত্যকেও সেই আকারে সেই ভাবে দেখিয়াছেন;—

“সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিশ্বজতে প্রজাঃ।

সত্যেন ধার্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি ॥

• অন্তং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হাধঃ।

তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃত্তাঃ ॥

স্বর্গঃ প্রকাশইত্যাছন্নরকং তম এব চ।

সত্যান্তর্ভূতহৃভয়ং প্রাপ্যুত জগতীচরৈঃ ॥

রাহুগ্রস্তস্য সোমস্য বধা জ্যোৎস্না ন ভাসতে।

তথা তমোহভিভূতানাং ভূতানুংনশার্তে স্মৃথম” ॥

তত্র যৎ সত্যং স ধর্মো যো ধর্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎ স্মৃথমিতি। তত্র বদন্তং সোহধর্মো যোহধর্মস্তৎ তমো যৎ তমস্তৎ হৃথমিতি”।

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম, ১৯০ অধ্যায়)।

—অর্থঃ.—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-কর্তা। আত্মা, সত্য দ্বারাই জ্যোতির্ময় স্বর্গমধ্যে নীত হয়। তমই অসত্যের মূর্তি। আত্মা, তমোগ্রস্ত হইয়া অধোগামী হইতে থাকে। চন্দ্র, রাহুগ্রস্ত হইলে, যেমন তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রকাশ পায় না, আত্মা তমোগ্রস্ত হইলেও, তাহা হইতে আনন্দময় সত্য-জ্যোতি প্রকাশ পায় না। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম; যাহা ধর্ম, তাহাই প্রকাশ; যাহা প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, এবং যাহা স্বর্গ, তাহাই স্মৃথ। যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম; যাহা অধর্ম, তাহাই তম; যাহা তম, তাহাই নরক, এবং যাহা নরক, তাহাই হৃথ। অতএব, ‘ধর্ম’ ও ‘সত্য’—একাত্মা, অভিন্ন মঙ্গলময় পদার্থ; কেবল নামমাত্রে ভেদ।

ধর্ম নহে তাহা, বাহে সত্য নাহি রস,
বিকৃতি ঘটয়ে যার, সত্য তাহা নয় ।

(বিগ্রহ, ৬৪ শ্লোক)

অপিচ,—

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ ।

নাস্তি রাগসমং হৃৎখং নাস্তি ত্যাগসমং স্মৃৎখং ॥

অনুবাদ,—

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,

সত্যের সমান নাই তপের সাধন ;

রাগের সমান হৃৎখ আরি কিছু নাই,

ত্যাগের সমান স্মৃৎখ দেখিতে না পাই :

(মিত্রলভ, ১০ পৃষ্ঠা)

অপিচ,—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসহস্রাঙ্কি সত্যমেবাহতিরিচ্যতে ॥

অনুবাদ,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া,

অল্প দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া ;

প্রজাপতি তুল্যদণ্ড ধরিয়া দেখিল,

সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল ।

(সঙ্কি, ১৩৬ শ্লোক)

২৮ । সহস্র সহস্র^০চেষ্টা করিয়াও কেহ কখনও গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি গুণের অপলাপ করিতে চেষ্টা করে, সে, গুণের অণুমাত্র অপলাপ না করিয়া, নিজেই নীচতার পরিচয় দেয় । “শুক্ষেক্ষনমিবানলঃ”—অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠ ভেদ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, গুণও তেমনি অপলাপকারীর সমস্ত কুহক ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হয় ;—

মণিলুঁঠতি পাদেশু কাচঃ শিরসি ধার্যতে ।

ক্রমবিক্রমবেলায়াং কাচঃ কাচো মণিমণিঃ ॥ ৬৬ ।

মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ ।

নহি দোষো মণেরন্তি কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা ॥ ৭২ ॥

কদৰ্শিতস্তাপি চ্ৰৈৰ্য্যবৃত্তেবৃদ্ধেৰ্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ঃ ।

অধঃকৃতস্তাপি তনুনপাতো নাধঃ শিখা বাতি কদাচিদেব ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;
ক্রম বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয় । ৬৬ ।
সুকুট-টুপরে কাচে করিলে স্থাপন,
করিলে অমূল্য মণি পুদের ভূষণ ;
মণির তাহাতে কিছু হানি নাহি হয়,
বে করে স্থাপন তারে মূৰ্খ সবে কর । ৭২ ।
খাঁট করি' রাখিলেও ধী'বুদ্ধি জনে,
বুদ্ধি তার খাঁট হয়, না ভাবিও মনে ;
নীচু করি' ধর যদি দীপ্ত হতাশন,
শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন । ৬৭ ।

(মিত্রলাভ, ৬৬, ৬৭, ৭২ শ্লোক)

২৯। যে ব্যক্তি যৌবনে পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করে,
সে নিজ বৃদ্ধবয়সের জন্য স্বহস্তেই তুযানলের আয়োজন করে ।
কেন না, শেষে! অনুতাপরূপ কঠোর তুযানলে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন
তাহার পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিমদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্ ।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদবাটনম্
পর্শ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহতে ॥

অনুবাদ,—

পায়ের ধুলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিষ প্রায়,
জীবন কেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গ-স্থলের সাধন,
প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;

বুদ্ধকালে হয় তার অমৃত্যু সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার ।

(মিত্রলাভ, ১৬৩ শ্লোক)

৩০। নির্মূল আত্মাই ধর্মের ক্ষেত্র । যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-
বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন (১), তিনি
বনেই গমন করুন, আর গৃহেই অবস্থান করুন, সকল স্থানই
তাহার পক্ষে পবিত্র ধর্মক্ষেত্র । যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে সকলি
স্বর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শে সকলি তপোবন হয় ;—

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণ্যুং গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ ।

অকুংসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহে তপোবনম্ ॥ ৮৭ ॥

হুঃখিতোহপি চরেক্ষ্মং যত্র কৃত্রাপ্রমে রতঃ ।

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু ন লিপ্তিঃ ধর্মকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ,—

এ ভবে ইঞ্জিয়-জয় নাহি হয় যার,

বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার ;

আর যার সমস্ত ইঞ্জিয় বশে রয়,

গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয় ;—

বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,

গৃহেই তাহার পক্ষে হয় তপোবন । ৮৭ ।

অশেষ ক্লেশের ভার করিলা বহন,

যে কোনো স্ত্রাপ্রমে ধর্ম করিবে সাধন ;

ভেকধারী হইলেই ধর্ম নাহি হয়,

সর্বভূতে সমতাই ধর্ম-পরিচয় । ৮৮ ।

(মিত্রলাভ, ৮৭, ৮৮ শ্লোক)

৩১। ছুই দিনের বন্ধুকে পাইয়া চিরদিনের সখাকে বিস্মৃত
হইও না । ধন, জন, জীবন ও যৌবন, কিছুই চিরদিনের সখা
নহে ; ধর্মই অনন্তকালের সখা (২) ;—

(১) 'সর্বত্র সমদর্শন',—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্বভূতে সমদৃষ্টি ।

(২) মহুসংহিতা; ৪র্থ অধ্যায়, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ১৪২ শ্লোক যথা,—

'নাহমুজ্জ হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ ।

ন পুত্রদারং ন জাতিধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

এক এৰ স্তম্ভধৰ্মী নিধনেহপালুঘাতি বঃ ।

শরীরেণ সমং নাশং সৰ্বমন্যন্তু গচ্ছতি ॥

বাতাপ্ৰবিভ্রমমিদং বস্তুধাধিপত্যমাপাতমাত্ৰমধুরো বিষয়োপভোগঃ ।

প্রাণাস্তৃণাগ্ৰজলবিদ্‌সমা নরাণাং ধৰ্মঃ সৰ্বা পরমহো পরলোকবানে ॥

অনুবাদ,—

একমাত্ৰ ধৰ্ম্মই কেবল বন্ধু জন,
যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ ;
আর দেখ ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়,
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায় ।
বায়ুব্লেগে বিতাড়িত বারিদি যেমন,
বস্তুধার এ ঐখৰ্য্য অস্থির তেমন ;
উপভোগে ক্ষণিক ইঞ্জিয় সুখ হয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময় ;
ভূণাগ্ৰে বারিদি ন্যায় জীবন চঞ্চল,
পরলোকে সহচর ধৰ্ম্মই কেবল ।

(মিত্রলাভ, ৬৭ ; সক্তি, ১৩৪ শ্লোক)

প্রশ্ন। “কো ধৰ্ম্মঃ” ?—ধৰ্ম্ম কাহাকে বলে ?

উত্তর। “ভূতদয়া”—সৰ্বভূতে দয়া । (১)

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব হি লীয়তে ।
একোহনুভূক্তে স্কৃতমেকএব চ দ্রুতম ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং কিতৌ ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধৰ্ম্মস্তমহুগচ্ছতি ॥
তস্মাদধৰ্ম্মং সহায়ার্থং নিকৃত্যং সন্ধিসুয়াচ্ছনৈঃ ।
ধৰ্ম্মেণ হি সহায়েন তমন্তরতি হস্তরম্ ॥

(১) কো ধৰ্ম্মী ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ ।

কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ ॥

সেই ধৰ্ম্ম, সৰ্বভূতে যদি দয়া রয়,

সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয় ;

সেই স্নেহ, সৰ্বজীবে সমান প্রণয়,

সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয় ।

(মিত্রলাভ, ১৫৬ শ্লোক)

হিতোপদেশে এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। বিষ্ণুশর্মা এই সকল উপদেশ এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে সঙ্কলন করিয়াছেন যে ইহার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রার পথদর্শক হইতে পারে। যেটি দেখি, সেইটিই তুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়। যিনি হিতোপদেশের আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের বর্তমান অবস্থায় হিতোপদেশের ন্যায় উপদেশ-শাস্ত্রের যে কিরূপ উপযোগিতা, তাহা আনু বুলিয়া কি জানাইব ? আমাদের বর্তমান অবস্থা ও ঐ সকল প্রাচীন উপদেশ, যিনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে নীতি ও যে সমাজ আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, একমাত্র ধর্ম্মই তাহার মূল ; অর্থ ও কাম সেই ধর্ম্ম-মূলেই সংস্থাপিত, এজন্য ধর্ম্মেরই সহায়। কিন্তু আমরা ঠিক তাহার বিপরীত করিয়াছি। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া কামকেই মূল করিয়াছি, এবং ধর্ম্ম অর্থ সকলি সেই কাম-মূলে স্থাপন করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম না হইয়া, ধর্ম্মের ভান-মাত্র বা কামের সহায়, এবং আমাদের অর্থ, অর্থ না হইয়া, অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা কূল ছাড়িয়া অকূলে পড়িয়াছি, পথ ছাড়িয়া অপথে চলিয়াছি (১)। একমাত্র মূল ছাড়িয়াই আমরা নির্মূল হইতেছি। সুতরাং, আমাদের এ দুর্দশা স্বকৃত

(১)

আপদাং কথিতঃ পস্থা ইঞ্জিয়ানামসংঘমঃ ।

তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্ ॥

অনুবাদ,—

অনর্থের পথ হয় ইঞ্জির দুর্দম,

সম্পদের পথ হয় ইঞ্জিয়সংঘম ;

এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়,

সেই পথে চল ! বাহে ইষ্টলাভ হয় ।

(মিত্রলাভ, ২২ শ্লোক) ।

পাপেরই ফল (১) । ইহার জন্য দৈব দোষী নহেন (২) । পূর্ব-
পুরুষগণের উপদেশবাক্য ও নিজের ছুর্গতির বিষয় একবার চিন্তা
করিলে, বোধ হয়, অতি বড় পাষণ্ডকেও অনুতাপে দগ্ধ হইতে
হয় । হায় ! সমাজ যদি পূর্বপুরুষগণের মহাবাক্যের অনুসরণ
করিয়া চলিত, তবে আজি, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণ-
হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণ মহাপাতকের কথা অহরহ
শুনিত হইত না । স্নহস্তেদে সমাজ উচ্ছিন্ন হইত না । বিগ্রহের
অনলে এ স্বর্ণলঙ্কা ছারুধার হইত না । এত অল্প আয়ু, এত অল্প
ভোগ, এত অধিক রোগ ও এত অধিক শোক পাইতে হইত না ।

হিতোপদেশের উপদেশ এই যে,—এ জগতে সকলেই মিত্র-
লাভ কর । যদি না বুঝিয়া স্নহস্তেদে ও বিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়া
থাক, পুনরায় সন্ধি অর্থাৎ সম্ভাব স্থাপন কর, অবশ্যই শক্তি ও
সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ।

“সিদ্ধি: সাধ্যে সতামস্ত” । ইতি ।

শ্রীতারাকুমার শর্মা ।

(১) রোগশোকপরী তাপবন্ধনবাসনানি চ ।
আত্মাপরাধবৃক্ষন্য ফলীন্যোতানি দেহিনাম্ ॥

অনুবাদ,—

রোগ, শোক, বন্ধন, বাসন, পরিতাপ,
এ সব প্রসবে নিজ ছক্কত-পাদপ ।

(মিত্রলাভ, ৪২ শ্লোক) ।

(২) বিষমার্হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ ।

আত্মন: কৰ্ম্মদোষাংস্ত নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ ॥

অনুবাদ,—

রিপাকে পড়িয়া মুঢ় দৈব নিন্দা করে,
আপনার কর্ম্মদোষ বুঝিতে না পারে ।

(সিদ্ধি, ৩ শ্লোক) ।

